



ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ।

সাহিত্য-বিভাগ, গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬  
 পান্ডিত্য-পটক,  
 সংখ্যা—৩  
 প্রবন্ধ-সংগ্রহ জীবনোদয় এম এ

**প্রবর্তক—**

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

## ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର

वा

## বেদান্ত-দর্শন

পৃথ্যাপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টা দ্বৈতপর-

## শ্রীভାଷ্য-

সম্মেত

পণ্ডিতবা শ্রীযুক্ত হুগ-বেদান্ততীর্থকর্তৃক  
দত্ত

‘ସମାହି’ ବଦାନ୍ତର

রাখা গেলেন। রাইচন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের  
সাহায্যে

### হিত্য-পরিষৎ হইতে

সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ।

১৩২২—অষাঢ় ।

“GYA SANTIYA PARISHAD MANDIR

V

## শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী ।

### তৃতীয় অধ্যায় ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

#### প্রথম পাদে—

১ম, তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণ—

(১ম—৭ম সূত্র),

১ম সূত্র—

জীব বর্তমান দেহতাগ করিয়া যাইবার সময় ভাবী-দেহোপাদান ভূতহৃৎগুলি

সঙ্গে লইয়া যায় কিনা, এ বিষয়ের বিচার—

পূর্ব্বপক্ষ—প্রয়াণ কালে জীবের সহিত ভূতহৃৎগুলির অগমন—

৩১৩—১

সিদ্ধান্ত—জীবের সহিত ভূতহৃৎগুলির গমন প্রতিপাদন—

৩১৫—১

২য় সূত্র—

প্রয়াণকালে পঞ্চবিধ হৃৎভূতেরই জীবানুগমন সমর্থন—

৩১৭—১

৩য় সূত্র—

প্রয়াণকালে জীবের সঙ্গে প্রাণানুগমন দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—

৩১৭—১৭

৪র্থ সূত্র—

মৃত্যুকালে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়-প্রতিপাদক শ্রুতি-

অনুসারে জীবের সঙ্গে প্রাণের গতিসম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৮—১০

৫ম সূত্র—

পঞ্চাশিবিদ্ধা প্রকরণে প্রথম প্রশ্নে জল-হোমের অমুল্লেখ নিবন্ধন হৃৎভূতের

সহগমনে পুনশ্চ আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৯—২৬

৬ষ্ঠ সূত্র—

পঞ্চাশিবিদ্ধা প্রকরণে প্রশ্ন ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় পুনশ্চ

আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩২১—১১

৭ম সূত্র—

পুনশ্চ জীবোন্মেষ্ট সম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৩২৩—৬

২য়, কৃতাত্ম্যধিকরণ—

(৮—১১ সূত্র)—

৮ম সূত্র—

কর্ম্ম জীবগণের চক্ষুশ্রবণ হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রাপ্তন কক্ষ কিছু

অবশিষ্ট থাকে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা—



বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

পূর্বপক্ষ—যে কর্মফল ভোগের জন্য জীব চক্ৰমণ্ডলে গমন করে, তাহার

সেখানেই নিঃশেষরূপে ভোগাশঙ্কা—

৩২৪—১৩

সিদ্ধান্ত—কিঞ্চিৎ কর্ম অবশিষ্ট থাকিতেই জীবের চক্ৰমণ্ডল হইতে পতন

এবং তদনুসারে জন্ম ধারণ প্রতিপাদন—

৩২৬—৪

৯ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—সঞ্চিত শুভাশুভ কর্মানুসারে জীবের জন্মলাভের আশঙ্কা—

৩২৮—৪

সিদ্ধান্ত—শ্রুতির ‘চরণ’ শব্দানুসারে ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানুসারেই জন্ম সমর্থন—

৩২৯—৭

১০ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত আচারের অনর্থক্য শঙ্কা।—

সিদ্ধান্ত—জন্মের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারেরও কারণত্ব স্থাপন—

৩২৯—১০

১১শ সূত্র—

বাদির মতানুসারে ‘চরণ’ শব্দের পুণ্য-পাপার্থতা প্রদর্শন—

৩৩০—১৩

৩য়, অনিষ্টাদিকার্য্যধিকরণ—

( ১২শ—২১শ সূত্র )

১২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

যাহারা বাগযজ্ঞাদি কর্ম করে না, সেই সমস্ত পাপীদেরও চক্ৰমণ্ডলে গমনের

সম্ভাবনা প্রদর্শন—

৩৩২—১

১৩শ সূত্র

পাপীদের অগ্রে যমালয়ে পাপফল ভোগ, অনন্তর চক্ৰমণ্ডলে গমনের সম্ভাবনা

প্রদর্শন—

৩৩৩—৪

১৪শ সূত্র—

উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৩৩৪—৭

১৫শ সূত্র—

সমুদ্রপ্রকার নরক কথন—

৩৩৪—১৫

১৬শ সূত্র—

নরকে যমের প্রাধাত্য কথন—

৩৩৫—২

১৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

কর্মী ও কর্মাজ বিভাসম্পন্ন পুরুষাদিগের চক্ৰমণ্ডল, গমন নিরূপণ—

৩৩৫—১৬

১৮শ সূত্র—

পাপ-পুণ্যরহিত অজ্ঞলোকের দংশ-মশকাদি জন্ম কথন—

৩৩৮—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

## ১৯শ সূত্র—

উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৩৩৯—৮

## ২০শ সূত্র—

উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৩৪০—৩

## ২১শ সূত্র—

শ্বেদজের উদ্ভিজে অন্তর্ভাব কথন—

৩৪১—১

৪র্থ, তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণ—

## ২২শ সূত্র—

চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনকালে কক্ষ্মদিগের আকাশাদি স্বভাবপ্রাপ্তি  
নিরূপণ—

৩৪১—১৩

৫ম, নাতিচিরাধিকরণ—

## ২৩শ সূত্র—

কক্ষ্মদিগের আকাশাদি-স্বভাবপরিত্যাগে বিলম্বাভাব কথন—

৩৪৩—৩

৬ষ্ঠ, অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ—

( ২৪শ—২৭শ সূত্র )

## ২৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

কক্ষ্মদিগের অগ্নজীবাধিষ্ঠিত শত্রুমধ্যে প্রবেশকথন—

৩৪৪—৫

## ২৫শ সূত্র—

ষষ্ঠীয় হিংসায় পাপাভাব কথন—

৩৪৬—৪

## ২৬শ সূত্র—

কক্ষ্মদিগের শত্রুদেহ হইতে রোতঃসেকক্ষম দেহে প্রবেশ নিরূপণ—

৩৫০—১০

## ২৭শ সূত্র—

জ্বীদেহে প্রবেশের পর শরীরপ্রাপ্তিকথন—

৩৫১—১১

## দ্বিতীয় পাদে—

১ম, সক্ষ্যাধিকরণ—

( ১—৬ সূত্র )

## ১ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—স্বপ্নদৃশ্য পদার্থে জীবের সৃষ্টিকৃত্ত্ব কথন—

৩৫২—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২য় সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে উক্তার্থে জীবের কর্তৃত্বসমর্থন—

৩৫৩—৭

৩য় সূত্র—

সিদ্ধান্ত—স্বপ্নদৃশ্যের মায়িকত্ব কথন—

৩৫৪—৭

৪র্থ সূত্র—

পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্যাদি শক্তির তিরোধান এবং

তন্নিবন্ধনই বন্ধ-মোক্ষ বাবদ্যাকথন—

৩৫৬—৪

৫ম সূত্র—

দেহসম্বন্ধই জীবের শক্তি-তিরোধানের কারণ কথন—

৩৫৭—৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ-স্বচকত্ব কথন—

৩৫৮—৫

দ্বিতীয়, তদভাবাধিকরণ—

( ৭—৮ম সূত্র )

৭ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—হিতনামক নাড়ী ও আত্মা, এতদ্ব্যভিন্ন স্থানে যথাসম্ভব

স্বসৃষ্টির সম্ভাবনা কথন—

৩৫৯—৫

সিদ্ধান্ত—নাড়ী, পুরীতং ও আত্মা, এই স্থানদ্বয়ক্রমে স্বসৃষ্টি নিরূপণ—

৩৬১—১

৮ম সূত্র—

স্বসৃষ্টিভঙ্গ সময়ে ব্রহ্ম হইতে জীবের উত্থান কথন—

৩৬১—৮

৩য়, ‘কস্মীনুস্মৃতি-শব্দবিধি’ অধিকরণ—

৯ম সূত্র—

জাগরণ সময়ে স্বসৃষ্টি জীবেরই পুনরুত্থান নিরূপণ—

৩৬২—৫

৪র্থ, মুক্তাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

মূর্ত্ত্যবস্থায় স্বরূপ নিরূপণ—

৩৬৫—৪

৫ম, উভয়মিস্রাধিকরণ—

( ১১শ—২৫ সূত্র )

পূর্বপক্ষ—জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও

দোষস্পর্শাশঙ্কা—

৩৬৭—৫

বিষয়	পৃষ্ঠা—পংক্তি ।
সিদ্ধান্ত - স্থানত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব উপপাদন এবং উভয়-লিঙ্গত্ব কথন—	৩৭০—৪
১২শ সূত্র—	
ঐতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের সদোষত্ব শঙ্কা খণ্ডন—	৩৭১—৩
২৩শ সূত্র—	
কঠিনাধীনের মতানুসারে একস্থানে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব প্রদর্শন—	৩৭৩—৭
১৪শ সূত্র—	
শরীরে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নীরূপত্ব সমর্থন—	৩৭৪—৩
১৫শ সূত্র—	
ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন—	৩৭৬—১
১৬শ সূত্র—	
ব্রহ্মের জ্ঞানস্বভাবত্ব সমর্থন—	৩৭৬—১৫
১৭শ সূত্র—	
উক্তবিষয়ে ঐতি ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৩৭৭—৩
১৮শ সূত্র—	
উক্ত বিষয়ে জলস্থ্যাগ্নি-প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত কথন—	৩৭৯—১
১৯শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—জলস্থ্যাগ্নিদির সহিত দেহস্থ পরমাশ্রয় বৈষম্য প্রদর্শন—	৩৭৯—১৯
২০শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—বৃদ্ধি-হ্রাসাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত আপত্তির পরিহার কথন—	৩৮১—১
২১শ সূত্র—	
“নেতি নেতি” ঐতির তাৎপর্য বর্ণনা—	৩৮৩—৩
২২শ সূত্র—	
ব্রহ্মের অব্যক্তস্বভাব কথন—	৩৮৭—১
২৩শ সূত্র—	
ভক্তিস্বরূপ নির্দিষ্ট্যাসনের অবস্থায় ব্রহ্মে তাদৃশ রূপের অভিব্যক্তি কথন—	৩৮৭—১৩
২৪শ সূত্র—	
ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বভাবের আয় মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত রূপ নিরূপণ—	৩৮৯—৭
২৫শ সূত্র—	
ব্রহ্মে কল্যাণময় অনন্ত গুণ সত্ত্বাব কথন—	৩৯০—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৬ষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ—

( ২৬—২৯শ সূত্র )

২৬শ সূত্র—

অহি-কুণ্ডলনার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও বহুরূপত্ব-শ্রুতির উপপাদন—

৩৯০—১১

২৭শ সূত্র—

তেজের দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব সমর্থন—

৩৯১—১১

২৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে একত্ব ও নানাত্বের উপপাদন—

৩৯৩—৫

২৯শ সূত্র—

জড়ধর্মনিষেধক শ্রুতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের অংশাশিতাব উপপাদন—

৩৯৪—৭

সপ্তম পরাধিকরণ—

( ৩০শ—৩৬শ সূত্র )

৩০শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'সেতু' ও পরিমিত বলায় তদতিরিক্ত বস্তুর

অস্তিত্বাশঙ্কা প্রদর্শন—

৩৯৫—৬

৩১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য নিবন্ধন ব্রহ্মের সেতুপ্রভৃতি শব্দে উল্লেখের সমর্থন—

৩৯৮—১

৩২শ সূত্র—

উপাসনায় সুবিধার জন্ত ব্রহ্মের সেতু প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের উপপাদন—

৩৯৯—১

৩৩শ সূত্র—

পুনশ্চ স্থানবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দেশেব সমর্থন—

৪০০—১

৩৪শ সূত্র—

যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মপরিমাণের সমর্থন—

৪০০—১৪

৩৫শ সূত্র—

শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত বৃহৎ পদার্থের সত্তা নিরসন—

৪০১—৭

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতা সমর্থন

৪০৪—৪

অষ্টম ফলাধিকরণ—

( ৩৭—৪০শ সূত্র )

৩৭শ সূত্র—

সর্ববিধ ফলপ্রদানে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কথন—

৪০৫—৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা---পংক্তি ।

৩৮শ সূত্র—

উক্তার্থে শ্রুতি প্রদর্শন—

৪০৬—৬

৩৯শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জমিনির মতে ধর্ম্য হইতে ফলপ্রাপ্তি কখন—

৪০৭—১

৪০শ সূত্র—

বাদরায়াচার্যের মতানুসারে পরমেশ্বরের ফলপ্রদত্ত সমর্থন—

৪০৮—১

তৃতীয় পাদে—

১ম, সর্ববেদান্ত-প্রত্যাখিকরণ—

( ১ম—৫ম সূত্র )

১ম সূত্র—

বিভিন্ন বেদশাখায় বিহিত একজাতীয় ত্রুটিউপাসনার একত্ব নির্ণয়—

৪১২—১

২য় সূত্র—

উপাসনার একত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৪১৫—১

৩য় সূত্র—

যজ্ঞান্ন যানের দৃষ্টান্তে শিরোব্রতের অধ্যয়নান্তে নিরূপণ—

৪১৬—৩

৪র্থ সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে বিচার একত্ব সমর্থন—

৪১৭—১০

৫ম সূত্র—

এক উপাসনায় উক্ত গুণের, তৎসমানজাতীয় অন্ত উপাসনায় উপসংহারে

প্রয়োজন কখন—

৪১৯—১

দ্বিতীয় ‘অনুথাহ’ অধিকরণ—

( ৬—৯ম সূত্র )

৬ষ্ঠ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথোপাসনার পার্থক্যাশঙ্কা—

৪২০—১

৭ম সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথবিহিত ব স্বরূপগত ভেদ নিবন্ধন উভয়ের

পার্থক্যানিরূপণ—

৪২৫—১

৮ম সূত্র—

উদগীথনামের ঐক্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাভেদ ব্যবস্থাপন—

৪২৭—৮

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

## ৯ম সূত্র—

উদগীথের প্রণবার্থনির্ধারণ—

৪২৮—৫

## তৃতীয়, সর্বভেদাধিকরণ—

## ১০ম সূত্র—

দ্রোষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণযোগে প্রাণোপাসনার একত্ব নিরূপণ—

৪২৯—৫

## চতুর্থ, 'আনন্দাদি' অধিকরণ—

( ১১শ—১৭শ সূত্র )

## ১১শ সূত্র—

ব্রহ্ম-গুণ আনন্দপ্রভৃতি ধর্মের সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায় চিস্তার উপদেশ—

৪৩৩—১

## ১২শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণসমূহের সর্বত্র উপসংহারের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—

৪৩৪—১

## ১৩শ সূত্র—

প্রিয়-শিরঃপ্রভৃতি গুণ অপেক্ষা আনন্দাদিগুণের বৈলক্ষণ্য কথন—

৪৩৫—৪

## ১৪শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন কথন—

৪৩৭—১

## ১৫শ সূত্র

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতির অ-ব্রহ্মগুণত্ব কথন—

৪৩৮—৪

## ১৬শ সূত্র—

পরমাত্মার আনন্দগুণ কথন—

৪৩৯—১

## ১৭শ সূত্র—

আনন্দাদি গুণের পরমাত্মধর্মত্ব উপপাদন—

৪৪০—১

## পঞ্চম কার্য্যাখ্যানাধিকরণ—

## ১৮শ সূত্র—

আহারের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলে প্রাণ-বাসস্থচিস্তা নিরূপণ—

৪৪১—১

## ষষ্ঠ, সমানাধিকরণ—

## ১৯শ সূত্র—

ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ—'অহঃ' ও 'অহম্' এই নামদ্বয়ের উভয় স্থলে প্রয়োগ

কথন—

৪৪৫—৬

## ২১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

হ্রাসভেদে উক্ত নামদ্বয়ের পৃথক পৃথক প্রয়োগ নিরূপণ—

৪৪৭—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২২শ সূত্র—

প্রতি দ্বারা স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন—

৪৪৭—১৭

অষ্টম, সন্তৃত্যধিকরণ—

২৩শ সূত্র—

সন্তৃত্তি ও ছাব্বাশ্চি গুণের সর্বত্র প্রয়োগ নিষেধ—

৪৪৮—১০

নবম, পুরুষবিজ্ঞাধিকরণ—

২৪শ সূত্র—

সবনত্রয়ের ভেদ বশতঃ ‘পুরুষবিজ্ঞা’ নামক উপাসনার ভেদকথন—

৪৫০—৭

দশম, ‘বেদাদি’ অধিকরণ—

২৫শ সূত্র—

“গুরু প্রবিধ্যা” ইত্যাদি মন্ত্রের বিজ্ঞানত্ব থণ্ডন ও অধ্যয়নাত্মক নিরূপণ—

৪৫৩—১

একাদশ, হান্নাধিকরণ—

২৬শ সূত্র—

জ্ঞানীর মৃত্যুসময়ে পুণ্য-পাপ পরিভাগ এবং পুলাদিকটুক তাহার গ্রহণ সম্বন্ধে

পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৪৫৬—১

দ্বাদশ, সাম্প্রায়াদিকরণ—

( ২৭—৩১শ সূত্র )

২৭শ সূত্র—

জ্ঞানীর পুণ্যপাপত্যাগের সময় নিরূপণ—

৪৬১—৩

২৮শ সূত্র—

পুণ্যপাপত্যাগসম্প্রাপ্তি বাক্যের সময় নির্দেশ—

৪৬৩—১০

২৯শ সূত্র—

উক্ত বিষয়ে পূর্বপক্ষ—

৪৬৪—৬

৩০শ সূত্র—

উক্ত আপত্তির সমাধান—

৪৬৫—৫

৩১শ সূত্র—

কর্ম্মানুসারে কার্য্যাদিকারবিশেষ প্রাপ্ত জীবগণের অধিকার পথ্যম্

অবস্থিতি কথন—

৪৬৭—১

ত্রয়োদশ, অনিয়মাদিকরণ—

৩২শ সূত্র—

উপাসক মাত্রেই দেবদানপথে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি নিরূপণ—

৪৬৮—৫

চতুর্দশ, ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ—

( ৩৩শ—৩৪শ সূত্র )

৩৩শ সূত্র—

অক্ষর-ব্রহ্মসম্বন্ধী অমূলত্বাদি ধর্ম্মের সর্বত্র ব্রহ্মোপাসনার উপসংহারকথন—

৪৭১—৩



বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৩৪শ সূত্র---

অমূলত্বাদি গুণোপসংহারের আবশ্যকতাপ্রদর্শন—

৪৭৫—১

পঞ্চদশ, অন্তরত্বাধিকরণ---

( ৩৫শ—৩৭শ সূত্র )

৩৫শ সূত্র---

শ্রুত্বাক্ত 'সর্কাত্তর' পদের পরমার্থার্থ নিরূপণ—

৪৭৬—৩

৩৬শ সূত্র---

উষন্ত ও কহোলের প্রশ্নার্থের পরস্পর বিনিময়-ব্যবস্থাপন—

৪৮২—১

৩৭শ সূত্র---

ছান্দোগ্যে একই পরাদেবতাব পূর্যাপর-কীর্তন নিরূপণ—

৪৮৪—৬

ষোড়শ, কামাত্তাধিকরণ---

( ৩৮শ—৪০শ সূত্র )

৩৮শ সূত্র---

ছান্দোগ্য ও বাজরনেদ্যোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের অভেদ নিরূপণ—

৪৮৭—৬

৩৯শ সূত্র---

“নেতি নেতি” প্রতিতে সত্যকামত্বাদিগুণের অপ্ৰতিষিদ্ধত্ব কথন—

৪৮৯—১৩

৪০শ সূত্র---

সংগোপাসনার মোক্ষসাধকত্ব নিরূপণ—

৪৯৩—৫

সপ্তদশ, তন্মির্কারণানিয়মাদিকরণ---

৪১শ সূত্র---

কর্মকালে কর্মাস উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা বণ্ডন—

৪৯৫—১

অষ্টাদশ, প্রদানাদিকরণ—

৪২শ সূত্র—

অপহতপাপত্বাদি গুণচিহ্নার সঙ্গে গুণী পরমাত্ম-চিহ্নার আবশ্যকতা কথন—

৪৯৭—৮

উনবিংশ, লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ—

৪৩শ সূত্র—

তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত 'নারায়ণ'শব্দে সমস্ত পরবিত্তোপাত্ত ব্রহ্মের গ্রহণকথন—

৫০০—৬

বিংশ, পূর্ববিকল্পাদিকরণ—

( ৪৪শ - ৫০ সূত্র )

৪৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—‘বাক্চিত্ত, মর্নাশ্রিত’ প্রতিতি শ্রুত্বাক্ত অগ্নিগুণি প্রকৃত ব্রহ্মাগ্নির

বৈকল্পিক কিনা, এইরূপ আশঙ্কা-প্রদর্শন—

৫০৪—৫

৪৫শ সূত্র—

বাক্চিত্তাদি অগ্নির বৈকল্পিকত্বপক্ষ সমর্থন—

৫০৬—৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

## ৪৬শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাক্যচিত্ত প্রভৃতির বিচাররূপত্ব স্থাপন—

৫০৭—৪

## ৪৭শ সূত্র—

শ্রুতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে বিচারত্বসমর্থন—

৫০৯—১

## ৪৮শ সূত্র—

হেতুস্তর দ্বারা বিচারত্বসমর্থন—

৫১০—৯

## ৪৯শ সূত্র—

মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-বজ্রাক্রমে অনুরূপপত্তি প্রদর্শন—

৫১২—৫

## ৫০শ সূত্র—

মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-বজ্রপ্রকরণে উল্লেখের কাবণ প্রদর্শন—

৫১৪—১

একবিংশ, শরীরে ভাবাধিকরণ—

( ৫১—৫২ সূত্র )

## ৫১শ সূত্র—

পূরূপক—শরীরাবস্থিত আত্মার জীবধর্মের উপাস্তব্ব কথন—

৫১৫—৪

## ৫২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—দেহাবস্থিত আত্মার মুক্তধর্মের উপাসনা নিরূপণ—

৫১৭—১

দ্বাবিংশ, অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ—

( ৫৩—৫৪ সূত্র )

## ৫৩শ সূত্র—

বজ্রাসম্বন্ধীয় উদগীথাদি উপাসনার বিচার—

৫১৯—৫

## ৫৪শ সূত্র—

মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে উক্তার্থ সমর্থন—

৫২১—১১

ত্রয়োবিংশ, ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ—

## ৫৫শ, সূত্র—

ছালোকাদি সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা নিরূপণ—

৫২২—১৩

চতুর্বিংশ, শব্দাদিভেদাধিকরণ—

## ৫৬শ সূত্র—

সদ্বিত্তা ও ভূমবিজ্ঞাপ্রভৃতি ব্রহ্মবিজ্ঞার ভিন্নত্ব নিরূপণ—

৫২৭—৬

পঞ্চবিংশ, বিকল্পাধিকরণ—

( ৫৭—৫৮ সূত্র )

## ৫৭শ সূত্র—

ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সদ্বিত্তা প্রভৃতির বিকল্পানুষ্ঠান নিরূপণ—

৫২৯—৭

## ৫৮শ সূত্র—

কামা উপাসনাগুলির মধ্যে, যে কোন একটীর অথবা সমুদায়েরও অনুষ্ঠান

করিতে পারা যায়—তদ্বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন—

৫৩২—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

ষড়্বিংশ, যথাশ্রয়ভাবাধিকরণ—

( ৫৯—৬৪ সূত্র )

৫৯তম সূত্র—

পূর্বপক্ষ :—

কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় কৰ্ম্মাঙ্গের সহিত উপাসনাত্ত্বচানের আবশ্যকতা

প্রদর্শন—

৫৩২—১৫

৬০তম সূত্র—

উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৪—৭

৬১তম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৩৫—৩

৬২তম সূত্র—

দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বপক্ষের দৃঢ়ীকরণ—

৫৩৫—১৪

৬৩তম সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—

কৰ্ম্মাঙ্গাত্ত্বচানের সহিত তদাশ্রিত উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা পণ্ডন—

৫৩৬—৭

৬৪তম সূত্র—

উক্তার্থে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৯—১

চতুর্থ পাদ—

১ম, পুরুষার্থাধিকরণ—

( ১—২০ সূত্র )

১ম সূত্র—

বাদরাগণের মতান্তরবে বিজ্ঞা চইতে মুক্তিলাভ নিরূপণ—

৫৭০—১

২য় সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

জৈমিনির মতে বিজ্ঞার মুক্তিসাধনত্ব-কথার অর্থবাদত্ব ( প্রশংসাপরত্বমাত্র )

কথন—

৫৪১—৮

৩য় সূত্র—

উক্তার্থে শিষ্টসম্মতি প্রদর্শন—

৫৪৪—৪

৪র্থ সূত্র—

কথিত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৪৫—৩

৫ম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৪৫—১৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

শ্রোত বিধি দ্বারা স্বমত সমর্থন—

৫৪৬—১১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পাতি।

## ৭ম সূত্র—

প্রকারান্তরে বিচার কক্ষাঙ্গত্ব সমর্থন—

৫৪৭—৪

## ৮ম সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—

বাদরায়ণের মতানুসারে সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৫৪৮—১

## ৯ম সূত্র—

বিচার কক্ষাঙ্গত্ব পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৫০—৯

## ১০ম সূত্র—

বিচার কক্ষাঙ্গত্ব খণ্ডন—

৫৫২—১

## ১১শ সূত্র—

মৃতব্যক্তির সহিত বিজ্ঞা ও কক্ষের পৃথক পৃথক ভাবে গমন কথন—

৫৫৩—১

## ১২শ সূত্র—

বিচার কক্ষাঙ্গত্ব বিষয়ে জৈমিনি প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন—

৫৫৩—১৮

## ১৩শ সূত্র—

জৈমিনি-প্রদর্শিত নিয়মত্রতির অর্থান্তর কথন—

৫৫৫—১৩

## ১৪শ সূত্র—

প্রকারান্তরে নিয়মত্রতির উপপাদন—

৫৫৫—১৪

## ১৫শ সূত্র—

বৈরাগ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির গার্হস্থ্য ত্যাগে প্রতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৫৬—১৪

## ১৬শ সূত্র—

বিচার কক্ষোপমর্দকত্ব প্রদর্শন—

৫৫৭—৭

## ১৭শ সূত্র—

কক্ষত্যাগী সন্ন্যাসীর বিজ্ঞানুশীলন প্রদর্শন—

৫৫৮—৪

## ১৮শ সূত্র—

আচার্য্য জৈমিনির মতে সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা কথন

৫৫৯—৬

## ১৯শ সূত্র—

বাদরায়ণের মতানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমের সত্ত্বাৎ প্রদর্শন—

৫৬০—১৩

## ২০শ সূত্র—

সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা প্রতিপাদন—

৫৬৩—১০

দ্বিতীয়, স্তুতিমাত্রাধিকরণ—

( ২১—২২শ সূত্র )

## ২১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে উপনিষ্ট রসতমত্বাদি-দৃষ্টির প্রণয়নামাত্র তাৎপর্য্য কথন—

৫৬৫—৬

সিদ্ধান্তঃ—

যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধেয়ত্ব নিরূপণ—

৫৬৭—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২২শ সূত্র—

বসন্তমহাদি-দৃষ্টির বিধেয়ত্ব সমর্থন—

৫৬৭—৯

তৃতীয়, পারিপ্লবাবধিকরণ—

( ২৩—২৪শ সূত্র )

২৩শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

উপনিষদ্বক্ত সমস্ত আখ্যায়িকারই পারিপ্লব প্রয়োগাঙ্গত্ব কথন—

৫৬৮—৫

সিদ্ধান্ত—

উপনিষদ্বক্ত আখ্যায়িকাসমূহের বিজ্ঞা-মাহাত্ম্য প্রকাশনে তাৎপর্য

প্রতিপাদন—

৫৬৮—৭

২৪শ সূত্র—

একবাক্যতা দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—

৫৭০—৮

৪র্থ, অগ্নীক্ষনাদ্যধিকরণ—

২৫শ সূত্র—

উদ্ধেরতাদিগের যজ্ঞাঙ্গ বিজ্ঞায় অধিকার প্রতিপাদন—

৫৭০—১৭

পঞ্চম, সর্ববাপেক্ষাধিকরণ—

২৬শ সূত্র—

কর্মনিরত গৃহস্থগণের বিজ্ঞায় অগ্নিহোত্রাদি ক্রম্যগুষ্ঠানের আবশ্যকতা

প্রতিপাদন—

৫৭২—৬

৬ষ্ঠ, শমাগুধিকরণ—

২৭শ সূত্র—

গৃহস্থগণেরও শমদমাদিসংঘের আবশ্যকতা প্রতিপাদন—

৫৭৫—১

সপ্তম, সর্ববানুযাত্যধিকরণ—

( ২৮—৩১ সূত্র )

২৮শ সূত্র—

প্রাণায়ামদর্শীর অনশনে প্রাণ যাতবার উপক্রম হইলে, সর্বান্নভক্ষণে শাস্তাভ্রমতি

প্রদর্শন—

৫৭৭—১

২৯শ সূত্র—

বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি কথন—

৫৭৯—১০

৩০শ সূত্র—

উক্তার্থে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮০—১২

৩১শ সূত্র—

যথেষ্ট আহারনিষেধে প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮১—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি

## অষ্টম, বিহিতত্বাধিকরণ—

( ৩২—৩৫শ সূত্র )

## ৩২শ সূত্র—

মুক্তি বিষয়ে অভিলাষশূন্য গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কস্মান্নচান্নের  
আবশ্যকতা কথন—

৫৮১—১৬

## ৩৩শ সূত্র—

বিভালাভের সহকারি-কারণরূপেও কস্মান্নচান্নের আবশ্যকতা কথন—

৫৮৩—৬

## ৩৪শ সূত্র—

যজ্ঞাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ উভয়বিধ কস্মেরই একরূপত্ব কথন—

৫৮৪—১

## ৩৫শ সূত্র—

আশ্রমোচিত কস্মের সহিত বিভার অবিরোধ থাপন—

৫৮৪—১৫

## নবম, বিধুরাধিকরণ—

( ৩৬—৩৯শ সূত্র )

## ৩৬শ সূত্র—

অনাশ্রমী লোকদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নিরূপণ—

৫৮৫—৬

## ৩৭শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে ঋতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮৭—১

## ৩৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে স্বসিদ্ধান্তের সমর্থন—

৫৮৭—১৪

## ৩৯শ সূত্র—

অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—

৫৮৮—৪

## দশম, তদ্বৃত্তাধিকরণ—

( ৪০—৪৩শ সূত্র )

## ৪০শ সূত্র—

ব্রহ্মচর্যাগাদি নৈষ্ঠিকধর্মাবলম্বীর তত্ত্বদাশ্রমের অপরিত্যাগ্যতা প্রতিপাদন—

৫৮৯—১

## ৪১শ সূত্র—

নৈষ্ঠিকধর্মচ্যুতদিগের পাতিত্য ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কথন—

৫৯১—১

## ৪২শ সূত্র—

মতবিশেষে নৈষ্ঠিকধর্মত্যাগের উপপাতকত্ব এবং তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের  
সম্ভাব কথন—

৫৯২—৬

## ৪৩শ সূত্র—

উভয় মতেই নৈষ্ঠিক ধর্মত্যাগদিগের ব্রহ্মা দ্বায় অনধিকার থাপন—

৫৯৩—৮

## একাদশ, স্বাম্যাধিকরণ—

( ৪৪—৪৫শ সূত্র )

## ৪৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—আত্মের মতে কস্মাঙ্গ উপাসনায় যজ্ঞমানের কর্তৃত্ব কথন—

৫৯৪—১০

বিনয় ।

গৃহা—পংক্তি ।

৪৫শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

ওড়ুলোমির মতান্তরসারে স্বত্বিকের কর্তৃত্ব নিরূপণ—

৫৯৫—১০

দ্বাদশ, সহকার্যস্বরবিধি-অধিকরণ—

( ৪৬—৪৮শ সূত্র )

৪৬শ সূত্র—

একবিছায় 'মোনের' সহকারি-সাধনত্ব নিরূপণ—

৫৯৭—৬

৪৭শ সূত্র—

শ্রুতিতে কেবলই গৃহস্থের উল্লেখে কারণ প্রদর্শন—

৬০১—৬

৪৮শ সূত্র—

শ্রুতিতে 'মোনের' ছায় অপরাপর আশ্রমি-ধর্ম্মেরও উপদেশ প্রদর্শন—

৬০২—৪

ত্রয়োদশ, অনাবিস্কারাধিকরণ—

৪৯শ সূত্র—

ঐত্ব্যন্ত 'বাল্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ—

৬০৩ ৮

চতুর্দশ, ঐহিকাধিকরণ—

৫০শ সূত্র—

প্রতিবন্ধকের অভাবে ইহলোকেই বিজ্ঞানফল স্বর্গাদিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কখন—

৬০৫—৭

পঞ্চদশ, মুক্তিফলাধিকরণ—

৫১শ সূত্র—

প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকেই বিজ্ঞানফল মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কখন—

৬০৭—১

### তৃতীয় অধ্যায়—

প্রথম পাদে—সূত্র ২৭ । অধিকরণ—৬ ।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪০ । অধিকরণ—৮ ।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৬৪ । অধিকরণ—২৬ ।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—৫১ । অধিকরণ—১৫ ।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি

সংপরিষক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩৥১৥১৥

[ পদচ্ছেদঃ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ ( দেহান্তর-প্রাপ্তিতে ) রংহতি ( গমন করে )  
সংপরিষক্তঃ ( আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া ) প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ( প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং জীবন্তোৎক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে “তদন্তরপ্রতিপত্তৌ”  
ইত্যাদিভিঃ । দেহাং দেহান্তরগমনে জীবঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতহৃদ্বৈঃ সংযুক্তঃ অসংযুক্তো বা  
গচ্ছতীতি সংশয়া সিদ্ধান্তমাহ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাং দেহান্তরপ্রাপ্তৌ জীবঃ সংপরিষক্তঃ  
দেহবীজভূতৈঃ ভূতহৃদ্বৈঃ সমাকৃ মিলিতঃ সন্ রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যতে ; কুতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণা-  
ভ্যাম্ । প্রশ্নস্তাবৎ পঞ্চায়াবিদ্যায়াং—“বেৎ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি ;  
নিরূপণং—প্রতিবচনঞ্চ তাবৎ—“ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি । তত্র হি  
দেহারন্তিকা ত্রিবৃৎকৃতা আপঃ কশ্মিণা জীবেন সহ দ্যালোক-পর্জন্ত-পৃথিবী-পুরুষরূপেণ অগ্নিশ্চ  
অনুপ্রবিষ্টাঃ পঞ্চম্যাম্ আহতৌ যোবিদগৌ পুরুষবচসঃ পুরুষ-শব্দবাচ্যা ভবন্তি পুরুষাকারতাং  
ভজন্তে ইত্যর্থোহবধারণ্যতে ; অতঃ সংপরিষক্তো রংহতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

এখন জীবের উৎক্রমণ প্রশ্নালী নিরূপিত হইতেছে,—জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে  
প্রবেশের সময় দেহোপাদান হৃদ্বভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে ; ইহা পঞ্চায়াবিদ্যাপ্রকরণের  
প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে অবধারিত হইতেছে ॥৩৥১৥১৥ ]

অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিলজগদেক কারণং নিরন্তনিগিলদোষগন্ধম-  
পরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতরবিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্শুভিরুপাস্ততয়া  
বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যমর্থঃ স্মৃতি-শ্রায়বিরোধপরিহার-পরপক্ষ-  
প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধপরিহাররূপ-কার্যস্বরূপসংশোধনৈ-

ভাষানুবাদ । অতীত অধ্যায়দ্বয়ে প্রা পাদিত হইয়াছে যে, নিখিল জগতের একমাত্র  
কারণ’ সর্বপ্রকার দোষসম্পন্ন শূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সাগরস্বরূপ এবং অপরাপর সর্ব  
পদার্থ-বিলক্ষণ পর ব্রহ্মকেই মুমুক্শুগণের উপাস্ত বলিয়া সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে ;  
যাহাতে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত না হইতে পারে, তজ্জন্ত স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্বক  
পরপক্ষনিরাস, এবং বেদান্তবাক্যসমূহের পরস্পরগত বিরোধের পরিহাররূপ কার্যের সংশোধনের



সুদুর্দ্ধৰ্ণাহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ ; অতোহধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং  
প্রতিপাদিতম্ । উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-  
প্রকারশ্চিন্তয়িতুমিচ্ছতে,—

তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ততে । উপাসনা-  
রস্তাভ্যাহিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তব্যতিরিক্তবৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি; তৎ-  
সিদ্ধার্থং জীবস্য লোকান্তরেণ সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুষুপ্তস্য মূচ্ছ'তশ্চ  
দোষাঃ, পরস্য চ ব্রহ্মণ্যস্তদ্রহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ  
পাদয়োঃ প্রতিপাদ্যতে ।

তত্র দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্নয়ং জীবো দেহান্তরারম্ভহেতুভিত্ত'তসূক্ষ্মৈঃ  
সম্পরিষক্ত এব গচ্ছতি, উত ন ? ইতি চিন্তায়াম্—যত্র যত্র জীবো যাতি,  
তত্র তত্র ভূতসূক্ষ্মাণাং স্নলভস্বাদসম্পরিষক্তো যাতীতি প্রাপ্তম্ । পশ্চাদপি  
পূর্বপক্ষবীজানু্যপন্যস্ত নিরসিচ্ছতি । তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

সহিত ঐক্যপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে । অতএব বৃত্তিতে হইবে, ঐ দুই অধ্যায়ে প্রধানতঃ  
ব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন পরবর্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী  
চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে ।

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলভের উপায়ভূত উপাসনার চিন্তা রহিয়াছে । উপাসনা  
আরম্ভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য বা বৈরাগ্য এবং  
প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অভিলাষ । তদন্তর-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে  
লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবেরই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূচ্ছাবস্থাতে সমস্ত দোষ-সম্বন্ধ, আর  
পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষরাহিত্য এবং কল্যাণময় গুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে ।

তন্মধ্যে, এই জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন সময়ে দেহান্তরারম্ভের হেতুভূত  
সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে কি না, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জীব  
যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই যখন ভূতসূক্ষ্ম স্নলভ অর্থাৎ সর্বত্রই যখন  
সূক্ষ্মভূত সমূহ অনায়াসে পাওয়া বাইতে পারে, তখন জীব ভূতসূক্ষ্মে সংপরিষক্ত বা বেষ্টিত না  
হইয়াই গমন করে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত । ইতঃপরও পূর্বপক্ষের কারণ সমূহ উপস্থাপন  
করিয়া খণ্ডন করিবেন (\*) ।

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম 'তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ' । ইহা প্রথম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত সাতস্থত্রে সমাপিত  
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেহ হইতে নিষ্করণ ও দেহান্তর উদ্দেশ্যে গমন । (২)  
সংশয়—দেহ হইতে নিষ্করণকালে জীব সেই ভাবি-দেহের উপাসন সূক্ষ্মভূত সমূহ লইয়াই যায় কি না ? (৩)  
পূর্বপক্ষ—ভূতসূক্ষ্ম যখন সর্বত্রই স্নলভ, তখন তাহা আর সঙ্গে লইবার আবশ্যক হয় না ; জীব তাহা না  
লইয়াই লোকান্তরে গমন করে । (৪) উত্তর—না—পঞ্চাশিবিদ্যায় প্রম ও প্রতিবচনানুসারে জানা যায় যে, জীব

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষত্তঃ—ইতি । “সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকুণ্ডঃ” [ ব্রহ্মসূ० ২।৪।১৭ ] ইতি মূর্ত্তি-শব্দেন দেহঃ প্রস্তুতঃ; স তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে । তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তরগমনে ভূতমূৰ্দ্ধনঃ সম্পরিষত্তো জীবো রংহতি গচ্ছতীত্যর্থঃ । কুতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং—প্রশ্ন-প্রতি-বচনাভ্যাম্ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামেবং প্রশ্ন-প্রতিবচনে আশ্রায়েতে—  
 স্নেতকেভুং কিল আরুণেয়ং পাকালং প্রবাহনঃ কশ্মিণাং গন্তব্যদেশম্,  
 পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্, দেবযান-পিতৃযাণপথব্যাবর্ত্তনে, অমৃশ্য লোকস্থাপ্রাপ্তারং  
 চ বেথেতি পৃথ্ৱী। ইদমপি পপ্রচ্ছ—“বেথ যথা পক্ষ্ম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-  
 বচসো ভবন্তি” ? [ ছান্দো० ৫।৩।৩ ] ইতি । তত ইমং পশ্চিমং প্রশ্নং প্রতি-  
 ক্রবংশচ দ্যুলোকমগ্নিত্বেন রূপয়িত্বা “তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং  
 জুহ্বতি, তস্মা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” [ ছান্দো० ৫।৪।২ ]  
 ইত্যাদিনা দেবাখ্যা জীবস্তা প্রাণা অগ্নিত্বেন রূপিতে দ্যুলোকে শ্রদ্ধাখ্যং  
 বস্তু প্রক্ষিপন্তি ; সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতে ;

[ জীবের ভূতহ্মসে সম্পরিষদ্ব নিরূপণ— ]

উক্ত পূৰ্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষত্তঃ” ইত্যাদি ।  
 “সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকুণ্ডঃ” এই হ্রদে ‘মূর্ত্তি’ শব্দে দেহ বর্ণিত হইয়াছে ; এখানে ‘তং’ শব্দে তাহাই  
 বুঝাইতেছে । হ্রদের অর্থ এই যে, তদন্তর-প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ দেহান্তর-গমন সময়ে জীব ভূত-  
 হ্মসে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে । কারণ ? প্রশ্ন ও নিরূপণ বা প্রতিবচনই কারণ ।  
 পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন পঠিত আছে যে, পঞ্চালপতি প্রবাহণ রাজা  
 অরুণতনয় স্নেতকেভুকে কশ্মিদিগের গন্তব্য স্থান, [ সেখান হইতে ] প্রত্যাগমনের  
 প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযাণনামক পথদ্বয়ের ব্যাবৃত্তি বা বিচ্ছেদ স্থান, এবং কোন  
 লোক চন্দ্রলোকে গমন করে না, এ সমস্ত বিষয় তুমি জান কি ? এইরূপ প্রশ্নের পর ইহাও  
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘তুমি জান কি—পক্ষ্মী আহুতিতে আহুত জলসমূহ  
 কিরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে’ ? তাহার পর, এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে  
 যাইয়া দ্যুলোকে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, ‘সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি  
 দিয়া থাকেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজ সমুৎপন্ন হন’, ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে,  
 জীবের দেবতা-সংজ্ঞক প্রাণ সমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্যুলোকে শ্রদ্ধানামক বস্তু অর্পণ করেন ;  
 সেই শ্রদ্ধাই সোমরাজ-নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণসমূহই

ভূতহ্মস সহকারেই লোকান্তরে গমন করে, তদ্ব্যতীত হইয়া নহে । (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের দেহান্তরবারন্তেও  
 পূৰ্ব্বতন ভূতহ্মসই উপাদান, নূতন ভূতহ্মস নহে ।

তং চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পৰ্জ্জন্যোহগ্নিত্বেন রূপিতে প্রক্ষিপন্তি ;  
 স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি ; তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিব্যা-  
 মগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তমন্নং ভবতি ; তচ্চান্নং ত  
 এব পুরুষেহগ্নিত্বরূপিতে প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র রোতো ভবতি ; তচ্চ  
 ত এব যোষায়ামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তং গর্ভো  
 ভবতি, ইত্যুক্ত্বা আহ—“ইতি তু পঞ্চম্যামাহ্তাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি”  
 [ ছান্দো০ ৫।১।১ ] ইতি । এবং পঞ্চম্যামাহ্তো হ্তায়ামাপঃ পুরুষ-  
 শব্দাভিলপ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবমুক্তে পূর্ব্বাশ্রপ্যাহ্তিষু অনুবর্তমানানা-  
 মেবাপাং সূক্ষ্মরূপাণামিদানীং পুরুষাকারত্বং ভবতীত্যুক্তম্ ভবতি ।  
 অত এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং দেহহেতুভূতৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র  
 যাতিতি গম্যতে ॥৩১১॥

ননু “আপঃ পুরুষবচসঃ” [ ছান্দো০ ৫।১।১ ] ইত্যুক্তে অপাং  
 পুরুষাকারপরিণাম-প্রতীতেঃ গচ্ছতা জায়েন তাসামেব পরিষঙ্গঃ প্রতীয়তে ;  
 অতঃ কথং সর্ব্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিষঙ্গঃ ? তি ; তত্রাহ—

আবার সেই অমৃতময় দেহটিকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৰ্জ্জ গ্ৰ (মেঘে) নিক্ষেপ করে ; পৰ্জ্জত্রে  
 প্রক্ষিপ্ত সেই দেহই বর্ষরূপে ( বারিধারারূপে ) পরিণত হয় ; পূর্কোক্ত প্রাণসমূহই আবার  
 সেই বর্ষকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৃথিবীতে প্রক্ষেপ করে ; পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত সেই জলই  
 আবার অন্ন বা শস্যাকার ধারণ করে ; সেই অন্নেও আবার সেই প্রাণসমূহই অগ্নিরূপে  
 কল্পিত পুরুষে (জীবদেহে) নিক্ষেপ করে ; পুরুষদেহে তাহাই শুক্ররূপে পরিণত হয় ; সেই  
 প্রাণসমূহই আবার সেই শুক্রকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত স্ত্রী-দেহে নিযুক্ত করে ; সেখানে তাহা  
 গর্ভাকার ধারণ করে । এই কথার পর বলিয়াছেন—“এইরূপে পঞ্চমী আহতিতে আহত  
 বা অর্পিত জলসমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হয় । ইহার অর্থ এই যে, এই প্রকারে পঞ্চমী আহতিতে  
 আহত জলসমূহই পুরুষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া  
 থাকে । এই কথায় ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রথম আহতিতে নিয়ত-সম্বন্ধ হুক্ষ জল  
 সমূহই পরিশেষে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব, এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন  
 হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, দেহের হেতুভূত বা উপাদানস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মের সহযোগেই জীব  
 তন্ত্ত্বস্থানে গমন করিয়া থাকে ॥৩১১॥

তাল, ‘অপ্সমূহ পুরুষ-পদবাচ্য হয়’ এই কথা বলিলে জলেরই পুরুষাকারে পরিণতি  
 প্রতীতি হয় ; সুতরাং পরলোকগামী স্ত্রীবের সঙ্গে একমাত্র জলেরই পরিষঙ্গ বা সম্বন্ধ প্রতীতি  
 হইতেছে ; অতএব সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের সঙ্গে পরিষঙ্গ বলা হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—  
 “দ্র্যাস্থকত্যাং” ইত্যাদি ।

## ত্র্যাম্বকস্তাত্ত্ব ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩৥১৥২॥

[ পদচ্ছেদঃ—ত্র্যাম্বকস্তাত্ত্ব ( ত্রিবৃংকৃতস্ত্ব হেতু ) ত্ব ( আশঙ্কানিবারণার্থ ) ভূয়স্ত্বাৎ ( বাহুল্য বশতঃ ) । ]

[ সরলার্থঃ—নমু শ্রুতৌ কেবলম্ অপ্-সম্বন্ধস্ত্রোক্তস্ত্বাৎ কথং সর্কেভূতহৃগ্নৈঃ পরিষদঃ কল্যাতে ? ইত্যাহ “ত্র্যাম্বকস্তাত্ত্ব” ইত্যাদি ।

তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিবারণার্থঃ । সর্কেভূত ত্রিবৃংকরণেন ত্র্যাম্বকস্তাত্ত্ব অপাং গ্রহণেনৈব সর্কেবাং ভূতহৃগ্নাং পরিগ্রহো বেদিতব্যঃ । তত্র অপাং ভূয়স্ত্বাদাধিক্যাদেব অপ্-শব্দেন নির্দেশ ইত্যর্থঃ ॥

সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃংকৃত—ত্র্যাম্বক; তখন অপের উল্লেখ দ্বারাই অপরাপর ভূতহৃগ্নেরও অনুগমন বুঝিতে হইবে; তবে ভূতহৃগ্নের মধ্যে জলের আধিক্য রহিয়াছে বলিয়াই কেবল অপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে ॥৩৥১৥২॥ ]

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্ত্তয়তি । দেহারন্তিকাপামপাং কেবলানাং ন দেহারন্তসম্ভবঃ । দেহাণ্ডারস্তায় হি “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাম-করোৎ” [ ছান্দো ০ ৬।৩।৩ ] ইতি ত্রিবৃংকরণম্ । কেবলানামপাং শ্রবণং তু তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ । দেহে চ লোহিতাদিভূয়স্ত্বেন আরন্তকেষপাং ভূয়স্ত্বং গম্যতে ॥৩৥১৥২॥

## প্রাণগতেশ্চ ॥৩৥১৥৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রাণগতেঃ ( প্রাণের অনুগমন হইতে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইতশ্চ ভূতহৃগ্নৈঃ সম্পরিষদ্বক্তো যাতীতাহ—প্রাণগতেশ্চতি । “তমুংক্রামস্তং প্রাণোহনুংক্রামতি, প্রাণমুংক্রামস্তং সর্কে প্রাণা অনুংক্রামন্তি,” ইত্যত্র প্রাণশব্দ-বাচ্যানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং জীবেন সহ অনুগমনশ্রুতেরপি তদাশ্রয়ত্বেন ভূতহৃগ্নরূপেণ দেহস্তাপি গমনং প্রতীয়তে ; অতঃ ভূতহৃগ্নৈঃ সম্পরিষদ্বক্তো গচ্ছতীতি সূষ্টীকৃতমিতি ভাবঃ ॥

‘জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময় ইন্দ্রিয় সমূহও তাহার অনুগমন করে,’ এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও গমন করে । দেহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের গতি অসম্ভব ; সূত্ররাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়রূপে দেহোপাদান ভূত-হৃগ্নেরও অনুগমন প্রতীত হইতেছে ॥৩৥১৥৩॥ ]

স্বত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে । দেহান্তরারম্ভক হইলেও শুধু জলই দেহান্তর উৎপাদন করিতে পারে না ; কারণ, দেহাদি কার্য্য সমুৎপাদনার্থ ই ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃং ত্রিবৃং করিলেন’ এই ত্রিবৃংকরণের [ আবশ্যক হইয়াছিল ] । তবে যে, কেবলই জলের উল্লেখ রহিয়াছে, দেহে জলের আধিক্যই তাহার এক মাত্র কারণ । বিশেষতঃ দেহমধ্যে জলীয় রুধিরাদি-ভাগের আধিক্য থাকায় আরম্ভক পদার্থের মধ্যেও জলেরই ভূয়স্ত্ব অর্থাৎ আধিক্য প্রতীত হইতেছে ॥৩৥১৥২॥

ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্ম-পরিষত্তস্তা গমনমিতি গম্যতে । উৎক্রামতি জীবৈ  
প্রাণানাং তদনুগতিঃ শ্রুয়তে — “তন্মুক্তক্রামন্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি,  
প্রাণমনুৎক্রামন্তঃ সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [ বৃহদা° ৬।৪।২ ] ইতি ।  
স্মর্যতে চ—

“মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥” ইতি ।

নচ নিরাশ্রয়াণাং গতিরুপপত্ততে, ইতি তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতসূক্ষ্মাণামপি  
গতিরভ্যুপগন্তব্য। ॥৩।১।৩॥

অগ্ন্যাदि-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন,

ভাক্ত্বাৎ ॥৩।১।৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—অগ্ন্যাदि-গতিশ্রুতঃ ( অগ্নিপ্রভৃতির গমন শ্রবণ হেতু ) ইতি ( ইহা ) চেৎ  
( যদি ), ন ( না ), ভাক্ত্বাৎ ( যেহেতু ভাক্ত বা গোণার্থ-বোধক ) । ]

[ সরণার্থঃ—“যত্রাশু পুরুষস্ত মৃতশ্চাশ্বিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুর্বাদিত্যম্” ইত্যত্র  
মরণসময়ে বাগাদীনাম্ অগ্নিপ্রভৃতিষু গতিশ্রুতঃ—অপায়শ্রবণাৎ জীবেন সহ বাগাদীনাম্  
গমনমনুপপন্নম্ ইতি ; তন্ন ; কুতঃ ? ভাক্ত্বাৎ,—তত্র বাগাদি-শব্দানাং তদভিমানি-  
দেবতাপরত্বাৎ । ভাক্ত্বাৎকৈতেষাং “ওষধীণোমানি, বনস্পত্যৌ কেশাঃ” ইতি লোমাদিভিঃ  
সহ পাঠাদবগম্যতে । নহি মৃতশ্চ লোমাদয়ঃ দেহাদ উৎপ্লুত্যা ওষধীর্গচ্ছন্তীতি বক্তুং শক্যতে ।  
অতঃ যথা তত্র লোমাদিশব্দানাং তদভিমানি-দেবতাপরত্বম্, তথা অত্র বাগাদিশব্দানামপিতি  
ভাবঃ ॥

যদি বল, ‘যে সময় এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়,  
এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ এই শ্রুতিতে মৃত্যু সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্নি  
প্রভৃতি দেবতাত্বেই লয় প্রাপ্তির কথা রহিয়াছে ; স্মৃতরাং জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের গমনের  
কথা উপপন্ন হইতেছে না ; না,—একথাও বলিতে পার না ; কারণ, এখানে বাগাদি শব্দগুলি  
ভাক্ত্বাৎ অর্থাৎ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু বাগাদির অভিমানী দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ;  
কারণ, ঐ প্রকরণেই আছে—‘লোমরাশি তৃণলতাসমূহকে, এবং কেশসমূহ ওষধি ও বৃক্ষ-  
বিশেষকে প্রাপ্ত হয়,’ এখানে কেশাদির যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৃণলতায় লয় হওয়া সম্ভব হয় না  
বলিয়া তাহাদের অভিমানী দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি বাগাদি শব্দস্থলেও বাগাদির  
দেবতা-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।১।৪॥ ]

“যত্রোশু পুরুষশ্চ মৃতশ্চাশ্মিৎ বাগপোতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্”  
[ বৃহদা০ ৫।২।১৩ ] ইত্যাদিনা প্রাণানাং জীবমরণকালে অগ্ন্যাदिষু অপায়-  
শ্রবণাৎ তেষাং জীবেন সহ গমনম্, ইতি গতিশ্রুতিরনুযা নেয়া, ইতি  
চেৎ ; ন ; ভাক্তহাৎ অগ্ন্যাदिষুপায়-শ্রবণশ্চ । কথং ভাক্তত্বম্ ? ওষধীলো-  
মানি বনস্পতীন্ কেশাঃ” ইত্যনপিবদ্বিলোমাदिभिঃ সহ শ্রবণাৎ ।  
অতশ্চক্ষুরাণ্যপায়শ্রুতিরধিষ্ঠাতৃ-দেবতাপক্রমণপরা ॥৩॥১॥৪॥

এই কারণেও ভূতহৃদ-সম্মিলিত জীবের গমন প্রতীতি হইতেছে ;—কেন না, জীব যখন  
উৎক্রমণ ( দেহ হইতে বহির্গমন ) করে, সেই সময় প্রাণেরও অনুগমন কথিত আছে—‘জীব  
উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময় ইন্দ্রিয়সমূহও  
অনুগমন করে’ ইতি । স্মৃতিতেও কথিত আছে—[‘জীব স্নুপ্তি ও মৃত্যু কালে ] মনের  
সহিত ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।’ ‘দেহাধিপতি জীব যে সময় শরীর গ্রহণ করে,  
এবং যে সময় দেহ হইতে বহির্গমন করে, সেই সময়, বায়ু ঘেরূপ পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধরাশি  
লইয়া যায়, তদ্রূপ [ জীবও ] এই সমস্ত [ ইন্দ্রিয়কে ] গ্রহণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায় ।’  
নিরাশয় ইন্দ্রিয়গণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না ; অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে হৃদভূত-  
সমূহেরও সঙ্গে সঙ্গে গমন স্বীকার করিতে হয় ॥৩॥১॥৩॥

যদি বল, ‘[যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং  
চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের মরণসময়ে প্রাণসমূহের অগ্নিশ্রুতি  
দেবতাতে লয়ের কথা শ্রুত হওয়ায় জীবের সঙ্গে যে, প্রাণ সমূহের গমনশ্রুতি, তাহা অত্যাধিক  
পরিণত করিতে হইবে। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, যে হেতু অগ্নি প্রভৃতিতে  
যে, প্রাণসমূহের অপায়-শ্রবণ, তাহা ভাক্ত ( মুখ্যার্থবোধক নহে ) । ভাক্ত কেন ?  
যে হেতু ‘লোমসমূহ ওষধিসমূহকে ( তৃণ লতা প্রভৃতিকে ) প্রাপ্ত হয়, এবং কেশসমূহ  
বনস্পতিক ( বৃক্ষাদিকে ) প্রাপ্ত হয়,’ এইরূপে সত্য-সত্যই বাহারা বিলীন হয় না,  
সেই কেশ লোমাদির সহিত ইহা একত্র পঠিত হইয়াছে। অতএব, চক্ষুঃ প্রভৃতির অপায়-শ্রুতি  
( অগ্নি প্রভৃতিতে লয়েব কথা ) কেবল তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে  
বহির্গমন-বোধক মাত্র, ( কিন্তু চক্ষু প্রভৃতির বিলয়-বোধক নহে ) ॥৩॥১॥৪॥

প্রথমেই শ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব

হ্যপপত্তেঃ ॥৩॥১॥৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রথমে ( প্রথম ) অশ্রবণাৎ ( শ্রবণ না থাকায় ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ),  
ন ( না ), তাঃ ( সেই সমস্ত ) এব ( নিশ্চয় ) হি ( যেহেতু ) উপপত্তেঃ ( যুক্তি সম্মত ) । ]

[ সরলার্থঃ—“এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” ইতি প্রথমে দ্যালোকেহগ্নৌ অপাম্ অশ্রুতত্বাৎ শ্রদ্ধা-শব্দমাত্রশ্রবণাচ্চ আপো ন গচ্ছতীতি চেৎ, ন ; কূতঃ ? হি যস্মাৎ তাঃ আপ এব শ্রদ্ধা-শব্দেনোচ্যন্তে ইতি উপপত্তেৰ্গম্যতে । প্রথমম্ অপামেব পৃষ্টত্বাৎ প্রতিবচনেহপি তাদামেব প্রতিনির্দেশ উপপদ্যতে, নহুত্সা; অতঃ শ্রদ্ধাপিতা আপ এব শ্রদ্ধেত্যাচ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥

‘দেবতাগণ ( ইন্দ্রিয় সমূহ ) এই দ্যালোক-অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহুতি অর্পণ করেন,’ এই প্রথমোক্ত দ্যালোকাগ্নিতে অপ-শব্দের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি বল, জীবের সঙ্গে জল (ভূতস্বল্প) গমন করে না; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার অমুরোধে বুঝিতে হয় যে, এই শ্রদ্ধা-শব্দেও সেই জলেরই প্রতীতি হইতেছে; নচেৎ জলবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥৩৥১৥৫৥ ]

যদুক্তমহিঃ সূক্ষ্মাভিঃ ভূতানুর-সংসৃষ্টাভিঃ পরিষন্তো জীবো গচ্ছতীতি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামবগম্যত ইতি ; তন্মোপপদ্যতে, দ্যালোকাগ্নিবিষয়ে প্রথমে হোমে অপাং হোম্যত্বাশ্রবণাৎ । “তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” [ ছান্দো ০ ৫।৪।২ ] ইতি শ্রদ্ধৈব হোম্যত্বেন শ্রুততা । শ্রদ্ধা নাম জীবস্ব মনোবৃত্তিবিশেষত্বেন প্রসিদ্ধা ; অতো নাপস্তুত্ব হোম্যা ইতি চেৎ ; ন ; যতঃ তাঃ—আপ এব শ্রদ্ধাশব্দেন তত্রাভিধীয়ন্তে ; কূতঃ ? প্রশ্ন-প্রতিবচনোপপত্তেঃ । “বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” [ ছান্দো ০ ৫।৩.৩ ] ইতি প্রশ্নস্ব প্রতিবচনোপক্রমে হি শ্রদ্ধা দ্যালোকাগ্নৌ হোম্যত্বেন শ্রুততা ; তত্র যদি শ্রদ্ধা-শব্দেনাপো নোচ্যেত্বান্ ; ততোহনুথা

যদি বল, পূর্বে যে, বলা হইয়াছে, প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন ( উত্তরবাক্য ) হইতে জানা যায় যে, জীব অপরাপর ভূত-সংসৃষ্ট স্বল্প জলে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করিয়া থাকে ; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, দ্যালোকাগ্নিতে প্রথমঃ যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অপের আহুতি শ্রুত হয় নাই, পরন্তু, ‘সেই এই অগ্নিতে (দ্যালোকে) দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন ; এইরূপে শ্রদ্ধাই হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে । জীবের মনোবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা-নামে প্রসিদ্ধ ; অতএব জল কখনই সেখানে হোমীয় দ্রব্য নহে । না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, যে হেতু সেই অপ বা জলই সেখানে শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । কারণ ? প্রশ্ন ও প্রতিবচনের উপপত্তিই কারণ । ‘পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হয়, তাহা জান কি ?’ এই প্রশ্নের প্রতিবচনের প্রারম্ভে শ্রদ্ধাই দ্যালোকাগ্নিতে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে । তথাপি শ্রদ্ধা-শব্দে যদি জল অভিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল

প্রশ্নঃ, অন্যথা প্রতিবচনম্, ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ । “ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসঃ” [ ছান্দোঃ ৫।১।১ ] ইতি প্রতিবচননিগমনং চ শ্রদ্ধায়া অপ্তু-  
মেব সূচয়তি । “বেথ যথা” ইতি হি প্রশ্নগতঃ প্রকারঃ “ইতি তু পঞ্চম্যাম্”  
ইতি ‘ইতি’-শব্দেন পরিহারে নিগম্যতে । শ্রদ্ধা সোমরাজ-বর্ষান্ন-রোতোগর্ভ-  
রূপেণাপাং পরিণামমুক্তা হি এবমাপঃ পুরুষবচস ইতি নিগম্যতে । শ্রদ্ধা-  
শব্দস্য চাপ্সু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে—“অপঃ প্রণয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ”  
[ ৩ অক্টো ২।৪।৩৩ ] ইতি । “শ্রদ্ধাং জুহ্বাত তস্মা আহুতেঃ সোমো রাজা  
সম্ভবতি” [ ছান্দোঃ ৫।৪।২ ] ইতি সোমাকারেণ পরিণামশ্চ অপ্যামেবোপ-  
পদ্যতে । অতো ভূতান্তর-সংস্কৃতিভিরদ্বিঃ সম্পরিসম্বন্ধো জীবো  
রংহতীত্যুপপন্নম্ ॥৩॥১॥৫॥

## অশ্রুতত্বাদিতি চেমেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৩॥১॥৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—অশ্রুতত্বাং [ জীবের উল্লেখ ] (শ্রুত না থাকায়) ইতি ( ইহা ) চেং ( যদি ) ;  
ন ( না ), ইষ্টাদিকারিণাং ( যজ্ঞাদিকর্তাদিগের ) প্রতীতেঃ ( প্রতীতি হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—“বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইত্যাদৌ প্রশ্নে, তৎপ্রতি-  
পাদনে চ জীবস্য অশ্রুতত্বাং সম্পরিসম্বন্ধো জীবো যাতিতি নোপপদ্যতে, ইতি চেং ; তন্ন ; কুতঃ ?  
ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ “অথ যে ইমে গ্রামে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তে ধমমভিসম্ভবন্তি”  
ইত্যাদৌ বেদোক্ত-যজ্ঞাদ্যানুষ্ঠাতৃণাং জীবানামেব শ্রুতত্বাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় জীবই যে, ভূতত্বগ্ণে বেষ্টিত হইয়া  
যায়, এ কথা বলিতে পারা যায় না । না,—এই গ্রামে যজ্ঞাদিকারী জীবেরই গতি-বোধক  
শ্রুতি রহিয়াছে ; অতএব জীব যে, ভূতত্বগ্ণে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা সঙ্গতই বলা  
হইয়াছে ॥৩॥১॥৬॥ ]

একপ্রকার, আর তাহার প্রতিবচন বা উত্তর হইল অগপ্রকার, ইহা বড়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে ।  
বিশেষতঃ, ‘এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত অপ্ পুরুষ-পদবাচ্য হয়’, এই প্রতিবচনোপ-  
সংহার-বাক্যও শ্রদ্ধারই অপ্তু ( জলহ ) স্থচনা করিতেছে । “ইতি তু পঞ্চম্যাম্” এই  
প্রতিবচনবাক্যে ‘ইতি’ শব্দ দ্বারাও “বেথ যথা” এই প্রশ্নগত প্রকার বা বিশেষত্বই নিরূপিত  
হইতেছে । প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, রোতঃ ও গর্ভরূপে হোমীয় জলের  
পরিণতি বলিয়া শেষে উপসংহারে বলিতেছেন যে, ‘এই প্রকারেই হোমীয় জল পুরুষ-পদবাচ্য  
হইয়া থাকে ।’ বিশেষতঃ বেদেও শ্রদ্ধা শব্দের জলাগ্রে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—‘অপ্  
প্রণয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্’ ইতি । ‘দেবতাগণ শ্রদ্ধার হোম করেন, সেই আহুতি হইতে



যৎ পুনরুক্তম্—অদ্ভিঃ সংপরিষন্তো জীবো যাতীত্যয়মর্থ এতস্মাদ্বাক্যাদব-  
গম্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, অগ্নিন্ বাক্যে জীবস্তাশ্রবণাৎ । অত্র হি  
শ্রদ্ধাদয় এবাবস্থাविशेषा होम्यन्नेन श्रुताः, न तु जीवस्तत्परिषत्तः ;  
इति चेत् ; तन्न, ईष्ठादिकारिणां प्रतीतेः—अग्निमेव बाल्ये हि उत्तरत्र  
ब्रह्मज्ञान-विधुरेष्ठापूर्त-दन्तकारिणे ह्यलोकं प्राप्य सोमराजानो  
भवन्ति, पुण्य-कर्मावसाने च पुनरागत्य गर्भं प्राप्नुवन्तीत्युच्यते—“अथ य  
इमे ग्रामे ईष्ठापूर्ते दन्तमितुपासते, ते धूममभिसम्भवन्ति” [ छान्दो०  
५।१०।३ ] इत्यारभ्य “पितृलोकान्काशमाकाशच्छन्द्रमसम्, एष सोमो राजा,  
तद् देवानाममम, तं देवा भक्षयन्ति” [ छान्दो० ४।५।६ ], “तस्मिन् यावत्  
सम्पातमुषिस्त्राह्णेतेमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते” [ छान्दो० ४।५।६ ], “यो यो  
ह्यममन्ति यो रेतः सिक्नति तद्धूय एव भवति” [ छान्दो० ४।५।६ ] इति ।

সোমরাজ সমুদ্ভূত হয় ;’ এই যে, সোমাকারে পরিণতি, তাহাও জলের পক্ষেই সম্ভবপর হয় ।  
অতএব, জীব যে, অপরাপর ভূতসহকৃত জলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, তাহা  
অবশ্যই উপপন্ন হইতেছে ॥৩।১০।৫॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে,—জীব যে, জলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, এই অর্থই  
কথিত বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে ; তাহাও সম্ভব হইতেছে না ; কারণ, এই বাক্যে জীবের  
উল্লেখই নাই । কেন না, এখানে কেবল জলেরই অবস্থা-বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যরূপে  
শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎসমুদয়-সমন্বিত জীব ত শ্রুত হইতেছে না ; এ কথা যদি বলিতে চাও,  
তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে ইষ্টাদিকারীদিগের ( যজ্ঞাদি-কর্ত্তাদের ) প্রতীতি  
রহিয়াছে । এই বাক্যেরই শেষাংশে কথিত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত কেবলই যজ্ঞাদিকারী  
পুরুষগণ হ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া সোম-রাজা হন, এবং পূর্বকর্মে অবসানে পুনর্বার এখানে  
আসিয়া গর্ভাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—‘পক্ষান্তরে, এই বাহারা (গৃহস্থগণ) প্রথমে ইষ্টাপূর্ত ও  
দন্ত, এই তিনটি কর্মের উপাসনা করেন (\*), তাহারা ধূম অর্থাৎ ধূমাদি-চিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ  
প্রাপ্ত হন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া [ বলা হইয়াছে যে, ] পিতৃলোক হইতে আকাশে,  
আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে [ গমন করে ] । ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন সোমরাজা, দেবগণ  
তাহাকে ভক্ষণ করেন,’ ‘যতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেখানে ( চন্দ্রলোকে ) অবস্থান  
করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আইসে ; যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং যে

(\*) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্রোক্ত ‘ইষ্ট,’ ‘পূর্ত’ ও ‘দন্ত’ এই তিনটি কর্মের পরিচয় এইরূপ—

“অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্ । আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ‘ইষ্টম্’ ইত্যভিधीयते ।

বাগী-কুপ-ভূড়াগাদি দেবভায়নানি চ । অন্নপ্রদানমায়ামঃ ‘পূর্তম্’ ইত্যভিधीयते ।

পরশাস্ত-সংক্রাণঃ ভূতানাং চানুপালনম্ । বহিবেদি চ যদ্ দানং ‘দন্তম্’ ইত্যভিधीयते ।”

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক ।

অত্রাপি ছ্যলোকাগৌ “শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্মা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” [ ছান্দো ০ ৫।৪।২ ] ইতি তদেকার্থত্বাৎ শ্রদ্ধাবস্থ-দেহবিশিষ্টঃ সোমরূপদেহবিশিষ্টো ভবতীত্বা ভূমিতি গম্যতে । দেহস্য জীববিশেষণতৈক-  
স্বরূপস্য বাচকঃ শব্দো বিশেষ্যে জীবে এব পর্য্যবস্তুতি ; অতঃ সম্পরিস্বক্তো  
জীবো যাতীত্যুপপদ্যতে ॥৩।১।৬॥

ননু চ “তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণত্ববচনাৎ “সোমো  
রাজা” ইতি ন জীব উচ্যতে, জীবস্তাভক্ষণীয়ত্বাৎ ; তত্রাহ—

**ভাক্তং বানাত্ববিভ্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥**

[ পদচ্ছেদঃ—ভাক্তং ( গোপার্থক ), বা ( অথবা ) অনাস্ববিভ্বাৎ ( আত্মজ্ঞানের অভাব  
কর্তৃ ), তথাহি ( সেইরূপই ) দর্শয়তি ( পদশব্দ করিতেছেন ) । ]

[ সরস্বতীর্থঃ—ননু জীবস্য ভক্ষ্যত্বাসম্ভবাৎ সোমরাজস্য চ দেবভক্ষ্যত্ববচনাৎ নাত্র জীবাত্তি-  
ধানম্, ইত্যপেক্ষ্যাহ—“ভাক্তং বা” ইত্যাদি ।

অথবা “তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইত্যত্র যৎ ভক্ষ্যত্বমুক্তম্, তং ভাক্তং ভোগোপকরণত্বেন  
গোপমেব, কৃত্তঃ ? অনাস্ববিভ্বাৎ আত্মজ্ঞানবিরহাদিত্যর্থঃ । বক্ষ্যমাণা শ্রুতিরপি তথৈব  
দর্শয়তি “যথা পশুঃ, এবং স দেবানাম্” ইতি । বস্তুতস্ত “ন বৈ দেবা অগ্নস্তি, ন পিবন্তি”  
ইত্যাদিনা দেবানাং ভক্ষণমেব অপ্রসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবকে ভক্ষণ করা যখন একেবারেই অসম্ভব, অথচ সোমরাজাকে  
ভক্ষণের বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তখন সোমরাজ-শব্দে জীব অভিহিত হয় নাই । শুদ্ধতরে  
বলিতেছেন—অথবা, কর্মাদিগেব আত্মজ্ঞান না থাকায় ঐ ভক্ষণ প্রকৃত ভক্ষণ নহে, পরস্তু—  
উপভোগ সাধন মাত্র । “প্রচরেব ঘনেন গবাদি পশু, দেবগণের পক্ষে কক্ষীরাত্ত দ্রুপ,” এই  
শব্দিতও ঐরূপ অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন ; প্রকৃতপক্ষে কিং দেবগণের ভক্ষণই নাই ॥৩।১।৭॥ ]

যে পার্থা যেত্মসেক কবে, বর্তমানশে শুভরূপই হইয়া থাকে । এখানেও কথিত হইয়াছে যে,  
‘ছ্যলোকাগিতে শ্রদ্ধাং হোম করে, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা সম্ভূত হইয়া থাকে,’ পূর্ব  
বাক্যের সহিত একবাক্যাত্মভাবে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহ-বিশিষ্টকেই সোমরূপ-  
দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূত ; সুতরাং দেহবাচক শব্দও প্রকৃত  
পক্ষে তবিশেষ্যভূত জীবেরই পর্য্যবসিত হইতেছে ; অতএব জীব যে, সম্পরিস্বক্ত ( ভূতস্থলে  
বেষ্টিত ) হইয়াই গমন করে, এ কথা সঙ্গত হইতেছে ॥৩।১।৬॥

ভাগ কণা, ‘তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন,’ এই শ্রুতিতে সোমরাজাকে দেব-ভক্ষ্য বলিয়া  
বুঝা যাইতেছে যে, “সোমো রাজা” এই স্থলে জীব অভিহিত হইতেছে না ; কারণ, জীব ত  
অব ভক্ষণযোগ্য নহে । শুদ্ধতরে বলিতেছেন—“ভাক্তম্” ইত্যাদি ।

বা-শব্দশ্চাচ্ছং ব্যাধতি । ইষ্টাদিকারিণোহ্নান্নবিদ্বাং স দেবানাং ভোগোপকরণত্বেন ইহামুত্রে চ বর্ততে । ইহ ইষ্টাদিনা তদারাধনং কুর্ব্বন্মুপকরোতি ; আরাধন-শ্রীতৈর্দেবৈর্দত্তম্ অমুং লোকং প্রাপ্য তত্র তৎসমান-ভোগস্তুচুপকরণং ভবতি । “যথা পশুরেবং স দেবানাম্” [ রহদা০ ৩৪।১ ] ইত্যনান্নবিদো দেবানামুপকরণত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি আন্নবিদাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ অনান্নবিদাং চ দেবভোগ্যত্বং দর্শয়তি— “দেবান্ দেবযজ্ঞো যান্তি মনুজ্ঞা যান্তি মামপি” [ গীতা০ ৭।২৩ ] ইতি । অতো জীবস্মা দেবানাং ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়মন্নত্বেন ভক্ষ্যত্ববচনম্ ; অতস্তদ্বাক্তম্ । তেন তৃপ্তিরেব চ দেবানাং ভক্ষণমিতি শ্রুয়তে “ন বৈ দেবা অশ্ৰান্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি” [ ছান্দো০ ৩।৬।১ ] ইতি । তস্মাদ্ ভূতসৃষ্টৈঃ সম্পরিষক্তো জীবো রংহতাতি সিদ্ধম্ ॥৩।১।৭॥

[ প্রথমং তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥ ]

কৃতাত্যায়ৈহ্নশায়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং  
যথৈতমেনেবং চ ॥৩।১।৮॥

[ পদচ্ছেদঃ-- কৃতাত্যয়ে কৃতকণ্ঠের শেষে ) অন্তশায়বান্ ( কৰ্ম্মশেষের সতিত ) [ আগমন করে ] ; দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং ( দৃষ্ট--শ্রুতি ও স্মৃতিশ্রুতি ইহতে ), যথৈতং ( যেক্রমে গমন ), অনেবং ( সেক্রমে নহে ) চ ( ও ) । ]

হত্রস্থ বা-শব্দে উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে । যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পুরুষের আনুজ্ঞান না থাকায়, সে ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের ভোগোপকরণরূপে অবস্থান করে ।—ইহ লোকে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের আরাধনা করত উপকার করে ; তাহার পর ঐহিক আরাধনায় প্রীত দেবগণের প্রদত্ত ( স্বর্গাদি ) পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া সেখানেও আবার তাহাদেরই অমূরূপ ভোগলাভ করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকে । অনান্নজ্ঞ ব্যক্তি যে, দেবগণের উপকরণীভূত হয়, তাহা ‘লোকের যেক্রমে পশু, দেবগণের নিকট কৰ্ম্মানুষ্ঠানাত্তদ্রূপ,’ এই শ্রুতি এবং ‘দেবযাজী পুরুষেরা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়,’ এই গীতাবাক্যও আনুজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অনান্নজ্ঞের দেবভোগ্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, কৰ্ম্মা জীব দেবগণের ভোগোপকরণীভূত হয়, এই অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে দেবগণের ভক্ষণীয় অন্নস্বরূপ বলা হইয়াছে, ( কিন্তু বাস্তবিকই কবলিত করণাভিপ্রায়ে বলা হয় নাই ) ; অতএব ঐ ভক্ষণ-শব্দটি ভাক্ত—গৌণার্থবোধক অবাস্তবিক । এইজন্ত কেবল তৃপ্তি-লাভই দেবগণের ভক্ষণস্থানীয় বলিয়া শ্রুতিতে আছে—‘দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ করেন না, নিশ্চয়ই পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন ।’ অতএব জীব যে, হৃদয়ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩।১।৭॥

[ প্রথম তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ ॥১॥ ]

[সরলার্থঃ—কৃতাত্ম কৰ্ম্মণঃ অস্তে কৰ্ম্মফলভোগাবসানে ইত্যর্থঃ, চন্দ্রলোকাং নিবর্তমানঃ জীবঃ অনুশয়বান্—ভুক্তাবশিষ্ট-কৰ্ম্মসম্পন্ন এব নিবর্ততে, ইতি দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং ঐতি-স্মৃতিভ্যামবগম্যাতে । ঐতিস্তাবং “রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপত্তন্তে” ইত্যাত্মা ; স্মৃতিস্তাবং “ততঃ পরিরুদ্ধৌ কৰ্ম্মশেষেণ জাতিং রূপন্” ইত্যাত্মা । [ অবরোধে বিশেষবাহ—] যথা যেন পথা ইতং গতং চন্দ্রমণ্ডলে, অনেবং চ—আরোহণক্রমেণ প্রকারান্তরেণ চ [ নিবর্তন্তে ইতি শেষঃ ] । চন্দ্রমস আকাশম্ ইত্যারোহণক্রমঃ, বায়ুপনাদি চ প্রকারান্তরমিতি ভাবঃ ॥

জীব চন্দ্রমণ্ডলে ব্রহ্মত কৰ্ম্মফলভোগের শেষে ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মের সত্তিতিরিখা আইসে; ইহা ঐতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায় । ঐতি এই যে, ‘যাহারা রমণীয় কৰ্ম্ম করে, তাহারা রমণীয় জন্ম লাভ করে’ ইত্যাদি; স্মৃতি এই যে, ‘সেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে কৰ্ম্ম-শেষানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে’, ইত্যাদি । বিশেষ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে গমনের যেকোন ক্রম, প্রত্যাবর্তনের ক্রম কিম্বা সেইরূপ এবং অন্তরূপও বটে, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে আকাশে অবতরণমাত্র আরোহণের অন্তরূপ, আর বায়ু-ধনাদিতে অবতরণ আরোহণের অন্তরূপ ॥গা১৮॥ ]

কেবলেক্ষাপূর্ত্ত-দত্তকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযাগেন পথা গমনম্, কৰ্ম্মফল-বসানে পুনরাবর্তনং চান্নাতম্—“বাবং সম্পাতমুশিত্বাহৈতমেবাক্ষানং পুনর্নিবর্তন্তে” [ ছান্দো০ ৫।১০।৩ ] ইতি । তত্র প্রত্যবরোহন্ জীবঃ কিমনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ? উত ন ? ইতি সংশয়াতে । কিং যুক্তম্ ? কৰ্ম্মণঃ কুংস্মোপভুক্ত্বাহং নানুশয়বানিতি প্রাপ্তম্ । অনুশয়ো হি উপভুক্তশিক্ষিতঃ কৰ্ম্ম ; তচ্চ কুংস্মোপভোগে সতি নাবশিষ্যতে । “বাবং সম্পাতমুশিত্বা” ইতি বচনাং কুংস্মোপভোগশ্চ জায়তে । সম্পাতস্তি আনেন স্বর্গং লোকমিতি সম্পাতঃ—কস্মোচ্যতে । ঐতিয়ন্তরং চ—

যাহারা কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, জ্ঞানেব অন্তর্ধান করে না, তাহাদের যে, ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন হয়, এবং কৰ্ম্মফল শেষ হইলে পুনরাবর্তন করিতে হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে—‘ব্রহ্মত কৰ্ম্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে ( চন্দ্রমণ্ডলে ) অবস্থান করিয়া অনন্তর এই পথ অবলম্বন করিয়াই পুনরাগমন করে’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে যে, জীব প্রত্যবরোহণকালে কি অনুশয়-সহকারে প্রত্যবরোহণ করে ? অথবা অনুশয় রহিত ভাবে ? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? সেখানে যখন নিঃশেষরূপেই কৰ্ম্মফল উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন অনুশয়সহযোগে অবতরণ করে না, ইহাও পাওয়া গেল । অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ; সমস্ত ফলের ভোগ হইয়া গেলে তাহার (অনুশয়ের) আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিতে পারে না । সেখানে যে, সমস্ত কৰ্ম্মফলেরই ভোগ হয়, তাহাও “বাবং সম্পাতমুশিত্বা”, এই ঐতি হইতে জানা যাইতেছে । যাহা দ্বারা স্বর্গলোকে সম্যক পতন (গমন) করা হয়, তাহার নাম ‘সম্পাত’ ; সম্পাত-শব্দে কৰ্ম্মই অভিহিত হয় । এতদন্তরূপ ঐতিয়ন্তরও আছে—‘এই জীব এখানে যে কিছু

“প্রাপ্যান্তং কৰ্ম্মণস্তস্য যং কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্ ।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরত্যস্মৈ লোকায কৰ্ম্মণে ॥” [ রহদা০ ৬৪।৬ ]  
ইতি । এবং প্রাপ্তেহুভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

অনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ইতি । কৃতঃ ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং—শ্রুতি-  
স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—“তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে  
রমণীয়াং যোনিমাপণ্ডেরন্—ব্রাহ্মণ্যোনিং ক্ষত্রিয়্যোনিং বৈশ্য্যোনিং বা ।  
অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপণ্ডেরন্—  
শ্ব্যোনিং বা শূকর্যোনিং বা চণ্ডাল্যোনিং বা” [ ছান্দা০ ৫।১০।৭ ] ইতি  
প্রত্যবরুতান্ প্রতি শ্রয়তে । অমুস্মাল্লোকাৎ প্রত্যবরুতেষু রমণীয়কৰ্ম্মাণো  
রমণীয়াং ব্রাহ্মণাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে ; কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকৰ্ম্মাণাঃ

শুভাশুভ কৰ্ম্ম করে, সেই কৰ্ম্মের শেষ হইলে কৰ্ম্মলোক সেই লোক হইতে পুনশ্চ কৰ্ম্ম কবিবান  
নিমিত্ত ইহলোকে আগমন কবে’ ইতি । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (\*)—

অনুশয়সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রত্যবরোহণ (চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন) করিয়া থাকে,  
(নিরনুশয় নহে) । কারণ ? দৃষ্ট ও স্মৃতি হইতে অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি  
সামুশয় জীবের  
প্রত্যাবর্তন সিদ্ধান্ত । ইহতে [ ইহা জানা যাইতেছে ] । তন্মধ্যে, ‘অতএব, ইহলোকে

যাহারা রমণীয় কৰ্ম্মান্বেষী, তাহারা অনিশ্চয়ে রমণীয় যোনি—  
ব্রাহ্মণ্যোনি, ক্ষত্রিয়্যোনি, অথবা বৈশ্য্যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আর যাহারা কুৎসিত কৰ্ম্মের  
অনুষ্ঠান, তাহারা অনিশ্চয়ে কুৎসিত যোনি—শূকর্যোনি, শূকর্যোনি কিংবা চণ্ডাল্যোনি প্রাপ্ত  
হইয়া থাকে,’ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকারীদের সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি আছে,  
অর্থাৎ পরলোক হইতে যাহারা ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তাহাদের মধ্যে শুভকৰ্ম্মাণীরা ব্যক্তিবা  
রমণীয় ব্রাহ্মণাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে পক্ষান্তরে কুৎসিত-কৰ্ম্মকাৰীরা শূকর-চাণ্ডালদি

(\*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘কৃতাত্মাধিকরণ’ । ইহা অষ্টম তট্টে একাদশ, এই চারি ও এই চারি  
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—‘ব্রহ্মসম্পাদনমুখিতা অণেহমেবাপানং নিবৃত্তান্তে’  
এই শ্রুত্যুক্ত জীবের পুনরাগমন । (২) সংশয় প্রত্যাবৃত্তির সময় জীব সামুশয় কিংবা নিরনুশয়  
ইহা প্রত্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জীব গিরিগা আসিবার কালে, ভূতাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ও তাহার সঙ্গে থাকে,  
কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—চন্দ্রলোক হইতে পুনঃ পুনঃ কৰ্ম্মই উপভুক্ত হয়, তখন কৰ্ম্মশেষ তাহার সঙ্গে হইতে পারে  
না ; অতএব নিরনুশয়ভাবেই প্রত্যবরোহণ করে । (৪) উত্তর না—সামুশয় অবস্থায়ই প্রত্যবরোহণ করে,  
নিরনুশয় অবস্থায় নহে । কারণ, “ব্রহ্মসম্পাদনং” শ্রুতি শায়ে যে, চন্দ্রলোকে কৰ্ম্মভোগের কথা বলা  
হইয়াছে, তাহা কেবল সেখানে ভোগোপযুক্ত কৰ্ম্মেরই কথা অভিহিত হইয়াছে । অনুশয় অর্থ—ভূতাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ।  
(৫) নির্ণয়—অতএব, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণের সময় নিশ্চয়ই কৰ্ম্মশেষ তাহার সংগে হয়, এবং  
তদনুসারেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জন্ম পরিগ্রহ হয় ॥

কুংসিতাংশ্চ শূকর-চণ্ডালাদয়োনিং প্রতিপদ্যন্তে, ইতি<sup>১</sup> প্রত্যবক্রুত্যাণাং  
 পুণ্যপাপকৰ্ম্মযোগং দর্শয়তি । স্মৃতিরপি “বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ  
 প্রেত্য কৰ্ম্মফলমবুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপাযুঃ-  
 শ্রুত-বিভ-বৃত্ত-স্বখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিষকো বিপরীতা নশ্চন্তি”  
 [ গৌতমঃ ২ প্রঃ ১১ অঃ ১২—১৩ ] ইতি । তথা—“ততঃ পরিবর্তো  
 কৰ্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যানি ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-  
 মিতি প্রতিপদ্যন্তে, তচ্চক্রবতুভয়োলোকয়োঃ স্বখ এব বর্ততে” [ আপস্তম্বঃ  
 ২।১।২।৩ ] ইতি । “যাবৎ সম্পাতম্” (\*) ইতি ফলদানপ্রবৃত্ত-কৰ্ম্মবিশেষ-  
 বিষয়ম্ ; “যৎ কিঞ্চেহ করোত্যম্” ইতীদমপি তদ্বিষয়মেব । অভুক্ত-  
 ফলানাম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাম্ চ কৰ্ম্মণাম্ কৰ্ম্মান্তরফলানুভবাৎ নাশো-  
 হ্যনুপপন্নঃ । অতোহনুং লোকং গতাঃ সানুশয়া এব যথেষ্টম্ অনেবং চ  
 পুনর্নিবর্তন্তে—আরোহণপ্রকারেণ প্রকারান্তরেণ চ পুনর্নিবর্তন্তে ইত্যর্থঃ ।  
 আরোহণং হি ধূম-রাত্র্যপরপক্ষ-দক্ষিণায়ণমাস-পিতৃলোকাকাশ-চন্দ্র-

কুংসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই শ্রুতিও চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের  
 পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মসম্বন্ধই প্রদর্শন করিতেছেন । ‘নিজ নিজ কর্তব্য কৰ্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমী  
 ( ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ) পুরুষেরা মৃত্যুর পর কৰ্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া পশ্চাৎ সেই ভূতাবশিষ্ট কৰ্ম্ম  
 দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত ( শিক্ষা ), ধন, চরিত্র, স্বখ ও মেধাসম্পন্ন  
 অর্থাৎ উপদেহ-ধারণক্ষম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মধারণ করেন, কিন্তু যাহারা বিষক্ অর্থাৎ  
 বিপরীতগামী, তাহারা বিনষ্ট হয় ।’ এইরূপ, ‘তাহার পর যখন পরিবর্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের  
 সময় উপস্থিত হয়, তখন ভূতাবশিষ্ট কৰ্ম্মানুসারে জাতি, রূপ, বল, বর্ণ, মেধা, প্রজ্ঞা ( জ্ঞান )  
 দ্রব্য ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই অবশিষ্ট কৰ্ম্মও চক্রের দ্বায় ইহ-পরকালে কেবলই  
 স্বখ-সম্পাদন করিয়া থাকে ।’ যে সমস্ত কৰ্ম্ম ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত  
 কৰ্ম্মপ্রতিপাদনেই ‘যাবৎ সম্পাতম্’ শ্রুতির তাৎপর্য্য ; এবং “যৎ কিঞ্চেহ করোত্যম্” শ্রুতিও  
 তদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে । আর সে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ভুক্ত হয় নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও  
 বিনষ্ট হয় নাই, অপরাপর কৰ্ম্মভোগেও সে সমস্ত কৰ্ম্মের বিনাশ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না ।  
 অতএব চন্দ্রলোকগত পুরুষেরা সানুশয় অবস্থায়ই আরোহণের অনুসারে এবং প্রকারান্তরেও  
 প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ . প্রকার পথে আরোহণ করিয়া থাকেন,  
 কতকটা সেই প্রকারে আবার কতকটা অণুপ্রকারেও অবতরণ করিয়া থাকেন । আরোহণের  
 ক্রম—ধূম, বাহ্নি, রক্ষপক্ষ, দক্ষিণায়ণ চয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক ; কিন্তু

ক্রমেণ ; অবরোহণং তু চন্দ্রমসঃ স্থানাদাকাশ-বায়ুধুমাত্র-মেঘ-  
ক্রমেণ । তত্রাকাশাবরোহণাদ্ যথেষ্টম্ ; বায়ুদিপ্রাপ্তেঃ পিতৃলোকাত্ত-  
প্রাপ্তেচ্চানেনবম্ ॥৩॥১॥৮॥

## চরণাদিতি চেৎ, ন, তদ্বপলক্ষণার্থেতি কাঞ্চাজিনিঃ ॥৩॥১॥৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—চরণাৎ ( আচরণ—আচারবোধকশব্দ হেতু ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি, )  
ন ( না ), তদ্বপলক্ষণার্থা ( তাহারই—কর্ম্মেরই বোধক ) ইতি ( ইহা ) কাঞ্চাজিনিঃ ( কাঞ্চাজিনি  
নামক আচার্য্য ) । ]

[ সরলার্থঃ—“য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদৌ চরণাৎ—চরণ-পদবাচ্যস্ত আচারশ্চৈব ত্রাক্ষণাদি-  
জন্মকারণত্বেন অভিধানাৎ ন সাত্ত্বশয়াবরোহণং সংগচ্ছতে ইতি চেৎ ; তন্ন ; যতঃ চরণশ্রুতিঃ  
কর্ম্মোপলক্ষণার্থা । যতাপি শ্রুতৌ চরণ-শব্দ এব প্রযুক্তঃ, তথাপি তেন তদন্তগতং কর্ম্মেণ  
বোদ্ধব্যম্, পুণ্যকর্ম্মণ এব শুভপ্রাপ্তিসাধনত্বেন প্রসিদ্ধে, ইতি কাঞ্চাজিনিরচার্য্যঃ মন্ততে  
ইতীর্থঃ ।

যদি বল, ‘যাহারা ইহলোকে রমণীয় চরণশীল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আচারবোধক চরণ-শব্দ  
থাকায় প্রত্যবরোহণ সময়ে কর্ম্মসম্বন্ধ কর্ত্তনা করা যাইতে পারে না । না—এ কথাও ঠিক হয়  
না ; কারণ, ঐ চরণ-শব্দই আচারসমন্বিত কর্ম্মের বোধক, ইহা কাঞ্চাজিনিরনামক আচার্য্যের  
অভিমত ॥৩॥১॥৯॥ ]

প্রত্যবরোহণের ক্রম অন্তরূপ—চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অত্র ও মেঘ । তন্মধ্যে,  
আকাশাদিতে অবরোহণ ‘যথেষ্ট’ অর্থাৎ আরোহণের তুল্য ; ( কেননা, আরোহণের সময়ও  
আকাশাদিক্রমের উল্লেখ রহিয়াছে ), আর বায়ু প্রভৃতির প্রাপ্তি অথচ পিতৃলোকাদির অপ্রাপ্তি  
নিবন্ধন ‘অনেনবম্’ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের অন্তথাভাবও হইতেছে ( \* ) ॥৩॥১॥৮॥

( \* ) তাৎপর্য্য—সূত্রটির অভিপ্রায় এই যে, যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত ও মন্ত, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে,  
আজ্ঞাজানের কিছুমাত্র অনুশীলন করে নাই ; যত্নের পর তাহার চন্দ্রলোকে গমন করে ; সেখানে আপন আপন  
কর্ম্মকল ভোগ করিতে যত সময় লাগে, ততকাল থাকিয়া পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করে । এখানে  
আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন  
করে, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন আশ্রিতে জন্ম পরিগ্রহ করে ? অথবা, চন্দ্রলোকে তাহাদের অভুক্তও কিঞ্চিৎ  
কর্ম্ম থাকে ; সেই কর্ম্ম-শেষটুকু লইয়া এখানে আইসে এবং তদনুরূপই জন্ম পরিগ্রহ করে ? উক্ত আশঙ্কা নিরাসার্থ  
সূত্রকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মী পুরুষগণ চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু নিঃশেষরূপে ফল ভোগ  
সেখানে সম্ভব হয় না । মনে করুন, কোন লোক এমন একটা হোটোলে বাইয়া আগ্রয় লইল, সেখানে দৈনিক দশ  
টাকার কমে থাকিতে পারা যায় না ; সেখ আশ্রিত ব্যক্তি যতকাল প্রতিদিন দশ টাকা দিতে পারিল, ততদিন  
সেখানে বসিয়া থাকিল ; কিন্তু যখনই তাহার সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দশের কম হইয়া পড়িল, তখনই তাহাকে  
সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইল ; কেন না, সেখানে দশ টাকার কমে থাকা সম্ভব হয় না ।

“রমণীয়চরণাঃ” “কপূয়চরণাঃ” [ ছান্দো ০ ৫।১০।৭ ] ইতি ন চরণ-  
শব্দেন পুণ্য-পাপরূপং কর্ম্মাভিধীয়তে, চরণ-শব্দস্ত লোক-বেদয়োরাচারে  
প্রসিদ্ধে । লৌকিকাঃ খলু চরণমাচারঃ শীলং বৃত্তমিতি পর্যায়ানভি-  
মন্তস্তে ; বেদে চ “যান্মনবত্থানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি” “যান্মাস্মাকং  
সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্তানি” [ তৈত্তি ০ শিক্ষা ০ ১১।২ ] ইতি চরণ-  
কর্ম্মণী ভেদেন ব্যপদিশ্যেতে ; অতঃ চরণাৎ শীলাৎ যোনিবিশেষপ্রাপ্তিঃ,  
নানুশয়াৎ, ইতি চেৎ ; তন্ম ; চরণশ্রুতিঃ কস্মোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্যাজিনি-  
রাচার্যো মন্ততে, কেবলাদাচারাৎ সুখদুঃখপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ । সুখদুঃখে হি  
পুণ্যপাপরূপ-কর্ম্মফলে ॥৩১৥১২॥

### আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩১৥১০॥

[ পদচ্ছেদঃ—আনর্থক্যম্ ( আনর্থক্য ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), ন ( না ), তদপেক্ষত্বাৎ  
( যেহেতু তাহার অপেক্ষা আছে ) । ]

যদি বল, “রমণীয়চরণাঃ” ও “কপূয়চরণাঃ” এই শ্রুত্যুক্ত “চরণ”-শব্দে পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্ম  
অভিহিত হইতেছে না ; কেননা, লোকব্যবহারে ও বেদে আচারার্থেই চরণ-শব্দ প্রসিদ্ধ ।  
লৌকিক জনেরা ( ব্যবহারাজিজ্ঞ লোকেরা ) চরণ, আচার, শীল ও বৃত্ত, এই শব্দগুলিকে  
পর্যায় বা সমানার্থক বলিয়া মনে করেন ; বেদেও ‘যে সমস্ত কর্ম্ম অনবত্ত বা নির্দোষ, সে  
সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে’, ‘আমাদের যে সমস্ত সুচরিত অর্থাৎ সাধু ব্যবহার, তুমি সে  
সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তদনুরূপ আচারবান্ হইবে ।’ এইরূপে আচরণ ও কর্ম্ম  
পৃথক্শব্দে নির্দিষ্ট আছে । অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, চরণ হইতেই অর্থাৎ শীল বা আচার  
হইতেই জন্মবিশেষ লাভ হইয়া থাকে, অনুশয় ( কর্ম্মশেষ ) হইতে নহে । না—এ কথাও  
বলিতে পার না ; কারণ, কার্ষ্যাজিনি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, শ্রুত্যুক্ত এই ‘চরণ’  
শব্দটি কর্ম্মেরও উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ এই ‘চরণ’-শব্দই এখানে আচরণের জ্ঞায় পুণ্যপাপরূপ  
কর্ম্মও বুঝাইতেছে ; কারণ, কেবলই আচার হইতে সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না ; কেননা,  
সুখ ও দুঃখ পুণ্য-পাপময় কর্ম্মেরই ফল স্বরূপ ; [সুতরাং কেবলই আচার হইতে সুখদুঃখোৎপত্তি  
সম্ভব হয় না] ॥৩১৥১২॥

ঠিক এইরূপ, চন্দ্রলোকে ভোগোপযোগী নহে, এরূপ অতীত কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিতেও কর্ম্মী পুঙ্খবশে সেখান হইতে  
আপন আপন ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মটুকু লইয়া ( অনুশয়বান্ হইয়া ) ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, এবং সেই সহচর  
কর্ম্মই তাহার ভোগোপযুক্ত জন্মস্থান নির্দেশ করিয়া দেয় ; অতএব, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মসহকারেই চন্দ্রলোক  
লব্ধ প্রত্যাগমন করে, এবং এখানেও তদনুসারেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন আপন ‘কর্মাধারী কল  
উপভোগ করিয়া থাকে ।



[ সরলার্থঃ—তর্হি বিফলত্বাৎ স্মৃতিবিহিতশ্রাচারস্থানর্থক্যামেব প্রাপ্তম্, ইতি চেৎ ; ন ; কৃতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যকর্মণঃ ; “আচারহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ,” “সন্ধ্যাহীনোহশুচির্নিত্যমনহঃ সর্বকর্মসু” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যো হি সদাচারস্ত কস্মোপযোগিত্বাৎ নৈবানর্থক্যমিতি ভাবঃ ॥

ভাল, তাহা হইলে ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ নিরর্থক হইয়া পড়িল ? না ; পুণ্যকর্ম-মাতেই সদাচারের অপেক্ষা বা আবশ্যক রহিয়াছে । ‘বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করে না,’ ‘সন্ধ্যাবিহীন ও অশুচি অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি সর্বদা সর্বকর্মে অনর্হ ( অযোগ্য )’ ইত্যাদি শাস্ত্রেও পুণ্যকর্মে সদাচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩৥১১০॥ ]

এবং তর্হি অফলত্বাদাচারস্ত স্মৃতিবিহিতস্থানর্থক্যামেবেতি চেৎ ; তন্ম, তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যস্ত কস্মণঃ । আচারবত এব পুণ্যকর্মস্বাধিকারঃ—“সন্ধ্যাহীনোহশুচির্নিত্যমনহঃ সর্বকর্মসু”, (\*) “আচারহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ” ইত্যাদিবচনেভ্যঃ । অতশ্চরণশ্রুতিঃ কস্মোপলক্ষণার্থেতি কাষ্যাজিনেরভি-প্রায়ঃ ॥৩৥১১০॥

## স্মৃকৃত-দ্রুত-এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩৥১১১॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্মৃকৃত-দ্রুতে ( পাপ ও পুণ্য ) এব ( নিশ্চয় ), ইতি ( ইহা ) তু ( কিন্তু ) বাদরিঃ ( বাদরিনামক আচার্য্য ) । ]

[ সরলার্থঃ—‘পুণ্যং কর্ম আচরতি, পাপং কর্ম আচরতি’ ইত্যেবং লোকপ্রসিদ্ধেঃ “রমণীয়চরণাঃ” ইত্যত্র চরণ-শব্দেন স্মৃকৃত-দ্রুতে পুণ্য-পাপে এব অভিধীয়েতে, ইতি পুনর্বাদরি-রাকার্য্যো মন্ততে ইত্যর্থঃ ॥

‘পুণ্যকর্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম আচরণ করিতেছে’ ইত্যাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, “রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদি স্থলেও ‘চরণ’শব্দে স্মৃকৃত ( পুণ্য ) ও দ্রুতই ( পাপই ) অভিহিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণ আচার অর্থ নহে ॥৩৥১১১॥ ]

যদি বল, এইরূপ হইলে ত নিফলত্ব হেতু স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে ? না—তাহা হয় না ; কারণ, পুণ্যকর্মমাত্রই তদপেক্ষিত অর্থাৎ সদাচার-সাপেক্ষ । কেন না, ‘সন্ধ্যাবিহীন অশুচি ( সদাচারহীন ) ব্যক্তি সর্বদা সর্ব কর্মে অনর্হ বা অনধিকারী,’ বেদসমূহও আচারহীন লোককে পবিত্র করে না’ ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, আচারবান্ ব্যক্তিরই অধিকার ; অতএব কাষ্যাজিনি আচার্য্য মনে করেন যে, উল্লিখিত চরণ-বোধক শ্রুতি পুণ্যকর্মেরই উপলক্ষণার্থক ( বোধক ) ॥৩৥১১০॥

‘পুণ্যং কৰ্ম্মাচরতি’ ‘পাপং কৰ্ম্মাচরতি’ ইতি কৰ্ম্মণি চরতে: প্রয়োগাৎ, পৃথগ্নির্দেশস্ত চ প্রত্যক্ষ-শ্রুতিসিদ্ধাচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধবিষয়ত্বেন ‘গো-বলীবর্দন্ত্যায়োনোপপত্তে:’, “মুখ্যে সম্ভবতি ন লক্ষণা ন্যায়া” ইতি স্কৃত-দ্রুত-এব চরণ-শব্দাভিধেয়ে ইতি বাদরিরাচার্যো মন্যতে ।

অত্র বাদরিমতমেব স্বমতম্ ; আচারানুমিত-শ্রুতিবিহিত-সম্ব্য-বন্দনাদে: কৰ্ম্মান্তরাধিকারসম্পাদনং ফলমিতি তু স্বীকৃতম্ । অত: সানুশয়া এব প্রত্যবরোহন্তি ॥৩১॥১১॥

[ ইতি দ্বিতীয়ং কৃতাত্মাধিকরণম্ ॥২॥ ]

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, ‘পুণ্যকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে’ ইত্যাদি স্থলে কৰ্ম্মরূপ অর্থে ‘চর’ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং ‘গো-বলীবর্দ’ জ্ঞানানুসারেও সাক্ষাৎশ্রুতিসিদ্ধ ও আচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম বিষয়েও [ কৰ্ম্ম ও আচারের ] পৃথক্ নির্দেশের উপপত্তি বা সার্থকতা সম্ভব হওয়ার, বিশেষত: মুখ্যার্থের সম্ভবসম্বন্ধে লক্ষণার অনোচিত্য বশত: স্কৃত ও দ্রুত অর্থাৎ পুণ্য ও পাপই ‘চরণ’শব্দের অভিধেয় বা মুখ্যার্থ (\*) ।

এখানে এই বাদরি আচার্য্যের সিদ্ধান্তই ভাষ্যকারের অভিমত ; পরন্তু কাঞ্চাজিনির মতে শিষ্টাচারানুমিত ( সাধুলোকের আচার দর্শনে যে শ্রুতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই ) শ্রুতি-বিহিত সম্ব্যবন্দনাদি কৰ্ম্মের যে, অপরাপর কৰ্ম্মে অধিকার-সম্পাদন করাই মুখ্য ফল, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে (+) । অতএব [ বুঝা যাইতেছে যে, সানুশয় লোকেরাই প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকে, ( নিরশুশয় লোকেরা নহে ) ॥৩১॥১১॥ [ ইতি দ্বিতীয় কৃতাত্মাধিকরণ ॥২॥ ]

( \*) তাৎপর্য্য—শিষ্টজ্ঞানানুষ্ঠিত কৰ্ম্মমাত্রই শ্রুতিমূলক ; শিষ্টজনেরা এরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, যাহা শ্রুতিবিহিত নহে । তন্মধ্যে কতকগুলি কৰ্ম্মের বিধায়ক সাক্ষ্য শ্রুতি পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি কৰ্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া যায় না ; হয়ত তথোধক স্মৃতিবাক্য মাত্র পাওয়া যায় ; কিন্তু যাহা শ্রুতিবিহিত নহে, এরূপ কৰ্ম্ম কখনই সম্বন্ধগণের অন্তর্গত হইতে পারে না ; এই জন্য তদ্বিধায়ক শ্রুতিরও অস্তিত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া লইতে হয় । ইহার মধ্যে, যে সমস্ত শ্রুতি সাক্ষ্য সম্বন্ধে পাওয়া যায়, সে সমস্তকে বলে প্রত্যক্ষ বা কুণ্ড শ্রুতি, আর যে সমস্ত শ্রুতি স্বরূপত: অপ্রত্যক্ষ, কোন শিষ্টাচার দর্শনে কি বা স্মৃতিবাক্য অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে সমুদয়কে বলে—শিষ্টাচারানুমিত বা কল্পা শ্রুতি । আলোচ্য স্থানে, ‘অনবজ্ঞানি কৰ্ম্মাণি’ এই কৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতিসিদ্ধ ; কারণ, প্রচলৎ শ্রুতিতেই কৰ্ম্ম-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; আর ‘অজ্ঞানং স্মরিতানি’ এই স্থলীয় কৰ্ম্ম শিষ্টাচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ ; কারণ, শ্রুতিতে আচার বোধক কেবল ‘স্মরিত’ শব্দমাত্র আছে, কৰ্ম্ম-শব্দ নাই ; সুতরাং ঐ আচার হইতেই তদনুকূল কৰ্ম্ম-বিধায়ক শ্রুতিরও অনুমান করিতে হয় ।

‘গো-বলীবর্দ’ জ্ঞানটি এইরূপ—বলীবর্দ অর্থ—বণ্ড ( বাঁড় ), যত কখনও গো ভিন্ন নহে ; তথাপি লোকে যণ্ডের বিশেষ জ্ঞাপনার্থ যেরূপ গোর উল্লেখ করিয়াও পৃথগ্ভাবে আবার যণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকে । তদ্রূপ আলোচ্য শ্রুতিতেও অনবজ্ঞ কৰ্ম্মের উল্লেখের পরও আবার ‘স্মরিত’ শব্দে পৃথক্ করিয়া কৰ্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সুতরাং এইরূপ পৃথক্ নির্দেশ হইতেই কৰ্ম্ম ও স্মরিতের পার্থক্য হইতে পারে না ।

( + ) তাৎপর্য্য—পূর্বে ষষ্ঠ-সূত্রোক্ত কাঞ্চাজিনির অভিমত সিদ্ধান্ত হইতে বাদরিমতের পার্থক্য এই যে, কাঞ্চাজিনি বলিয়াছেন, স্মরিত-শব্দের আচার-অর্থ হইলেও এখানে লক্ষণা দ্বারা কৰ্ম্ম-অর্থও বুঝিতে হইবে । আর বাদরি বলিলেন যে, না—স্মরিত শব্দের কৰ্ম্ম অর্থও শ্রুতিসম্মত ; সুতরাং মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিতে কখনই লক্ষণা

[ পূর্বপক্ষঃ— ]

অ-নিষ্ঠাদিকার্যাদিকরণম্ । ।

অনিষ্ঠাদিকারিণামপি চ

শ্রুতম্ ॥৩॥১॥১২॥

[ পদচ্ছেদঃ—অ-নিষ্ঠাদিকারিণাং ( যজ্ঞকারীভিন্নদিগের ) অপি (ও) চ (এবং) শ্রুতম্ (শ্রুত আছে) । ]

[ সরলার্থঃ—“যে বৈ কে চান্মাং লোকাং প্রৈতি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি” ইত্যত্র অ-নিষ্ঠাদিকারিণাম্ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কৰ্ম্ম অকুৰ্ব্বতাং পাপিণামপি চ চন্দ্রলোকে গমনং অবিশেষণ শ্রুতমন্তি ; অতঃ পাপিণামপি চন্দ্রমণ্ডলে গতিরন্তীতি ভাবঃ ॥

যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করে না—পাপী, তাহাদেরও চন্দ্র-লোকে গমন হয় ; কারণ, ‘যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে’, এই শ্রুতিতে অবিশেষে সকলের পক্ষেই চন্দ্রলোকে গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩॥১॥১২॥ ]

কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণশ্চন্দ্রমসং গত্বা সানুশয়া এব নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তম্ ; ইদানীম্ অ-নিষ্ঠাদিকারিণোহপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি নেতি চিন্ত্যতে । যে বিহিতং ন কুৰ্ব্বন্তি, নিষিদ্ধং চ কুৰ্ব্বন্তি, তে উভয়েহপি পাপকৰ্ম্মাণোহনিষ্ঠাদিকারিণঃ । কিং যুক্তম্ ? তেহপি চন্দ্রমসং

যাহারা জ্ঞানরহিতভাবে কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তসংজ্ঞক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা

পূর্বপক্ষঃ—]

পাপীর চন্দ্রলোকে গমন ।

চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পুনর্বার সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যাগমন করে,

এ কথা বলা হইয়াছে । এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যাহারা

ইষ্টাদি কৰ্ম্ম করে না—পাপী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে কি

না ? যাহারা বিহিত কৰ্ম্ম করে না এবং যাহারা নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের সেবা করে, পাপকৰ্ম্মশীল তাহারা উভয়েই এখানে ‘অ-নিষ্ঠাদিকারী’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে (\*) । কোন পক্ষটি

করিবার আবশ্যক হয় না । কাৰ্ণাজিনির অভিন্ন সিদ্ধান্তাংশ এই যে, সন্ধ্যাবন্দনাди কৰ্ম্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতিবিহিত না হইলেও শিষ্টাচার হইতে তদ্বিধায়ক শ্রুতির অনুমান করিতে হয় । এবং সেই অনুমিত শ্রুতিবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাди কৰ্ম্মের ফল হইতেছে—কৰ্ম্মান্তরে লোকের অধিকার সম্পাদন করা, অর্থাৎ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দনাди কৰ্ম্ম না করিলে কেহই অপর কোন কৰ্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না ; সুতরাং ঐ অধিকার সম্পাদন করাই সন্ধ্যাবন্দনাদির মূখ্য ফল ।

(\*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘অ-নিষ্ঠাদিকার্যাদিকরণ,’ এই অধিকরণটি ষাটশ’ হইতে একশ পর্যন্ত দশটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—( ১ ) বিষয়—পাপীদিগের মৃত্যুর পরকালীন গমন বা গন্তব্যস্থান । ( ২ ) সংশয়—বিহিত কৰ্ম্মে বিমুগ্ধ ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্মে তৎপর—পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন হয় কি না ? ( ৩ ) পূর্বপক্ষ—“যে বৈ কে চ” ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোকে গমনের

গচ্ছন্তীতি ; কুতঃ ? তেষামপি হি তদগমনং শ্রুতম্—“যে বৈ কেচান্মাং  
লোকাং প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সৰ্বে গচ্ছন্তি” [ কৌষী० ১।২ ]  
ইত্যবিশেষণে সৰ্বেষামেব গতিশ্রবণাৎ ॥৩।১।১২॥

এবং তর্হি স্কৃত-দৃষ্ট-তকারিণোরুভয়োরাপ্যবিশিষ্টেব গতিঃ স্যাৎ ?  
নেত্যাহ—

## সংযমানে হ্রস্বভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদগতিদর্শনাৎ ॥৩।১।১৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—সংযমানে ( যমালয়ে ) তু ( শঙ্কানিবৃত্তিসূচক ) অল্পভূয় ( অল্পভব করিয়া )  
ইতরেবাং ( অপর সকলের, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের ) আরোহাবরোহৌ ( চন্দ্র-  
মণ্ডলে গমন ও সেখান হইতে প্রত্যাগমন ), তদগতি-দর্শনাৎ ( যেহেতু যেখানে গতির উল্লেখ  
দেখা যায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—অয়ং পুনর্বিশেষঃ—ইতরেবাং পাপিনাং পুনঃ সংযমানে যমালয়ে পাপফলং হ্রঃখম্  
অল্পভূয় আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রলোকে গমনম্ ততঃ প্রত্যাগমনঞ্চ ভবতঃ ; কুতঃ ? তদগতি-  
দর্শনাৎ পাপিনাং যমালয়-গতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

এইমাত্র বিশেষ যে, পাপিগণ যমালয়ে পাপের ফল ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্রলোকে আরোহণ  
করে, আবার সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে ; কারণ, পাপিগণেরও যমালয়ে গতির উল্লেখ  
রহিয়াছে ॥৩।১।১৩॥ ]

যুক্তিযুক্ত ? তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এই পক্ষই [ যুক্তিযুক্ত ] । কারণ ? যেহেতু  
তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত আছে । কেননা, ‘যে কোন লোক এই লোক হইতে প্রস্থান  
করে (মরে), তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে’ এই স্থলে সাধারণভাবে সকলেরই  
চন্দ্রলোকে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩।১।১২॥

তাল, একথা হইলে ত স্কৃত ও দৃষ্ট কস্মাপ্ততা উভয়েরই গতি সমান হইতে পারে ?  
অর্থাৎ উভয়ের গতিতে কিছুমাত্র -বিশেষ থাকিতে পারে না ? না,—এইজন্য বলিতেছেন—  
“সংযমানে তু” ইত্যাদি ।

কথা আছে, তখন বৃষ্টিতে হইবে, পাপীরাও চন্দ্রলোকে অবশ্যই গমন করে । ( ৪ ) সিদ্ধান্ত—“অথ যে ইমে গ্রামে  
ইষ্টাপূর্বে দত্তম্ ইতু্যপাসতে, তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” এইস্থানে চন্দ্রলোকে গমনকে পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপে নির্দেশ করায়  
বৃষ্টিতে হইবে যে, পাপীরা কখনই চন্দ্রলোকে গমন করে না । ( ৫ ) নির্ণয় ও ফল—অতএব পাপীগণের চন্দ্রলোকে  
গমন হয় না ; পুণ্যাত্মাদেরই হয় ; অতএব, সকলেরই পুণ্যকর্ম্মের রত থাকা উচিত । ২০,৬০৩

তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যাবর্তয়তি ; ইতরেষাম্ অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রারোহা-  
বরোহো সংযমনে—যমশাসনে তৎপ্রযুক্ত-যাতনা অনুভূয়েব, নান্থথা ;  
কুতঃ ? তদগতি-দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি পাপকন্মণাং যমবশ্ততয়া তদগমনম্  
“অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে”  
[ কঠো ২।৬ ] “বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্” [ আরণ্যক ২  
প্রঃ ১ পঃ ] ইত্যাদিষু ॥৩।১।১৩॥

### স্মরন্তি চ ॥৩।১।১৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি ( স্মরণ করেন ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ ‘পরশরাদিযো মহর্ষয়ঃ সর্বেষাং যমবশ্ততাম্—“সর্বে চৈতে বশং  
যান্তি যমস্ত ভগবন্ কিল” ইত্যাদিষু ]

বিশেষতঃ পরাশরাদি মহর্ষিগণও ‘ভগবন্, ইহারা সকলেই যমের বশ্ততা প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি  
বাক্যে সমস্ত লোকের পক্ষেই যমবশ্ততা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩।১।১৪॥ ]

স্মরন্তি চ সর্বেষাং যমবশ্ততাং পরাশরাদয়ঃ “সর্বে চৈতে বশং যান্তি  
যমস্ত ভগবন্ কিল” [ বিষ্ণুঃ পুঃ ৩।৭।৫ ] ইত্যাদিষু ॥৩।১।১৪॥

### অপি সপ্ত ॥৩।১।১৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অপি ( ও ) সপ্ত ( সপ্তসংখ্যক ) । ]

[ সরলার্থঃ—পাপিনাং গন্তব্যত্বেন নিরুপিতান্ নরকান্ সংখ্যাতঃ সপ্তাপি স্মরন্তীত্যর্থঃ ॥

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে নির্দিষ্ট নরক সাতটি বলিয়াও স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩।১।১৫॥ ]

নৃত্ত্বং তু-শব্দ উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; ইতর সকলের অর্থাৎ অ-নিষ্টাদিকারী—  
যাহারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগেরও যে, চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে  
অবরোহণ হয়, তাহা কিন্তু সংযমনে অর্থাৎ যমালয়ে যমরাজের নির্দিষ্ট যাতনা ভোগের পরই হইয়া  
থাকে, অন্তথা নহে ; কারণ ? যেহেতু সেখানেও গতি দৃষ্ট হয়। পাপকন্মকারীদিগের যে,  
যমবশ্ততাগ্রহণপূর্ব্বক যমালয়ে গমন হয়, তাহা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—‘যে ব্যক্তি মনে  
করে যে, কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সে ব্যক্তি বারংবার  
আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।’ ‘লোকসমূহের যমসদনে গমন এবং যমরাজকে দর্শন  
করা হয়’ ইত্যাদি ॥৩।১।১৩॥

পরাশরাদি ঋষিগণও ‘হে ভগবন্, ইহারা সকলেই যমবশ্ততা প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি স্থলে  
সকলের সম্বন্ধেই যমবশ্ততার কথা স্মরণ করিয়া থাকেন ( উল্লেখ করিয়া থাকেন ) ॥৩।১।১৪॥

পাপকৰ্ম্মণাং গন্তব্যত্বেন রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি ॥৩।১।১৫॥

ননু সপ্তস্ব লোকেষু গচ্ছতাং কথং যমসদনপ্রাপ্তিঃ ; অত আহ—

**তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥**

[ পদচ্ছেদঃ—তত্র ( সেখানে ) অপি ( ও ) তদ্ব্যাপারাং ( যমের আজ্ঞারূপ কার্য বশতঃ )  
অবিরোধঃ ( বিরোধাতাব ) । ]

[ সরলার্থঃ—তত্র তেবু চিত্তগুপ্তাতিথিষ্ঠিতেন্ সপ্তনু নরকেষুপি তদ্ব্যাপারাং যমাজ্ঞারূপ-  
ব্যাপারবশাদেব গমনাং অবিরোধঃ,—সপ্তস্ব নরকস্থানেষু গচ্ছতাং কথং যমশাসনপ্রাপ্তিঃ ?  
ইতোব্যংক্রপো যো বিরোধঃ প্রসঞ্জিতঃ, তস্মা অভাবঃ । অতঃ পাপিনামপি যমযাতনানুভবানন্তরং  
ক্ষেত্রলোকে আরোহাবরোহৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥

সেই রৌরবাদি সপ্তপ্রকার নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হইয়া থাকে ; সুতরাং  
সকলের পক্ষেই যমালয়ে গমন হইল না বলিয়া যে, বিরোধ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার  
অভাব বা পরিহার হইল ॥৩।১।১৬॥ ]

তেষাপি সপ্তস্ব যমাজ্ঞায়ৈব গমনাদবিরোধঃ । অতোহনিষ্ঠাদি-  
কারিণামপি যমলোকং প্রাপ্য স্বকন্ম্যানুরূপং যাতনাশ্চানুভূয় পশ্চাচ্ছন্দ্রা-  
রোহাবরোহৌ স্তঃ ॥৩।১।১৬॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

**বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥**

[ পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোঃ ( বিজ্ঞার ও কৰ্ম্মের ) ইতি ( ইহা ) তু ( কিন্তু ) প্রকৃতত্বাৎ  
( প্রস্তাব থাকায় ) । ]

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে রৌরবপ্রভৃতি সাতটি নরকও স্মরণ করিয়া থাকেন ( \* ) ॥৩।১।১৫॥

যাহারা সপ্তবিধ লোকে ( নরকস্থানে ) গমন করে, তাহাদের যম-সদনপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ?  
তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“তত্রাপি” ইত্যাদি ।

সেই সপ্তবিধলোকেও ( নরকেও ) যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হয় ; সুতরাং কোন বিরোধ  
নাই । অতএব [ বুঝিতে হইবে যে, ] যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা  
প্রথমে যমলোকে যাইয়া এবং স্বীয় কন্ম্যানু-প বিবিধ যাতনা অনুভব করিয়া পশ্চাৎ চন্দ্রলোকে  
আরোহণ ও সেখান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে ॥৩।১।১৬॥

( \* ) তাৎপর্য—নরক অর্থ—পাপকৰ্ম্ম-জন্তু দুঃখভোগের স্থানবিশেষ । পুরাণশাস্ত্রে নরকভেদ অনেকপ্রকার  
বর্ণিত আছে । তন্মধ্যে সাতটি প্রধান নরকের নাম মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

[ সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—“বিদ্যা-কৰ্ম্মগোরিতি” ইত্যাদিনা । হত্রে তু-শব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । ন চ পাপিনাম্ অর্চিরাদিনা ব্রহ্মগমনম্, ধূমাদিনা বা চন্দ্রলোকগমনং সম্ভবতি । কুতঃ ? বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ তৎফলকত্বাৎ, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ বিদ্যাফলকত্বাৎ, চন্দ্রলোক-প্রাপ্তেষু কৰ্ম্মফলত্বাদিত্যর্থঃ । কথমিত্যেতদ্ অবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; ইত্যাহ—প্রকৃতত্বাৎ—বিদ্যা-কৰ্ম্মণী হি প্রকৃত্য তৎফলত্বেন গতিদ্বয়স্ত তত্র কীর্তনাদিত্যর্থঃ । “তদ্ য ইথং বিদ্বঃ, যে চেমেংরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইতু্যপাসতে, তেহর্চিসমভিসম্ভবন্তি” ইতি, “অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধুমভিসম্ভবন্তি” ইতি হি তত্র প্রকৃতমিতি ভাবঃ ॥

এখন আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—হত্রে তু-শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন । অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন, আর ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন, এই উভয়ই বিদ্যা ( জ্ঞান ) ও কৰ্ম্মের ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; কারণ, “তৎ যে ইথং বিদ্বঃ” ইত্যাদি স্থলে বিদ্যা, আর “অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তম্” ইত্যাদি স্থলে কৰ্ম্ম প্রস্তাবিত হইয়াছে । অতএব পাপীগের পক্ষে অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন কিংবা ধূমাদিপথে চন্দ্রলোকে গমন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥৩১॥১৭॥ ]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রপ্রাপ্তিরন্তীত্যে-  
তন্মোপপত্ততে ; কুতঃ ? বিদ্যা-কৰ্ম্মগোরিতি ; বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ ফলভোগার্থত্বাৎ  
দেবযান-পিতৃযাগয়োঃ । এতদুক্তং ভবতি—অনিষ্টাদিকারিণাং যথা বিদ্যা-  
বিধুরত্বাৎ দেবযানেন পথা গমনং ন সম্ভবতি, তদ্বদেব ইষ্টাপূৰ্ত্তদত্তবিধুরত্বাৎ  
পিতৃযাগেন চন্দ্রগমনমপি ন সম্ভবতি—ইতি ।

দেবযান-পিতৃযাগয়োর্বিবিদ্যাবিসয়ত্বং পুণ্যকৰ্ম্মবিসয়ত্বং চ কথমবগম্যতে ?

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—“বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ” ইত্যাদি । উক্ত অসংপক্ষ-  
নিরাসার্থ তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করে  
সিদ্ধান্ত - পাপিগণের চন্দ্রাদি-  
লোকে গমন নিষেধ । ]  
নাই, সেই সমস্ত পাপিগণেরও যে, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে,  
তাহা সংগত হইতেছে না ; কারণ, দেবযান ও পিতৃযাগ, উভয়েরই  
একমাত্র উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও কৰ্ম্মের ফলোপভোগ সাধন করা । অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যাবিহীন  
বলিয়া অনিষ্টাদিকারীদিগের ( যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করে না, তাহাদের ) পক্ষে দেবযানপথে  
প্রস্থান করা যেরূপ সম্ভবপর হয় না, ইষ্টাপূৰ্ত্ত ও দত্তকৰ্ম্মের অভাব থাকায় পিতৃযাগে প্রস্থান  
করাও তদ্রূপই সম্ভবপর হয় না ।

যদি বল, দেবযান ও পিতৃযাগ পথদ্বয়ের যে, [যথাক্রমে] বিদ্যাবিসয়ত্ব ও পুণ্যকৰ্ম্মবিসয়ত্ব, অর্থাৎ

“রৌরবোহথ মহাশঙ্কব বহির্বৈতরণী তথা । কুন্তী পাক ইতি প্রোক্তাচ্ছনিত্যনরকানি তু । তামিশ্চাক্রাতা-  
মিত্রো যৌ নিত্যৌ পরিকীর্তিতা ॥”

ইতি চেৎ ; প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ । প্রকৃত্য হি দেবযানে বিজ্ঞা, পিতৃযাণে চ কৰ্ম্ম, “তদয ইখং বিদুর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যাপাসতে” [ ছান্দোঃ ৫।১০।১ ] ইতু্যক্ত্বা। “তেহর্চ্চিমমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোহহঃ” ইত্যাদিনা দেবযান-বচনাৎ, “অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতু্যাপাসতে” ইতু্যক্ত্বা। “তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” ইত্যাদিনা পিতৃযাণবচনাচ্চ [ ছান্দোঃ ৫।১০।৩ ]। “যে বৈ কেচান্মাল্লোকাৎপ্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি” ইত্যেতদপি বচনং ‘যে ইষ্টাদিকারিণাস্তে সর্বে’ ইতি পরিণেয়ম্ ॥৩॥১॥১৭॥

ননু পাপকৰ্ম্মণাং চন্দ্রগমনাভাবে পঞ্চমাহুতাসম্ভবাৎ শরীরারম্ভ এব নোপপত্ততে; “পঞ্চম্যামাহুতাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” [ ছান্দোঃ ৫।১০।১ ] ইতি হি শরীরারম্ভঃ শ্রয়তে, সা চাহুতিশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকতি দর্শিতম্ ; অতঃ শরীরারম্ভায়ৈব তেষামপি চন্দ্রারোহাবরোহাবশ্যভ্যুপেত্যাবিত্যত আহ—

বিজ্ঞার ফল যে, দেবযান, আর কৰ্ম্মের ফল যে, পিতৃযাণ, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু সেই উভয়ই (বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মই) সেখানে প্রস্তাবিত ; কারণ, দেবযানের উপায়-রূপে বিজ্ঞার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, আর পিতৃযাণের উপায়রূপে কৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। যথা— ‘অতএব যাহারা এইরূপ জানেন, আর এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপশ্যাক্রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন,’ এই কথা বলিয়া ‘তাহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিরাদি পথ (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির পর দিবসাতিমানী দেবতাকে [ প্রাপ্ত হন ]’ ইত্যাদি বাক্যে দেবযানপথ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ‘পঞ্চান্তরে, এই যাহারা ( গৃহস্থগণ ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই কৰ্ম্মব্রহ্মের উপাসনা করে,’ এই কথা বলার পর ‘তাহারা ধুমকে প্রাপ্ত হন’ ইত্যাদি বাক্যে পিতৃযাণের ( ধূমাদি পথের ) কথা বলা হইয়াছে। আর ‘যে সমস্ত লোক এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই প্রাপ্ত হয়,’ এই বাক্যটির অর্থও—‘যাহারা ইষ্টাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা সকলে’ এইরূপ অর্থ পরিণত করিতে হইবে (\*) ॥৩॥১॥১৭॥

ভাল, পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন না হওয়ায় পঞ্চমী আহুতির অসম্ভব হইয়া পড়ে ; তন্নিবন্ধন শরীরোৎপত্তিই হইতে পারে না ; অথচ ‘হোমীয় জল পঞ্চমী আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে’ এইরূপেই শরীরারম্ভের কথা শোনা যায়। অগ্রে চন্দ্রপ্রাপ্তি হইলেই যে, সেই আহুতি পঞ্চমী আহুতি হইতে পারে, [ তদভাবে পারে না, ] ইহা পূর্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব মৃত পাপিগণেরও শরীরারম্ভের জন্তই চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“ন তৃতীয়ে” ইত্যাদি।

(\*) তাৎপৰ্য্য—“যে বৈ কেচান্মাং লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসম্ভব তে সর্বে গচ্ছন্তি”, এই ঋতিতে যদিও “তে সর্বে” ( তাহারা সকলে ) কথায় অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে



## ন, তৃতীয়ে তথোপলন্ধেঃ ॥৩।১।১৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন ( না ) তৃতীয়ে ( তৃতীয়স্থানে—জায়স্ব-ত্রিয়স্বনামক পাপীর স্থলে ) তথা ( সেইরূপ ) উপলন্ধেঃ ( উপলন্ধে হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—নমু পাপিনাং চন্দ্রলোকে গমনাভাবে পঞ্চমাহতেরভাবাৎ পুনর্দেহারন্তো নোপপত্ততে, ইত্যাং—“ন তৃতীয়ে” ইত্যাং ॥

ন,—ইয়মাপত্তিরূপপত্ততে ইত্যর্থঃ ; কুতঃ ? তৃতীয়ে স্থানে তথোপলন্ধেঃ—দেহারন্তায় পঞ্চম্যা আহতেরনপেক্ষত্বদর্শনাৎ । তথাহি—“বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে ? ইতি” এতৎ-প্রশ্নস্ত প্রতিবচনে “অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ত্রিয়স্বৈত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে” ইত্যাদৌ তৃতীয়-স্থানস্ত দেহারন্তায় পঞ্চমাহত্যানপেক্ষত্বদর্শনাদ্ অত্রাপি তথা কল্প্যতে ইতি ভাষঃ । পাপিনোহত্র তৃতীয়স্থান-পদেনোচ্যন্তে ॥

আপত্তি হইতেছে যে, পাপীরা যদি চন্দ্রলোকে গমনই না করে, তাহা হইলে পঞ্চমী আহতির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের দেহারন্তই হইতে পারে না । ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, তৃতীয় স্থানে ( কীট মশকাদি পাপিদেহে ) সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, প্রশ্ন হইল—‘তুমি কি জান—কেন এই ছ্যালোক মৃত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইতেছে না’ ? [ উত্তর— ] ‘বারংবার আগমনশীল এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী উক্ত উভয় পথেই গমন করে না, ইহাই ‘জায়স্ব ত্রিয়স্ব’ নামক তৃতীয় স্থান ; এই কারণেই উক্ত লোকটি পূর্ণ হয় না’ । এখানে কীটাদির দেহারন্তে পঞ্চমী-আহতির অভাব দেখা যাইতেছে ; অতএব পাপী-দিগের দেহারন্তেও তজ্জপ পঞ্চমী আহতির আশ্রক হয় না ॥৩।১।১৮॥ ]

তৃতীয়স্থানস্ত শরীরারন্তায় ন পঞ্চমাহত্যাপেক্ষা ; কুতঃ ? তথোপলন্ধেঃ—  
তৃতীয়স্থান-শব্দেন কেবলপাপকর্মাণ উচ্যন্তে ; তেবাং দেহারন্তে পঞ্চ-  
মাহত্যানপেক্ষত্বমুপলভ্যতে—“বেথ যথা কেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে”

তৃতীয় স্থানের (পাপীর) শরীরারন্তের জন্ত আর পঞ্চম আহতির আবশ্রুক হয় না ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখা যায় । এখানে ‘তৃতীয় স্থান’ শব্দে কেবল-পাপকর্মকারীদিগকে নির্দেশ করা হইতেছে । তাহাদের দেহারন্তে পঞ্চম আহতির অনপেক্ষতা বা অনাবশ্রুকতা দেখা

সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, কোনও ক্রিয়াকর্মের বাটীতে কেহ যদি বলেন—‘এখন সকল লোককে ভোজন করাইয়া দাও,’ সেখানে সাধারণভাবে প্রযুক্ত ‘সকল লোক’ শব্দে যেমন উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকেই লক্ষ্য করা হয়,—দেশের বাবতীয় লোককে বুঝান হয় না, তেমনি এখানেও ঐতির ‘তে সর্কে’ কথায় মৃত-ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু বাহ্যিক বজাদি কর্মের অসুষ্ঠা—ইষ্টানিকারী, কেবল তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে ; সুতরাং মৃত্যুর পর পাপিগণের পক্ষে চন্দ্র-মণ্ডলে আরোহণ কিংবা সেখানে হইতে প্রত্যবরোহণ প্রতিপাদন করা ঐতির অতিক্রান্ত নহে ।

[ছান্দো० ৫।৩।৩] ইত্যস্ত প্রশ্নস্ত প্রতিবচনে “অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ-  
চন (\*) তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়ন্ত-ত্রিয়স্বৈত্যে-  
তৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকে ন সংপূর্য্যতে” [ছান্দো० ৫।১০।৮]  
ইতি তৃতীয়স্থানস্ত দ্যালোকারোহাবরোহাভাবেন দ্যালোকাসংপূর্ত্তিবচনাদস্ত  
তৃতীয়স্থানস্ত শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহৃত্যপেক্ষা। “পঞ্চম্যাহৃতৌ”  
ইতি চাপাং পঞ্চমায়িসম্বন্ধস্ত পুরুষবচস্বহেতুত্বমাত্রং প্রতিপাদয়তি,  
[ ছান্দো० ৬।৩।১ ] নান্যৎ নিবারণতি, অবধারণাশ্রবণাৎ ॥৩॥১॥১৮॥

## স্মর্য্যতেইপি চ লোকে ॥৩॥১॥১৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্মর্য্যতে ( স্মরণ করা হয় ) অপি ( ও ) চ ( এবং ) লোকে ( জগতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—লোকে অস্মিন্ জগতি পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহুতি-  
মন্তরেণাপি দেহারম্ভঃ শ্রীতে ; অতঃ দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতেনিয়মেনাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ॥

জগতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুণ্যত্মাদিগেরও পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকে দেহারম্ভের কথা  
শোনা যায় ; অতএব জন্মের জন্ত পঞ্চমাহুতির একান্ত অপেক্ষা নাই ॥৩॥১॥১৯॥ ]

যাইতেছে। ‘তুমি জান—কেন এই লোক (দ্যালোক) পূর্ণ হয় না ?’ এই প্রশ্নের প্রতিবচনে বলা  
হইয়াছে—“বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূত সমূহ এই উভয় পথের কোনটিতেও [ গমনে  
অধিকারী ] হয় না, ইহাই জায়ন্ত-ত্রিয়স্বনামক তৃতীয় স্থান ; সেই হেতুই ঐ লোকটি পূর্ণ হয়  
না’। এখানে তৃতীয়স্থান-সংজ্ঞক পাপীর দ্যালোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায়  
দ্যালোকের পরিপূরণের অভাব কখন হেতু [ বৃষ্টিতে হইবে যে, ] দেহারম্ভের জন্ত সর্ব্বত্রই  
পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা বা নিয়ত আবশ্যকতা নাই। ‘পঞ্চমী আহুতিতে [আহুত অপ্  
পুরুষ-পদবাচ্য হয়’,] এই শ্রুতি কেবল পঞ্চমায়িতে জল-সম্বন্ধকেই পুরুষের স্বরূপ-সম্পাদক বলিয়া  
প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু [ দেহারম্ভে ] কারণান্তরের প্রতিবেদন করিতেছে না ; কেন না,  
শ্রুতিতে [ পঞ্চম্যামেব ] এইরূপ অবধারণ-বোধক শব্দ নাই ( + ) ॥৩॥১॥১৮॥

(\*) কতরেণ চ ইতি ‘ক, খ’ পাঠান্তর উপনিষদিক্রমতঃ পরিভাষ্যঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসৌ ভবন্তি” এই শ্রুতিতে যদিও যোবিংসম্বন্ধরূপ পঞ্চমী  
আহুতিকে দেহাংপন্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত যে দেহারম্ভ  
হইতেই পারে না, তাহা এ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; কারণ, সেইরূপ অভিপ্রায় হইলে, “পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ” শ্রুতিতে  
“আহুতৌ এব” এইরূপ অবধারণসূচক একটি ‘এব’ শব্দের প্রয়োগ থাকা আবশ্যক হইত ; সেই ‘এব’ শব্দ দ্বারা  
দেহারম্ভ কারণান্তরের ব্যাবৃতি করা সম্ভব হইত ; তাহা না থাকায় বৃষ্টিতে হইবে যে, পঞ্চমী আহুতির দেহারম্ভকতা  
মাত্র প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু দেহারম্ভক কারণান্তর নিবৃতি করা অভিপ্রেত নহে ।

পুণ্যকৰ্মণামপি কেষাকিৎ পঞ্চমাহত্যানপেক্ষয়া দেহারন্তো লোকে  
স্বৰ্য্যতে—দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং ॥৩৥১৥১২॥

## দর্শনাচ্চ ॥৩৥১৥২০॥

[ পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও) । ]

[সরলার্থঃ—শ্রুতাবপি তথা দর্শনাৎ পঞ্চমাহতিমন্তরেণাপি দেহারন্ত উপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥  
শ্রুতিতেও সেইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় ; স্মৃতরাং দেহারন্তের জন্ত লকলের পক্ষেই  
যে, পঞ্চমাহতির আবশ্যক আছে, তাহা নহে ॥৩৥১৥২০॥ ]

(\*) শ্রুতাবপি দৃশ্যতে কেষাকিৎ পঞ্চমাহত্যানপেক্ষয়া দেহারন্তঃ “তেষাং  
খন্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্”  
[ ছান্দো০ ৬৩।১ ] ইতি, এবমুদ্ভিজ্জ-শ্বেদজয়োঃ ভূতয়োঃ পঞ্চমাহতি-  
মন্তরেণ উৎপত্তির্দৃশ্যতে ॥৩৥১৥২০॥

ননু শ্বেদজানামত্র ন সঙ্কীৰ্ত্তনমন্তি, “ত্রীণ্যেব বীজানি” ইতি বচনাৎ ;  
তত্রাহ—

জগতে কোন কোন পুণ্যকৰ্ম্মা ব্যক্তিরও পঞ্চমাহতি-নিরপেক্ষভাবে দেহারন্তের কথা শোনা  
যাইয়া থাকে । যেমন, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির (†) ॥৩৥১৥১২॥

শ্রুতিতেও কাহারো কাহারো সম্বন্ধে পঞ্চমাহতি ব্যতীতও দেহারন্ত দৃষ্ট হয়,—‘সেই এই  
ভূতসমূহের তিনপ্রকারই বীজ হইয়া থাকে—আণ্ডজ, ( পক্ষীপ্রভৃতি ), জীবজ ( মনুষ্যাদি )  
ও উদ্ভিজ্জ ( বৃক্ষ-শ্বেদজপ্রভৃতি )’, এইরূপে উদ্ভিজ্জ ও শ্বেদজের ( মশক ও মক্ষিকাদির )  
পঞ্চমাহতি ব্যতীতও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩৥১৥২০॥

তাল কথা, শ্রুতিতে “ত্রীণ্যেব” ( ‘তিনটিমাত্রই’ ) এইরূপ কথা থাকায় শ্বেদজের ত উল্লেখই  
নাই ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—তৃতীয়েত্যাदि ।

(\*) চ-কারাৎ শ্রুতাবপি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—পঞ্চালাধিপতি ঋষদরাজ প্রসিদ্ধ ধনুর্বেদবিদ্রোণাচার্যের নিকট অত্যন্ত অবমানিত হইয়া  
দ্রোণাচার্যের বধসাধনার্থ একটি যজ্ঞ করেন ; দৈবানুগ্রহে সেই যজ্ঞভূমি হইতেই একটি পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর একটি  
কন্যা—দ্রৌপদী সমুৎপন্ন হয় । দেহলাভের জন্ত তাহাদিগকে আর পঞ্চম আহুতিতে—ব্রীদেহে প্রবেশ করিতে হয়  
নাই ; স্মৃতরাং দেহারন্তের জন্ত ঐ ব্রীদেহে প্রবেশ করিতেই হইবে, সেরূপ কোন নিয়ম সম্ভবপর হইতেছে না।  
অতএব পাণিগণের চল্লমণ্ডলে আরোহণ না হইলেও তাহাদের জন্মলাভে কোন বাধা হইতে পারে না ॥

## তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥

[ পদচ্ছেদঃ—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ (তৃতীয়—উদ্ভিজ্জ-শব্দে সংগ্রহ) সংশোকজস্য (শ্বেদজের) । ]

[ সরলার্থঃ—অত্র “ত্রীণোব” ইতিবচনাৎ শ্বেদজানামুরেখো নাস্তি ; তৎ কথং শ্বেদজা-  
নামুদাহরণম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়েত্যাদি ।

সংশোকজস্য শ্বেদজস্য তৃতীয়-শব্দেন “আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” ইতি ‘উদ্ভিজ্জ’-শব্দেন  
অবরোধঃ সংগ্রহো বেদিকব্য ইত্যর্থঃ ॥

যদিও ঋতিতে স্পষ্টকথায় শ্বেদজের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তৃতীয়—‘উদ্ভিজ্জ’ শব্দেই  
সংশোকজের—শ্বেদজের গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥৩।১।২১॥ ]

সংশোকজস্য শ্বেদজস্যপি “আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্” [ ছান্দো.  
৬।৩।১ ] ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জ-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বিদ্যত ইত্যর্থঃ ।  
অতঃ কেবলপাপকৰ্ম্মাণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি ॥৩।১।২২॥

[ ইতি তৃতীয়ম্ অ-নিষ্ঠাদিকার্য্যাদিকরণম্ ॥৩। ]

তৎস্বাভাব্যাপত্তাধিকরণম্ । । তৎস্বাভাব্যাপত্তিরূপ-

পত্তেঃ ॥৩।১।২২॥

[ পদচ্ছেদঃ—তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ ( আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি ) উপপত্তেঃ ( যুক্তিহেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোধগণসময়ে তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ আকাশাদি-  
সাদৃশ্যপ্রাপ্তির্ভবতি, নতু তৎ-স্মারপ্যম্ ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ—সুখদুঃখভোগাতাবাৎ সাদৃশ্যোপ-  
পত্তেঃ, তদ্বাবলুপপত্তেশ্চৈতর্য্যঃ ॥

ইষ্টাদিকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোধগণকালে আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়,  
কিন্তু আকাশাদিস্বরূপ হয় না ; কারণ, সে অবস্থায় যখন সুখদুঃখভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য  
ছাড়া তদ্বাব-প্রাপ্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হইলে, সে  
অবস্থায়ও তাহার সুখদুঃখভোগ সম্ভবপর হইতে পারিত ॥৩।১।২২॥ ]

ইষ্টাদিকারিণো ভূতসূক্ষ্ম-পরিষত্তাঃ সানুশয়াশ্চন্দ্রমসৌহবরোহন্তি, (\*)

“আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” এই ঋতিতে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা সংশোকজের—শ্বেদ-  
জেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে । অতএব যাহারা কেবলই পাপকৰ্ম্মকারী, তাহাদিগের চন্দ্রাদি-  
লোকে গমন সম্ভবপর হয় না ॥৩।১।২২॥ [ ইতি তৃতীয় অনিষ্টাদিকার্য্যাদিকরণ ॥৩। ]

যজ্ঞাদিকৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া কৰ্ম্মশেষসহকারে চন্দ্রলোক হইতে নামিয়া

ইত্যুক্তম্ ; অবরোহপ্রকারশ্চ “অথৈতমেবান্বাহ্যং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতমা-  
কাশম্ আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাহব্রং ভবতি, অব্রং  
ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি” [ ছান্দো ০ ৫।১০।৫ ] ইতি  
বচনাৎ । “যথৈতমেনবক্” ইত্যুক্তম্ ; তত্রাস্ত আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ  
দেবমনুষ্যাদিভাববদ্ আকাশাদিভাবঃ ? উত তৎসাদৃশ্যাপত্তিমাত্রম্ ? ইতি  
বিশয়ে শ্রদ্ধাবস্থস্ত সোমভাববদবিশেষাদাকাশাদিভাবঃ ; ইতি প্রাপ্তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ] ২০.৬০৩

তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিরেব, ইত্যুচ্যতে । তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিঃ—তৎ-সাদৃশ্য-  
পত্তিরিত্যর্থঃ । কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—সোমভাব-মনুষ্যভাবাদৌ হি  
স্বথদুঃখোপভোগায় তদ্ভাবঃ ; অত্র তু আকাশাদৌ স্বথদুঃখোপভোগা-

আইসে, এ কথা উক্ত হইয়াছে । আর অবরোহের প্রকার বা প্রণালীও—‘অনন্তর গমনাস-  
সারে এই পথেই প্রত্যাগমন করিয়া থাকে : প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে [ অব-  
রোহণ করে ], বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অব্র হয়, (অব্র অর্থ—মেঘের জলপূর্ণ অবস্থা), অব্র  
হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে,’ ইত্যাদি বচন হইতে [ জানা গিয়াছে ] । তাহার  
পর ‘যথৈতম্ অনেব চ’ অর্থাৎ যেরূপে গমন, সেইরূপে এবং অশ্রুপ্রকারেও [ ফিরিয়া আইসে ],  
এ কথাও উক্ত হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব অবরোহণকালে যে, আকাশাদিকে  
প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেবমনুষ্যাदि-দেহ প্রাপ্তির স্থায় ? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য বা সমানরূপতা  
প্রাপ্তি মাত্র ? এইরূপ সংশয়ে [ মনে হয় যে, ] শ্রদ্ধাবস্থায় যেরূপ সোমভাব প্রাপ্তি হয়,  
তাহার সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় এখানেও আকাশাদিভাবই প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ  
আশঙ্কায় বলা হইতেছে—“তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব” ইতি (\*) ।

তৎস্বাভাব্যাপত্তি অর্থ—আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি ; এইরূপ অর্থের কারণ ? উপপত্তিই  
কারণ ; কেননা, সোমভাবে ও মনুষ্যাদিভাবে যে, তদ্ভাবপ্রাপ্তি  
সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য-প্রাপ্তি ] অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ, তাহার উদ্দেশ্য—সেইসেইরূপে স্বথদুঃখ  
উপভোগ করা ; কিন্তু এই আকাশাদিভাবে যখন স্বথদুঃখভোগের সম্ভাবনাই নাই, তখন

(\*) তাৎপর্য—এই তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের আকাশাদি ক্রমে  
প্রত্যবরোহণে তদ্ভাবাপত্তি । (২) সঃশয়—তদ্ভাবাপত্তি অর্থ কি আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি, অথবা আকাশাদির  
সাদৃশ্যপ্রাপ্তি । আরোহণের সময়ে যেরূপ সোমাদিভাব প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ এখানেও আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তিই  
‘তদ্ভাবাপত্তি’ কথার অর্থ হওয়া উচিত । (৩) উত্তর—না—এখানে আকাশাদি-স্বরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা  
বাইতে পারে না ; কারণ, স্বথ-দুঃখাদি ভোগই সোমাদিভাব প্রাপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য ; এখানে কিন্তু স্বথ-দুঃখভোগ  
নাই ; সুতরাং অকারণ আকাশাদিরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা বাইতে পারে না । (৪) নির্ণয় ও প্রয়োজন—  
অতএব তদ্ভাবাপত্তি কথার অর্থ—আকাশাদির সহিত মিশ্রিত ভাব এবং সাদৃশ্য লাভ, তৎস্বরূপতা নহে ।

ভাবাৎ তদ্ভাবানুপপত্তেস্তুদাপত্তিবচনং তৎসংসর্গকৃত-তৎসাদৃশ্যাপত্ত্যভি-  
প্রায়ম্ ॥৩১॥২২॥ [ ইতি চতুর্থং তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্ ॥৪॥ ]

নাতিচিরাধিকরণম্ । ] নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩১॥২৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন ( না ) অতিচিরেণ ( অধিক বিলম্বে ) বিশেষাৎ ( যেহেতু বিশেষ আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—ব্রীহাদিভাবপ্রাপ্তেঃ প্রাক্ আকাশাদিপ্রাপ্তৌ কিং. চিরমবস্থানম্ ? উত ন ?  
ইত্যাহ—নাতিচিরেণেতি ।

উত্তরত্র ব্রীহাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষাৎ “অতো বৈ থলু দুর্নিম্প্রপতরম্” ইতি বিশেষ্য চিরাবস্থানস্ত  
উক্তত্বাৎ আকাশাদিষু অবস্থানং তু অতিচিরেণ বিলম্বেন ন, অপিতু অবিলম্বেন ততো নিষ্ক্রমণং  
ভবতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশাদিভাবে যে অবস্থান, তাহাতে অধিক বিলম্ব হয় না ; কারণ, পরবর্তী ব্রীহি  
প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণেই বিলম্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহা  
হইতেই বন্ধা যাইতেছে যে, আকাশাদির মধ্যে অবস্থানে বিলম্ব হয় না ॥৩১॥২৩॥ ]

আকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি যাবদব্রীহাদিপ্রাপ্তি, কিং তত্র তত্র নাতিচিরং  
তিষ্ঠতি ? উতানিয়মঃ ? ইতি বিশায়ে নিয়ম-হেতুভাবাদনিয়মঃ, ইতি  
প্রাপ্তে উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নাতিচিরেণ ইতি । কুতঃ ? বিশেষাৎ—উত্তরত্র ব্রীহাদিপ্রাপ্তৌ  
“অতো বৈ থলু দুর্নিম্প্রপতরম্” [ ছান্দো ০ ৫।১০।৬ ] ইতি বিশিষ্ট্য কৃচ্ছ-

তদাপত্তি বা আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি কথার অভিপ্রায় এইরূপ যে, আকাশাদির সহিত মিলিত  
হওয়া এবং তন্নিবন্ধন আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ করা, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকালে  
জীবের স্বপ্নদেহটি আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশাদির সদৃশ হইয়া থাকে মাত্র,  
কিন্তু আকাশাদির স্বরূপই হইয়া যায় না ॥৩১॥২২॥

আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইতে ব্রীহিপ্রভৃতিভাব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থায় জীব কি দীর্ঘকাল  
অবস্থান করে ? অথবা কালের কোন নিয়ম নাই ? এইরূপ সংশয়স্থলে নিয়ামক কোন  
হেতু না থাকায় অনিয়মই প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তদুত্তরে বলিতেছেন—“নাতিচিরেণ” ইতি ।

অতি বিলম্বে নহে ; অর্থাৎ আকাশাদিরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে হয় না ; কারণ কি ?  
বিশেষোক্তিই কারণ । অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী ব্রীহিপ্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্তিতেই ‘ইহা হইতেই

নিষ্ক্রমণস্থানানাং পূর্বত্র হ্যাকাশাদিত্রাপ্তাবচিরনিষ্ক্রমণং গম্যতে ।  
 ‘দুর্নিম্পপতরম্’ ইতি চ্ছান্দসঃ ত-শব্দলোপঃ ; দুর্নিম্পপতরং—দুঃখ-  
 নিষ্ক্রমণতরমিত্যর্থঃ ॥৩॥১॥২৩॥

[ ইতি পঞ্চমং নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥ ]

অন্যাদিষ্ঠিতাধিকরণম্ ।

অন্যাদিষ্ঠিতে পূর্ববদভি-

লাপাং ॥৩॥১॥২৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—অন্যাদিষ্ঠিতে ( অপর জীবের আশ্রয়ভূতে ) পূর্ববদভিলাপাং (পূর্বোক্ত  
 আকাশাদিরই তুল্যরূপে উল্লেখ হেতু) । ]

[সরলার্থঃ—অন্যে জীবেন অধিষ্ঠিতে ভোগ্যরূপেণ অধিকৃতে ব্রীহাদৌ অবরোহতাং সংশ্লেষ-  
 মাত্রং ভবতি, নতু তত্র কথঞ্চিং ভোগ ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? পূর্ববদভিলাপাং, আকাশাদিসু হি  
 যথা অভিলাপঃ—সংশ্লেষমাত্রোক্তিঃ, অত্রাপি তথৈব অভিলাপাং, জন্ম-হেতুভূত-কর্মানভি-  
 লাপাচ্ছেত্যর্থঃ ।

অপর জীবকর্তৃক ভোগের জন্য আশ্রিত ব্রীহাদি দেহে চক্ষুলোকাগত জীবের সংশ্লেষ  
 বা সম্বন্ধ হয় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহার কোনরূপ ভোগ হয় না । কারণ ? আকাশাদির  
 সম্বন্ধে যেরূপ কথা আছে, ব্রীহাদিভাবেও ঠিক সেইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে ॥৩॥১॥২৪॥ ]

‘অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ বা নির্গমন হয়’, এইরূপ কষ্টে নির্গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,  
 তৎপূর্ববর্তী আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে বিলম্ব হয় না, ( নচেৎ ব্রীহাদিভাবে হইতে  
 ‘কষ্টে নির্গমন হয়’ বলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না ) । চ্ছান্দস বলিয়া ‘দুর্নিম্পপতরম্’  
 পদের একটি ত-কারের লোপ হইয়াছে ; ( দুর্নিম্পপতরম্ বৃদ্ধিতে হইবে ) । ‘দুর্নিম্পপতর’  
 অর্থ—অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টে যেখান হইতে নির্গমন হয় ( \* ) ॥৩॥১॥২৩॥

[ পঞ্চম নাতিচিরাধিকরণ ॥ ৫ ॥ ]

( \* ) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘নাতিচিরাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—( ১ ) বিষয়—আকাশাদি  
 অবস্থা হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ । ( ২ ) সংশয়—নিষ্ক্রমণ কি দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অথবা তাহার কোনও নিয়ম নাই ।  
 ( ৩ ) পূর্বপক্ষ—নিয়ামক কোন কারণ না থাকায় অনিয়মই সত্য । ( ৪ ) উত্তর-বা-প্রতিপক্ষে পরবর্তী ব্রীহাদি  
 অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণের কষ্ট-সাধ্যতা কথিত হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, ব্রীহাদিভাবে প্রাপ্তির পূর্বে অল্পকালেই  
 নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে । ( ৫ ) নির্ণয়—অতএব জীবের আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে কালবিলম্ব হয় না ।

অবরোহন্তো জীবা ব্রীহাদিভাবেন জায়ন্তে ইতি শ্রুয়তে “মেঘো ভূহা প্রবৰ্ষতি, ত ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পত্যস্তিল-মায়া জায়ন্তে” [ছান্দোঃ ৫।১০।৬] ইতি । তে কিমন্যৈর্ভোক্তৃভিব্রীহাদিশরীরৈরধিষ্ঠিতান্ ব্রীহাদীন্ আল্লিষ্যন্তি ? উত তে ভোক্তারো ব্রীহাদিশরীরা জায়ন্তে ? ইতি বিশয়ে “জায়ন্তে” ইতি বচনাৎ ‘দেবো জায়তে, মনুষ্যো জায়তে’ ইতিবদ ব্রীহাদিশরীরা এব, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

অন্যাধিষ্ঠিতে ইতি । জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহাদিশরীরে তেষাং সংশ্লেশমাত্রমেব । কৃতঃ ? পূর্ববদভিলাপাৎ—আকাশাদি-মেঘপর্গ্যস্তবৎ কেবলতদ্ভাবাভিলাপাৎ । যত্র হি ভোক্তৃভ্রমভিপ্রেতম্ ; তত্র তৎ-সাধনভূতং কস্মাভিলপ্যতে—“রমনীয়চরণাঃ, কপূয়চরণাঃ” [ ছান্দোঃ ৫।৬।৭ ] ইতি । ইহ চাকাশাদিবৎ নাভিলপ্যতে কস্ম, ফলপ্রদানে প্রবৃত্তস্য স্বর্গোপভোগ্য-ফলশ্চোক্তাদেঃ কস্মাং স্বর্গোপভোগাদেন সমাপ্তত্বাৎ,

‘তাহা মেঘরূপী হইয়া বর্ষন করে, তাহার। এখানে (পৃথিবীতে) ব্রীহি ( তৈমস্টিক বাহ্য ), যব, ওষধি ( ভূগ-জাত ), বনস্পতি, তিল ও মাষকড়াইরূপে জন্মধারণ করে’, এই বাক্যে কৃত হইতেছে যে, চন্দ্রলোক হইতে আগমনকারী জীবগণ বীহি প্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে । এখন সংশয় হইতেছে যে, তাহার। কি ব্রীহাদি-শরীরধারী অপর ভাবগণের অধিষ্ঠিত ব্রীহাদির সহিত সংশ্লেশ বা সংবন্ধমাত্র লাভ করে ? অথবা তাহার।ই ব্রীহাদিশরীর উপভোগ করে ? এইরূপ সংশয়স্থলে, ‘দেবতা জন্মিতেছে, মনুষ্য জন্মিতেছে’ ইত্যাদি শ্রবণের দ্বায় এখানেও ‘জায়ন্তে’ শব্দ থাকায় [ বুঝা যাইতেছে যে, ] তাহার।ও ব্রীহাদিশরীরধারীই বটে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“অন্যাধিষ্ঠিতে” ইত্যাদি ।

অপর জীবকর্তৃক অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ অপর ভাবের ভোগ্যভূত ব্রীহিপ্রভৃতি-শরীরে তাহাদের কেবল সংশ্লেশ বা সংবন্ধ হয় মাত্র ( কোনরূপ ভোগ হয় না ) । কারণ কি ? যেহেতু এখানেও পূর্বের দ্বায় অভিলাপ বা শব্দবিশ্বাস রহিয়াছে । যেখানে শোক্তৃর বা ভোগকর্ত্ত্বির অভিপ্রেত হয়, সেখানে ভোগের সাধনীভূত কন্মেরও উল্লেখ হইয়া থাকে । [ যথা— ] “রমনীয়চরণাঃ \* \* \* কপূয়চরণাঃ” ইত্যাদি । বিশেষতঃ আকাশাদিভাব-প্রাপ্তির উল্লেখস্থলেও যেমন কন্মের উল্লেখ নাই, এখানেও তেমনি [ স্থাবরাদি জন্মের কারণীভূত ] কোন কন্মেবই উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না । কেননা, প্রথমতঃ যে সমস্ত কন্মের ফল একমাত্র স্বর্গভোগ্য, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই যজ্ঞাদি কন্ম ত স্বর্গোপভোগেই দূরীভূত গিয়াছে । তাহার পর, যে সমস্ত কন্মের ফল



অনারক্ৰম (※) চ “রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, মধ্যে কৰ্ম্মান্তরাভাবাচ্চ । অত আকাশাদিভাববচনবদ্ ব্রীহাদিভাবেন জন্মবচন-মৌপচারিকম্ ॥৩॥১॥২৪॥

### অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥৩॥১॥২৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অশুদ্ধং ( পাপকব ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), ন ( না ) শব্দাৎ ( যেহেতু শব্দ—শ্রুতি হইতে ) ] [ জানা যায় ] । ]

[ সরলার্থঃ—যদপি প্রত্যবরোহতাং ব্রীহাদিভাবেন জন্মনো হেতুভূতং কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম শ্রুতং নাস্তি, তথাপি স্বৰ্গফলকং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মৈব পশুবীজাদিহিংসাসাধ্যত্বাদ্ অশুদ্ধং পাপসংকীর্ণম্; তদেব চ ব্রীহাদিজন্যনোহপি হেতুৰ্ভবিষ্যতীতি চেৎ; ন,—নৈতদ্ব্যচ্যম্; কুতঃ? শব্দাৎ “অগ্নিবোমীয়ং পশুমানভেত” ইত্যাদি-শ্রুতিবাক্যাদেব যজ্ঞার্থহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥

যদিও প্রত্যবরোহণকারীদের স্থাবরাদিভাবে জন্মলাভের হেতুভূত কোনও কৰ্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না সত্য; তথাপি, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম যখন পশু ও বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ; অথচ হিংসামাত্রই যখন পাপকর—দুঃখজনক, তখন যজ্ঞাদি কৰ্ম্মও অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; তাহার ফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম হইতেই পারে। না—তাহা পারে না; কারণ, শাস্ত্রাৎ শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় হিংসা কখনই পাপজনক হইতে পারে না; সুতরাং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মও অশুদ্ধ বা পাপমিশ্রিত হইতেছে না; কাজেই তৎফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম কল্পনাও সম্ভব হইতেছে না ॥৩॥১॥২৫॥ ]

নৈতদস্তু—যদন্যাধিষ্ঠিতে ব্রীহাদিশরীরে সংশ্লেষমাত্রম্, ভোক্তৃত্ব-হেতুত্বাৎ ন ব্রীহাদিভাবেন জন্ম—ইতি; ভোক্তৃত্ব-হেতুসম্ভাবাৎ—স্বর্গোপভোগ্যফলম্ ইন্সাদিককৰ্ম্মৈবাপশুদ্ধম্—পাপাগ্রশ্রম্, অগ্নিবোমীয়াদি-

এখনও আরক্ক হয় নাই, অনারক্কফলক সেই সমস্ত কৰ্ম্মের কথা “রমণীয়চরণাঃ \* \* \* ও কপূয়চরণাঃ” এই শ্রুতিতেই বলা হইবে, এবং ইহার মধ্যে অপর কোন কৰ্ম্মেরও উল্লেখ নাই; [ কাজেই বলিতে হয় যে, স্থাবরাদিভাবে জন্মের কারণীভূত কোন কৰ্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না ]। অতএব আকাশাদিভাবপ্রাপ্তির কথা যেমন ঔপচারিক, ব্রীহাদিভাবে জন্মোক্তিও তেমনি ঔপচারিক বা গৌণার্থক ॥৩॥১॥২৪॥

না,—অপর জীবের অধিষ্ঠিত ব্রীহাদি-শরীরে যে, সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র হয়, এবং ঐ প্রকার ভোগের কোন কারণ না থাকায় যে, ব্রীহাদিভাবে জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক হইতেছে না; কেননা, সেখানেও ভোগের হেতু বিত্তমান রহিয়াছে,—স্বর্গে যাহার ফল ভোগ করিতে হয়, সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্মমাত্রই অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; কারণ, ঐ সমস্ত কৰ্ম্মই অগ্নিবোমীয়াদি

হিংসায়ুক্তত্বাৎ । হিংসা চ “ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি নিষিদ্ধত্বাৎ  
পাপমেব ।

ন চাত্র পদাহবনীয়াদিবদ্ উৎসর্গাপবাদভাবঃ সম্ভবতি, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ।  
অগ্নীষোমীয়-হিংসাবিধিহিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বং বোধয়তি ; “ন হিংস্তাৎ”  
ইতি তু হিংসায়াঃ প্রত্যবায়ফলত্বম্ । অথোচ্যেত—অগ্নীষোমীয়াদিস্থ

( অগ্নি ও সোম উদ্দেশে প্রদেয় ) পশুহিংসাদিযুক্ত (\*) । ‘কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না’  
এই শাস্ত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় হিংসা-কর্মা নিশ্চয়ই পাপজনক ।

বিষয়ের ভেদ বা পার্থক্য থাকায় এখানে পদাহবনীয়াদির স্থায় উৎসর্গাপবাদভাবও অর্থৎ  
সামান্য-বিশেষতাবও সম্ভবপর হইতেছে না । [ “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত” ] এই যে,  
অগ্নীষোমীয়হিংসাবিধি অর্থৎ অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পশুহিংসার বিধায়ক শাস্ত্র, ইহা  
কেবল হিংসার যজ্ঞোপকারকতাই বুঝাইতেছে, অর্থৎ পশুহিংসা যে, যজ্ঞের উৎকর্ষমাত্রসাধক,  
কেবল তাহাই বুঝাইতেছে ; আর “ন হিংস্তাৎ” শাস্ত্রটি কেবল হিংসার পাপ-জনকতামাত্রই  
[ জ্ঞাপন করিতেছে ] (+) । আর যদি বল, অগ্নীষোমীয়াদি হিংসাকার্যে যে, লোকের

(৩) তাৎপৰ্য্য—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যাহারা চল্ললোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রীহি প্রভৃতি দেহে  
প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের ঐ সমস্ত স্বাবরদেহে ভোগোপযোগী কোন পাপ কর্ম সঞ্চিত না থাকায় তাহাদিগকে ঐ  
সমস্ত দেহ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ; অতএব ব্রীহিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ পুনঃদেহে প্রবেশের  
অনুকূল বলিয়াই অন্তর্জীবের ভোগায়তন ব্রীহাদিদেহে প্রবেশ করিয়া রোতঃসেক-সমর্থ পুণঃদেহে প্রবেশের প্রতীক্ষা  
করিতে থাকে মাত্র ; বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের কোন প্রকার ভোগ-সম্বন্ধ হয় না ; কারণ, ভোগমাত্রই কর্মের  
ফল ; অথচ অনুশয়িগণের এমন কোন কর্ম তৎকালে অভিব্যক্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত দেহে যাহার ফল-ভোগ  
হইতে পারে । অতএব ব্রীহাদিদেহে তাহাদের কেবল সংলগ্নমাত্রই হয়, ভোগ হয় না ।

এখন বিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, না সেখানেও তাহাদের ভোগ সম্ভবপর হয় ; কারণ, অনুশয়িগণ যে সমস্ত  
যাগাদি কণ্ঠের ফলে চল্ললোকে গমন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত যাগাদি কর্ম নিশ্চয়ই অজ্ঞাত-পরিমাণে পশু ও  
বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ ; হিংসামাত্রই পাপ ; পাপের ফল দুঃখ ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ স্বর্গভোগ্য  
যাগ-ফল সুপসম্পাদ্য স্বর্গে ভোগ করিয়া ক্ষিরবার সময় যজ্ঞীয় হিংসার ফল দুঃখ ভোগ ক্ষিরবার নিমিত্তই ব্রীহাদি  
দেহ ধারণ করিয়া থাকে ; সুতরাং ঐ সমস্ত দেহে প্রবেশ করা তাহাদের জন্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি,” কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না, এই সাধারণ নিষেধ হইতে  
পান্না যাইতেছে যে, হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ--পাপকর । আবার “অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত,” “অগ্নীষোমীয়” ( অগ্নি  
ও সোমদেবতা উদ্দেশে ) পশু বধ করিলে, “বায়বাং শ্বেতং ছাগলম্ আলভেত” বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেত বর্ণ ছাগল  
বধ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে যে ; যজ্ঞীয় পশু-হিংসা বেদান্তমোদিত ; সুতরাং পাপজনক নহে ।  
এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে, একই শ্রুতিশাস্ত্র একবার বলিলেন, হিংসামাত্রই অনর্থকর, অবশ্য বর্জনীয় । আবার  
বলিলেন—যজ্ঞীয় পশু-হিংসা যজ্ঞের উপকারক—বিধিবোধিত—অবশ্যকর্তব্য । এখন এই বিরোধ পরিহারের উপায়  
কি ? কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয় শ্রুতির মধ্যাদা রক্ষা পাইতে পারে ? তদন্তরে বেদান্তিগণ বলেন—“উৎসর্গ”  
ও “অপবাদ” নিয়মানুসারে উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে । সামান্য বা সাধারণ বিধির নাম—উৎসর্গ, আর

বিশেষ বিধির নাম—অপবাদ। উৎসর্গ বিধি অপেক্ষা অপবাদ বিধি (বিশেষ বিধি) বলবান্। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ-বিধিই (অপবাদ বিধিই) প্রবল হয়; অপবাদ-বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উৎসর্গ বিধির কার্য হইয়া থাকে। তদনুসারে বৃত্তিতে হইবে যে, যে সমস্ত স্থানে “অগ্নীষোমীযং পশুন্ম আলভেত” ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র হিংসার বিধান করিয়াছে, উক্তই স্থলেই—অবৈধ হিংসা স্থলেই “ন হিংস্তাং সৰ্বা ভূতানি”, এই সামান্য নিষেধ শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মনুষ্যের উদ্ধাম প্রবৃত্তির বশে যে হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ—পাপকর, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত হিংসা নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রই যখন পাপপুণ্যের একমাত্র মানদণ্ড, শাস্ত্র যাহা কর্তব্য বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাই পুণ্য, আর শাস্ত্র যাহার অকর্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পাপ; তখন শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞায় হিংসা পাপকর হইবে কেন? স্তত্রাং যজ্ঞাদি কাৰ্য্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনুশয়াদিগের ত্রোচ্ছাদিরূপে জন্মও সম্ভব পর হইতে পারে না।

কিন্তু সাংখ্যকারগণ এ দিক্কাণ্ডে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাহার বলিয়াছেন—“ন হিংস্তাং সৰ্বা ভূতানি” ও “অগ্নীষোমীযং পশুন্মালভেত” ইত্যাদি শাস্ত্র যখন একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক নহে, তখন উহাদের মধ্যে ‘উৎসর্গাপবাদ’ নিয়মই চলিতে পারে না। সেখানে একই বিষয়ে উভয় বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই উৎসর্গাপবাদ বা সামান্য বিশেষ্য ত্রায় সম্ভব হয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় ‘সামান্য-বিশেষ’ ত্রায় সম্ভব হইতে পারে না। দেখ, “ন হিংস্তাং সৰ্বা ভূতানি” শাস্ত্রটি বলিতেছে, যে কোন প্রাণীর হিংসাই নিষিদ্ধ পাপ-জনক, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন স্থলে বলিয়া কোন বিশেষ নাহি। আর “অগ্নীষোমীযং পশুন্মালভেত” শাস্ত্রটি বলিতেছে—অগ্নীষোমীয পশুবধ প্র যজ্ঞের উপকারক অর্থাৎ উৎকণ্ঠ-সাধক; কিন্তু ইরূপ বধ কার্য্য যে, পাপজনক কি না, তাহা বিবেচনা কোন কথায় বলে নাই। একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসামাত্রই পাপজনক, আর একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসা যজ্ঞ-কাণ্ডের উৎকণ্ঠ-সাধক, স্তত্রাং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা যাইতেছে না। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে রাসপ্রত্যাকারার্থ অনেক পশু-বধের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু লোক-হিতকর বলিয়া কি সে সমস্ত পশু-বধ পাপজনক হইবে না? প্রকৃত পক্ষে, হিংসামাত্রই যখন পাপ, তখন সে সমস্ত হিংসাতেও নিশ্চয়ই পাপ হইবে। এই প্রকার যজ্ঞীয় পশু-বধ যজ্ঞোপকারী হইলেও, নিশ্চয়ই পাপজনক হইবে; তবে, সে পাপের মাত্রা এতই অল্প যে, তাহার জ্ঞান আর পৃথগ্ভাবে জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না।

প্রথমতঃ প্রামাণ্য দ্বারাও ঐ পাপের প্রতীকার হইতে পারে; পক্ষান্তরে: ওভূতপরিমাণে পুণ্য-ফল ভোগের মধ্যে ঐ সামান্য পাপফল ভোগ করা কাহারও পক্ষেই বিশেষ দৃষ্টেগকর হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—“মৃন্যন্তে হি পুণ্যসত্তারোপনাত-ধনস্বধা-মহাঋদাবগাহনঃ কুন্দলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাঃ হুংগবন্ধিকণিকাম্।” অর্থাৎ রাশীকৃত পুণ্যফল-স্বর্গস্বধা-ভোগে নিমগ্ন বিজ্ঞ জনের সামান্য পাপোপপাদিত হুংগরূপ বন্ধিকণা অনায়াসে সহ করিয়া থাকেন। উভয় মতই বিভিন্ন আচাৰ্য্যগণের অন্তিমতঃ স্তত্রাং ভাল মন্দ বিচার করা আবশ্যক; তবে সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তটি যেন অনেকের পক্ষেই অনুমোদনযোগ্য প্রিয়তর বলিয়া মনে হয়; কারণ, উহাতে সকল পক্ষেরই কতকটা মধ্যস্থতা রক্ষা পাইতে পারে, এবং যুক্তি ও বিচারসহও বটে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিপিত আছে—“ভক্ষঃ সুরায়া বিহিতো ন পানং। তথা পশোরালভনং ন হিংসা॥” শ্রীপরমহীমহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন এইরূপ—যে পশু শাস্ত্রেই সুরায়া ভক্ষণে বিহিত; তত্ত পানং—ভ্রাণং (ন তু গলাধঃকরণম্)। তথা পশোঃ আলভনমপি হিংসা জীবোপঘাতঃ ন, (অপিতু উৎসর্গ এব)। অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রে সুরাপানের বিধি আছে, বৃত্তিতে হইবে, সে সমস্ত স্থলে পান অর্থ গন্ধগ্রহণ—আত্মপ্রমাণ, আর পশুর আলভন অর্থও পশুর প্রাণ বিয়োগকরণ নহে, পরন্তু তাগমাত্র। ইহা হইতেও সাংখ্যবাদীরা বজ্রীয় পশু-হিংসার অকর্তব্যতা ও পাপজনকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞে ‘পশুহিংসার পক্ষপাতী লোকেরা উল্লিখিত বচনটির এইরূপ অর্থ করেন যে, শাস্ত্রবিহিত সুরাপান পানই নহে, অর্থাৎ পান বলিয়াই গণ্য নহে; এবং বিহিত পশুবধও হিংসা-পদবাচ্য নহে; কারণ, উহাতে কোন পাপ হয় না। স্তত্রাং হিংসামুক্ত যোগাদি কার্য্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না।

বিধিতঃ প্রবৃত্তেঃ ন তদ্বিষয়ং নিষেধবিধিরাস্কন্দতি, রাগাপ্রাপ্তবিষয়ত্বাৎ তস্মৈতি । নৈবম্ ; ইহাপি রাগপ্রাপ্তোরবিশিষ্টত্বাৎ । “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” [ যজুঃ ০ ২।৫।৫ ] ইত্যেবমাদৌ হি কামিনঃ কর্তব্যতয়া যাগাদ্যুপদেশাদ্ যাগাদেঃ স্বর্গাদিসাধনত্বমবগম্য ফলরাগত এব যাগাদৌ প্রবর্ততে । অগ্নী-ষোমীয়াদিষপি তেষাং ফলসাধনভূতস্য যাগাদে রূপকারকত্বং শাস্ত্রাদবগম্য রাগাদেব প্রবর্ততে । লৌকিক্যামপি হিংসয়াং কেনচিৎ প্রমাণেন হিংসয়াঃ স্বসমীহিত-সাধনত্বমবগম্য রাগাৎ প্রবর্ততে, ইতি ন কশ্চন বিশেষঃ । তথা নিত্যেষপি কৰ্ম্মসু “সর্ববর্ণানাং স্বধম্মানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং সূখম্” [ আপস্তম্ব ০ ২।১।২।২ ] ইত্যাদিবচনাৎ ফলসাধনত্বমবগম্য রাগাদেব প্রবৃত্তিরিতি তেষামপ্যশুদ্ধিযুক্তত্বম্ । অত ইচ্ছাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুদ্ধি-যুক্তানাং স্বর্গেহনুভাব্যং ফলং স্বর্গেহনুভূয় হিংসাংশস্য ফলং ত্রীহাদি-স্বাবরভাবেনানুভূয়তে । স্বাবরভাবঞ্চ পাপফলং স্মরন্তি—“শরীরজৈঃ কৰ্ম্মদোষৈযাতি স্বাবরতাং নরঃ” [ মনু ০ ১২।৯ ] ইতি । অতো ত্রীহাদি-

প্রবৃত্তি, তাহা বিধিবোধিত ; সুতরাং “ন হিংস্রাৎ” শাস্ত্র কখনই সেই বৈধপ্রবৃত্তির বাধা ঘটাইতে পারে না ; কারণ, রাগপ্রাপ্ত বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হিংসাই ঐরূপ নিষেধের বিষয়, [ কিন্তু বৈধহিংসা নহে ] । না—এরূপও বলিতে পার না ; কারণ, এখানেও রাগ-প্রাপ্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই ; কেননা, ‘স্বর্গকাম পুরুষ অর্থাৎ স্বর্গ-ফলাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে’, ইত্যাদি স্থলে সকাম পুরুষের সম্বন্ধেই যজ্ঞাদির কর্তব্যতা-বিধান থাকায় লোকে যজ্ঞাদিকর্ম্মের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া সেই স্বর্গাদিফলের লোভেই যাগাদিকৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; ‘অগ্নীষোমীয়’ প্রভৃতি যাগ স্থলেও, শাস্ত্র হইতে ঐ সমস্ত যাগের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া লোকে সেই ফলের লোভেই যাগাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । আর লৌকিক হিংসাতেও ( যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এরূপ হিংসাতেও ) লোকে কোন প্রমাণ দ্বারা নিজের অভীষ্ট ফলসিদ্ধি অবগত হইয়া সেই ফলের প্রত্যাশায়ই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না । আর নিত্যকৰ্ম্মসমূহেও ‘স্বধম্মানুষ্ঠানে সর্ববর্ণেরই অপরিমিত উত্তম সূখলাভ হয়’ ইত্যাদি বচন হইতে ফলসাধনতা অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুরাগ বশতঃই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং নিত্যকৰ্ম্ম-সমূহেরও অন্তত্ব সমান । অতএব যজ্ঞাদি কৰ্ম্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া সে সমস্ত কর্ম্মের স্বর্গভোগ্য ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া পশ্চাৎ হিংসাভাগের ফল—দুঃখ ত্রীহি প্রভৃতি স্বাবরভাবে অনুভব করিয়া থাকে । স্বাবরাদি জন্ম যে, পাপের ফল, মনু তাহা স্মরণ করিয়াছেন—“মনুষ্য শরীরজ কৰ্ম্মদোষে ( পাপকৰ্ম্মানুসারে ) স্বাবরত্ব ( বৃক্ষাদিজন ) প্রাপ্ত হয়” ।



[ সরলার্থঃ—অথ ব্রীহাদিভিঃ সম্বন্ধানন্তরং অনুশয়িনাম্ রেতঃসিগ্‌যোগঃ রেতঃসেক-  
কারিভিঃ মনুষ্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধমাত্রম্ “যো যো হ্রস্মমন্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি; তদ্ব্যয় এব  
ভবতি” ইতি ঋতেঃ । অন্নমাশয়ঃ—রেতঃসিগ্‌যোগো যথা সম্বন্ধমাত্রম্, নতু তদ্রূপেণ জন্ম, তথা  
ব্রীহাদিভাবোহপীতি মন্তব্যম্ ॥

ব্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর অনুশয়ীদিগের রেতঃসিগ্‌যোগ হয়, অর্থাৎ যাহারা রেতঃসেক  
করিতে সমর্থ, তাহাদের শরীরে কেবল প্রবেশরূপ সম্বন্ধ হয় মাত্র ॥৩১১২৬॥ ]

ইতচ্চ ঔপচারিকং ব্রীহাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহাদিভাব-বচনানন্তরং “যো  
যো হ্রস্মমন্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ব্যয় এব ভবতি” [ ছান্দোঃ ৫।১০।৬ ]  
ইতি রেতঃসিগ্‌ভাবোহনুশয়িনাং ক্রিয়মাণো যথা তদযোগমাত্রং ( \* )  
প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ ব্রীহাদিভাবোহপীত্যর্থঃ ॥৩১১২৬॥

### যোনেঃ শরীরম্ ॥৩১১২৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—যোনেঃ ( যোনি অর্থ নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান; তৎপ্রাপ্তির পর ) শরীরং  
( মনুষ্যাদিদেহ ) । ]

[ সরলার্থঃ—যোনেঃ, নিয়তমুৎপত্তিস্থানং—যোনিরূচ্যতে, তৎপ্রাপ্তেরনন্তরং মনুষ্যাদিশরীরং  
প্রাপ্যতে অনুশয়িভিরিতিশেষঃ । ইতঃপূর্বম্ আকাশাদিভাব প্রাপ্তিপ্রভৃতি তদযোগমাত্র-  
মেবেত্যর্থঃ ॥৩১১২৭॥ ]

যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব স্মৃ-  
ত্বঃখোপভোগসম্ভাবাৎ । ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদযোগমাত্র-  
মেবেত্যর্থঃ ॥৩১১২৭॥ [ ইতি ষষ্ঠম্ অন্ত্যধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৬॥ ]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতৈশ্চ শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে  
তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩১১॥

অনুশয়ীদিগের ব্রীহাদিভাবে জন্মের কথা যে, ঔপচারিক অর্থাৎ গোণার্থক, তাহা এই  
কারণেও বুঝা যাইতেছে; যেহেতু ব্রীহাদিভাবোক্তির পর, ‘যে যে রেতঃসেক করে, এবং যে  
যে অন্ন ভক্ষণ করে, বহুলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে’, এই ঋতিতে ক্রিয়মাণ রেতঃসিগ্‌ভাবে  
যেক্রপ রেতঃসেককারীদের সহিত সংশ্লেষ বা সম্বন্ধমাত্র বুঝাইতেছে, ব্রীহাদিভাবোক্তিতেও  
ঠিক তদ্রূপই বটে ॥৩১১২৬॥

যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়ীদিগের শরীরপ্রাপ্তি হয়; কারণ, সেই শরীরেই স্মৃত্ব দুঃখ-  
ভোগের সম্ভাব আছে, ( তৎপূর্বে নাই ) । তাহার পূর্বে আকাশাদিভাব প্রভৃতিতে কেবল  
সংযোগ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, ( ভোগ হয় না ) ॥৩১১২৭॥ [ ইতি ষষ্ঠ অন্ত্যধিষ্ঠিতাধিকরণ ॥৬॥ ]

ইতি শ্রীরামানুজ-বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদে  
অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩১১॥

## দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সম্বাদিকরণম্ । ]

## সন্ধ্যো সৃষ্টিরাহ হি ॥৩২॥১॥

[ পদচ্ছেদঃ—সন্ধ্যো (স্বপ্নসময়ে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি হয়), আহ (বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) । ]

[ স্ববলার্থঃ—ইদানীং স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষাতে—“সন্ধ্যো” ইত্যাদিনা । জাগ্রৎ-স্বপ্নস্তোঃ সন্ধ্যো ভবতি ইতি সন্ধ্যাম্ ; তত্র চ “ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পত্নানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদিভিন্নভিত্তি রথাদিসৃষ্টিঃ জীবকৃতা । কৃতঃ ? হি যস্মাৎ “স হি তস্ম্য কৰ্ত্তা” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ জীবমেন স্বপ্নদৃশং স্রষ্টারমাহ ॥

শ্রুতিতে যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্তি অবস্থার সন্ধিসময়ে—স্বপ্নে রথাদি-সৃষ্টির কথা আছে ; স্বপ্ন-দর্শী জীবই তাহার কৰ্ত্তা ; কারণ, ‘সেই জীবই তাহার কৰ্ত্তা’ ইত্যাদি শ্রুতি জীবকেই স্বপ্ন-সৃষ্টির কৰ্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেছে ॥৩২॥১॥ ]

### [ পূর্বপক্ষঃ— ]

এবং কস্মানুরূপ-গমনাগমনজন্মাদিযোগেন জাগ্রতো জীবস্য দুঃখিত্বং স্থাপিতম্ (\*); ইদানীমস্ম্য স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষাতে । স্বপ্নমধিকৃত্য শ্রুয়তে—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পত্নানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে ; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যাঃ অবন্ত্যো ভবন্তি, অথ

এইরূপে যার কস্মানুরূপারে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধ বশতঃ জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবেরই দুঃখিত্ব প্রতিপাদিত হইল ; এখন ইহার ( জীবের ) স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিত ( বিচারিত ) হইতেছে ( + )—

স্বপ্নাবস্থা অধিকারে এইরূপ শ্রুতি হইতেছে যে, ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ অস্বাদি নাই, এবং পথও নাই ; অথচ রথ, অস্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্টি করে ; সেখানে আনন্দ নাই, মুদ নাই ও প্রমুদ নাই, অথচ আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সৃষ্টি করে ( † ) ; সেখানে বেশান্ত ( ক্ষুদ্র জলাশয় )

(\*) স্থাপিতম্’ ইতি ‘থ’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এই সম্বাদিকরণটি প্রথম ছয়টি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ —

(১) বিষয়-স্বপ্নদৃশ্য বিষয়ের সৃষ্টিঃ । (২) সংশয়—স্বপ্নসৃষ্টির কৰ্ত্তা কি জীব ? না ঈশ্বর ? । (৩) পূর্বপক্ষ—জীব যখন স্বপ্ন দর্শনের কৰ্ত্তা এবং ‘স হি কৰ্ত্তা’ কথায়ও যখন তাহারই কর্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তখন স্বপ্নসৃষ্টিতেও জীবেরই কর্তৃত্ব হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না, জীব সন্নিহিত ও সত্যসংকর হইলেও তাহার সে ক্ষমতা অন্তর্হিত বা অভিজুত হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং তাহার কর্তৃত্ব হইতেই পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব অপরাপর সৃষ্টির জ্ঞায় স্বপ্ন সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বরেরই কাৰ্য্য, জীবের নহে ।

(†) তাৎপৰ্য্য—অতীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে জীতি, তাহার নাম আনন্দ ( প্রিয় ), আশ্রিতে যে জীতি, তাহার নাম মুদ, আর উপভোগে যে তৃপ্তি, তাহার নাম প্রমুদ ।

বেশান্তাঃ পুষ্করিণাঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা” [ বৃহদা০ ৬।৩।১০ ] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিমাং রথাদিসৃষ্টিজীবেনৈব ক্রিয়তে ? আহো-শ্বিদীশ্বরেণ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? সক্ষ্যো সৃষ্টিজীবেনেতি । কুতঃ ? সক্ষ্যং স্বপ্নস্থানমুচ্যতে, “সক্ষ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্” ইতি বচনাৎ । সা তু জীবেনৈব ক্রিয়তে, “সৃজতে স হি কৰ্ত্তা” ইত্যাং হি ; স্বপ্নদৃগ্ জীব এব তত্র প্রতীয়তে ॥৩।২।১॥

## নিৰ্মাতারনৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩।২।২॥

[ পদচ্ছেদঃ—নিৰ্মাতারং ( নিৰ্মাণকৰ্ত্তা ) চ ( ও ) একে ( কেহ কেহ ), পুত্রাদয়ঃ ( পুত্র প্রভৃতি [ কাম্য পদার্থ ], চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—একে শাখিনঃ এনং জীবং নিৰ্মাতারং—ন কেবলং স্বপ্নদৃশানাং দ্রষ্টারমেব, অপিতু স্রষ্টারমপি অধীয়তে “য এষু স্রষ্টেষু জাগৰ্দ্ধি কামং কামং পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ” ইত্যাদৌ । অত্র চ ‘কাম’-শব্দেন কাম্যভূতাঃ পুত্রাদয়ঃ নির্দিষ্টান্তে, নতু ইচ্ছামাত্রমিত্যর্থঃ ॥

কোন কোন বেদশাখীরা ‘এই প্রাণপ্রভৃতি স্রষ্ট হইলেও যিনি ( জীব ) বিবিধ কাম ( কাম্যপদার্থ ) নিৰ্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে জীবকে স্বপ্নদৃশের নিৰ্মাতাও বলিয়া থাকেন । এই ভ্রুতিতে ‘কাম’ শব্দে কাম্যভূত পুত্রাদিই নির্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল ইচ্ছা মাত্র নহে ॥৩।২।২॥ ]

কিঞ্চ, এনং জীবং স্বপ্নে কামানাং নিৰ্মাতারমেকে শাখিনোহধীয়তে “য এষু স্রষ্টেষু জাগৰ্দ্ধি কামং কামং পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ” [ কঠ০ ২।৫।৮ ] ইতি । পুত্রাদয়শ্চ তত্র কাম্যমানতয়া কাম-শব্দেন নির্দিষ্টান্তে, নেচ্ছা-

নাই, পুষ্করিণী নাই, এবং নদী নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করে । সেই ( জীবই ) তাহার ( সৃষ্টির ) কৰ্ত্তা হয়’ । ইহাতে সংশয় এই যে, জীবই কি এই রথাদিসৃষ্টির কৰ্ত্তা ? অথবা ঈশ্বর ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সক্ষ্য-কালীন সৃষ্টি জীব-কৃতই বটে । কারণ ? যেহেতু স্বপ্নাবস্থাকেই ‘সক্ষ্য’ বলা হইয়া থাকে ; কেন না, [ জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অপেক্ষা ] ‘তৃতীয় স্থান স্বপ্নাবস্থাই সক্ষ্য’ এইরূপ প্রতিবাক্য রহিয়াছে । সেই সক্ষ্যসৃষ্টি জীবকর্তৃকই সম্পাদিত হয় ; কারণ, ভ্রুতি বলিয়াছেন—“সৃজতে, সহি কৰ্ত্তা” । এখানে স্বপ্নদর্শী জীবেরই কৰ্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে ॥৩।২।১॥

অপি চ, কোন কোন বেদ-শাখীরা এই জীবকে স্বপ্নদৃশ ‘কাম’ সমূহের নিৰ্মাতাও বলিয়া থাকেন—‘এই প্রাণপ্রভৃতি স্রষ্ট হইলেও যে পুরুষ ( জীব ) বিবিধ কাম নিৰ্মাণ করত জাগ্রৎ থাকে’ ইতি । পুত্রপ্রভৃতিই সেখানে কাম্যমান বা ইচ্ছার বিষয়ীভূত ; এই জগৎ তাহারাই কাম-শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে, কেবল ইচ্ছা বা অভিলাষমাত্র নহে । কেন না,



মাত্রম্ । পূর্বত্র হি “সর্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব” [ কঠং ১।১।২৫ ]  
 “শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ স্বর্গীষ” [ কঠং ১।১।২৩ ] ইতি পুত্রাদয় এব  
 কামাঃ প্রকৃতাঃ । অতো রথাদীন্ জীবঃ স্বপ্নে সৃজতি ; জীবস্ত চ  
 সত্যসঙ্কল্পত্বং প্রজাপতিবাক্যে শ্রুতম্ ; অত উপকরণাভাবেশ্চ  
 সৃষ্টিকল্পপদ্ধতে ॥৩।২।২॥ ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

## মায়ামাত্রং তু কাংক্ষ্যম্যানভিব্যক্ত- স্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—মায়ামাত্রং ( কেবলই ময়া—মিথ্যা ) তু ( পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তিসূচক ) কাংক্ষ্যম্যান  
 ( সম্পূর্ণরূপে ) অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ( যেহেতু স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় না ) । ]

[ সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিবৃত্ত্যর্থঃ । স্বপ্নে দৃশ্যমানং রথাদিকং তু মায়ামাত্রম  
 অঘটন-ঘটনরূপং সৃষ্টমিত্যর্থঃ । ময়া-শব্দো হি আশ্চর্য্যবাচী ; তাদৃশাশ্চর্য্যাসৃষ্টির্হি মহামায়ঃ  
 পরম-পুরুষাৎ পরমেশ্বরাদন্তেন কেনচিৎ কর্তৃং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ । তেবাং মায়ামাত্রত্বং  
 তু কাংক্ষ্যম্যান সাকল্যেন যথাযথরূপতয়া অনভিব্যক্তত্বাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

স্বত্রস্থ তু-শব্দ পূর্বপক্ষ নিবৃত্তির সূচক । স্বপ্নে যে, রথাদিসৃষ্টি, তাহা কেবল মায়ামাত্র—  
 অঘটন-ঘটনপট্ট মহা আশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের সৃষ্টি ; কারণ, যথাযথরূপে প্রকাশ না পাওয়াই  
 স্বপ্নদৃশ্যের আশ্চর্য্যরূপতার জ্ঞাপক । তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি সত্য-সংকল্প মহামায়ী পরমেশ্বরের  
 পক্ষেই সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে হয় না ॥৩।২।৩॥ ]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি, স্বপ্নে রথ-পুরুষরিণ্যাগ্ৰর্থজাতং মায়ামাত্রং  
 পরমপুরুষসৃষ্টমিত্যর্থঃ । ময়া-শব্দো হ্যাশ্চর্য্যবাচী ; “জনকস্ত কুলে জাতা

ইহার পূর্বে ‘তুমি ইচ্ছামতে সমস্ত কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্র ও  
 পৌত্র প্রভৃতি বরণ (প্রার্থনা) কর,’ ইত্যাদি বাক্যে পুত্রপ্রভৃতিই কামরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে ।  
 অতএব স্বপ্নাবস্থায় জীবই রথাদির সৃষ্টি করে । জীবেরও যে, সত্যসংকল্পতা ( যাহা ইচ্ছা, তাহা  
 করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা ) প্রজাপতির বাক্যে শোনা গিয়াছে । অতএব সৃষ্টির উপযুক্ত  
 উপকরণ না থাকিলেও [ জীবের পক্ষে ] এইরূপ সৃষ্টিকর উপপন্ন হইতেছে ॥৩।২।২॥

স্বত্রস্থ তু-শব্দে পূর্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে । স্বপ্নে দৃষ্ট রথ ও পুরুষিণী প্রভৃতি  
 পদার্থসমূহ কেবলই ময়া—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্টি । ময়া-শব্দ স্বভাবতই আশ্চর্য্যবাচক ;

দেবমায়ৈব নির্মিতা” [ রামায়ণে, বাল০ ১।২৭ ] ইত্যাদিষু তথা দর্শনাৎ ।  
অত্রাপি “ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানঃ”—সকলেতরপুরুষানু-  
ভাব্যতয়া ন ভবন্তীত্যর্থঃ । “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে”  
—স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকালমাত্রাবসানান্ সৃজতে, ইত্যশ্চর্য্যরূপস্ব-  
মেবাহ । এবংবিধাশ্চর্য্যরূপা সৃষ্টিঃ সত্যসঙ্কল্পস্ত পরমপুরুষশ্চৈবোপপদ্যতে,  
ন জীবস্ত ; তস্ত সত্যসঙ্কল্পস্তাদিযুক্তস্তাপি সংসারদশায়াং কাৎক্ষ্যেনানভি-  
ব্যক্তস্বরূপস্তাৎ ন জীবস্ত তথাবিধাশ্চর্য্যসৃষ্টিরূপপদ্যতে । “কামং কামং  
পুরুষো নির্মিমাণঃ” ইতি চ পরমপুরুষমেব নির্মাতারমাহ—

“য এষু (\*) সৃণ্ডেযু জাগর্তি । \* \* \* \*

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বের তছু নাতেতি কশ্চন ॥” [কঠ০ ২।২,৮]

কারণ, ‘দেবমায়াই যেন জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ অর্থই দেখা যায় । আর এখানেও ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ—অখাদিনাই এবং পথ নাই’ কথার অর্থ—উহা অপর সাধারণ পুরুষের অনুভবের গোচর হয় না । আর ‘রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি করে’ কথার অর্থ এই যে, কেবল স্বপ্নদর্শীরই অনুভবগোচররূপে শুধু তৎকালের জ্ঞাত সৃষ্টি করে । সুতরাং এ কথাও স্বপ্নদৃশ্যের আশ্চর্য্যরূপতাই জ্ঞাপন করিতেছে । এবংবিধ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা সত্যসংকল্প ( যাহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না, সেই ) পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীবের পক্ষে কখনও হয় না । জীব প্রকৃতপক্ষে সত্যসংকল্প হইলেও সংসার-দশায় তাহা সম্পূর্ণরূপে অনতিব্যক্ত থাকায় তাহার পক্ষে তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা কখনও উপপন্ন হইতে পারে না । আর ‘পুরুষ নানাবিধ কাম নির্মাণ করত’ এই বাক্যও পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই নির্মাতা বলিতেছেন (+) । কেন না, ‘ইহারা সৃষ্ট হইলেও যিনি জাগ্রৎ থাকেন’, ‘তিনিই শুক্র (উজ্জল), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন । সমস্ত লোক ( জগৎ ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করে না,’ ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহারবাক্যও পরম-

(\*) এমঃ ইতি শাস্ত্ররভাষ্যসম্মত উপ নয়দঃ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—স্বপ্নদৃশ্য সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতবাদ প্রচলৎ আছে । তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন—স্বপ্ন সময়ে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অস্তিত্বহীন, এবং পূর্বানুভূত জাগ্রৎকালীন সত্য পদার্থেরই অনুভবজাত সংস্কারের ফল—স্মরণ মাত্র । জাগ্রৎ-অবস্থায় যে যে বিষয়ের অনুভব হয়, আগন্তুক নিদ্রা-দোষে সেই সমস্ত বিষয়েরই বিশৃঙ্খলভাবে সংবন্ধ সংঘটন করিয়া দেয় ; এই জন্তই ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । বৈদান্তিকগণ এরূপ সিদ্ধান্তে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না । তাহারা বলেন, স্বপ্নে যখন রথ গজাদির প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, বিশেষতঃ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নকালে রথাদি-সৃষ্টির কথা বলিতেছেন, তখন অবশ্যই তাৎকালিক প্রত্যক্ষ-যোগ্য রথাদি পদার্থের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইবে । আপত্তি হইতে পারে যে, সে সময় নানাপ্রকার স্বপ্নপদার্থ সৃষ্টির উপাদান কোথায় ? এবং ক্ষুদ্রশক্তি জীব তাহার সৃষ্টিই বা করিবে কিরূপে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, জীব উহার সৃষ্টিকরে না, মায়াদীশ্বর স্বয়ং পরমেশ্বরই উহা সৃষ্টি করেন ; তিনি সত্যসংকল্প ; সুতরাং জীবের কণ্ঠামুসারে তিনিই নিজের ইচ্ছামায়ে ঐ সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করেন, অল্প কোন উপাদানের অপেক্ষা করেন না ।

ইতু্যপক্রমোপসংহারয়োঃ পরমপুরুষাসাধারণস্বভাবপ্রতীতেঃ । “অথ  
বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” [ বৃহদা০ ৪।৩।১০ ]  
ইতি চ তয়া শ্রুতৌকার্থ্যাৎ পরমপুরুষমেব কৰ্ত্তারমাহ ॥৩৥২॥৩॥

স্বাভাবিকং চেৎ জীবন্তাপহতপাপুত্বাদিকম্, কুতস্তৎ নাভিব্যজ্যতে ?  
ইত্যত আহ—

পর্যভিধানাত্তু তিরোহিতম্, ততো অস্ত  
বন্ধ-বিপর্যায়ৌ ॥৩৥২॥৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—পর্যভিধানাৎ ( পরব্রহ্মের অভিধান—সংকল্পবশতঃ ) তু ( আশঙ্কানিবারক )  
তিরোহিতং ( আবৃত—অবরুদ্ধ ), ততঃ ( তাঁহা হইতে—তাঁহারই সংকল্প হইতে ) হি ( নিশ্চয়ে )  
অস্ত ( ইহার—জীবের ) বন্ধ-বিপর্যায়ৌ ( বন্ধ ও মোক্ষ ) । ]

[ সরলার্থঃ—জীবন্ত অপহতপাপুত্বাদিকং স্বাভাবিকং চেৎ, কুতো ন অভিব্যজ্যতে ?  
ইত্যাং “পর্যভিধানাৎ” ইত্যাদি ।

সৌত্রঃ তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ । পর্যভিধানাৎ পরমপুরুষস্ত ব্রহ্মণঃ সংকল্পাদেব তু  
পুনঃ [ জীবন্ত অপহতপাপুত্বাদিকং ] তিরোহিতম্ অস্তি । ভগবচ্ছাসনাতিক্রমণরূপাপরাধবশাৎ  
পরমপুরুষ এব জীবন্ত স্বাভাবিকং রূপং সমাবৃণোতীত্যর্থঃ । ততঃ তস্মাৎ পরমেখরসংকল্পাদেব অস্ত  
জীবন্ত বন্ধ-বিপর্যায়ৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভবতঃ, “এষ হ্যেবানন্দয়াতি” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জীব যদি স্বভাবতই অপহতপাপুত্বাদিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সেই রূপের প্রকাশ হয়  
না কেন ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন—পরমপুরুষ পরমেখরের ইচ্ছাবশতই কর্ম্মাপরাধযুক্ত জীবের  
সেই স্বাভাবিক রূপ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারেই জীবের বন্ধন-  
মোক্ষও ঘটিয়া থাকে ॥৩৥২॥৪॥ ]

তু-শব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; পর্যভিধানাৎ—পরমপুরুষসঙ্কল্পাৎ, অস্ত  
জীবন্ত স্বাভাবিকং রূপং তিরোহিতম্ ; অনাদিকর্ম্মপরম্পরয়া কৃতাপরাধস্ত

পুরুষ পরমেখরেরই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম সমূহের প্রতীতি হইতেছে । ‘তাঁহার পর, বেশান্ত  
(ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, তিনিই কৰ্ত্তা’ এই শ্রুতিও পূর্বশ্রুতির সহিত  
একবাক্যতাহুসারে পরমপুরুষেরই স্রষ্টৃৎ প্রতিপাদন করিতেছে । ৩৥২৥৩॥

আচ্ছা, অপহতপাপুত্বাদি ধর্ম্মই যদি জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ  
পায় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পর্যভিধানাৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত আশঙ্কানিবারণের জন্য সূত্রে তু-শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে । পর্যভিধানাম্ হইতে অর্থাৎ  
পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছাবশেই এই জীবের স্বভাবসিদ্ধ রূপটি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ

হস্ত স্বাভাবিকং কল্যাণরূপং পরমপুরুষস্তিরোধাপয়তি; ততঃ তৎসঙ্কল্পাদেব  
হি অস্ত্র জীবস্ত বন্ধ-মোক্শো অগতো “যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে-  
হনাশ্চ্যেহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো  
ভবতি, যদা হেবৈষ এতস্মিন্দুরমস্তুরং কুরুতে, অথ তস্ত্র ভয়ং ভবতি”,  
“এষ হেবানন্দয়াতি” [ তৈত্তিঃ আনঃ ৭।২ ] “ভীষান্মাদাতঃ পবতে”  
[ তৈত্তিঃ আনঃ ৮।১ ] ইত্যাদিষু ॥৩৥২॥৪॥

## দেহযোগাদ্বা সোহপি ॥৩৥২॥৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—দেহযোগাৎ ( দেহধারণবশতঃ ) বা ( অথবা ) সঃ ( তাহা—শক্তির আবরণ )  
অপি ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ ব্যবস্থিতবিকল্পার্থঃ; সঃ ঐশ্বর্যতিরোভাবোহপি দেহযোগাৎ সৃষ্টি-  
কালে দেব-মহুয়াদিদেহসম্বন্ধাৎ, প্রলয়কালে চ নামরূপবিভাগানর্হ-স্বক্ষাচিৎসম্বন্ধাৎ ভবতীত্যর্থঃ ॥

স্বত্রের বা-শব্দটি বিকল্পার্থক,—সৃষ্টিসময়ে দেবমহুয়াদি শরীরের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ, আর  
প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হ স্বক্ষ জড়সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সেই স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব  
হইয়া থাকে ॥৩৥২॥৫॥ ]

সোহপি তিরোভাবো দেহযোগদ্বারেণ বা ভবতি, সূক্ষ্মাচিহ্নক্ৰিয়োগ-  
দ্বারেণ বা; সৃষ্টিকালে দেহাবস্থেনাচিহ্নস্তনা সংযোগাদ্ভবতি, প্রলয়কালে  
নাম-রূপবিভাগানর্হাসূক্ষ্মাচিহ্নস্ত্রয়োগাৎ । অতোহনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ  
স্বপ্নে জীবো ন রথাদীন সঙ্কল্পমাত্রাৎ শ্রম্যুং শক্নোতি । “তস্মিন্ লোকাঃ

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই অনাদি কল্পপরম্পরা ক্রমে রূতাপরাধ জীবের সেই কল্যাণময় রূপ অস্তহিত  
করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে । এ কথা  
শ্রুতিতেও উক্ত আছে—‘এই জীব যখনই অদৃশ্য, অনাস্য, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন ( অত্ৰ  
অনাশ্রিত ) এই পরব্রহ্মে সর্বভয়নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভকরে, তখনই সে ( জীব ) অভয় প্রাপ্ত  
হয়; আর যখন ইহাতে অন্নমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার পর, তাহার ( ভেদদর্শীর ) ভয় হইয়া  
থাকে ।’ ‘ইনিই [ সকলকে ] আনন্দিত করেন,’ ইহাঁর ভয়ে বায়ু [ নিয়মিত ভাবে ] সঞ্চরণ  
করিতেছে,’ ইত্যাদি ॥৩৥২॥৪॥

জীবের যে, সেই স্বরূপ-তিরোভাব, তাহা দেহ-যোগ দ্বারাও হয়, আর স্বক্ষ জড়শক্তি দ্বারাও  
হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে দেহাকারে পরিণত জড়পদার্থের সহিত সংযোগ বশতঃ, আর প্রলয়কালে  
নাম ও রূপাকারে অবিভক্ত স্বক্ষাসূক্ষ জড়বস্তুর সহযোগ বশতঃ হইয়া থাকে । অতএব  
স্বাভাবিক রূপ অভিব্যক্ত থাকে না বলিয়াই স্বপ্নাবস্থায় জীব স্বীয় সংকল্প মাত্রে রথাদি সৃষ্টি

শ্রিতাঃ সৰ্বেষু তদু নাত্যেতি কশ্চন” [ কঠো ২।২।৮ ] ইতি সৰ্বেষু স্তপ্তেষু  
জাগরণং সৰ্বলোকাশ্রয়ত্বম্, ইত্যাদয়ো হি পরমপুরুষশ্চৈব সম্ভবন্তি ।  
অতো জীবানামগ্নান্নকশ্মানুগুণফলানুভবার্থং তাবদ্ব্যাক্রান্তকালাবসানান্  
তদেকানুভাবানর্থানুপাদয়তি ॥৩৥২৥৫॥

## সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩৥২৥৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—সূচকঃ ( সূচক ) চ ( ও ) হি ( নিশ্চয় ) শ্রুতঃ ( শ্রুতি হইতে ) আচক্ষতে  
( বলিয়া থাকেন ), তদ্বিদঃ ( স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা ) । ]

[ সরলার্থঃ—স্বপ্নো হি সূচকশ্চ শুভাশুভ-জ্ঞাপকোহপি ভবতীতি শ্রুতেরবগম্যাতে,—

“যদা কশ্মল কাম্যেযু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি । সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥”

ইতি । তদ্বিদঃ স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকম্ আচক্ষতে । নচ জীবঃ স্বপ্নমেব  
স্বশ্রাশুভং সংকল্পয়তীতি কল্পয়িতুমপি যুক্তম্ ; অতঃ স্বাপ্নসৃষ্টিরীশ্বরকৃতেবেতি ভাবঃ ॥

আর স্বপ্ন যে, ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, তাহা ‘যখন কোনও কাম্যকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষ  
স্বপ্নসময়ে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কৰ্ম্মের সাফল্য জানিবে,’ ইত্যাদি  
শ্রুতি হইতে জানা যায়, এবং স্বপ্নাধ্যায়বিদ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভফলের সূচক বলিয়া  
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥৩৥২৥৬॥ [ প্রথম সন্ধ্যাধিকরণ ॥১॥ ]

ইতশ্চ স্বাপ্না অর্থী ন জীবসঙ্কল্পপূর্ব্বকাঃ ; যতঃ স্বপ্নঃ অভ্যুদয়ানভ্যুদয়য়োঃ  
সূচকঃ শ্রুতেরবগম্যাতে—

“যদা কশ্মল কাম্যেযু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” [ ছান্দোগ্যো ৫।২।৯ ]

ইতি ; “অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হস্তি” [ ০— ? ]

করিতে সমর্থ হয় না । আর ‘তাহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম  
করিতে পারে না,’ এই যে সকলের স্বপ্নদশায়ও জাগরণ এবং সৰ্বলোকের আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম,  
তাহাও পরমপুরুষের সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । অতএব [ বুঝিতে হইবে যে, ] জীবগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
কশ্মানুস্বায়ী ফলানুভবের নিমিত্তই স্বপ্নকালমাত্রস্থায়ী এবং কেবল তত্ত্বজীবের অনুভবযোগ্য  
বিষয় সমূহ [ পরমেশ্বরই ] সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥৩৥২৥৫॥

এই কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের জীবের ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট নহে ; কেন না, যেহেতু ‘যখন  
কোনও কাম্যকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে  
কৰ্ম্মের সাফল্য জানিবে,’ ‘স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় পুরুষকে দর্শন করে, তাহা  
হইলে সেই পুরুষই ইহাকে ( জটীকে ) বধ করে, অর্থাৎ জটীর মৃত্যু সূচনা করে ।’

ইত্যাদেশ্চ । স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকমাচকতে ।  
সূচকত্বঞ্চ স্বসঙ্কল্পায়ত্তস্য নোপপত্ততে ; তথাচাশুভস্থানিষ্টত্বাৎ শুভস্য  
সূচকমেব সৃষ্টা পশ্যেৎ । অতঃ স্বপ্নে সৃষ্টিরীশ্বরেনৈব কৃতা ॥৩৥২৥৬॥

[ ইতি প্রথমং সঙ্খ্যাধিকরণম্ ॥১॥ ]

তদভাবাধিকরণম্ । ]

## তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছূতে- রাঅনি চ ॥৩৥২৥৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—তদভাবঃ ( স্বপ্নের অভাব ) নাড়ীষু ( নাড়ীর মধ্যে ) তচ্ছূতে : ( তদ্বিশয়ে  
শ্রুতি হইতে ) আঅনি ( আঘাতে ) চ ( ও ) ॥ ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং স্মৃপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে—“তদভাবঃ” ইত্যাদিভিঃ । তদভাবঃ  
স্বপ্নাভাবঃ—স্মৃপ্তিঃ নাড়ীষু হিতাখ্যাস্থ আঅনি চ ভবতি ; কূতঃ ? তচ্ছূতেঃ—“আস্থ  
তদা নাড়ীষু স্পষ্টো ভবতি,” “সভা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,” ইত্যাদি-  
শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

এখন স্মৃপ্তি অবস্থার পরীক্ষা হইতেছে—স্বপ্নের অভাব—স্মৃপ্তি-অবস্থা নাড়ীতে এবং  
আঘাতেও হয় ; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । যথা—‘তখন ( স্মৃপ্তিসময়ে ) এই সমস্ত  
নাড়ীতে মিলিত হয়,’ এবং ‘হে সোম্য, জীব তখন ( স্মৃপ্তিসময়ে ) সং-ব্রহ্মের সহিত মিলিত  
হয়,’ ইত্যাদি ॥৩৥২৥৭॥ ]

[ পূর্বপক্ষঃ— ]

ইদানীং স্মৃপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে । ইদমান্নায়তে—“যত্রৈতৎ স্পৃশ্ণঃ

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হইতেও স্বপ্নকে মঙ্গলামঙ্গলের সূচক বা জ্ঞাপক বলিয়া জানা যাইতেছে ।  
স্বপ্নাধ্যায়বিদ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন । নিজের সংকল্পায়ত্ত  
বিষয়ের কখনই অসুভসূচকতা সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে অশুভ যখন কাহারই ইষ্ট বা  
অভিলষিত নহে, তখন লোকে নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণ-সূচক বিষয়ই সংকল্প করিয়া তাহা  
দর্শন করিত, [ অথচ তাহা কেহই কখনও করিতে পারে না ; ] অতএব স্বপ্নসৃষ্টি নিশ্চয়ই  
ঈশ্বরকৃত [ জীবকৃত নহে ] ॥৩৥২৥৬॥

[ ইতি প্রথম সঙ্খ্যাধিকরণ ॥১॥ ]

সম্ভ্রুতি স্মৃপ্তি অবস্থা আলোচিত হইতেছে—এইরূপ পণ্ডিত আছে যে, ‘এই সমস্ত জীব যে

সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন কল্পন (\*) বিজ্ঞানান্তি, আত্ম তদা নাড়ীষু সৃষ্টো ভবতি” [ ছান্দোঃ ৮।৬।৩ ] ইতি ; তথা “অথ যদা স্রষ্টৃপ্তো ভবতি যদা ন কল্পচন বেদ, হিতা নাম নাড়্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াং পুরীততমভি-প্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্যা পুরীততি শেতে” [ বৃহদাঃ ২।১।১৯ ] ইতি ; তথা “যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সংপমো ভবতি” [ ছান্দোঃ ৬।৮।১ ] ইতি । এবং নাড়্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ স্রষ্টৃপ্তিস্থানত্বেন শ্রুয়ন্তে । কিমেমাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বিশায়ে নিরপেক্ষত্বপ্রতীতেঃ যুগপদনেকস্থানবৃত্ত্যসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

সময় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবর্জিত হইয়া এবং সম্যক প্রসন্নতা লাভকরিয়া কোন প্রকার স্বপ্ন-সন্দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংসৃষ্ট হয়’ ; এই রূপ, ‘অতঃপর যখন [ পূর্বপক্ষ — স্রষ্টৃপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিকল্প ] স্রষ্টৃপ্তি হয়, তখন কাহারো সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন ‘হিতা’ নামক যে, দ্বাসপ্ততি-সহস্র-সংখ্যক ( বাহ্যন্তর হাজার ) নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতং অভিমুখে চলিয়াছে, সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া ‘পুরীততে’ শয়ন বা অবস্থান করে’ ; সেইরূপ, ‘পুরুষ যে সময় এইরূপে ‘স্বপিতি’ (স্রষ্টৃপ্তি) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য, তখন সং-ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়’ ইতি । এইরূপে নাড়ীসমূহ, ‘পুরীতৎ’ ও ব্রহ্ম, তিনই স্রষ্টৃপ্তিস্থানরূপে শ্রুত হইতেছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই স্রষ্টৃপ্তির জন্ত কি এই স্থানত্রয়েরই বিকল্প ? অথবা সমুচ্চয় ? এইরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, [ স্থানত্রয়ের মধ্যে যখন ] পরস্পর অপেক্ষাপেক্ষিতাব প্রতীতি হইতেছে না, এবং একই সময়ে যখন তিনস্থানে অবস্থান করাও সম্ভবপর হইতেছে না, তখন বিকল্প-পক্ষই যুক্তিযুক্ত (+) । এইরূপ সম্ভাবনার বলা হইতেছে—“তদভাবেঃ” ইতি (+) ।

(খ) কল্পন’ ইতি ‘খ’ পুস্তকে নাস্তি ।

(+) তাৎপর্য—শ্রুতিতে স্রষ্টৃপ্তি-স্থান বলিয়া সাধারণতঃ নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা ( ব্রহ্ম ), এই তিনেরই উল্লেখ রহিয়াছে । তন্মধ্যে ‘পুরীতৎ’ নামক নাড়ীর কতকটা অংশ ত্বক্-সংযুক্ত আর কতকটা অংশ ত্বক্-হীন ; মন বতকণ ত্বক্-সংবলিত অংশে থাকে, ততক্ণ তাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ত্বক্-হীন অংশে গমনের পর তাহার আর সে অনুভবশক্তি থাকে না । এখন ‘বিকল্প’ পক্ষে বলিতে হইবে যে, কখন বা নাড়ীতেই স্রষ্টৃপ্তি উপস্থিত হয়, কখন বা পুরীততে হয়, কখনও বা আত্মাতে হয় ; আর সমুচ্চয় পক্ষে বলিতে হইবে যে, নাড়ীতে স্রষ্টৃপ্তির আরম্ভ, পুরীততে তাহার পুষ্টি এবং আত্মাতে তাহার পর্য্যবসান বা সমাপ্তি ঘটে । এখন এই বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধানার্থ এই পুত্রের আরম্ভ হইয়াছে ।

(+) তাৎপর্য—এই অবিকরণের নাম ‘তদভাবাধিকরণ’ । ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই পুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্রষ্টৃপ্তিস্থান-নির্ণয় । (২) সংশয়—নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা, এই তিনটির মধ্যে যে কোন এক একটিই কি স্রষ্টৃপ্তির স্থান ? অথবা তিনটিই স্রষ্টৃপ্তির তুল্য স্থান ? (৩) পূর্ব-পক্ষ—শ্রুতিতে যখন তিনটিরই উল্লেখ আছে, এবং এক একটিকেই যখন স্রষ্টৃপ্তিস্থান বলিলে উপপত্তি হয়, তখন

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

তদভাবঃ—ইতি । তদভাবঃ—স্বপ্নাভাবঃ—স্বষ্টিপ্তিঃ নাড়ীষু পুরীততি  
 আত্মনি চ ভবতি, এষাং (\*) স্থানানাং সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ । কুতঃ ?  
 তচ্ছ্রুতে: ত্রয়াণাং স্থানত্রয়ভেদে: । ন চ কার্য্যভেদেন সমুচ্চয়ে সম্ভবতি  
 পাক্ষিক-বাধগর্ভো বিকল্পো জ্ঞায্য: । সম্ভবতি চ—প্রাসাদ-খট্টা-পর্য্যঙ্কবৎ  
 নাড্যাदीনাং কার্য্যভেদে: । তত্র নাড়ী-পুরীততো প্রাসাদ-খট্টাস্থানীয়ো ;  
 ব্রহ্ম তু পর্য্যঙ্কস্থানীয়ম্ । অতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্বষ্টিপ্তিস্থানম্ ॥৩১২৭॥

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥৩১২৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—অতঃ ( এই হেতু ) প্রবোধঃ ( জাগরণ ) অস্মাৎ ( ইহা হইতে—ব্রহ্ম  
 হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—[যতঃ] ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্বষ্টিপ্তিস্থানম্, অতঃ কারণাৎ অস্মাৎ ব্রহ্মণ এব জীবানাং  
 প্রবোধঃ জাগরণং ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মই স্বষ্টিপ্তি-স্থান বলিয়া অবধারিত হইল, সেই হেতু জীবগণের প্রবোধ অর্থাৎ  
 জাগরণও সেই ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে ॥৩১২৮॥ ] [ ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥ ]

তদভাব অর্থ—স্বপ্নের অভাব—স্বষ্টিপ্তি ; স্বষ্টিপ্তি অবস্থা যথাক্রমে নাড়ীসমূহে পুরীততে  
 এবং আত্মাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বষ্টিপ্তি অবস্থার সহিত এই স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয়—তুল্য  
 সম্বন্ধ, কিন্তু বিকল্প নহে । কারণ ? যে হেতু তদন্তকুল শ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনেরই  
 স্বষ্টিপ্তিস্থানত্ব পক্ষে শ্রুতি আছে । বিশেষতঃ বিভিন্ন কার্য্যানুসারে সমুচ্চয়ের সম্ভব সম্বন্ধে বিকল্প  
 কল্পনা করা অস্বচিতও হয় ; কারণ, তাহাতে পাক্ষিক বাধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন একটিকে  
 স্বষ্টিপ্তি-স্থান বলিয়া ধরা হয়, তখন অপর দুইটির স্বষ্টিপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ  
 প্রাসাদ, খট্টা ও পর্য্যঙ্কের জায় এখানেও কার্য্যগত ভেদ সম্ভবপর হইতে পারে ; তন্মধ্যে নাড়ী  
 ও পুরীতৎ, এই দুইটি স্থান প্রাসাদ ও খট্টাস্থানীয়, আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয় ; অতএব  
 ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বষ্টিপ্তিস্থান, ( প্রত্যেকে নহে ) ( + ) ॥৩১২৭॥

প্রত্যেক স্বষ্টিপ্তিতে তিনটির সমুচ্চয় করা অনাবশ্যক । (৪) উত্তর—না—স্থানের বিকল্প হইতে পারে না ; কারণ,  
 শ্রুতি যখন তিনটিকেই স্বষ্টিপ্তিস্থান বলিয়াছেন, এবং এক একটিকে স্বষ্টিপ্তির স্থান বলিলে যখন অপর দুইটি স্থানের  
 স্বষ্টিপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্বষ্টিপ্তির প্রারম্ভ, পুষ্টি ও পর্য্যবসান বা সমাপ্তিরূপে যখন তিনেরই স্থানত্ব  
 উপপন্ন হইতে পারে, তখন স্বষ্টিপ্তির অস্ত্র উক্ত স্থানত্রয়ের সমুচ্চয় হওয়াই জ্ঞায্য । (৫) নির্ণয়—অতএব নাড়ী ও  
 পুরীতৎ, এই দুইটি স্বষ্টিপ্তির প্রথম ও মধ্যাবস্থার স্থান, আর ব্রহ্মই তাহার পরিসমাপ্তির স্থান ।

(\*) তেজাম্ ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—যেমন প্রাসাদের মধ্যে খাট, এবং তন্মধ্যে পর্য্যঙ্ক অবস্থিত থাকিয়া নিজের সপ্লক্ষে প্রত্যেকেই  
 পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়া থাকে, তেমনি নাড়ী, পুরীতৎ এবং আত্মাও যথাব্যোগ্যরূপে স্বষ্টিপ্তি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক  
 কার্য্য করিয়া থাকে ; অতঃ স্বষ্টিপ্তির পক্ষে স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয় সম্ভবপর হইতেছে ।



যতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্ ; অতোহস্মাৎ—ব্রহ্মণ এষাং  
জীবানাং প্রবোধঃ প্রায়মাণ উপপদ্যতে—“সত আগম্য (\*) ন বিদুঃ সত  
আগচ্ছামহে” [ ছান্দোগ্যো ৬।১।১২ ] ইত্যাদিস্থ ॥৩।২।৮॥

[ ইতি দ্বিতীয়ঃ তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥ ]

কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-  
বিধাধিকরণম্ ।]

## স এব তু কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ- বিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—সঃ (সুষুপ্ত পুরুষ) এব (নিশ্চয়) তু (পুনঃ) কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ (কৰ্ম্ম,  
অনুস্মৃতি—আমি সেই পুরুষই, এইরূপ স্মরণ, শব্দ (শ্রুতি) ও বিধি—শাস্ত্রীয় বিধান হইতে) । ]

[ সরলার্থঃ—কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধে উদ্ভিষ্ঠতি ? অথবা অন্যঃ ? ইতি সংশয়ে আহ—  
“স এব তু” ইত্যাদি । তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্ণঃ । প্রবোধসময়ে তু সঃ সুষুপ্ত এব সমুদ্ভিষ্ঠতি,  
নান্তঃ । কুতঃ ? কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ সুষুপ্তস্ত ব্রহ্মজ্ঞানাতাবাৎ স্বকৃতস্ত চ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মণন্তেনৈ-  
বোপভোক্তব্যত্বাৎ, ‘স এবাহম্’ ইতি স্মৃষ্টোক্তিৰস্ত প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, “যদ্বদ্ববন্তি, তথা ভবন্তি”  
ইতি শ্রোত-শব্দাৎ, মোক্ষ-সাধনবিধেঃ চ । সুষুপ্তৌ চেৎ সৰ্ব্বে সূচ্যেৱন ব্রহ্মসম্পত্ত্যা, মোক্ষসাধন-  
বিধেরানর্থক্যমেব প্রসজ্যত ইতি ভাবঃ ॥

সেই সুষুপ্ত ব্যক্তিই প্রবোধ সময়ে পুনর্বার উথিত হয় ; কারণ ? প্রথমতঃ সুষুপ্ত  
ব্যক্তিকেই পূর্কানুষ্ঠিত নিজ কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তিভঙ্গের পরও  
‘আমি সেই লোকই বটে’ এইরূপ অনুস্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ; তৃতীয়তঃ ‘সুষুপ্তির  
পূৰ্বে যে যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়’ এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে ; চতুর্থতঃ মোক্ষ-  
সাধনের উপদেশ অনর্থক হইতে পারে ; সুষুপ্তিতেই যদি ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে  
মোক্ষ-সাধনের উপদেশ ( বিধি ) নিরর্থক হইয়া যাইত ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে,  
সুষুপ্ত জীবই পুনর্বার উথিত হয়, অজ্ঞ নহে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৯ ॥ ]

যেহেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মই সুষুপ্তির স্থান বা আশ্রয় ; সেই হেতু “[ জীবগণ ] সং-ব্রহ্ম  
হইতে আসিয়া বৃত্তিতে পারে না যে, আমরা সং হইতে আগমন করিতেছি,” ইত্যাদি শ্রুতিতে  
প্রায়মাণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবগণের প্রবোধ বা আগমনও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩।২।৮ ॥

[ ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥ ]

কিং স্মৃপ্ত এষ প্রবোধসময়ে উত্তিষ্ঠতি, উতান্যঃ ? ইতি সংশয়ে অস্ত্র  
সকলোপাধিবিনিমুক্তস্য ব্রহ্মণি সম্পন্নস্য মুক্তাদবিলক্ষণত্বেন প্রাচীন-  
শরীরেन्द्रিয়াদিসম্বন্ধাভাবাদন্যঃ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

স এষ তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি। স এবোত্তিষ্ঠতি; কুতঃ ?  
কর্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ। কর্ম্য তাবৎ—স্মৃপ্তেন পূর্বকৃতং পুণ্যপাপরূপং  
তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ তেনৈব ভোক্তব্যম্। অনুস্মৃতিরপি—য এবাহং স্মৃপ্তঃ,

প্রবোধ-সময়ে—স্মৃপ্তিভঙ্গের পরে স্মৃপ্ত জীবই কি ব্রহ্ম হইতে উখিত হয় ? অথবা

[ পূর্বপক্ষ—স্মৃপ্তিভঙ্গে  
অস্ত্র জীবের উত্থান ]

অপর জীব ? এরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, স্মৃপ্ত জীব যখন

সর্বপ্রকার উপাধিরহিত ও ব্রহ্মতে বিলীন হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ

মুক্তপুরুষের সহিত যখন তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্যও থাকে না—

পূর্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও থাকে না, তখন [ মনে হয় যে, ] অস্ত্র জীবই  
উখিত হয় ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (\*)—“স এষ তু” ইতি।

হুত্বং তু-শব্দটি উক্ত পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। সেই স্মৃপ্ত জীবই উখিত হয়, অর্থাৎ

ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আইসে। কারণ ? কর্ম্য, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিই

[ সিদ্ধান্ত—

স্মৃপ্তের উত্থান ]

কারণ। তন্মধ্যে কর্ম্য এই যে, যেহেতু স্মৃপ্ত ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান

হয় নাই, তখন তাহার পূর্বসম্পাদিত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল

তাহাকেই উপভোগ করিতে হইবে ; তাহার পর, যেহেতু ‘যে আমি স্মৃপ্ত ছিলাম, সেই আমিই

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘কর্ম্যানুস্মৃতিশব্দবিধিকরণ’। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—  
স্মৃপ্তিজন। (২) সংশয়—যে জীব স্মৃপ্ত হয়, জাগরণের সময় সেই জীবই কি উখিত হয়, না—অস্ত্র জীব ?  
(৩) পূর্বপক্ষ—স্মৃপ্তির সময় জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পূর্বশরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধও বিনষ্ট  
হইয়া যায়, তখন সেই জীবই যে, পুনরুখিত হয়, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, স্মৃপ্ত ব্যক্তির  
একজন না থাকায় মুক্তি হইতে পারে না ; বিশেষতঃ প্রাত্যহিক স্মৃপ্তিতেই মুক্তি সম্ভব হইলে মুক্তির জন্য  
সাধনোপদেশও অনর্থক হইতে পারে ; এবং জাগরণের সময় এতদ্ব্যতীত ‘সেই আমি বলিয়া’ আপনাত্মক পূর্ববর্ত্তি স্মরণ  
করিয়া থাকে, অধিকতর স্মৃপ্তির পূর্বে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয় ; এই সকল কারণে  
বলিতে হয় যে, স্মৃপ্ত জীবই পুনরুখিত হইয়া থাকে, অপর নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে,  
স্মৃপ্তির পূর্ববর্ত্তি ও পরবর্ত্তি জীব একই বটে, ভিন্ন নহে।

স এব প্রবুদ্ধোহস্মীতি । শব্দোহপি—স্বষুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ স এবেতি দর্শয়তি—“ত ইহ ব্যাভ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি তথা ভবন্তি” [ ছান্দো০ ৬।১০।২ ] ইতি । বিধয়শ্চ মোক্ষার্থাঃ স্বষুপ্তস্য মুক্তত্বেহনর্থকাঃ স্যুঃ । ন চাসৌ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত আবির্ভূতস্বরূপঃ—“তদ্ যত্রৈতৎ স্বষুপ্তঃ” ইতি স্বষুপ্তং প্রকৃত্য “নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভুতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি” [ ছান্দো০ ৮।১১।২ ] ইতি বচনাৎ । মুক্তস্য চ “পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” [ ছান্দো০ ৮।৩।৪ ], “স তত্র পর্য্যেতি জজ্ঞৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” [ ছান্দো০ ৮।১২।৩ ] “স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ ছান্দো০ ৭।২৫।২ ], “সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ ছান্দো০ ৭।২৩।২ ] ইতি সর্বজ্ঞত্বাদিঃ শ্রয়তে ।

জাগরিত হইয়াছি,’ এইরূপ অনুশ্রুতি বা প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে । বিশেষতঃ যেহেতু ‘তাহারা ( স্বপ্ত জীবগণ ) এখানে ( আগ্রদবস্থায় ) ব্যাঘ্র বা সিংহ, বৃক ( ব্যাঘ্রবিশেষ ) বা বরাহ, কীট বা পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক,—যে যে যাহা যাহা থাকে, [ স্বষুপ্তি ভঙ্গের পরও ] তাহারা তাহাই হইয়া থাকে,’ এই শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণও দেখাইতেছে যে, স্বপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই ( পৃথক্ জীব নহে ) । বিশেষতঃ স্বষুপ্তিতেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরও কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না । আর এই স্বষুপ্ত ব্যক্তি যে, সর্বপ্রকার উপাধি হইতেও বিমুক্ত হইয়া আবির্ভূতস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তাহার যে, সচ্চিদানন্দ রূপই প্রকাশ পায়, তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি ‘জীব যে সময় এইরূপে স্বষুপ্ত হয়,’ এইরূপে স্বষুপ্ত জীবের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সম্প্রতি এই জীব—আমি হই এইপ্রকার, এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দুষ্টমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,’ ইত্যাদি । অথচ মুক্তপুরুষের সৰ্ব্বদে ‘পর জ্যোতিঃ ( পরমাত্মাকে ) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন ।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন,’ ‘তিনি স্বরাজ্ হন, সর্ব জগতে তাঁহার কামচার ( স্বাতন্ত্র্য ) হইয়া থাকে,’ ‘তৎকালীন ব্যক্তি সর্ব বিষয় দর্শন করেন, এবং সর্ব প্রকারে সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হন,’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহও ঐক্য হইতেছে । অতএব [ বর্ণিতে হইবে যে, ] স্বষুপ্ত

অতঃ স্বযুগ্মঃ সংসরন্মেষ (\*) আয়ত্তসর্বকরণো জ্ঞানভোগাভ্যশক্তো  
বিশ্রামস্থানং (+) পরমাত্মানমুপসম্পত্ত্বাশ্বস্তঃ পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি ॥৩১২॥৩।

[ ইতি তৃতীয়ং কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যাধিকরণম্ ॥৩১। ]

মুখাধিকরণম্ । ] মুক্ষেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩১২॥১০॥

[ পদচ্ছেদঃ—মুক্ষে ( মুচ্ছিতে ) অর্কসম্পত্তিঃ ( মরণের অর্কেক অবস্থা ) পরিশেষাৎ (যেহেতু  
স্বপ্নাদি অবস্থার অতিরিক্ত) । ]

[ সরলার্থঃ—মুচ্ছা কিং স্বযুগ্মাভ্যন্ততমাবস্থা অবস্থান্তরং বা ? ইতি বিচার্যতে—“মুক্ষে”  
ইত্যত্র ॥

মুক্ষে মুচ্ছিতে পুরুষে যা অবস্থা ( মুচ্ছা ), তা অর্ক-সম্পত্তিঃ—মরণার অর্কেন সম্পত্তিরিত্যর্থঃ ।  
যদা, অর্কেন মরণে, অর্কেন চ স্বযুগ্মো নিবিশ্রুতে ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? পরিশেষাৎ প্রাণাদীনাং  
সর্বব্যাপারোপরমাৎ সা ন জাগরাভ্যবস্থা ; প্রাণান্তিচ্ছেদে চ ন মরণাবস্থা ; আকার-বৈলক্ষণ্যচ্চ  
ন স্বযুগ্মিঃ ; স্ততরামেব সা অর্ক-সম্পত্তিরিতি ভাবঃ ॥

মুচ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা ইহা  
একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মুক্ষে অর্থাৎ মুচ্ছিত পুরুষে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়,  
তাহা জাগরণাদি অবস্থার অতিরিক্ত অর্ক-সম্পত্তি অর্থাৎ মরণেরই আধা-আধি অবস্থা ;  
কারণ, জাগরণাদি অবস্থার সহিত বৈলক্ষণ্য থাকায় ইহা ঐসমস্ত অবস্থার অন্তর্গত হইতে  
পারে না ॥৩১২॥১০॥ ]

ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই ( মুক্ত না হইয়াই ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত হওয়ার বিষয়ের  
উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্য্যে অসমর্থ থাকিয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্নহ হয়  
এবং ভোগের জন্ত পুনশ্চ তাঁহা হইতে উৎখিত হয় (†) ॥৩১২॥৩॥

[ কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিনামক তৃতীয় অধিকরণ ॥৩১। ]

(\*) অপাস্ত্ৰ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) বিশ্রামস্থানম্ ইতি ‘খ’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—বেদান্ত মতে দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ । তন্মধ্যে দৃশ্যমান এই অন্নময় দেহ  
স্থূল দেহ, সপ্তদশাবয়বাক্তক দেহ সূক্ষ্ম দেহ, আর জীবোপাধিভূত অবিজ্ঞার নাম কারণ দেহ । স্বযুগ্ম সময়ে স্থূল  
সূক্ষ্ম উভয় দেহই বিনষ্ট হইয়া যায় । নিকটস্থ লোকেরা যে, স্বযুগ্মের স্থূল শরীর দর্শন করে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র,  
সত্য নহে । তৎকালে কেবল কারণ-দেহ মাত্র বিদ্যমান থাকে । অন্তঃকরণ না থাকায় তখন তাহার জ্ঞান  
শক্তির বিকাশ থাকে না, কেবল ক্রিয়া-শক্তির মাত্র বিকাশ থাকে ; সেই জন্তই স্বযুগ্মের হাস-প্রবাসাদি দেখিতে  
পাওয়া যায় । জীব সে সময় কারণ-শরীর আশ্রয় করিয়া কেবল তৎগত সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে ।  
অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকিলেও তখন অবিজ্ঞাবিষয়ে অবিজ্ঞাবৃত্তি বিদ্যমান থাকে ; এই জন্ত যুগ্মোক্ত ব্যক্তির এই

মুন্ধমধিকৃত্য চিন্ত্যতে,—কিমিয়ং মুচ্ছা স্মৃশ্চ্যাত্মতমাবস্থা, উতাবস্থা-  
স্তরম্ ? ইতি বিশয়ে স্মৃশ্চ্যাদীনামত্মতমাবস্থায়ামেব মুচ্ছাপ্রসিক্ক্যুপ-  
পত্তেরবস্থান্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাদত্মতমাবস্থা ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

মুন্ধেহর্দসম্পত্তিঃ—ইতি । মুন্ধে পুরুষে যা তন্ত্ৰাবস্থা, সা মরণার্থ-  
সম্পত্তিঃ । কুতঃ ? পরিশেষাৎ—ন তাবৎ স্বপ্ন-জাগরৌ, জ্ঞানাভাবাৎ ;

এখন মুন্ধ ( মুচ্ছিত ) পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চিন্তাকরা হইতেছে,—এই মুচ্ছা কি স্মৃশ্চি  
প্রভৃতি—অবস্থারই অত্মতম অবস্থা ? অথবা পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এইরূপ সংশয়ে বলা  
হইতেছে যে, স্মৃশ্চি প্রভৃতির কোন একটি অবস্থার মধ্যেই যখন মুচ্ছার অন্তর্ভাব হইতে  
পারে, অথচ উহার পৃথক্ অবস্থান্তরত্ব কল্পনার পক্ষেও যখন কোন প্রমাণ নাই, তখন উহা  
স্মৃশ্চি প্রভৃতিরই অত্মতম অবস্থা । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“মুন্ধে  
অর্দ্রসম্পত্তিঃ” ( \* ) ।

মুচ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা, তাহা মরণেরই অর্দ্র-সম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই  
অধিবস্থা ; কারণ ? পরিশেষই কারণ, অর্থাৎ স্মৃশ্চি প্রভৃতি অবস্থায় অন্তর্ভূত না হওয়ারই  
কারণ ( + ) । মুদ্ধাবস্থার জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং ইহা স্বপ্ন বা জাগরণ অবস্থা নহে ।

প্রকার স্মরণ হইয়া থাকে যে, “স্থমহিম্ অশাপম্, ন কিঞ্চিদবেদিসম্” অর্থাৎ আমি স্মৃতে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু  
কিছুই জানিতে পারি নাই । ইহার শেখাংশই তাৎকালিক অবিদ্যামুভূতির স্মরণ । আচর্য্যগণ অতি সংক্ষেপে  
অতি উত্তমরূপে স্মৃশ্চির একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তাহা এই—

“স্মৃশ্চিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ স্থখরূপমেতি ।

পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপ্নিতি প্রবৃদ্ধঃ ॥”

অর্থাৎ স্মৃশ্চি সময়ে স্থল স্থল শরীর প্রভৃতি সমস্তই বিলীন হইয়া গেলে পর, জীব তখন অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া  
আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয় । সেই জীবই আবার জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম্মবশে জাগরিত হয় এবং পুনশ্চ স্মৃশ্চি হয় ।

( \* ) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘মুদ্ধাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুচ্ছাবস্থা ।  
(২) সংশয়—মুচ্ছা কি স্মৃশ্চি প্রভৃতি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা স্বতন্ত্র একটি অবস্থা ? (৩) পূর্বপক্ষ—মুচ্ছা ।  
যখন স্মৃশ্চি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতে পারে, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র অবস্থা বলা অনাবশ্যক ।  
(৪) উত্তর—না—নিমিত্ত ও আকারাদির বৈলক্ষণ্য থাকায় মুচ্ছা কখনই স্মৃশ্চ্যাদির অন্তর্গত হইতে পারে না ;  
অতএব ইহা মরণেরই অর্দ্র সম্পত্তি মাত্র । (৫) নির্ণয়—অতএব মুচ্ছা অবস্থাটি স্মৃশ্চি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে,  
মরণেরই অর্দ্র-সম্পত্তি মাত্র ।

( + ) তাৎপর্য্য—‘পরিশেষ’ অর্থ—“প্রসক্তপ্রতিবেদে অন্তত্বাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ ।”  
( জ্ঞায় ) । অর্থাৎ বাহ্যদের প্রাপ্তিসংভাবনা থাকে, সে সমুদয়ের মধ্যে অপর সকলগুলি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে যে,  
অবশিষ্ট বিষয়ে কার্য্য প্রতীতি, তাহার নাম ‘পরিশেষ’ । এখানে স্মৃশ্চি অবস্থার মধ্যে মুচ্ছার অন্তর্ভাবের  
সংভাবনা ছিল, তদ্বাচ্যে স্মৃশ্চি প্রভৃতি অবস্থাগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার কালেই অবশিষ্ট অবস্থান্তরে মুচ্ছার অন্তর্ভাব  
নিদ্ধ হইল । এই অভিপ্রায়ে এখানে ‘পরিশেষ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

নিমিত্ত-বৈরূপাদাকারবৈরূপ্যাচ্চ ন স্মৃষ্টি-মরণে । নিমিত্তঃ (\*) হি  
মূচ্ছায়া অভিঘাতাদিঃ । পারিশেষ্যাৎ মরণার্থসম্পত্তিমূচ্ছা । মরণং হি  
সর্বপ্রাণ-দেহসম্বন্ধোপরতিঃ ; সূক্ষ্মপ্রাণদেহ-সম্বন্ধাবস্থিতিমূচ্ছা ॥৩৥২৥১০॥

[ ইতি চতুর্থং মুদ্ধাধিকরণম্ ॥৪॥ ]

উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ।] ন স্থানতোহপি পরন্তো-

ভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥৩৥২৥১১॥

[ পদচ্ছেদঃ - ন ( না ), স্থানতঃ ( আশ্রয়ানুসারে ) অপি ( ও ), পরন্তু ( পরব্রহ্মের )  
উভয়লিঙ্গং ( সবিশেষ ও নির্বিশেষভাবে ), সর্বত্র ( সকল স্থলে ) হি ( নিশ্চয় ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং জাগরাতিস্থান-সম্বন্ধনিবন্ধনা দোষা জীবদ্ অন্তর্ধামিণি পরব্রহ্মণ্যপি  
সম্ভবন্তি নবেতি বিচার্যতে ।

স্থানতঃ জাগরাতিস্থানসম্বন্ধাদপি পরন্তু ব্রহ্মণঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ ; কৃতঃ ? যতঃ সর্বত্র .  
শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ “ন আত্মা অপহতপাপী...সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ” “নিরবজ্ঞঃ নিরঞ্জনম্,”  
“সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোহসৌ” “ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ” ইত্যাদ্যসু উভয়লিঙ্গং—নিরন্তলিখিলদোষ-  
সম্বন্ধ-লিখিলকল্যাণগুণাকরত্বরূপম্ উপলভ্যতে । এতাবতা সগুণত্বং নিগুণত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধ-  
মিতি ভাবঃ ॥

জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ত্রায় অন্তর্ধামী পরব্রহ্মেও অবস্থাগত কোন  
দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে—

জাগরণাদিস্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃও পরব্রহ্মের কোনপ্রকার দোষস্পর্শ হয় না ; কারণ,  
সর্বত্র—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে তাহার উভয় লিঙ্গ—নির্দোষ গুণে সগুণভাবে, আর হেয়গুণভাবে  
নিগুণভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব বুঝিতে হইবে যে, তিনি সগুণ হইলেও নিত্য-নির্দোষ  
গুণসম্পন্ন ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দোষাশঙ্কা হইতেই পারে না ॥৩৥২৥১১॥ ]

(\*) তাৎপর্য—“নিমিত্তঃ হি ইতি । আদি-শব্দেন অত্যন্তানিষ্টশ্রবণাত্তাপ্তম্ । তহি মরণান্তর্গতা ? ইতি  
শঙ্কায়াম্ আকার-বৈরূপ্যং বিবৃণোতি “মরণং হি” ইতি । নিমিত্তবৈরূপ্যং স্মৃষ্টিব্যাবৃতিঃ, আকার-বৈরূপ্যং  
মরণব্যাবৃতিঃ । ‘ন স্মৃষ্টি-মরণে’ ইত্যুক্তেঃ আসন্নতয়া স্মৃষ্টি-মরণয়োঃ বাহুদ্বাং পারিশেষ্যমুক্তবান্ । পশ্চাৎ  
মরণান্তর্ভাবশঙ্কায়াম্ আকারবৈরূপ্যং বিবৃতং । স্মৃষ্টো প্রাণো ভূয়িষ্ঠমুপলভ্যতে, মূচ্ছার্নাময়ঃ কিকিছুপলভ্যতে,  
যতো ন কিকিছুপি । বাহুবায়ুনা ভূয়িষ্ঠমাপ্যায়িতঃ স্মৃষ্টো, মূচ্ছার্নাং কিকিছুপায়িতঃ, অনাপ্যায়িতস্ত প্রাণস্তোপ-  
লভানর্হদ্বাং ।

অন্তে তু—মুচ্ছিতঃ কিং মরণায় পরমাত্মানমভিসম্পন্নঃ ? উত স্বাপ্নে তস্মিন্ বিলীনঃ ? উত প্রকারান্তরগতঃ ?  
ইতি বিচারমাচকতে । জাগরাতিসু অন্ততমেত্যেকাবচ্যারান্তর্ভাবাৎ পৃথক্করণে ফলভবাৎ ত্রৈধা বিচার উচিতঃ ।  
বিচারস্ত পরমাত্মপর্যায়ত্বং চ বিকল্পম্, পারিশেষ্যহেতোঃ পরমাত্মপর্যায়ত্বং অতৎপর্যায়ত্বং চাবিশেষাৎ ।” ইতি  
ঋতপকামিকা টীকা ।

দোষদর্শনাদ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবনাবস্থা বিশেষা নিরূপিতাঃ ; ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্ত ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাভ্যুৎকৃষ্টপ্রতি-পাদনায়ারভতে ।

তত্র জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-মুখ্যুৎক্রান্তিস্থ স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবন্ত যে দোষাঃ, তে তদন্তর্য্যামিণিঃ পরন্তু ব্রহ্মণোহপি তত্র তত্রাবস্থিতস্ত সন্তি, নেতি বিচার্য্যতে । কিং যুক্তম্ ? সম্ভৱীতি । কুতঃ ? তত্তদবস্থ-শরীরেহব-স্থানাৎ ।

নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্য হেতুও উহা সুষুপ্তি ও মরণাবস্থা নহে ; কেন না, মূর্ছার নিমিত্ত—আঘাত প্রভৃতি, ( কিন্তু সুষুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে ); অতএব উক্ত অবস্থা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার মূর্ছাবস্থাটি মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি ( \* ) ॥৩৥২৥১০॥

অবস্থাগত দোষ দর্শনে বৈরাগ্য-সঞ্চার হইতে পারে ; এই জন্ত জীবের সুষুপ্তাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে ; এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে লোকের অভিলাষ সমুৎপাদনার্থ প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব ও নিখিলকল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদনের জন্ত [ হৃৎকার পরবর্তী হৃৎ ] আরম্ভ করিতেছেন ( + ) ।

তন্মধ্যেও আবার জাগরণ, সুষুপ্তি, মূর্ছা ও উৎক্রমণ, এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকায় পরব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত দোষ হইতে পারে কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে,—কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? [ সেই সমস্ত দোষ ] হয়, এই পক্ষই ; কারণ ?—যেহেতু তিনি সেই সেই অবস্থাপন্ন শরীরে অবস্থান করেন ।

(\*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই হৃৎকার ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—‘ন ক্রমো মুদ্র্কে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ জীবন্ত ব্রহ্মণা ভবতীতি, কিং তর্হি ?—অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্ত ভবতি মুদ্র্কেণ, অর্দ্ধেন অবস্থান্তর-পক্ষস্ত ইতি ।’

অর্থাৎ আমরা যে, মূর্ছাসময়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতেছি, তাহা নহে ; তবে কি ?—মূর্ছাবস্থাটি সুষুপ্তি অবস্থার অর্দ্ধেক, আর অবস্থান্তরের অর্দ্ধেক । অভিপ্রায় এই যে, মূর্ছা যে, সম্পূর্ণই একটি স্বতন্ত্র অবস্থা, তাহা নহে ; পরন্তু কতকটা সুষুপ্তির, আর কতকটা অন্তরকালের অবস্থা ; কিন্তু কখনই ব্রহ্ম-সম্পত্তি নহে ।

(+) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘উভয়লিঙ্গাধিকরণ’ । ইহা একাদশ হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত পনের হৃৎকে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থাব এইরূপ—(১) বিষয় জাগরাদি অবস্থাগত অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর । (২) সংশয়—ঐ সমস্ত অবস্থান্নিত দোষ সমূহ জীবের জ্ঞায় পরমেশ্বরেও সংঘটিত হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—পরমেশ্বর যখন অন্তর্য্যামিরূপে ঐ সমস্ত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ, তখন নিশ্চয়ই তিনি ঐ সমস্ত অবস্থাগত দোষের সহিত সংবদ্ধ । (৪) উত্তর—না পরমেশ্বরে ঐ সমস্ত দোষ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ক্রটি ও দ্বন্দ্ব তদাশ্রয়ে পরমেশ্বর উভয়-লিঙ্গ—সবিশেষ ও নির্বিশেষরূপে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন । (৫) নির্ণয়—অতএব পরমেশ্বর কখনই জীবের জ্ঞায় সুষুপ্তাদি অবস্থাগত দোষে কলুষিত হন না ।

ননু “সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, বৈশেষ্যাৎ ॥” [ ব্রহ্মসূ. ১।২।৮ ]  
 “স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥” [ ব্রহ্মসূ. ১।৩।৬ ] ইত্যাদিষু পরস্তাকৰ্ম্মবশ্যত্বেন  
 দোষাভাব উক্তঃ, তৎ কথমকৰ্ম্মবশ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণস্তত্তৎস্থান-সম্বন্ধাদ্ দোষ  
 উচ্যতে ? ইখমুচ্যতে—কৰ্ম্মাণ্যপি দেহসম্বন্ধমাপাদয়ন্ত্যপুরুষার্থজননানি  
 ভবন্তি, ইতি “দেহযোগান্না” [ ব্রহ্মসূ. ৩।২।৫ ] ইত্যত্রোক্তম্ ; তচ্চ দেহ-  
 সম্বন্ধস্ত্যাপুরুষার্থত্বেন ভবতি ; ইতরথা কৰ্ম্মাণ্যেব হুঃখং জনয়িষ্যন্তি,  
 কিং দেহসম্বন্ধেন ? অতোহকৰ্ম্মবশ্যত্বেন সত্যপি নানাবিধাশুচিদেহ-সম্বন্ধো-  
 হপুরুষার্থ এব ; অতন্তন্নিয়মার্থং স্বেচ্ছয়া তৎপ্রবেশেহ্যাপুরুষার্থসম্বন্ধো-  
 হবৰ্জ্জনীয়ঃ ; পূয়শোণিতাদিমজ্জনং হি স্বেচ্ছাকারিতমপ্যপুরুষার্থ এব ।  
 অতো যত্নপি জগদেককারণং সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণাকরং চ (\*) ব্রহ্ম,  
 তথাপি “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” “যো

প্রশ্ন হইতেছে যে, “সন্তোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ” এবং “স্থিত্যদনাভ্যাং চ”  
 ইত্যাদি স্থানেই ত কৰ্ম্মের অধীন নয় বলিয়া পরব্রহ্মের দোষাভাবও উক্তই হইয়াছে, এখন  
 আবার কৰ্ম্মের অ-বশ্য সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই তত্তৎস্থানসম্বন্ধ বশতঃ দোষসম্বন্ধের শঙ্কা করা  
 হইতেছে কিরূপে ? এইরূপে—[ বলা হইতেছে—] দেহসম্বন্ধ (জন্ম) সমুৎপাদন করে বলিয়া কৰ্ম্ম  
 সমূহও প্রকৃত পুরুষার্থের সাধক হয় না ; এই কথাই “দেহযোগান্না সোহপি” এই হুত্রে কথিত  
 হইয়াছে ; দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাই পুরুষার্থ নয় ; এই জন্তই সেই অপুরুষার্থত্বোক্তি  
 সম্ভব হয় ; নচেৎ কৰ্ম্মসমূহই যখন হুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ, তখন আর দেহ-সম্বন্ধের আবশ্যক  
 কি ? অতএব [ বুঝিতে হইবে যে, ] পরব্রহ্ম স্বকৃত কৰ্ম্মের বশ্য বা অধীন না হইলেও বিবিধ  
 অন্তিচি (+) দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা কখনই তাহার পুরুষার্থ হইতে পারে না—নিশ্চয়ই  
 তাহা অপুরুষার্থ ; অতএব দেহের নিয়মন বা পরিচালনার্থ স্বেচ্ছাক্রমে দেহ মধ্যে প্রবেশ  
 করিলেও তাঁহার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ ( হুঃখ-সম্বন্ধ ) অনিবার্য হইতেছে ; কেন না, পুষ ও  
 শোণিতাদির মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করিলেও তাহা কখনই পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের  
 প্রার্থনীয়—অভীষ্ট হইতে পারে না । অতএব ব্রহ্ম যদিও জগতের একমাত্র কারণ এবং সৰ্ব্বজ্ঞত্ব  
 প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণময় গুণের আকর হউন, তথাপি ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি

(\*) কল্যাণগুণাকরচ’ ইতি সাধীমান্ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—পাতঞ্জলদর্শনের “শৌচাৎ স্বাক্ষজুগুপ্সা পরৈরসঃসর্গঃ” (২।৪০) । এই হুত্রে কথিত হইয়াছে  
 যে, বাহারা শৌচ বা পবিত্রতা বিষয়ে সিক্তি লাভ করেন, তাহারা ভৌতিক দেহমাত্রেরই অপবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া  
 থাকেন ; সেই জন্ত তাঁহারা আপনার শরীরেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং অপরের সহিতও সম্বন্ধ পরিত্যাগ  
 করেন । অত্ৰ কথিত আছে যে, “স্থানাবীজীহ্নপটভাৎ নিঃশ্রুদ্ভাৎ নিধনাদপি । কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা  
 হৃদুঃচং বিদুঃ ॥” অর্থাৎ স্থান—জরায়ু, বীজ—শুক্রেণোণিত, উপষ্টম্—অস্থি প্রভৃতি, নিঃশ্রুদ্ভাৎ—সর্পদ্বারা নানা ছিদ্র  
 পথে রৈবদবহির্গমন ; নিধন—মৃত্যু, আধেয়শৌচ—মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা উহার শৌচ সম্পাদন করিতে হয় ; উক্ত  
 কারণে পণ্ডিতগণ দেখকে অশুচি বলিয়া মনে করেন ।



রেতসি তিষ্ঠন” [ বৃহদা০ ৫।৭।৩।২২, ১৮, ২৩ ] ইত্যাদিবচনাৎ তত্র তত্রাবস্থিতস্য তত্তৎসম্বন্ধরূপাপুরুষার্থাঃ সন্তি—ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাৎ—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

“ন স্থানতোহপি পরস্য” ইতি । ন পৃথিব্যাভাদিস্থানতোহপি পরস্য ব্রহ্মণোহপুরুষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি । কুতঃ ? উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি—যতঃ সর্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধায়তে,— নিরন্তুনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ । “অপহতপাপুা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ ছান্দো০ ৮।১।৫ ],

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ অশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ ।”

“তেজো বৈলৈখর্যমহাবোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেণে ।”

[ বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৮৪, ৮৫ ],

আত্মাতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি শুক্র মধ্যে অবস্থান করত,’ ইত্যাদি বচনানুসারে তত্তৎ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় তত্তৎ স্থান-সম্বন্ধরূপ অপুরুষার্থ দোষ সমূহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে । এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—“ন স্থানতোহপি পরস্য” ইতি ।

পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও পরব্রহ্মের কোনরূপ অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ হইতে পারে

না । কারণ ? যেহেতু সর্বত্রই উভয়লিঙ্গ শ্রুতি রহিয়াছে—যেহেতু

স্থানসম্বন্ধ জনিত সর্বত্র শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পরব্রহ্ম উভয়বিধ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই

দোষাশঙ্কা-বঞ্চিত । ] অভিহিত আছেন, অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শশূন্য ও নিখিল

কল্যাণময় গুণাকরত্ব, এতদুভয় লক্ষণে বিশেষিত হইয়াছেন । কেন না, ‘ব্রহ্ম অপহত-পাপুা ( নিষ্পাপ ), জরামরণবর্জিত, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসংকল্প ( তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না ); ‘তিনি ( পরমেশ্বর ) সমস্ত কল্যাণময়-গুণে পরিপূর্ণ এবং আপন শক্তির অংশমাत्रে ভূতসৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন ; [ পরমেশ্বর ] তেজ, বল, ঐশ্বর্য, বিসুদ্ধ-জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বাঁধ্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র পাত্র ; এবং শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উত্তমোত্তম সকলের ঈশ্বররূপী ; তাঁহাতে ক্লেশাদি দোষ নাই (\*) ।’ যিনি ‘বিষ্ণুসংজ্ঞক

(\*) তাৎপৰ্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে ক্লেশের বিভাগ পাঁচপ্রকার কথিত হইয়াছে—“অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বेषাভি-

“সমস্তহেয়রহিতং বিষ্মাখ্যং পরমং পদম্ ॥” [ বিষ্ণুঃ ১।২২।৫৩ ]  
ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্য উভয়লক্ষণং হি ব্রহ্মাবগতম্ ॥৩।২।১১॥

## ভেদাদিতি চেম, প্রত্যেকমতদ্বচনাং ॥৩।২।১২॥

[ পদচ্ছেদঃ—ভেদাং ( ভেদ বা পার্থক্য হেতু ) ইতি ( ইহা ) চেং ( যদি ) ন ( না ),  
প্রত্যেকং ( প্রত্যেক শ্রুতিতে ) অতদ্বচনাং ( যেহেতু সেইরূপ উক্তি নাই ) । ]

[ সরলার্থঃ—যথা স্বভাবতোহপহতপাপুত্বাদি-গুণকস্তাপি জীবন্ত ভেদাং দেহসম্বন্ধেন  
অবস্থাভেদপ্রাপ্তেঃ দোষসম্বন্ধঃ, তথা পরমেশ্বরস্তাপি অন্তর্ধ্যামিতয়া অবস্থাভেদাং দোষসম্বন্ধঃ  
সম্ভবতি ইতি চেং ; তন্ন ; কৃতঃ ? প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাং “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি-প্রত্যেক-  
শ্রুতৌ তদ্বচনস্ত—সদোষত্বোক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ ॥

যদি বল, জীব স্বভাবতঃ অপহতপাপুত্বাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহসম্বন্ধাদি নিবন্ধন  
তাহার পাপাদি দোষসম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও অন্তর্ধ্যামিত্ত্ব  
রূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সদোষত্ব হইতে পারে । না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ,  
প্রত্যেক শ্রুতিতেই নির্দোষত্বের উক্তি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥ ]

যথা জীবন্ত প্রজ্ঞাপতিবাক্যাবগতাপহতপাপুত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্তাপি দেবাদি-  
দেহযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগঃ, তথাস্তর্ধ্যামিনঃ পরস্তাপি  
স্বতোহপহতপাপুত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্ত তত্তদেবাদিশরীরযোগরূপাবস্থাভেদাদ্  
অপুরুষার্থযোগোহবর্জনীয়ঃ, ইতি চেং ; তন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাং—“যঃ  
পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [ বৃহদাঃ ৫।৭।৩, ২২ ] ইত্যাদিস্থ

পরম পদ ( জীবের গন্তব্য স্থান ), তিনি সমস্ত হেয়-গুণবর্জিত, ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র  
হইতে ব্রহ্মকে উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা গিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

যদি বল প্রজ্ঞাপতিবাক্যে জীবের অপহত-পাপুত্বাদি উভয়বিধ ধর্ম অবগত হইলেও যেমন  
দেবাদি দেহসম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদাত্মসারে অপুরুষার্থের—দোষের সম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্তর্ধ্যামী  
পরমেশ্বর স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গক হইলেও [ অন্তর্ধ্যামীরূপে ] দেবাদি বিশেষ বিশেষ শরীরের সহিত  
সম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সম্বন্ধেও অপুরুষার্থত্ব দোষ-সংস্পর্শ অনিবার্য । না—তাহা  
নাহে ; কারণ, কোন শ্রুতিতেই সেরূপ কথা নাই,—‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি  
আত্মাতে অবস্থান করত’ ইত্যাদি প্রত্যেক পর্যায়েই ( তুল্যার্থক বাক্যেই ) ‘তিনিই তোমার

করা । রাগ—সুখাভিলাষ, ঘেম—দুঃখবিষয়ে ত্যাগবুজি । অভিনিবেশ—মরণপ্রাণ । ‘ক্লেশাদি’ এই ‘আ’ দ শব্দে  
অস্ত্রাস্ত্র হেয় গুণও বৃদ্ধিতে হইবে ।

প্রতিপর্যায়ং “স ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৩৩] ইত্যন্তর্যামিনো-  
হ্মতত্ববচনেন তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মং কুর্ব্বতস্তত্তৎসম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-  
প্রতিষেধাৎ । জীবন্ত তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্, ইতি “পর্যভিধানাত্তু  
তিরোহিতম্” [ ব্রহ্মসূ० ৩।২।৪ ] ইত্যত্রোক্তম্ ।

ননু স্বেচ্ছয়া কুর্ব্বতোহপি তত্তদ্বস্ত্বস্বভাবায়ত্তাপুরুষার্থসম্বন্ধোহবর্ণনীয়ঃ,  
ইত্যুক্তম্ ; নৈতদ্ যুক্তম্, ন হি অচিদ্বস্ত্বপি স্বভাবতোহপুরুষার্থস্বরূপম্ ;  
কৰ্ম্ম-বশ্তানাং তু কৰ্ম্ম-স্বভাবানুগুণ্যেন পরমপুরুষসঙ্কল্পাদেকমেব বস্ত  
কালভেদেন পুরুষভেদেন চ স্থায় দুঃখায় চ ভবতি ; বস্ত্বস্বরূপপ্রযুক্তে  
তু তাদ্রপ্যে সৰ্বং সৰ্বদা সৰ্বস্তু স্থায়ৈব দুঃখায়ৈব বা স্মাৎ ; নচৈবং  
দৃশ্যতে ; তথাচোক্তম্—

“নরক-স্বর্গসংক্ষেপে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম ।

বস্ত্বেকমেব দুঃখায় স্থখায়ৈর্ধ্যায়গমায় চ ।

কোপায় চ যতস্তস্মাদ বস্ত বস্ত্রাত্মকং কৃতং ।

তদেব শ্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।

অন্তর্ধানী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপে অন্তর্ধানীর ‘অমৃতত্ব’ নির্দেশ দ্বারা তত্তৎস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে  
নিয়মিতকারী পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধের প্রতিষেধ করা হইয়াছে । অধিকন্তু  
জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে, তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহাও “পর্যভিধানাত্তু  
তিরোহিতম্” এই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

তাল, পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলেও সেই সেই বস্তুর স্বভাব-সম্পাদিত অপুরুষার্থ-  
সম্বন্ধ যে, তাঁহার পক্ষেও অনিবার্ধ্য, একথাও ত বলা হইয়াছে । না—সে কথাও যুক্তিসঙ্গত  
হয় নাই ; কেন না, অচিৎ জড় বস্ত্র যে, স্বভাবতই অপুরুষার্থস্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু যাহারা  
কৰ্ম্ম-বশ্ত বা কৰ্ম্মাধীন, তাহাদেরই নিজ নিজ কৰ্ম্মের স্বভাবানুসারে পরমেশ্বরের সংকল্প বা  
ইচ্ছানুসারে একই বস্ত্র কালভেদে ও পুরুষভেদে স্থখের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে মাত্র ।  
সেই স্থখ দুঃখ যদি বস্তুর স্বভাবসিদ্ধই হইত, তাহা হইলে ত সকল বস্ত্রই সকলের পক্ষে সৰ্বদা  
কেবলই স্থখের বা কেবলই দুঃখের কারণ হইতে পারিত, অথচ সেরূপ ত কখনও দেখিতে  
পাওয়া যায় না । সেইরূপ কথিতও আছে—‘হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ  
সংজ্ঞার অভিহিত হয় ; যেহেতু একই বস্ত্র স্থখের কারণ হইয়াও আবার দুঃখের কারণ এবং  
জর্জরা-কোপের কারণ হইয়া থাকে ; সেই হেতু বস্ত্র আর বস্ত্রস্বরূপ হয় কিরূপে ? অর্থাৎ কোন  
বস্ত্রই একাকার নহে । যেহেতু সেই বস্ত্রই শ্রীতির কারণ হইয়া আবার দুঃখেরও কারণ হয়,

তদেব কোপায় যতঃ প্রমাদায় চ জায়তে ।

তস্মাদ্‌ দুঃখাশ্রয়কং নাস্তি ন চ কিস্বিৎ সুখাশ্রয়কম্ ॥”

[ বিষ্ণুপুং ২।৬।৪৬—৪৮ ] ইতি ।

অতো জীবন্ত কৰ্ম্মবশ্যহাৎ তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণেন তত্তদন্তু সম্বন্ধ এবাপুরুষার্থঃ  
স্তাৎ ; পরন্তু তু ব্রহ্মাণঃ স্বাধীনন্ত স এব সম্বন্ধস্তত্ত্বিচিত্রনিয়মরূপ-  
লীলারসায়ৈব স্তাৎ ॥৩৥২৥১২॥

## অপি চৈবমেকৈ ॥৩৥২৥১৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—অপি চ ( আরও ) এবং ( এই প্রকার ) একে ( কেহ কেহ ) । ]

[ সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ একস্মিন্‌ শরীরে শরীরিত্বেন অবস্থিতি-সাম্যোহপি  
জীবন্ত দোষসম্বন্ধিত্বং পরন্তু চ তদসম্বন্ধিত্বং স্বশব্দেনৈব অধীযতে—“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমায়াঃ  
সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে । তয়োৱন্তঃ পিঙ্গলং স্বাদত্তি অনন্নমন্তোহভিচাকশীতি” ইতি ॥

আরও এক কথা, জীব ও পরমেশ্বর একই শরীরে শরীররূপে অবস্থান করিলেও জীবের  
দোষ-সম্বন্ধিত্ব, আর পরমেশ্বরের নির্দোষত্ব কোন কোন বেদশাখীরাও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—  
‘সহচর ও সমানস্বভাব দুই দুইটি পক্ষী ( জীব ও পরমাত্মা ) একই বৃক্ষে অবস্থান করে ।  
তন্মধ্যে একটি পক্ষ কৰ্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি ( পরমাত্মা ) ভোগ করে না, কেবল  
দর্শন করে মাত্র’ ইতি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥ ]

এবং সেই বস্তুই ক্রোধের কারণ হইয়া আবার প্রসন্নতারও কারণ হইয়া থাকে ; অতএব  
স্বস্থস্বভাবও কোন বস্তু নাই, এবং দুঃখ-স্বভাবও কোন বস্তু নাই ।’ অতএব, জীব শুভাশুভ  
কৰ্ম্মের বশীভূত বলিয়াই বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সহিত সম্বন্ধই তাহার  
পক্ষে অপুরুষার্থ হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই বস্তু-সম্বন্ধই আবার স্বাধীন পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র  
নিয়ম বা শাসনরূপ লীলারসেরই কারণীভূত হইয়া থাকে ( \* ) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥

( \* ) তাৎপর্য্য—জাগতিক কোন পদার্থই স্বভাবতঃ সুখাশ্রয় বা দুঃখাশ্রয় নহে ; তবে কিনা, শুভাশুভ-  
কৰ্ম্মের অধীন জীবগণের নিজ নিজ পুণ্য ও পাপকৰ্ম্মই জাগতিক জড় বস্তু অবলম্বনে অগুরুপ সুখ ও দুঃখ সমুৎ-  
পাদন করিয়া থাকে ; এই কারণেই—বাহ্য বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ সুখদুঃখের অভাব নিবন্ধনই একই বস্তু একই ব্যক্তির  
নিকট এক সময়ে সুখের কারণ হইয়া আবার সমস্রান্তরে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে । কখনও একই সময়ে একই  
বস্তু এক ব্যক্তির পক্ষে সুখদায়ক হইয়া—আবার অপর ব্যক্তির পক্ষে দুঃখের নিদান হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ।  
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে ; জীবের কৰ্ম্মই সাময়িকভাবে  
সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র । পরমেশ্বরের পুণ্যপাপাশ্রয় কোন কৰ্ম্ম নাই ; সুতরাং কোন বস্তুই  
তাঁহার সুখ দুঃখ সমুৎপাদক হয় না ; কাজেই বস্তুসম্বন্ধ রূপ ভেদ সবেও জীবের দ্বারা পরমেশ্বরের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ  
হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ।

অপিচ, একে শাখিন একস্মিন্নেব দেহ-সংযোগে জীবন্তাপুরুষার্থং  
পরন্তু তু তদভাবং নিয়মনরূপৈশ্বৰ্য্যায়ত্ত-দীপ্তিযোগক স্বশব্দেনাধীয়তে—

“দ্বা স্পর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্ভজাতে

তয়োৱন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্ভ্যনশ্চন্নন্তো অভিচাক্ষীতি ॥” [মুণ্ড০ ৩।১।১]

ইতি ॥৩৥২॥১৩॥

অথ স্মাৎ—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি”  
[ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশপূর্ব্বকং নাম-রূপব্যাকরণ-  
মিতি ব্রহ্মণোহপি তদাত্মভূতস্য দেব-মনুষ্যাদিরূপত্বং তন্মামভাক্তৃকাশ্চি ;  
ততশ্চ “ব্রাহ্মণো যজ্ঞেত” ইত্যাদিবিধি-নিষেধশাস্ত্র-গোচরত্বেন কৰ্ম্ম-  
বশ্যত্বমবজ্জীয়মিতি । তত্রাহ—

অপরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩৥২॥১৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—অরূপবৎ (রূপরহিত) এব (নিশ্চয়) হি অবধারণ ) তৎপ্রধানত্বাৎ  
( তাহারই প্রাধান্য হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—মনুষ্যাদি শরীরেষু শরীরত্বেন অবস্থিতমপি তৎ পরং ব্রহ্ম অরূপবৎ—রূপ-  
রহিতত্বাৎমেব ; কুতঃ ? প্রধানত্বাৎ রূপাদিনির্কাহকত্বাৎ রূপনামভাগিনো জীবন্ত কৰ্ম্মফল-  
ভোক্তৃত্ব-নির্কাহার্থমেব পরন্তু ব্রহ্মণঃ তত্তচ্ছরীরে অবস্থানম্, নতু স্বস্ত ভোক্তৃত্বার্থমিত্যর্থঃ ॥

পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও স্বয়ং রূপরহিতেরই তুল্য ; কারণ, তিনিই  
প্রধান, অর্থাৎ জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নির্কাহক । অভিপ্রায় এই যে, নামরূপভোক্তা  
জীবের ভোগ-সম্পাদনার্থই ব্রহ্মের সৰ্ব্বশরীরে অবস্থান, কিন্তু নিজের ভোগার্থ নহে ॥৩৥২॥১৪॥ ]

বিশেষতঃ কোন কোন বেদশাখীরা একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ,  
আর পরমেশ্বরের তদভাব ( অপুরুষার্থের অভাব ) এবং নিয়মন বা জগৎপরিচালনশক্তিরূপ  
ঐশ্বৰ্য্যধীন দীপ্তি বা স্বপ্রকাশ ভাবও স্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিয়া থাকেন—‘সহযোগী সমান-  
স্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে (দেহে) আলিঙ্গন (অস্থান) করেন ।  
তন্মধ্যে একটি পক্ষ কৰ্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) সাক্ষিরূপে দর্শন করে  
মাত্র’ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘আমি এই জীবাত্মা রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ  
( সংজ্ঞা ও আকৃতি ) প্রকটিত করিব’, এই ঋতিতে [ দেখা যায়, ] ব্রহ্মাত্মক জীবের অনুপ্রবেশ-  
দ্বারাই নাম ও রূপের প্রকটীকরণ হইয়াছে । সুতরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও দেব-  
মনুষ্যাদি রূপ ও নামভাগিৎ অবশ্যই আছে । সেই কারণেই ‘ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে’ ইত্যাদি বিধি  
ও নিষেধ শাস্ত্রের অধীন হওয়ার ব্রহ্মেরও কৰ্ম্ম-বশ্যতা অপরিহার্য্য হইতেছে । এতদ্বত্তরে  
বলিতেছেন—“অরূপবদেব” ইত্যাদি ।

দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদেব তদ্ব্রহ্ম রূপরহিততুল্যমেব; জীববৎ শরীরিত্বনিবন্ধনং কৰ্ম্মবশ্যত্বমস্মৈ ন বিদ্যত-  
ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? নির্বাহকত্বেন প্রধানত্বাৎ । “আকাশো হ বৈ নাম-  
রূপয়োৰ্নিৰ্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৮।১৪।১] ইতি সৰ্ব্বানু-  
প্রবেশেইপি নাম-রূপকার্য্যাস্পর্শেন নামরূপয়োৰ্নিৰ্ব্বোদ্ধৃত্বমেব ব্রহ্মণঃ  
প্রতিপাদয়তি ।

ননু তচ্ছরীরকত্বেন তদন্তর্য্যামিত্তে কথমরূপবদিতি—রূপসম্বন্ধরহিত-  
তুল্যত্বমুচ্যতে ? ইত্থম্—যথা জীবস্মৈ তত্তজ্জন্ত-সুখদুঃখভাক্তেন তত্তদ্রূপ-  
সম্বন্ধঃ, তথা তদভাবাৎ পরস্মৈরূপবদ্বম্ । বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণ্যপি কৰ্ম্ম-  
বশ্যমেবাধিকুৰ্ব্বন্তি ; তস্মাদরূপতুল্যমেব পরং ব্রহ্ম । ততশ্চাস্তর্য্যামি-  
রূপেণাবস্থিতমপি ব্রহ্ম নিরন্তরনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বরূপোভয়-  
লিঙ্গমেব ॥৩॥২॥১৪॥

ননু চ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [ তৈত্তি ০ আন ০ ১।১ ] ইত্যাদিভি-  
র্নিৰ্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যন্তু সৰ্ব্বজ্ঞত্ব-সত্যগঙ্গত্ব-  
জগৎকারণত্ব-সৰ্ব্বান্তরাভ্যন্ত-সত্যকামত্বাদিকং “নেতি নেতি” [বৃহদা ০  
৪।৩।৬] ইত্যাদিভিঃ প্রতিষিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগম্যন্তব্যম্ ; তৎ কথং

দেবাদি-শরীরের অভ্যন্তরে অল্পপ্রবেশ করায় যদিও সেইরূপের সহিত সংযুক্তই বটে, তথাপি  
সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অরূপবৎ—রূপহীনেরই তুল্য । অভিপ্রায় এই যে, শরীরাদিষ্টান নিবন্ধন  
জীবের যেমন কৰ্ম্মবশ্যতা হয়, শরীরাদিষ্টান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেরূপ কৰ্ম্ম-বশ্যতা হয় না । কারণ ?  
যেহেতু [ নাম-রূপের ] নির্বাহক বা প্রকাশক বলিয়া ব্রহ্মের প্রধানত্ব রহিয়াছে । ‘আকাশই  
নাম ও রূপের নির্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম’, এই প্রতি  
প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সৰ্ব্বপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নাম-রূপজনিত  
কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে ; সুতরাং তাহার নাম-রূপনির্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে ।

ভাল, দেবাদি-শরীরে সম্বন্ধ নিবন্ধন অন্তর্য্যামিত্ত সত্ত্বেও ‘অরূপবদেব’ শব্দে রূপসম্বন্ধরহিতের  
তুল্য বলা হয় কিরূপে ? [ উত্তর—] এইরূপে—সাময়িক বিশেষ বিশেষ স্থখ দুঃখ ভজনা করে  
বলিয়া জীবের যেমন সেই সেই রূপের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, পরব্রহ্মের সেরূপ দুঃখভাগি  
না থাকায় অরূপবস্তাব সিদ্ধ হয় । আর বিধি ও নিষেধবোধক শাস্ত্রসমূহও কৰ্ম্ম-বশ্যেরই  
অধিকার-সম্পাদক ; অতএব [ অ-কৰ্ম্মবশ্য ] ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রূপরহিত ; এবং সেই হেতুই ব্রহ্ম  
অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিলেও সৰ্ব্বপ্রকার দোষ-বিবর্জিতত্ব ও কল্যাণময়গুণাকরত্বরূপে উভয়  
লক্ষণাব্যতী বটে ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

কল্যাণগুণাকরত্ব-নিরন্তুনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ ? ইতি ; অত  
আহ—

## প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩৥২॥১৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রকাশবৎ ( আলোকের ঞ্চায় ) চ ( ও ) অবৈয়র্থ্যাৎ ( সার্থকতা হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানাং সার্থকত্বরক্ষায়ৈ ব্রহ্মণঃ  
স্বপ্রকাশত্বং সিদ্ধম্, তথা “নিরবজ্ঞং নিরঞ্জনম্”, “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদি বাক্যানাম্  
অবৈয়র্থ্যাৎ “সার্থক্যরক্ষার্থং সর্বজ্ঞত্বাদিকমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যামিত্যর্থঃ ॥

“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জ্ঞত্ব যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা স্বীকার  
করা হইয়া থাকে, তেমনি “যঃ সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জ্ঞত্বও ব্রহ্মের উভয়-  
লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥ ]

যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১।১ ] ইত্যাদিবাক্যা-  
বৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ; তথা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব-  
জ্ঞত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্বাত্মকত্ব-নিরন্তুনিখিলাবিজ্ঞাদিদোষত্বাভিধায়িবাক্যা-  
বৈয়র্থ্যাভ্যুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম ॥৩৥২॥১৫॥

## আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩৥২॥১৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—আহ ( বলিতেছেন ) চ ( ও ) তন্মাত্রং ( কেবলই তৎস্বরূপ ) । ]

[ সরলার্থঃ—যত্ন “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যম্, তদপি ব্রহ্মণঃ তন্মাত্রং  
জ্ঞানস্বরূপতামাত্রম্ আহ কথয়তি, নতু ধর্ম্মান্তরং বারয়তীত্যর্থঃ ॥

‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতাই কেবল বুঝাইতেছে,  
কিন্তু ধর্ম্মান্তরের নিষেধ করিতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥ ]

কিঞ্চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১।১ ] ইত্যাদি বাক্যং  
ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্নত্বে সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং

‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা প্রামাণ্য বশতঃ যেমন ব্রহ্মের  
প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে ; তেমনি ‘সত্যসংকল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব,  
সর্বাত্মকত্ব, অবিজ্ঞাদিসর্বদোষরহিতত্ব’ প্রভৃতি বোধক বাক্যসমূহেরও অবৈয়র্থ্য হেতু অর্থাৎ  
প্রামাণ্য রক্ষার জ্ঞত্বই উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

অপিচ, ‘সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপতাই কেবল প্রতিপাদন  
করিতেছে, কিন্তু বাক্যান্তর হইতে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্মের অবগতি হইয়াছে, তাহার বারণ

বাক্যান্তরাবগতং নিষেধতি । “নেতি নেতি” [ বৃহদা০ ৪।৩।৬ ] ইতি চ নিষেধবিষয়োহনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥৩॥২॥১৬॥

## দর্শয়তি চাখো অপি স্বর্যতে ॥৩॥২॥১৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি ( প্রদর্শন করিতেছে ) চ ( ও ) অপো ( বাক্যোপক্রমে ) অপি ( এবং ) স্বর্যতে ( স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রং চ ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণা-  
করত্বং নিত্যনির্দোষত্বং চ দর্শয়তি ; “যো মামজ্ঞমনাদিঃ চ” ইত্যাদৌ তথা স্বর্যতে চ ॥

‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে’—ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও  
নিত্য-নির্দোষত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এবং ‘যে লোক আমাকে অজ্ঞ ( জন্মরহিত ), অনাদি ও  
লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও ঐরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥ ]

দর্শয়তি চ বেদান্তগণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরন্তুনিখিলদোষত্বঞ্চ—

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ম্য কশ্চিচ্ছ্রুতানিতা ন চাধিপঃ ।

ন তস্ম্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ম্য শক্তিবিবৈধৈব শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

[ শ্বেতাশ্বং ৬।৭।৮ ],

“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্ম্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।” [ মুণ্ডং ১।১।৯ ]

“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

করিতেছে না । ইহার পরই “নেতি নেতি” নিষেধের বিষয় ( নিষেধ্য ধর্ম্মের কথা ) বলা  
হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্ব্বদোষশূন্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে—  
‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দেবতাগণেরও পরম দৈবত স্বরূপ তাহাকে । তিনিই  
কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতির অধিপতি ; তাঁহার জনকও কেহ নাই, এবং অধিপতিও কেহ  
নাই’ । ‘তাঁহার কার্য্য—দেহ ও করণ—ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার সমান বা অধিকও দৃষ্ট হয় না ।  
তাঁহার নানাবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে’ । ‘যিনি  
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্ত্র ও বিশেষাকারে সমস্ত বিষয় জানেন, এবং জানই তাঁহার তপস্তা’  
‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে,’ ‘তাহা ( প্রজাপতির শত আনন্দ )



“স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [ তৈত্তিঃ আনঃ ৮।৪ ]

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কূতশ্চন ।”

[ তৈত্তিঃ আনঃ ৯।১ ] ইতি

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবচ্চং নিরঞ্জনম্ ।”

[ শ্বেতাস্বঃ ৬।১৯ ] ইত্যাদি । স্মর্য্যতে চ—

“যো মামজ্ঞমনাদিকং বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্ ।” [ গীতাঃ ১০।৩ ]

“বিস্তৃত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” [ গীতাঃ ১০।৪২ ]

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ততে ॥” [ গীতাঃ ৯।১০ ]

উত্তমঃ পুরুষস্তনুঃ পরমাত্মেতুদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥” গীতাঃ ১৫।১৭ ]

“সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তিঃ জ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ ।

অন্যনশ্চাপ্যবদ্বিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী ।

ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ ।

নিরবচ্চঃ পরপ্রাপ্তে নির্নিধিষ্ঠোহক্ষরঃ ক্রমঃ ॥” [ বিষ্ণুপুঃ ৫।১।৪৭-৪৯ ]

ইত্যাদিঃ । অতঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতস্ত্যাপি ব্রহ্মণ উভয়লিপ্তত্বাৎ তত্ত্বস্থান-  
প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশন্তি ॥৩২॥১৭॥

ব্রহ্মের একটি আনন্দস্বরূপ, ‘মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে ; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে, সে লোক কোথা হইতেও ভীত হয় না,’ ‘ব্রহ্ম নিষ্কল ( নিরংশ ) শান্ত, নির্দোষ, নিরঞ্জন ( নির্লেপ ),’ ইত্যাদি । স্মৃতিতেও উক্ত আছে—‘যিনি আমাকে অজ্ঞ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর জ্ঞিয়া জানে,’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি,’ ‘প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় বা নেতৃত্বে চরাচর-সমন্বিত জগৎ প্রসব করে ; হে কুন্তিনন্দন, এই কারণেই এই জগৎ-চক্র চলিতেছে,’ ‘পরমাত্মা নামে কথিত উত্তম-পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে পৃথক্ ও অব্যায়াত্মা, যিনি ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন’ । ‘তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্তা, সর্ব্বশক্তি, জ্ঞান ও বলৈশ্বর্যবান্, হাস-বুদ্ধিরহিত, স্বাধীন, উৎপত্তিরহিত, বশী, ক্রোধ, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, ও কামাদির সহিত অসম্বন্ধ, নির্দোষ, অপ্রাপ্য, অনাপ্রীত এবং নিতাবিষ্টমান,’ ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও উভয়বিধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকার বিশেষ বিশেষ স্থানগত দোষও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

পরিহারতি—

## বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তৃমন্তুর্ভাবানুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ ( \* ) ॥৩৥২৥২০॥

[ পদচ্ছেদঃ—বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তৃম্ ( বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ ) [ নিবারিত হইয়াছে ] । অন্তর্ভাবাৎ ( মধ্যে অবস্থান হেতু ) উভয়সামঞ্জস্যং ( উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ, ) এবং ( এইরূপ ) দর্শনাৎ ( যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—পরিহারমাহ—বুদ্ধি-হ্রাসেত্যাदि । পূর্ব্বস্থত্ৰাৎ নেতি অনুবর্ততে । নৈবং চোক্তম্ ; পৃথিব্যাदिষু অন্তর্ভাবাৎ প্রসক্তং পরমাশ্রয়ঃ তদগতবুদ্ধি-হ্রাসভাক্তৃম্ দৃষ্টান্তেন নিবার্যতে, ইতি উভয়-সামঞ্জস্যং দৃষ্টান্ত-দ্বয়োপাদানসামঞ্জস্যাদ্ অবগম্যতে, অত্রত্র এবং দর্শনাদপি । “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।” ইত্যত্র বস্তুতঃ স্থিতমাকাশং, “জলাধারেষিবাং-গুমান্” ইত্যত্র চ বস্তুতঃ অনবস্থিতং স্বর্ধ্যাদিকম্, এতদুভয়মুপাদায় অনবস্থিতস্ত যথা ন দোষসংস্পর্শঃ, তথা অবস্থিতস্তাপি দোষ-সংস্পর্শাভাবো জ্ঞাপিত ইতি ভাবঃ ।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন,—না, এক্রপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, পরমাত্মা পৃথিবীপ্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও পৃথিব্যাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে ; আকাশ ও জল-স্বর্ধ্যাদি, এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য অনুসারে জানা যাইতেছে যে, স্বর্ধ্যাদি যেমন জলাদিতে অবস্থিত না হইয়া দোষে লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও তেমনি বটে । কেন না, আকাশ যেমন সর্বত্র অবস্থিত হইয়াও স্থান-দোষে লিপ্ত হয় না ; পরমাত্মার সম্বন্ধেও সেই কথা । বিশেষতঃ এইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় ॥৩৥২৥২০॥ ]

পৃথিব্যাदिস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ  
পৃথিব্যাदिস্থানগত-বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্তৃমাত্রং সূর্য্যাदि-দৃষ্টান্তেন নিবর্ত্যতে ।  
কথমিদমবগম্যতে ? উভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্—উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি  
নিশ্চীয়তে । “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ” “জলাধারে-

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—“বুদ্ধি-হ্রাস-ভাক্তৃম্” ইত্যাদি ।

পৃথিব্যাदि স্থানে অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ পৃথিব্যাদি স্থানগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম্মসংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, তাহাই কেবল স্বর্ধ্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে । কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ? [ উত্তর— ] উভয় সামঞ্জস্য হইতে । অর্থাৎ এক্রপে প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য বা অবিরোধ হইতেই এইরূপ অবধারিত হইতেছে । ‘একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধারভেদে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে’,

‘ষিবাংশুমান্’ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়শ্চিত্তঃ ১৪৪] ইতি দোষবৎস্বনকেষু বস্তুষু বস্তুতোহবস্থিতশ্রাংকাশস্ত, বস্তুতোহনবস্থিতশ্রাংশুমতশ্চেতাভয়স্ত দৃষ্টান্তস্ত উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাক্ত্বনিবর্তনমাত্রৈ প্রতিপাদ্যে সমঞ্জসং ভবতি । ঘটকরকাদিষু যথা বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ সংযুক্ত্যমানমপ্যাকাশং বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে ; যথা চ জলাধারেণ বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদগতবুদ্ধি-হ্রাসাদিভির্ন স্পৃশ্যতে ; তথায়ং পরমাত্মা পৃথিব্যাदिषু নানাकारेष्वেतेषু চেতनेषু চ স্থিতস্তত্তদগত-বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃক্তঃ সর্বত্র বর্তমানোহপ্যেক এবাস্পৃক্তদোষগন্ধঃ কল্যাণগুণাকর এব । এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্তুতোহবস্থিতশ্রাংশুমতো হেতুভাবাজ্জলাদিদোষানভিষঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাदिष्वবস্থিতশ্রাপি পরমাত্মনো দোষপ্রত্যনীকারতয়া দোষহেতুভাবান্ন দোষসম্বন্ধঃ—ইতি ।

দর্শনাচ্চ—দৃশ্যতে চৈবং সর্বমাত্মনা সাধর্ম্যাভাবেহপি বিবক্ষিতাংশ-সাধর্ম্যাচ্চ দৃষ্টান্তোপাদানম্—‘সিংহ ইব মাণবকঃ’ ইত্যাদৌ । অতঃ

‘বিভিন্ন জলাধারে একই হৃদ্য যেমন [ পৃথক্ হন ],’ এখানে দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত হৃদ্য, এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দোষসংস্পর্শনিবারণরূপ মুখ্যপ্রতিপাদ্যংশেই সামঞ্জস্য যুক্ত বা সঙ্গত হইতেছে । আকাশ যেরূপ হ্রাসবুদ্ধি-ভাগী ঘট ও করকাদিতে ( করকা অর্থ—শীল বা বরফ ) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে প্রতিবিম্বমান হৃদ্য যেরূপ জলাধারাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম দ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনাচেতন বিবিধাকার পদার্থ মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও তদগত বুদ্ধিহ্রাসাদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং সর্বত্র বর্তমান থাকিয়াও এক ও সর্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শরহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকার স্বরূপ ।

ইহাই উক্ত হইতেছে যে, জলাদি মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান হৃদ্যের যেমন উপযুক্ত কারণ না থাকায় জলাদির দোষে সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত হইলেও তাঁহার আকার বা স্বরূপই দোষপ্রতিপক্ষ ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষসম্বন্ধ হয় না ।

বিশেষতঃ ব্যবহার-দর্শনও অপর হেতু,—সর্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও এইরূপ কেবল অভিপ্রেত অংশের সাধর্ম্য বা সাদৃশ্য লইয়াই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ‘সিংহ সাদৃশ্য মাণবকঃ’ ইত্যাদি হলে । অতএব, দৃষ্টান্তই অজ্ঞানাদি সর্বপ্রকার দোষ-

## অত এব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ॥৩৥২॥১৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—অতঃ ( এই হেতু ) এব ( নিশ্চয়ে ) চ (সমুচ্চয়ে) উপমা ( সাদৃশ্য ) সূর্য্যাদি-বৎ ( জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ঞ্চায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—যতঃ সৰ্ব্বগতস্তাপি পরব্রহ্মণঃ নিত্যানিদোষত্বেন কল্যাণশুণাকরত্বেন চ উভয়-লিঙ্গত্বাৎ তত্ত্বংস্থানপ্রযুক্ত-দোষৈরসংস্পর্শঃ ; অতএব চ হেতোঃ সূর্য্যাদিবৎ জলপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ ইতুপমা, “যথা হুয়ং জ্যোতিরাস্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোহমুগচ্ছন্ । উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা,” “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ । তথাঐকো হনেকস্তো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্” ইত্যাদিষু ।

যেহেতু পর-ব্রহ্ম সৰ্ব্বগত হইয়াও তত্ত্বং-স্থানবিশেষের দোষে কলুষিত হন না, সেই হেতুই শাস্ত্রে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি তাহার উপমারূপে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥ ]

যতো নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতস্তাপি পরশ্চ ব্রহ্মণো ন তৎপ্রযুক্ত-দোষভাক্ত্বম্ ; অতএব জল-দৰ্পণাদিপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ পরমাত্মা তত্র তত্রাবস্থিতোহপি নির্দোষঃ, ইতি শাস্ত্রেষুপমা ক্রিয়তে—

“আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।

তথাঐকো হনেকস্তো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥” [ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়শ্চিত্তঃ ১৪৪ ] ইত্যাদিষু ॥৩৥২॥১৮॥

অত্র চোদয়তি—

## অম্বুবদগ্রহণাতু ন তথাত্মম্ ॥৩৥২॥১৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—অম্বুবৎ ( জলের ঞ্চায় ) অগ্রহণাৎ ( গ্রহণ করা যায় না বলিয়া ) তু ( কিন্তু ) ন ( না ) তথাত্মং ( সেইরূপ ভাব ) । ]

যেহেতু পর-ব্রহ্ম নানাবিধ স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থানপ্রযুক্ত দোষভাগী হন না, এই হেতুই জল ও দৰ্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ঞ্চায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থান করিয়াও নির্দোষ থাকেন । শাস্ত্রেও এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে,— ‘একই আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটাদিযোগে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তেমনি বহু জলাধারে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্যের ঞ্চায় আত্মা এক হইয়াও অনেক প্রদেশস্থ হয় । সৰ্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক হইয়াও বিভিন্ন-ভূতে অবস্থিত হওয়ায় জল-চন্দ্রের ( জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ) ঞ্চায় একধা এবং বহুধাও দৃষ্ট হয়’ ইত্যাদি স্থানে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥ ]

[ শব্দে—অম্বুদগ্রহণাৎ—অম্বুনি জলে সূর্য্যো যথা পরমার্থতোহবিভূতান এব ভ্রান্ত্যা তত্র স্থিত ইব গৃহ্যতে ; সূতরাং তত্র তদোষানবকাশঃ ; পরমাত্মা তু ন তথা গৃহ্যতে ; অপি তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ পরমার্থত এব তত্রস্থো গৃহ্যতে ; সূতরামেব পরমাত্মনঃ ন তথাহং—সূর্য্যস্তেব ন তৎপ্রযুক্ত-দোষাসংস্পর্শিত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

এখন আশঙ্কা করিতেছেন যে, সূর্য্য বেরূপ প্রকৃতপক্ষে জলমধ্যে বিভূতান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তিবশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র ; সূতরাং জলাদিদোষে সূর্য্যের সম্বন্ধ না হওয়াই সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধে যখন সেরূপ প্রতীতি হয় না ; পক্ষান্তরে ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি-প্রামাণ্যানুসারে পরমাত্মার সত্যসত্যই সর্বত্র অবস্থিতি জানা যাইতেছে ; কাজেই জল-সূর্য্যাদির ত্রায় পরমাত্মার পক্ষে পৃথিব্যাদির দোষে অসংস্পৃষ্ট থাকা সম্ভবপর হইতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥ ]

তু-শব্দশ্চোদ্যং দ্রোতয়তি । অম্বুদদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ । অম্বু-দর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে ; ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে । অম্বুদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে, ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ । ইহ তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” যোহম্পু তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [ বৃহদা০ ৫।৭।৩,৪,২২ ] ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে । অতঃ সূর্য্যাদেবম্বু-দর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষাননুষঙ্গস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব । অতো ন তথাহং—দাক্ষ্যন্তিকশ্চ ন দৃক্যন্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ ॥৩॥২॥১১॥

কথিত বিষয়ে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন—“অম্বুদগ্রহণাৎ” ইত্যাদি সূত্রে । সূত্রস্থ তু-শব্দে দোষোদ্ভাবন সূচনা করিতেছে । ‘অম্বুবৎ’ এই স্থলে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত ( অম্বুনি ) পদের পর ‘বৎ’ প্রত্যয় হইয়াছে । জল ও দর্পণাদি পাত্রে বেরূপ সূর্য্য ও মুখ প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপভাবে দৃষ্ট হয় না । কেন না, ভ্রান্তিবশতই জলাদি পাত্রমধ্যে সূর্য্য প্রভৃতিকে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহারা তন্মধ্যে অবস্থিত নহে ; পরমাত্মার পক্ষে কিন্তু ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন,’ ‘যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন’ ‘যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন’ এই জাতীয় শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই পরমাত্মাকে পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে । অতএব [ বুদ্ধিতে হইবে যে, ] জল ও দর্পণাদির সম্বন্ধ-জনিত দোষ যে, সূর্য্য ও দর্পণাদিকে সংস্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই তাহার প্রধান কারণ ; অতএব তথাহং (সেইরূপ ভাব) নাই, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সহিত দাক্ষ্যন্তিক পরমাত্মার তুল্যভাব হইতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

স্বভাবতো নিরন্তুনিখিলাজ্ঞানাদিদোষগন্ধস্ত সমস্তকল্যাণগুণাকরস্ত পৃথিব্যাদি-  
স্থানতোইপি ন দোষসম্ভবঃ ॥৩৥২৥২০॥

অথ স্মাৎ—“দ্বৈ বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ” [ বৃহদা০  
৪।৩।১ ] ইতি প্রকৃত্য সমস্তং স্থূলসূক্ষ্মরূপং প্রপঞ্চং ব্রাহ্মণো রূপত্বেন  
পরামৃশ্য “তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং—যথা মাহারজনং বাসঃ”  
[ বৃহদা০ ৪।৩।৬ ] ইত্যাদিনা ( \* ) আকারবিশেষঃ চাভিধায় “অথাত  
আদেশো নেতি নেতি নহেতস্মাদিতি নেত্যান্যৎ পরমস্তু” ইতি সর্বং  
প্রকৃতং ব্রাহ্মণঃ প্রকারম্ ইতি-শব্দেন পরামৃশ্য তৎ সর্বং প্রতিষিধ্য  
সর্ববিশেষাধিষ্ঠানং তস্মাত্রমেব ব্রাহ্ম ; বিশেষাস্ত্বেবংবিধং স্বস্বরূপমজানতা  
ব্রাহ্মণা কল্পিতা ইতি দর্শয়তি । অতঃ কথমুভয়লিঙ্গত্বং ব্রাহ্মণ ইতি ।  
অত্রাহ—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি

চ ভূয়ঃ ॥৩৥২৥২১॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং ( প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বিশেষাবস্থা মাত্র ) হি ( নিশ্চয়ে )  
প্রতিষেধতি ( নিষেধ করিতেছেন ), ততঃ ( তদপেক্ষা ) ব্রবীতি ( বলিতেছেন ) চ ( ও ) ভূয়ঃ  
( অধিকগুণ ) । ]

সম্বন্ধবর্জিত এবং কল্যাণময় নিখিল সদ্গুণের আকর পরমাত্মার পৃথিব্যাঙ্গ স্থানের সহিত  
সম্বন্ধনিবন্ধনও দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ২০ ॥

আপত্তি হইতে পার যে, ‘ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত,’ ( মূর্ত্ত অর্থ স্থূল বা  
সাবয়ব, আর অমূর্ত্ত অর্থ সূক্ষ্ম নিরবয়ব ) । এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে  
ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ‘সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের ( ব্রহ্মের ) রূপটি—যেমন হরিজ্ঞা-  
রঞ্জিত বস্ত্র,’ ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করিয়া ‘অতঃপর উপদেশ এই  
যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা [ উৎকৃষ্ট ] নাই, ইহা হইতে পৃথক্ও অপর কিছু নাই,’  
এই শ্রুতি আবার ইতি-শব্দে পূর্বোক্ত সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করত সে সমুদয়ের নিষেধ  
করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সংস্বরূপ ব্রাহ্ম, এবং সেই বিশেষ ধর্ম্ম সমূহও আপনার  
স্বরূপানভিষ্ট ব্রাহ্মকর্তৃক কল্পিত মাত্র, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন । অতএব ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব  
সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এতদন্তরে বলিতেছেন—“প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি” ইত্যাদি ।

[ সরলার্থঃ—নহু “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” ইত্যাদিনা প্রপঞ্চমাত্রসৌব ব্রহ্মরূপত্ব-প্রতিবেদ্যং সম্বাদমেব ব্রহ্মাবগম্যতে, তৎ কথমুভয়লিঙ্গত্বম্ ? ইত্যাহ—“প্রকৃতৈতাবদ্ব্যম্” ইত্যাদি ।

“যে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যত্র কৃৎসপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মরূপত্বেন উপদিষ্টতয়া তন্নিবেদ্যাসম্ভবাৎ “নেতি নেতি” ইতি শ্রুতিঃ প্রকৃতৈতাবদ্ব্যং প্রতিবেদ্যতি—ইতঃপূৰ্বে প্রকৃতাঃ যে বিশেষধৰ্ম্মাঃ, ব্রহ্মণঃ, তন্মাত্রবদ্ব্যং নিবারণয়তি নেতি নেতীত্যাদিকা শ্রুতিঃ ; যন্মাৎ ততঃ তন্মাদপি ভূয়ঃ অধিকং গুণজ্ঞাতং ব্রবীতি—“অথ নামধেয়ং সত্যস্ত সত্যম্” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ । অতো ন প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মরূপত্বাপ্রতিবেদ্যঃ সিধ্যাতীতি ভাবঃ ॥

ভাল, “অথাৎ আদেশঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপতা প্রতিষিদ্ধ হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, কেবল সম্বাদই ব্রহ্মের স্বরূপ ; স্ততরাং তাহার উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতেছে কিরূপে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“প্রকৃতৈতাবদ্ব্যম্” ইত্যাদি ।

[ প্রথমে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদর্শনে লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, কেবল ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ, এতদতিরিক্ত আর কিছু রূপ নাই ; সেই ভ্রম নিবারণের জন্ত ] “নেতি নেতি” শ্রুতি নিষেধ দ্বারা বুঝাইলেন যে, কেবল ইহাই তাহার রূপ নহে ; আরও আছে । এই জগৎই শ্রুতি এতদতিরিক্ত আরও গুণবিশেষের উল্লেখ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥ ]

নৈতদুপপত্ততে—যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃত-বিশেষবদ্ব্যং “নেতি নেতি” [ বৃহদা০ ৪।৩।৬ ] ইতি প্রতিষিধ্যতে ইতি ; তথা সতি ভ্রাস্তজল্লিতায়-মানস্বাৎ । নহি ব্রহ্মণো বিশেষণতয়া প্রমাণান্তরাপ্রজ্ঞাতং সৰ্ব্বং তদ্বিশেষণত্বেনোপদিষ্ট্য পুনস্তদেবানুস্মৃত্তঃ প্রতিবেদ্যতি । যদ্যপি নির্দিষ্ট্য-মানেষু কেচন পদার্থাঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধাঃ ; তথাপি তেষাং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বমপ্রজ্ঞাতমেব ; ইতরেবাং তু স্বরূপং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বং চাজ্ঞাতম্ ।

না,—“নেতি নেতি” শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষগুণ-সম্বন্ধই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, ইহা উপপন্ন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে ভ্রাস্তের জন্মানার স্থায় হইয়া পড়ে । কেন না, অত্র কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধৰ্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনর্বার যে, তাহারই নিষেধ করা, ইহা কখনই উন্নত ভিন্ন কেহ করিতে পারে না । যদিও পূৰ্ব্বোপদিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে কোন কোন পদার্থ প্রমাণান্তর-সিদ্ধও বটে, তথাপি সে সমুদয় পদার্থ যে, ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই বটে, এবং অপর পদার্থগুলির স্বরূপ এবং সেগুলি যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, এই উভয়ই জ্ঞানা নাই ; স্ততরাং

অতন্তেষামনুবাদাসম্ভবাদ্ অত্রৈবোপদিশ্যন্তে ; অতন্তন্নিষেধো নোপপদ্যতে ।  
যস্মাদেবম্, তস্মাৎ প্রকৃতৈতাবদ্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতীদং বাক্যম্ । যে  
ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ ; তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানৈয়ত্তা  
“নেতি নেতি” ইতি প্রতিষিধ্যতে । নেতি নেতি—নৈবম্—নৈবম্,  
উক্তপ্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম । উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ  
ইয়ত্তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি-শব্দেন পরামৃশ্যত ইত্যর্থঃ ।

যতশ্চ নিষেধানস্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি ; অতশ্চ প্রকৃত-  
বিশেষণযোগিক্রমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি । ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং  
“ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তু, অথ নামধেয়ং—সত্যম্ সত্যমিতি ।  
প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্” [ বৃহদা০ ৪।৩।৬ ] ইতি । অয়মর্থঃ—  
‘ইতি নেতি’ যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্বস্তু পরং নহি অস্তু ;

সে সমুদয়ের উল্লেখ কখনই ‘অনুবাদ’ [ প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করাকে ‘অনুবাদ’ বলে । ] হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানেই ( ঐ শ্রুতিতেই ) সে সমুদয়ের প্রথম উপদেশ করা হইতেছে ( \* ) ; সুতরাং সে সমুদয়ের নিষেধ হইতেই পারে না । যেহেতু এই প্রকার [ অবস্থা ], সেইহেতু [ বলিতে হইবে, ] উক্ত বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবস্থেরই প্রতিষেধ করিতেছে । ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত ধর্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাব প্রতীত হইয়াছিল, ‘নেতি নেতি’ বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে । ‘নেতি নেতি’ অর্থ—এরূপ নহে—এরূপ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহে । অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা ( তন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা ), এখানে ইতি-শব্দে তাহাই গৃহীত হইয়াছে ।

বিশেষতঃ নিষেধের পরও, ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন ; সেই কারণেও [ বুঝিতে হইবে যে, ] ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্বোক্ত ধর্ম-সম্বন্ধই কেবল প্রতিষিদ্ধ করিতেছেন । কারণ, [ শ্রুতি ] আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—  
“নহেতস্মাদ্ ইতি নেতি” ইত্যাদি । ইহার অর্থ এই যে, “ইতি ন” ( ইহা নহে ) বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই,

( \* ) তাৎপর্য—প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম ‘অনুবাদ’ । অনুবাদ বাক্যের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু যে সমস্ত বিষয় প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে, সে সমস্ত বিষয়ের উপদেশক বাক্যের প্রামাণ্য অনিবার্য । “যে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিশেষণরূপে যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে । যে কয়েকটি ধর্ম প্রমাণান্তর-সিদ্ধ, সে সমুদয়ও ব্রহ্মবিশেষণরূপে কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; অবিজ্ঞাত বলিয়াই শ্রুতি এখানে বিশেষ করিয়া সে সমুদয়ের উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্ববাক্যোক্ত কোন ধর্মকেই ‘অনুবাদ’ বলিয়া উপেক্ষা করা বাইতে পারে না । অতএব শ্রুতি উপাদেশ-বোধে যে সমস্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছে, নিজেই আবার তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ত উহা উদ্বস্ত-প্রলাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ॥



ব্রহ্মণোহিহাৎ স্বরূপাতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ । তস্য চ ব্রহ্মণঃ সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্ । তস্য চ নির্বচনং “প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্” [ বৃহদা° ৪।৩।৬ ] ইতি । প্রাণ-শব্দেন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ পরামৃশ্যন্তে ; তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপান্ধাভাবরূপ-পরিণামাভাবাৎ ; তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোহপ্যেষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কৰ্ম্মানুগুণ্যেন জ্ঞানসংকোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে ; পরমপুরুষস্য তু অপহতপাপুনস্তৌ ন বিদ্যেতে ; অতন্তেভ্যোহপ্যেষ সত্যম্ । অতশ্চৈবং বাক্যশেষোদিতগুণজাতযোগাৎ (\*) “নেতি নেতি” [ বৃহদা° ৪।৩।৬ ] ইতি ব্রহ্মণঃ সৰ্বিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু পূৰ্ব্বপ্রকৃতেয়তামাত্মম্ । অত উভয়লিঙ্গমেব পরং ব্রহ্ম ॥৩।২।২১॥

তথাচ (+) ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন তৎসম্বন্ধিতয়া মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-রূপানুবাদেন তন্নিষেধাসম্ভবাৎ প্রকৃতেয়তা-প্রতিষেধ উক্তঃ ; তদেব প্রমাণান্তরাগোচরত্বং দ্রষ্টয়তি—

অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই । সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে ‘সত্যের সত্য’, সেই নামের নির্বাচন বা যোগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য । জীবাত্মা স্বভাবতই প্রাণসহচর ( প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ) ; এই জন্ত এখানে জীবাত্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । আকাশাদির ছায় তাহারও স্বরূপতঃ অন্ধাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ ( জীবগণ ) সত্য-পদবাচ্য, ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরম পুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ ; কেন না, নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে জীবাত্মসমূহের জ্ঞানে সংকোচ ও বিকাশ ঘটে, কিন্তু অপহতপাপা পরমপুরুষের সম্বন্ধে তদুভয়ই নাই ; এই জন্তই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য । অতএব, উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই [ বুঝিতে হইবে যে, ] ‘নেতি নেতি’ কথায় ব্রহ্মের সৰ্বিশেষত্বাব নিষিদ্ধ হইতেছে না ; পরন্তু পূৰ্ব্বপ্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতাবই—( প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ) । অতএব পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই উভয়লিঙ্গ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যখন অপর কোনও প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের অনুবাদ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং তাহার প্রস্তাবিতরূপে ‘আশঙ্কিত পরিচ্ছিন্নতাই কেবল প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, একথা পূৰ্বেই বলা হইয়াছে । এখন সেই প্রমাণান্তরাগোচরত্বই দৃঢ়তর করিবার জন্ত বলিতেছেন—“তদব্যক্তম্” ইত্যাদি ।

(\*) গুণজাতযোগাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তথা চ ইতি ‘দ’ পুস্তকে নাস্তি ।

## তদব্যক্তমাহ হি ॥৩।২।২২॥

[ পদচ্ছেদঃ—তৎ ( ব্রহ্ম ) অব্যক্তং ( প্রমাণের অগোচর ) আহ (প্রতিপাদন করিতেছেন) হি ( নিশ্চয় ) । ]

[ সরলার্থঃ—ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বমেব দ্রষ্টবিত্ত্বমাহ—‘তদব্যক্তম্’ ইত্যাদি। তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তম্—প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ ন ব্যজ্যতে নিরূপ্যতে ইত্যব্যক্তম্। শাস্ত্রং চ এতদাহ—“ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” “ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনেনম” ইত্যাদি।

উক্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত বা নিরূপিত হন না, এইজন্ত অব্যক্ত। ‘তাহার স্বরূপ দর্শনপথে থাকে না; কেহও তাহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না।’ ‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাচ্য দ্বারাও নহে।’ ইত্যাদি শাস্ত্রও তাহাকে প্রমাণাগম্য বলিতেছেন ॥৩।২।২২॥ ]

তদ ব্রহ্ম প্রমাণান্তরেণ ন ব্যজ্যতে ; আহ হি শাস্ত্রং “ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনেনম” [ তৈত্তিঃ নারাঃ ১।১০ ] “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” [ মুণ্ডঃ ৩।১৮ ] ইত্যাদি ॥৩।২।২২॥

হেতুস্বরূপাহ—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩।২।২৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—অপি ( আরও ) সংরাধনে ( আরাধনায় ) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ( শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—তদেব দ্রষ্টবিত্ত্বমাহ—অপি চ, সংরাধনে সম্যক্ আরাধনে ভক্তিরূপাপন্ন-নিদিধ্যাসনে ইতি যাবৎ, এব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি, ন হ্যগত্ৰ, ইতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ, তৈশ্চৈষ আত্মা বিবৃণতে তন্ম্ স্বাম্।” “ততস্তু তং পশ্যতি নিরুলং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যাম্।”

“ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তবেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥” ইত্যাত্মা ॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন—অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বর-প্ৰীতিকর ভক্তিস্বরূপ নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অগত্ৰ হয় না; ইহা প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতি হইতে জানা যায় ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥ ]

সেই ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণে ব্যক্ত হন না ; [ অতএব অব্যক্ত ]। শাস্ত্রও এ কথা বলিতেছেন—‘ইহার স্বরূপ দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে; কেহই চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখিতে পায় না’ ; ‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাচ্য দ্বারাও হন না’ ইত্যাদি ॥৩।২।২৩॥

অপি চ, সংরাধনে—সম্যকশ্রীণে ভক্তিরূপাপন্নো নিদিধ্যাসনে এবাস্ত  
সাক্ষাৎকারঃ ; নান্যত্রেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবগম্যতে ।

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ যুগুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিশ্বযুগুতে তনুং স্বাম্ ॥”

[ যুগুৎ ৩২।৩ ]

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্বস্ততস্ত তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ”

[ যুগুৎ ৩১।৮ ] ইতি শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।”

“ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তদ্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥” [গীতাঃ ১১।৫৩।৫৪]

ইতি ভক্তিরূপাপন্নোবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য শ্রীণনমিতি  
পূর্বমোবোক্তম্ । অতো নিদিধ্যাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমুপদিশৎ “দ্বৈ বাব  
ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মণো মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয়াদিবিশিষ্টতাং প্রাগসিদ্ধাং  
নানুবদিতুং ক্ষমম্ ॥৩॥২॥২৩॥

অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রীতিসাধন ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই ( \* )  
ইহার ( ভগবানের ) সাক্ষাৎকার ( প্রত্যক্ষ ) হইয়া থাকে ; অত্র প্রমাণে হয় না ; ইহা শ্রুতি  
ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে । তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, ‘এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-  
ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, মেধা অর্থাৎ ধারণাক্ষম বুদ্ধি দ্বারা পারা যায় না,  
বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও পারা যায় না, পরন্তু এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, অধিকারী  
বলিয়া মনে করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন । এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয়  
স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ ‘অগ্রে জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে  
করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করে,’ ইতি । স্মৃতিও এই যে, ‘বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে  
এইরূপে দেখিতে পায় না, তপস্বী দ্বারা পায় না, দান দ্বারা পায় না, এবং যজ্ঞ দ্বারাও পায় না ।  
হে পরন্তপ অর্জুন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে যথাযথ রূপে জানিতে, দেখিতে  
এবং প্রবেশ করিতে পার’ ইতি । ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনাই যে, সংরাধন অর্থাৎ তাঁহার  
শ্রীতিসম্পাদক আরাধন, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । অতএব “দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে”  
ইত্যাদি শাস্ত্রও নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে বাইরা ইতঃপূর্বে অবিজ্ঞাত  
মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপের অনুবাদ করিতে কখনই সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

(\*) তাৎপৰ্য্য—নিদিধ্যাসন অর্থ—অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত মনোবৃত্তিবিশেষ । বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—  
“তাভ্যাং নির্বিকটিকিৎসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ । একতানত্মমেতচ্চি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥” ( পঞ্চদশী ),  
অর্থাৎ প্রবণ ও মনন বা অনুকূল তর্কের সাহায্যে সন্দেহ অপনয়নপূর্বক ধোয় বিষয়ে স্থিরীকৃত চিন্তের যে

## প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাং ॥৩১২॥২৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (জ্ঞান ও আনন্দাদির ভ্রায়) চ (ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ (প্রকাশ) চ (ও) কর্মণি (কর্মেতে) অভ্যাসাং (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে) । ]

[ সরলার্থঃ—যেথাৎ বামদেবাদীনাং কর্মণি সংরাধনে অভ্যাসাং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনাৎ ব্রহ্মণঃ স্বরূপদর্শনং জাতম্, তেষামেব দর্শনে প্রকাশাদিবৎ জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপবৎ মূর্ত্তামূর্ত্তবিশিষ্টতয়া অপি ব্রহ্মরূপত্বে অবৈশেষ্যং বৈশেষ্যাব্যভাবঃ প্রজ্ঞাতম্ ইত্যর্থঃ ॥

আরাধনাত্মক কর্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন বশতঃ বামদেব প্রভৃতি—যাহাদের প্রকাশ অর্থাৎ স্বরূপদর্শন জন্মিয়াছে, তাহাদের সেই দর্শনেই ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বরূপের ভ্রায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-বিশিষ্ট রূপেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। অতএব “নেতি” বাক্যে মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপের নিষেধ করা হয় নাই ॥ ৩১২ ॥ ২৪ ॥ ]

ইতশ্চ প্রকৃতেতাবদ্বমেব প্রতিষেধতি, ন মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিক্তম্ ; যতঃ সাক্ষাৎকৃতপরব্রহ্মস্বরূপাণাং বামদেবাদীনাং দর্শনে প্রকাশাদিবৎ—জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তাদি প্রপঞ্চবিশিষ্টতয়া অপি ব্রহ্মগুণত্বাবৈশেষ্যং প্রতীয়তে—“তন্ধৈতৎ পশ্যন্ স্বামির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [ রুহদা০ ৩।৪।১০ ] ইত্যাদি । ব্রহ্মস্বরূপভূতপ্রকাশানন্দাদিশ্চ তেষাং বামদেবাদীনাং সংরাধনাত্মকে কর্মণি অভ্যাসাদুপলভাতে । তদ্বচ্চ অভ্যাস্তসংরাধনানাং তেষাং মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিক্তম্ প্যাবিশেষেণ প্রতীয়ত-ইত্যর্থঃ ॥৩১২॥২৪॥

এই কারণেও [ বৃত্তিতে হইবে যে, ] প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই । কেন না, যেহেতু যাহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি স্বামির দর্শনে ( ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধিতে ) প্রকাশাদির ভ্রায় অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দাদি স্বরূপের ভ্রায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিষ্টত্বও যে, ব্রহ্মের গুণরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিশেষ বুঝা যাইতেছে না । যথা,—‘বামদেব সেই এই ব্রহ্ম সন্দর্শন করত বুলিয়াছিলেন যে, আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম’ ইত্যাদি । প্রকাশ ও আনন্দাদি যে, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাও সেই বামদেবাদির সংরাধন বা ঈশ্বর-প্রীণনাত্মক কর্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন হইতেই উপলব্ধির বিষয় হয় । এইরূপে সংরাধনে অভ্যাস্ত তাহাদের নিকটই মূর্ত্তামূর্ত্তাদি জগদাত্ম্যভাব তুল্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩১২ ॥ ২৪ ॥

একাকারে প্রবৃত্ত চিন্ত্যপ্রবাহ, তাহার নাম নিদিধ্যাসন । রামানুজস্বামী এই নিদিধ্যাসনকেই ভক্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥

উক্তং ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপসংহরতি—

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩৥২৥২৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অতঃ ( এই সকল কারণে ) অনন্তেন ( অসংখ্যগুণে বিশিষ্ট ), তথাহি ( সেইরূপ হইলেই ) লিঙ্গং ( উভয় লিঙ্গত্ব ) [ সিদ্ধ হইতে পারে ) । ]

সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ অনন্তেন অপরিসংখ্যোয়েন কল্যাণগুণসমূহেন বিশিষ্টত্বং ব্রহ্মণঃ সিদ্ধম্ । তথাচ সতি উভয়লিঙ্গং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥

অতএব ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণময়গুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥ ]

অতঃ—উক্তৈর্হেতুভিঃ ব্রহ্মণোহনন্তেন কল্যাণগুণগণেন বিশিষ্টত্বং সিদ্ধম্ । তথাহি সত্যুভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোপপন্নং ভবতি ॥৩৥২৥২৫॥

[ ইতি পঞ্চমং উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥ ]

অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ । উভয়ব্যপদেশাৎ অহি-কুণ্ডলবৎ ॥৩৥২৥২৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—উভয়ব্যপদেশাৎ ( উভয়রূপে নির্দেশ হেতু ) তু ( কিন্তু ) অহি-কুণ্ডলবৎ ( সর্পের কুণ্ডলীভাবের দ্বারা ) । ]

[ সরলার্থঃ—“ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” “আত্মৈবেদং সর্বম্” ইতি, “আত্মাত্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি চ আত্মনো নানাত্বৈকত্বদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—কিমাশ্বিনঃ স্বরূপমিতি । এতৎসংশয়-নিরাসার্থং তু শব্দঃ । উভয়ব্যপদেশাৎ ঐক্যতাবাব নানাত্বৈকত্বনির্দেশাৎ “দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যাদিশ্রুত্বাৎ উভয়মেব ব্রহ্মণো রূপম্ ; অহিকুণ্ডলবৎ—যথা একশ্চেব অহেঃ সর্পস্ত কুণ্ডলনাদিভেদেন প্রকারভেদঃ, ব্রহ্মণোহপি তথোতি ভাবঃ ॥

ঐতিহ্যে একত্ব ও নানাত্ব উভয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মের উভয়বিধ রূপই সত্য ; যেমন একই সর্পের কুণ্ডলাদি অবস্থাভেদে ভেদ, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥ ]

মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকস্য অচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বং “দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে” [ বৃহদা০ ২।৩।১ ] ইত্যাদিনোপদিশ্যতে । “অথাত আদেশো নেতি নেতি”

ব্রহ্মের পূর্বোক্ত উভয়লিঙ্গ বিচারের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—‘অতঃ’ ইত্যাদি । অতএব অর্থাৎ উল্লিখিত হেতুসমূহ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে । তাহা হইলেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥

[ ইতি পঞ্চম উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥ ৫ ॥ ]

‘ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ,’ ইত্যাদি ঐতিহ্যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে । ‘অতঃপর উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম ইহা

[ বৃহদা০ ২।৩।৬ ] ইতি মূর্ত্তামূর্ত্তাচ্ছবরূপতয়া ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রতিবিধ্যতে ।  
 “নহেতস্মাদিতি নেত্যান্যং পরমস্তুি” [বৃহদা০ ২।৩।৬] ইতি ব্রহ্মাণোহন্যদ্ব্যুৎ-  
 কৃষ্ণং নহন্তীতি প্রতিপাদিতম্ । তদুপপাদনায় “অথ নামধেয়ং  
 সত্যস্ত সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্” ইতি  
 প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টেভ্যশ্চেতনেনেভ্যোহপ্যেয সত্যমিতি কদাচিদপি জ্ঞানাদি-  
 সঙ্কোচাভাবাদুক্তম্ । তথা “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ” [শ্বেতাস্ব০  
 ৬।১৬] “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বশ্বরম্” [ তৈত্তি০ নারাদি০ ৩ ] “নিত্যো  
 নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” [ শ্বেতাস্ব০ ৬।১৩ ] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চায়-  
 মর্থোহবগম্যতে । তস্মাচ্চিদ্বস্ত্বনো ব্রহ্মরূপত্বপ্রকার ইদানীং চিন্ত্যতে  
 ব্রহ্মাণো নির্দোষত্ব-সিদ্ধার্থম্ ;—কিমস্মাচ্চিদ্বস্ত্বনো ব্রহ্মরূপত্বম্ অহি-  
 কুণ্ডলন্ত্যেনে ? উত প্রভা-প্রভাবতোরিব একজাতিযোগেন ? উত  
 জীবন্তেব বিশেষণ-বিশেষ্যতয়াংশাংশিভাবেন ? ইতি । ইহ স্থাপ্যমানং

নহে’ এই শ্রুতিতেই আবার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জড় বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম-রূপের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ  
 প্রতিবিদ্ধ হইতেছে । তাহার পর “নহি এতস্মাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,  
 ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই । ইহারই সমর্থনের জন্ত আবার ‘অতঃপর ব্রহ্মের নাম  
 হইতেছে—“সত্যস্ত সত্যম্” অর্থাৎ সত্যেরও সত্য ; প্রাণই সত্য, তিনি তাহারও সত্য,’ এই  
 শ্রুতিতে আবার প্রাণ-শব্দবাচ্য চেতন—জীবসমূহ অপেক্ষাও আত্মার সত্যতা উক্ত হইয়াছে ।  
 কেন না, কস্মিন্ কালেও জীবগত জ্ঞান-শক্তির হ্রাস হয় না, ( একরূপই থাকে ) । সেইরূপ,  
 ‘প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর এবং গুণাধিপতি’, ‘জগতের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে’, ‘নিত্যের  
 নিত্য চেতনের চেতন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও এই রূপ অর্থই জানা যাইতেছে । সেই অচেতন  
 জড় বস্তু যে, কি প্রকারে ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষণীভূত হয়, ব্রহ্মের নির্দোষত্ব সমর্থনের জন্ত  
 এখন তাহা চিন্তা করা হইতেছে (\*)—

এই অচেতন পদার্থ যে, ব্রহ্মের রূপ, তাহা কি অহি-কুণ্ডলের স্থায় ? অর্থাৎ একই সর্প  
 যেমন সময়ে দীর্ঘাকার এবং সময়ে কুণ্ডলাকার হয়, অথচ ঐ উভয়ই সর্পের রূপ, ঠিক তেমনই  
 কি ? অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের ( অগ্নি ও তাহার প্রভার ) স্থায় একজাতীয় বলিয়া কি ?  
 কিংবা জীবের স্থায় বিশেষণ-বিশেষ্যতাব্যক্ত অংশাংশিভাবে ? তন্মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যতাব্যক্ত

(\*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘অহিকুণ্ডলাধিকরণ’ টি ছাঙ্কিশ হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত চারিখন্ড লইয়া রচিত হইয়াছে ।  
 ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অচিৎ পদার্থের ব্রহ্মরূপত্ববিষয়ে চিন্তা । (২) সংশয়—অচিৎ  
 পদার্থসমূহ ব্রহ্মের কিরূপ রূপ ?—ইহা কি অহিকুণ্ডলব্যৎ অভিন্ন ? না এক জাতীয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—এক-  
 জাতীয়ই বটে ; অভিন্ন নহে । (৪) উত্তর—না জীবের স্থায় অচেতন পদার্থও যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন  
 নিশ্চয়ই ব্রহ্মের অংশ । (৫) নির্ণয়—অতএব অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা  
 হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে নহে ॥

বিশেষণ-বিশেষ্যভাবমঙ্গীকৃত্য “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” [ ব্রহ্মসূ. ১।৪।২৩ ], “তদনন্তমারম্ভাংশবাদিত্যঃ” [ ব্রহ্মসূ. ২।১।৫ ] ইত্যত্রে সূক্ষ্মচিদচিদবস্তুবিশিষ্টব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদবস্তুবিশিষ্টশ্রোত-পত্তিরনন্তত্বং চোক্তম্ ।

কিং যুক্তম্ ? অহি-কুণ্ডলবদিতি । কৃতঃ ? উভয়ব্যপদেশাৎ “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” [ বৃহদা. ৪।৫।১ ] “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ ছান্দো. ৭।২।৫।২ ] ইতি তাদাত্ম্যব্যপদেশাৎ, “হস্তাহমিমাংস্তিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” [ ছান্দো. ৬।৩।২ ] ইত্যাদিভেদব্যপদেশাচ্চ অহেঃ কুণ্ডলভাব-ঋজুভাববৎ ( \* ) তত্শেব ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এবাচিদ-বস্তুনি ॥৩॥২॥২৬॥

### প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ব্যাৎ ॥৩॥২॥২৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাশ্রয়বৎ ( প্রকাশাশ্রয় অগ্নি প্রভৃতির ত্রায় ) বা ( অথবা ) তেজস্ব্যাৎ ( তৈজসত্ব হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ পূর্ব্বোক্ত-পক্ষবারণার্থঃ । যথা প্রকাশ-তদাশ্রয়য়োঃ স্বরূপভেদে সত্যপি তেজস্ব্যাৎ—তেজোরূপেণ একজাতীয়ত্বাদভিন্নত্বম্, ভিন্নকার্য্যকারিত্বাদ ভিন্নত্বঞ্চ, তথা অচেতনবস্তু-ব্রহ্মণোরপি ভিন্নত্বমভিন্নত্বঞ্চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

যত্রস্থ বা-শব্দ দ্বারা পূর্ব্বস্থত্রোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল ; প্রভা ও প্রভার আশ্রয় ( অগ্নি প্রভৃতি ) যেমন স্বরূপগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই তেজস্ব-জাতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় উভয়ে অভিন্নও বটে, তেমনি অচেতন পদার্থ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব উভয়ই মানিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥ ]

এখানে স্থাপন করি হইবে ; এই জন্ত সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া—“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” ও “তদনন্তমারম্ভাংশবাদিত্যঃ” এই স্থলে সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্টের উৎপত্তি ও অনন্তত্ব ( অভেদ ) উক্ত হইয়াছে ।

কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? অহিকুণ্ডলের ত্রায় পক্ষই । কারণ ? যেহেতু উভয়প্রকার ব্যপদেশ ‘এ সমস্ত আত্মাই ( ব্রহ্মস্বরূপই )’, এইরূপে [ জগৎ ও ব্রহ্মের ] তাদাত্ম্য উপদেশ ( অভেদোদ্বোধ ) রহিয়াছে, এবং যেহেতু ‘আমি এই জীবাশ্রুত্রে এই তিন দেবতার ( তেজ, জল ও পৃথিবীর ) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব’ ইত্যাদি ভেদনির্দেশও রহিয়াছে । একই সর্পের যেরূপ কুণ্ডলভাব ও ঋজুভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জড়বস্তুসমূহও সেই একই ব্রহ্মের অসংস্থাবিশেষমাত্র, ( তাহা হইতে পৃথক্ নহে ) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

( \* ) রজ্জুভাববৎ ইতি শ্রামাদিকঃ ‘গ’ পাঠঃ ।

বা-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈবাচিদ্ভ্রুপেণাবস্থানে ভেদ-  
শ্রুতয়ো ব্রহ্মণোহপরিণামিত্ববাদিন্যোহপি বাধিতা ভবেয়ুঃ ; অতো যথা  
তেজস্বেন প্রভা-তদাশ্রয়য়োরাপি তাদাত্ম্যম্ ; এবমচিৎপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মণো  
রূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৩৥২৥২৭॥

### পূর্ববদ্বা ॥৩৥২৥২৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—পূর্ববৎ ( পূর্বের ভাষ ) বা ( অথবা ) । ]

[ সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ প্রাপ্তরূপক্ষয়-প্রতিষেধার্থঃ । অথবা যথা পূর্বত্র “অংশো নানা  
ব্যপদেশাৎ” “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” ইত্যভিন্নথা ব্যপদেশোপপত্তয়ে পৃথক্ সিদ্ধান্ত-  
বিশেষণতয়া জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বমুক্তম্, এবম্ অচিদন্তনোহপি, ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্বে “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রে উভয়রূপে উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার  
জন্তু যেমন ব্রহ্মব্যতিরেকে থাকিতে পারে না বলিয়া জীবকে বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে,  
তেমনি অচেতন পদার্থেরও বিশেষণরূপেই ব্রহ্মাংশত্ব বুক্তিতে হইবে ॥৩৥২৥২৮॥ ]

বা-শব্দঃ পক্ষদ্বয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । একশ্চৈব দ্রব্যস্ত অবস্থাবিশেষযোগে  
ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈবাচিদ্-দ্রব্যরূপত্বাহুত্বদোষাদনির্মোক্ষঃ । অথ প্রভা-তদা-  
শ্রয়য়োরাবি অচিদ্-ব্রহ্মণোর্ভেদজ্ঞাতীয়োগমাত্রম্ । এবং তর্হি অশ্বত্থ-গোত্থ-  
বদ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চানুবর্তমানং সামান্যমিতি সকলশ্রুতি-  
স্মৃতিব্যবহারবিরোধঃ । পূর্ববদেব “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” [ ব্রহ্মসূ०  
২।৩।৪২ ] “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” [ ব্রহ্মসূ० ২।৩।৪৫ ] ইতি জীবৎ

পূর্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত বারংবার বা-শব্দ । স্বরূপতঃ ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান  
করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক ও অপরিণামিত্ববোধক শ্রুতিসমূহ বাধিত ( নিরর্থক )  
হইয়া যাইতে পারে ; এই কারণে [ বলিতে হইবে যে, ] যেমন তেজস্ব-জাতি লইয়া প্রভা ও  
প্রভাশ্রয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব ; অচেতন জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তেমনি বটে ॥৩৥২৥২৭॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি বারংবার জন্তু সূত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । একই দ্রব্যের যদি  
অবস্থা-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব  
ঘটিত ; সুতরাং পূর্বোক্ত দোষের উদ্ধার হইল না । পক্ষান্তরে যদি বল, প্রভা ও তদাশ্রয়ের  
ভাষ অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মত্ব জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র ; ( কিন্তু তদ্রূপতা হয় না ) ;  
এরূপ হইলেও, গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির ভাষ ঈশ্বরে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অল্পগত  
ব্রহ্মও একটি জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র ; সুতরাং সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই  
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ।

ইহাও পূর্বেরই মত অর্থাৎ “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” এই



পৃথক্‌সিদ্ধান্‌ই-বিশেষণত্বেন অচিদবস্ত্বনো ব্রহ্মাংশত্বম্ ; বিশিষ্টবস্ত্বক-  
দেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ স্বরূপ-স্বভাবভেদেন  
ভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মাণো নির্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্ । তদেবং  
প্রকাশ-জাতি-গুণ-শরীরীণাং মণি-ব্যক্তি-গুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্-  
সিদ্ধিলক্ষণ-বিশেষণতয়া যথাংশত্বম্, তথেষ জীবাত্মাচিদবস্ত্বনশ্চ ব্রহ্ম  
প্রত্যংশত্বম্ ॥৩১২॥২৮॥

### প্রতিষেধাচ্চ ॥৩১২॥২৯॥

[ পদচ্ছেদঃ--প্রতিষেধাৎ ( নিষেধ হেতু ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” “নাস্ত জরয়ৈতৎ জীর্ঘ্যতি” ইত্যাদিভিঃ  
ব্রহ্মণো জড়ধর্মত্ব-প্রতিষেধাদপি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেনৈব অংশাংশিভাবো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ।  
তত্ত্ব সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণভূতম্, স্থূল-চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কার্যভূতমিতি বিভাগঃ ॥

‘সেই এই আত্মা মহান ও অজ ( জন্মরহিত ), এবং জরামরণবর্জিত, দৈহিক জরা দ্বারা  
আত্মা জীর্ণ হয় না’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মে অচেতনধর্ম জন্মাদি নিষিদ্ধ হওয়ার বিশেষণ-বিশেষ্য-  
রূপেই অংশাংশিভাব বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম  
হইতেছেন—কারণরূপী, আর স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কার্যস্বরূপ ॥৩১২॥২৯॥ ]

“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” [ বৃহদা° ৩।৪।২৫ ]  
“নাস্ত জরয়ৈতজ্জীর্ঘ্যতি” [ ছান্দো° ৮।১।৫ ] ইত্যাদিভিব্রহ্মাণোহ্‌চিদ্রূপ-  
প্রতিষেধাচ্চ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনৈবাংশাংশিভাব ইত্যর্থঃ । অতঃ সূক্ষ্ম-

সূত্রদ্বয়ে জীবের যেমন ব্রহ্মাংশত্বনিরূপিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মব্যতিরেকে অবস্থান  
করিতে অক্ষম—অচিৎ বস্তুরও বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। আর অচেতন পদার্থ-  
গুলি তদ্বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ হওয়ার উহাদেরও অভেদ-ব্যবহারই মুখ্য বা প্রধান; অথচ বিশেষণ  
ও বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদ থাকায় ভেদ-ব্যবহারও মুখ্য; তাহার ফলে ব্রহ্মের  
নির্দোষতাই রক্ষিত হইতেছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, প্রকাশ, জাতি, গুণ ও শরীর  
যেমন মণি, ব্যক্তি, গুণী ও আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া সেই মণি  
প্রভৃতির বিশেষণরূপে অংশ হয়, অর্থাৎ মণির বিশেষণাংশ প্রকাশ; ব্যক্তির বিশেষণাংশ  
জাতি ( মনুষ্যত্বাদি ), গুণীর ( গুণযুক্ত বস্তুাদির ) বিশেষণাংশ গুণ ( নীল পীতাদি ), এবং  
আত্মার ( জীবের ) বিশেষণাংশ তাহার শরীর, তেমনি এখানেও চেতন জীব ও অচেতন জড়  
পদার্থমাত্রই ব্রহ্মের অংশ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৮ ॥

‘সেই এই আত্মা মহৎ, অজ এবং জরামরণবর্জিত,’ ‘দেহের জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হন না’  
ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অচিৎ-ধর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের উভয়ের অংশাংশ-

চিদচিবস্তুবিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম, চিদচিদবস্তুবিশিষ্টং স্কুলকার্যভূতং ব্রহ্ম, ইতি কারণাৎ কার্যস্থানাত্মম্, কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যস্থ জাততেত্যাदि सर्वमूपपन्नम्, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্ । ব্রহ্মণো নির্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিপ্তত্বমপি সিদ্ধম্ ॥৩১২॥২৯॥

[ ইতি ষষ্ঠম্ অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥ ]

পরাধিকরণম্ । ] পরমতঃ সেতুন্মান-সম্বন্ধ-

ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ ॥৩১২॥৩০॥

[ পদচ্ছেদঃ—পরম্ ( অতিরিক্ত ) অতঃ ( ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে ) সেতুন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ ( সেতু ব্যাপদেশ, উন্মানব্যাপদেশ, সম্বন্ধব্যাপদেশ ও ভেদব্যাপদেশ হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতাং পরম্মাদ্ ব্রহ্মণোহতিরিক্ত-তত্ত্বান্তর-প্রতিষেধার্থং পূৰ্ণপক্ষত্বেন সূত্রমবতারণতি—“পরমতঃ” ইত্যাদি ।

“জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যারভ্য “অতোহনন্তেন তথাহি লিপ্তম্” ইত্যন্তেন সূত্রজাতেন প্রতি-প্রাদিতাং জগজ্জন্মানদি-কারণাৎ পরম্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমন্তীতি কশ্চিৎ মতিঃ জ্ঞাৎ । কুতঃ ?—সেতুন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ । ‘অথ য আত্মা, স সেতুঃ \* \* \* এতং সেতুং তীৰ্থা’ ইত্যত্র আত্মনঃ সেতুরূপেণ তরিতব্যতয়া ব্যাপদেশঃ ; ‘চতুস্পাদ্ ব্রহ্ম,’ বোড়শকলং” ইত্যাদৌ চতুস্পাৎ-বোড়শকলত্বাদিভিঃ উন্মানব্যাপদেশঃ । উক্ত্য মানম্—উন্মানং পরিমিতত্বম্, তদ্ব্যপেক্ষঃ ; ‘অমৃতশৈব সেতুঃ’ ইত্যাদৌ চ প্রাপ্য-পাপকরূপসম্বন্ধব্যাপদেশঃ ; ‘তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বম্” ইতি ব্রহ্মণ উত্তরত্বেন ভেদব্যাপদেশশ্চাস্তি ; এভ্যঃ হেতুভ্যঃ জগজ্জন্মানদি-কারণা-দত্মদপি কিঞ্চিদন্তীতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ।

জগজ্জন্মানদিকারণরূপে যে পরব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত যে, আর কোনও তত্ত্ব বা বস্তু নাই, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ পূৰ্ণপক্ষরূপে “পরমতঃ” ইত্যাদি সূত্র আরম্ভ হইতেছে—

“জন্মান্তস্ত যতঃ” সূত্র দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও কোন তত্ত্ব থাকা সম্ভব । কারণ ? যেহেতু সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদ নির্দেশ রহিয়াছে । সেতু নির্দেশ এই যে, ‘আত্মা সেতুরূপ, সেই সেতু পার হইয়া’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে, এবং সেই সেতু অতিক্রম করিবারও উপদেশ রহিয়াছে । ‘ব্রহ্ম চতুস্পাদ্ ও বোড়শ-কলাযুক্ত,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের একটা পরিমাণও ( উন্মানও ) লিখিত আছে । ‘তিনি অমৃতলাভের সেতুরূপ’, এখানে ব্রহ্ম-সেতুর সাহায্যে অপর কিছু প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধেরও প্রতীতি হইতেছে । তাহার পর, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ, তাঁহা হইতেও বাহ্য পরবর্তী’, এখানে পুরুষ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে ‘তদন্তরতর’ বলায় ভেদনির্দেশ রহিয়াছে । এই সকল কারণে কেহ মনে করেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে ॥৩১২॥৩০॥ ]

ইদানীমস্মাৎ পরস্মাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানরূপ-পরমকারণাৎ পরব্রহ্মাণঃ  
পরমপি কিঞ্চিৎ তদ্ব্যবস্খীতি কৈশ্চিৎ হেত্বাভাসৈরাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে  
অশোপাশ্রয় নির্দোষত্বানবধিকাতিশয়াসম্ভোয়কল্যাণগুণাকরত্বশ্চেন্নে ।

তত্রেয়মাশঙ্কা—যদিদং পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ ; এতস্মান্নিখিলজগৎ-  
কারণাৎ পরমপি কিঞ্চিৎ তদ্ব্যবস্খীতি । কথম্ ? “অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধ্বতিঃ”  
[ ছান্দোগ্যো ৮।৪।১ ] ইতি অশ্রু পরশ্রু সেতুত্বব্যপদেশাৎ । সেতু-শব্দশ্রু চ

স্তাব বুঝিতে হইবে । অতএব, সূক্ষ্ম-চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ স্বরূপ ; আর  
স্থূল-চেতনাচেতনবস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য্যস্বরূপ ; সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের যে,  
অনন্তত্ব ( অভিন্নত্ব ), এবং কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই যে, কার্য্য-বস্তুর বিজ্ঞান হয়, ইত্যাদি  
সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল, এবং ব্রহ্মের নির্দোষত্বও রক্ষিত হইল । তাহার ফলে ব্রহ্মের  
নির্দোষত্ব ও কল্যাণময়-গুণবস্ত্র নিবন্ধন ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

[ ষষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ ॥ ৬ ॥ ]

কতকগুলি হেত্বাভাসদর্শনে (\*) আশঙ্কা হইতেছে যে, এই ‘পর’ হইতেও অর্থাৎ জগতের  
নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা বস্তু থাকিতে পারে ।  
এখন সেই আশঙ্কারই নিবৃত্তি করা হইতেছে । উদ্দেশ্য—তাহা হইলেই এই উপাত্ত ব্রহ্মের  
নির্দোষত্ব এবং অসীম ও সর্বাতিশায়ী অসংখ্য কল্যাণগুণাকরত্ব স্থিরতর হইতে পারে (†) ।

এ বিষয়ে আশঙ্কা এই যে, এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম ; বোধ হয়, নিখিল জগৎকারণ এই ব্রহ্ম  
হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে । কেন ?—যেহেতু ‘এই যে আত্মা, তিনিই সর্বলোক-বিধারক  
সেতু’, এই স্থলে এই পরব্রহ্মেরই সেতুরূপে নির্দেশ রহিয়াছে । যাহা দ্বারা অপর পার প্রাপ্ত

(\*) তাৎপৰ্য্য—হেত্বাভাস অর্থ—যাহা আপাতদৃষ্টিতে হেতুর স্থায় মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেতু নহে,  
তাহাকে হেত্বাভাস বলে । হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, তাহারও আবার অনেকপ্রকার প্রভেদ আছে । তন্মধ্যে  
একটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে । বধা—“পৰ্ব্বতঃ বহুমিন্ ত্রব্যাহাৎ,” অর্থাৎ এই পৰ্ব্বতে অগ্নি আছে ;  
কারণ, ইহাতে ত্রব্যত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে । এখানে ‘ত্রব্যত্ব’ হেতু দ্বারা পৰ্ব্বতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে  
সত্য, কিন্তু এই ‘ত্রব্যত্ব’ ধর্ম্মটি যখন অগ্নি-শূন্য জলহীন প্রভৃতিতেও বিদ্যমান আছে, তখন ইহা অগ্নির সাধক  
বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না ; এইজন্য ইহাকে ‘সাধারণ’ হেত্বাভাস বলে ।

(†) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘পরাদিকরণ’ । ইহা ত্রিংশ হইতে ছয়ত্রিশ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্রে লইয়া রচিত  
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা । (২) সংশয়—পরব্রহ্মের  
অতিরিক্তও কোন বস্তু আছে কি না ? এবং যদি থাকে, তাহা কি ? (৩) পূর্ব্বশঙ্ক—“অথ য আত্মা, স সেতুঃ”  
ইত্যাদি শাক্যামুদ্যানে জানা যায় যে, পরব্রহ্মেরও পার বা শেষ আছে ; অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুও  
অবশ্যই আছে । (৪) উত্তর—না—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব “নেতি নেতি” স্রুতি দ্বারা নিষারিত  
হইয়াছে । (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মই সর্বশেষ, তদতিরিক্ত আর কোনও বস্তু নাই ॥

লোকে কুলান্তরপ্রাপ্তিহেতৌ প্রসিদ্ধেঃ ইতোহন্যদানেন প্রাপ্তব্যমস্তুতি  
 গম্যতে । তথা “এতং সেতুং তীৰ্ণা অন্ধঃ সন্ অনাক্ষো ভবতি” [ ছান্দো.  
 ৮।৪।২ ] ইতি তরিতব্যতা চাস্ত্যভিধীয়তে ; অতশ্চান্যৎ প্রাপ্যমস্তুতি ।  
 উন্মানব্যপদেশাচ্চ—উন্মিতং—পরিমিতম্ ইদং পরং ব্রহ্ম, “চতুস্পাদ ব্রহ্ম”  
 [ ছান্দো. ৩।১৮।২ ] “ষোড়শকলম্” [ প্রশ্ন. ৬।১ ] ইত্যুন্মানব্যপ-  
 দেশাৎ । স চায়মুন্মানব্যপদেশস্তেন সেতুনা প্রাপ্যস্থানুন্মিতস্তাস্তিতাং  
 দ্যোতয়তি । তথা সম্বন্ধব্যপদেশশ্চ সেতু-সেতুমতোঃ প্রাপকত্ব-প্রাপ্যত্ব-  
 লক্ষণো দৃশ্যতে—“অমৃতস্ত পরং সেতুং দন্ধেক্ষনমিবানলম্” [ শ্বেতাস্ব.  
 ৬।১৯ ] “অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” [ মুণ্ড. ২।২।৫ ] ইতি । অতশ্চ পরাৎ  
 পরমস্তুতি । ভেদেন চ পরাৎপরং ব্যপদিশ্যতে—“পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি”  
 [ মুণ্ড. ৩।২।৮ ] “পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্” [ তৈত্তি. নারা. ১।৫ ]  
 ইতি চ । তথা “তেনেনং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্,” “ততো যদুত্তরতরং  
 তদরূপমনাময়ম্” [ শ্বেতাস্ব. ৩।৯, ১০ ] ইতি । অত এভ্যো হেতুভ্যাঃ  
 পরস্মাদ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তুতি গম্যত ইতি ॥৩।২।৩০॥

হওয়া যায়, জগতে তাদৃশ পদার্থেই সেতু-শব্দ প্রসিদ্ধ ; হুতরাং ইহা দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর  
 কোনও পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে । সেইরূপ ‘এই সেতু পার হইয়া অন্ধ  
 থাকিলেও অনন্ধ হয়’, এখানে আবার ‘ইহা পার হইবার কথাও বলা হইতেছে ; কাজেই  
 এতদতিরিক্ত অল্প কিছু প্রাপ্য আছে । ইহার উপর আবার উন্মানেরও নির্দেশ আছে,—এই  
 পরব্রহ্ম উন্মিত অর্থাৎ পরিমিতও বটে ; কারণ, ‘ব্রহ্ম চতুস্পাদ ও ষোড়শকলাযুক্ত’ এই স্থানে  
 চতুস্পাদ ও ষোড়শ অংশ দ্বারা পরিমাণ নির্দেশ রহিয়াছে । কথিত এই উন্মানব্যপদেশই এই  
 সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত ( অপরিমিত ) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । সেইরূপ সেতু ও  
 সেতুযুক্তের প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধনির্দেশও অপর একটি হেতু দৃষ্ট হইতেছে,—‘দন্ধেক্ষন  
 ( নিধূম ) অনলের ত্রায় অমৃতের ( মোক্ষের ) সর্বোৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ তাঁহাকে’, ‘ইনিই অমৃত-  
 লাভের সেতু’ ইতি ; এই কারণেও [বলিতে হয় যে], এই ‘পর’ অপেক্ষাও পর আছে ।  
 বিশেষতঃ ‘পর অপেক্ষাও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়’ ‘যাহা পর হইতেও পর ( শ্রেষ্ঠ ) এবং মহৎ  
 অপেক্ষাও মহৎ’ এই শ্রুতিও পরাৎপরকে ( পর অপেক্ষা পর বস্তুকে ) ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ  
 করিতেছেন । সেইরূপ, ‘সেই পুরুষ দ্বারা এ সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয়  
 পরবর্তী ( দূরবর্তী ), তাহা নীরূপ ও নিরাময়’ । অতএব এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে,  
 পরব্রহ্মের অতিরিক্তও কিছু পদার্থ আছে ॥৩।২।৩০॥

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

সামান্যাত্ম ॥৩১২॥৩১॥

[ পদচ্ছেদঃ—সামান্যাত্ম ( সাদৃশ্যহেতু ) তু ( কিস্ত ) । ]

[ সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । নৈতদ্ যুক্তমুক্তম্ ; কুতঃ ? সামান্যাত্ম—  
জগদ্বিধারণরূপ-সেতুসাদৃশ্যং পরব্রহ্মণঃ সেতুস্বোক্তিঃ, ন তু পারবস্বাদ্বি-প্রতিপাদনায় । “স  
সেতুর্বিধৃতিরেবাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়” ইতি বাক্যাশেষোহপি জগদ্বিধারণকত্বরূপং সেতুসাদৃশ্য-  
মাহ ; তথাচ ন কশ্চিদ্বোষ ইতি ভাবঃ ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে । উক্ত আপত্তি যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ,  
সেতুর সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে । তিনি যে, সেতুর দ্বারা  
জগতের পরম্পরগত ভেদ রক্ষা করিতেছেন, তাহা ‘তিনিই এই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য  
নিবারণের নিমিত্ত জগৎ-বিধারক সেতুরূপ’ এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন । অতএব  
পরব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব করনা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ॥৩১২॥৩১॥ ]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; যৎ তাবদুক্তং—সেতুব্যপদেশাৎ পরাৎ  
পরমস্তুতি ; তন্মোপপত্ততে । ন হয়মত্র কিকিৎ প্রাপ্যং প্রতি সেতুরূচ্যতে,  
“এবাং লোকানামসম্ভেদায়” [ ছান্দোগ্য ৮।৪।১ ] ইতি সেতু-সামান্যত্বেন  
সর্বলোকাসঙ্করকরত্বশ্রুতেঃ । সিনোতি বধ্নাতি স্বস্মিন্ সর্বং চিদচিদ-  
বস্তুজাতম্ অসঙ্কারণম্ ইতি সেতুরূচ্যতে । “এতং সেতুং তীর্ঘা”  
ইতি তরতিশ্চ প্রাপ্তিবচনঃ ; যথা ‘বেদান্তং তরতি’ ইতি ॥৩১২॥৩১॥

এইরূপ আশঙ্কার বলিতেছেন—“সামান্যাত্ম” ইতি । সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্বোক্ত আশঙ্কা  
অপনয়ন করিতেছে । পূর্বে যে কথিত হইয়াছে, সেতুরূপে উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে,  
পরব্রহ্মের অতিরিক্তও বস্তু আছে, তাহা সম্ভব হইতেছে না ; কেন না, এখানে যে, কোনও  
প্রাপ্য বস্তু উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, তাহা নহে ; কারণ, ‘এই সমস্ত জগতের  
অসম্ভেদ বা সাংকর্য্য পরিহারের নিমিত্ত’, এই শ্রুতিতে সেতুর সাদৃশ্যমুসারে ব্রহ্মকেও  
সর্বলোকের সাংকর্য্যনিবারকতামাত্র উল্লেখিত হইয়াছে । [ সেতু-পদটি ‘বি’ ধাতু হইতে নিপার  
হইয়াছে ; ‘বি’ ধাতুর অর্থ—বন্ধন । ] আপনাতে চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে অসঙ্কারণভাবে  
( পরম্পরের পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত ) বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে ‘সেতু’ বলা হইয়া থাকে ।  
“এতং সেতুং তীর্ঘা” এই হইলেও ‘তু’ ধাতুটি ( তীর্ঘা পদটি ) প্রাপ্তিবোধক ; যেমন ‘বেদান্তং  
তরতি’ অর্থাৎ বেদা তাকে ওঁহে হইতেছে— কাঁড় করিতেছে, ইত্যাদি ॥৩১২॥৩১॥

## বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩৥২॥৩২॥

[ পদচ্ছেদঃ—বুদ্ধ্যর্থঃ ( অবগতির জন্ত ) পাদবৎ ( পাদের স্থায় ) ]

[ সরলার্থঃ—যোহয়ং “চতুস্পাদ ব্রহ্ম” “ষোড়শকলম্” ইত্যাদৌ উন্মানব্যাপদেশঃ পরিচ্ছিন্নত্বোক্তিঃ, সোহপি “বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ” ইত্যাদিবৎ বুদ্ধ্যর্থ এব—উপাসনা-সৌকর্য্যায়ৈবেত্যর্থঃ ॥

আর ‘চতুস্পাদ’ ও ‘ষোড়শকল’ প্রভৃতি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব নির্দেশ, তাহাও ‘ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ’ ইত্যাদি ‘পাদ’-নির্দেশের স্থায় কেবল উপাসনার জন্তই বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥ ]

যোহয়ং “চতুস্পাদ ব্রহ্ম” [ ছান্দো ০ ৩।৮।২ ] “ষোড়শকলম্” [ প্রশ্ন ০ ৬।১ ] “পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি” [ পুরুষ সূ ০ ] ইত্যুন্মানব্যাপদেশঃ ; স বুদ্ধ্যর্থঃ—উপাসনার্থঃ ; “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [ তৈত্তি ০ আন ০ ১০।১ ] ইত্যাদিভিজগৎকারণস্ত ব্রহ্মণোহপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ স্বত উন্মিতত্বাসম্ভবাৎ । জগৎকারণত্বং হি তৈশ্চৈব জায়তে—“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [ তৈত্তি ০ আন ০ ১।২ ] “সোহিকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি” [ তৈত্তি ০ আন ০ ৬।২ ] ইতি । অতো যথা “বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদো মনঃপাদঃ [ ছান্দো ০ ৩।৮।২ ] ইত্যাদিনা ব্রহ্মণো বাগাদিপাদ-ব্যপদেশ উপাসনার্থঃ ; এবময়মপি ॥৩৥২॥৩২॥

স্বয়মকুস্মিতস্ত কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানসম্ভবঃ ; তত্রাহ—

এই যে, ‘চতুস্পাদ ব্রহ্ম’ ‘ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম’ ‘সমস্ত জগৎ ইহার এক পাদ’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব ব্যবহার ; তাহাও বুদ্ধির জন্তই—উপাসনার নিমিত্তই । কেননা, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগৎকারণ পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব ( অনন্তত্ব ) অবধারিত হওয়ায় স্বরূপতঃ তাহার উন্মান সম্ভবপর হয় না । আর সেই জগৎ-কারণত্ব ধর্ম্মও সেই পরব্রহ্মের সষকেই শ্রুত হইতেছে—‘সেই এই আত্মা ( ব্রহ্ম ) হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’ ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব’ ইতি । অতএব [ বুঝিতে হইবে, ] ‘ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ ( অংশ ), প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মনঃ একটি পাদ’ ইত্যাদি বাক্যে যেমন উপাসনার নিমিত্তই ব্রহ্মের বাগাদি পাদ নির্দেশ হইয়াছে, ইহাও তজ্জপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥

## স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩১॥৩৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্থানবিশেষাৎ ( উপাধিবিশেষযোগে ) প্রকাশাদিবৎ ( যেমন প্রকাশ বা আলোক প্রভৃতির হয় ) । ]

[সরলার্থঃ—স্বতোহপচ্ছিন্নস্তাপি পরস্ত ব্রহ্মণঃ প্রকাশাদিবৎ স্থানবিশেষাৎ বাগাদিরূপোপাধি-বিশেষসম্পর্কাৎ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানং ন দোষায়। ইত্যন্ততঃ প্রমত্তস্তাপি সৌরালোকাদেবৈথা ঘটরূপাদিস্থানভেদেন ক্ষুদ্রত্বাদিপ্রতীতিঃ, তথাত্মাপীতি ভাবঃ ॥

প্রকাশ প্রভৃতির স্থায় পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসনার জন্য উপাধিবিশেষ-যোগে যে, তাহার পরিচ্ছিন্নত্বচিন্তা, তাহা দোষাবহ হয় না। আলোক প্রভৃতি যেমন স্বভাবতঃ ব্যাপক হইলেও বাতায়ন ও ঘটাদি ছিদ্ৰের মধ্যগত হইয়া পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৩ ॥ ]

প্রতিপন্নবাগাদিস্থানবিশেষরূপোপাধিভেদাৎ তৎসম্বন্ধিতয়োন্মিতত্বানু-সন্ধানং সম্ভবতি ; যথা প্রকাশাকাশাদেবীততস্ত বাতায়ন-ঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্নানুসন্ধানসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥৩১॥৩৩॥

## উপপত্তেচ্চ ॥৩১॥৩৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—উপপত্তেঃ ( যুক্তি অনুসারে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—উপপত্তেচ্চ নৈব দোষঃ প্রসরতীত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যঃ, তস্মৈষ আত্মা বিবৃগুতে তনুং স্বাম্” ইত্যাদিশ্রুত্যা স্তৈষ স্বপ্রাপকত্বসম্ভবাৎ ‘অমৃতস্তৈষ সেতুঃ’ ইতি সেতুত্বব্যপদেশচ্চ উপপত্তত এবতি ॥

উপপত্তি হয় বলিয়াও উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, ‘এই আত্মাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা দ্বারা, বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও পাওয়া যায় না ; পরন্তু, সাধক যাহাকে ( যে আত্মাকে ) প্রাপ্যরূপে বরণ করে—প্রার্থনা করে, তৎকর্তৃকই প্রাপ্ত হয় ; এই আত্মা তাহার নিকটই স্বায় রূপ প্রকাশিত করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি আত্মাকেই আত্মার প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করায় ব্রহ্মের সেতুত্ব ব্যপদেশও সঙ্গত হইতেছে ॥৩১॥৩৪॥ ]

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বয়ং যখন অমুম্মিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, তখন উপাসনার জন্যই বা তাহার উদ্ভাৱন ( পরিচ্ছেদ ) সম্ভব হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“স্থানবিশেষাৎ” ইত্যাদি ।

অমুম্ভবগোচর ( সর্বসম্মত ) বাগিত্তিয়ারদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদানুসারে তৎসম্পর্কধীন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও উদ্ভাৱন চিন্তা সম্ভবপর হয় ; যেমন-প্রকাশাদি পদার্থ ( আলোক প্রভৃতি ) স্বভাবতঃ বিতত বা বিস্তৃতিসম্পন্ন হইলেও গবাক্ষ ও ঘটাদিরূপ স্থান-ভেদানুসারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—পৃথক পৃথক করিয়া চিন্তা করা সম্ভব হয়, [ এখানেও তদ্রূপ ] ॥৩১॥৩৩॥

যদুক্তম্—“অমৃতশেষ সেতুঃ” [ মুণ্ড০ ২।২।৫ ] ইতি প্রাপ্যপ্রাপক-  
সম্বন্ধব্যাপদেশাৎ প্রাপকাৎ পরং প্রাপ্যমস্মীতি ; তন্ম, প্রাপ্যন্ত পরম-  
পুরুষস্য স্বপ্রাপ্তৌ স্বশেষবোপায়ত্বোপপত্তেঃ ।

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ যুগুতে তেন লভ্যস্তশেষ আত্মা বিরুগুতে তনুং স্বাম্ ॥”

[ মুণ্ড০ ৩।২।৩ ] ইত্যনন্তোপায়ত্বশ্রবণাৎ ॥৩।২।৩৪॥

## তথান্য-প্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—তথা ( সেইরূপ ) অত্রপ্রতিষেধাৎ ( যেহেতু তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ  
রহিয়াছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—তথা “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্মানীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কচ্চিৎ”  
ইত্যাদৌ পরমপুরুষাদন্তস্ত জ্যায়ত্বপ্রতিষেধাদপি ততোহধিকং কিঞ্চিৎ নাস্তীতি জ্ঞায়তে ।  
“ততো যদন্তরতরম্” ইত্যন্ত চায়মর্থঃ—যতঃ পুরুষাদন্তং পরতরং নাস্তি, ততঃ তস্মাৎ  
উত্তরতরং সর্বোৎকৃষ্টতমম্ অনাময়ম্ অরূপঞ্চ তদिति ।

এইপ্রকার ‘যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, এবং তদপেক্ষা অতিশয় অণু বা  
মহৎও নাই’, এই শ্রুতিতে পরমপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তরের প্রতিষেধ হওয়ার বুঝা  
যাইতেছে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্ব নাই। “ততো যদন্তরতরম্” ইহার অর্থও  
এরূপ নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে ; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ  
এই যে, যেহেতু পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই  
রূপবর্জিত ও অনাময় সর্বোত্তম । সুতরাং ইহা হইতেও, পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ  
হইতেছে না ॥৩।২।৩৫॥ ]

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘ইনি অমৃতের সেতু’ এই শ্রুতিতে প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধের  
উল্লেখ থাকায় [ বুঝা যাইতেছে যে, ] প্রাপকের ( সেতুর ) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্য বস্তু  
আছে। তাহাও নহে ; কারণ, প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের পক্ষে নিজেরই স্বপ্রাপ্তিতে উপায়ত্ব  
উপপন্ন হইতে পারে। যেহেতু ‘এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লভ্য হন না,  
মেধা ( ধারণা-ক্লম বুদ্ধি ) দ্বারা হন না, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও হন না ; পরন্তু ইনি বাহ্যকে  
বরণ করেন, অর্থাৎ পাইতে প্রার্থনা করেন, তাহারই লভ্য হন ; এই আত্মা তাহার নিকটই  
বসিত তত্ত্ব ( স্বরূপ ) প্রকাশ করিয়া থাকেন’, এই স্থলে অনন্তোপায়ত্ব-বোধক অর্থাৎ তাহাকে  
লাভ করিবার পক্ষে তিনি ভিন্ন অত্র উপায়ের নিষেধক শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ৩ ২ ৩৪ ॥



যৎ পুনরুক্তম্—“ততো যদুত্তরতরম্” [শ্বেতাশ্বং ৩।১০], “পরং পরং পুরুষম্” [মুণ্ডং ৩।২।৮] “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” [মুণ্ডং ২।১।২] ইত্যাদি-ভেদব্যপদেশাৎ পরং পরমস্তুতি ; তন্মোপপদ্যতে, তত্রৈব ততোহন্যস্ত পরস্ত প্রতিষেধাৎ, “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তু কিঞ্চিৎ, যস্মান্মানীয়ো ন জ্যায়োহস্তু কিঞ্চিৎ” [শ্বেতাশ্বং ৩।৯] ইতি । যস্মাদপরং পরং নাস্তি কিঞ্চিৎ—ন কেনাপি প্রকারেণ পরমস্তুতিত্বাৎ । তথাহন্যত্রাপি “ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যান্যৎ পরমস্তুতি” [বৃহদাং ৪।৩।৬] ইতি—ইতি নেতি নির্দিষ্টাদেতস্মাদ ব্রহ্মণোহন্যৎ পরং ন হ্যস্তুতিত্বাৎ । তথা “ন তস্মৈশে কচ্চন তস্য নাম মহদ্ যশঃ” [তৈত্তিঃ নারাং, ১।৯] ইতি । তদ্বি জগদুপাদান-কারণতয়ানন্তরমুক্তম্ “সর্বৈ নিমেষা জঞ্জিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি” [তৈত্তিঃ নারাং, ১।৮] “স আপঃ প্রদুষে উভে ইমে” [তৈত্তিঃ মহানারাং ১।৯] ইত্যাদিনা । “অন্ত্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যাকৌ” [তৈত্তিঃ নারা ১।১১]

পুনশ্চ যে, কথিত হইয়াছে,—“ততো যদুত্তরতরম্” “পরং পরং পুরুষম্” “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি ভেদনির্দেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ; সে কথাও উপপর হইতেছে না ; কেন না, সেখানেই পরমপুরুষের অতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ;—‘যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিশুদ্ধ বা বৃহৎ ও কিছু নাই’ ইত্যাদি । ‘যাহা অপেক্ষা অপর কিছু পর (শ্রেষ্ঠ) নাই,’ একথার অর্থ এই যে, কোন প্রকারেও তদপেক্ষা অধিক কিছু নাই । সেইরূপ অগ্ন্যত্রও আছে—“নহি এতস্মাদ্ ইতি নেতি—অন্যৎ পরমস্তুতি,” এই ‘ইতি-নেতি’ কথার অর্থ—পূর্বকথিত এই ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । সেইরূপ ‘কেহই তাহার শাসনকর্তা নাই, তাহার নামই মহাযশঃ’ ইতি । ইহার পরেও তাহাকেই আবার জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে, -‘সেই পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (কাল) ও বিদ্যুৎ জন্মলাভ করিয়াছে’ । ‘সেই পরমেশ্বর এই উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে) অপ্ দোহন করিয়াছেন’ (\*) ; ‘জল হইতে হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত হইলেন’, এই হইতে আটটি [মন্ত্র, কর্ম্ম-কাণ্ডে পঠিত আছে] (†) ইত্যাদি

(\*) তাৎপৰ্য্য—নারায়ণকৃত ‘দীপিকা’ নামক টীকায় এই মন্ত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—“স আত্মা আপঃ কর্ণকলঃ প্রদুষে পুরিতবান্ । কে ?—উভে ইমে ; বিশেষমাহ—অন্তরিক্ষম্ অথো স্ববঃ (স্বঃ) । হুহিষি কর্ণকঃ । আপঃ অপঃ কর্ণফলম্ অন্তরিক্ষ-স্বর্গোকে প্রহিতবান্ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

অর্থাৎ সেই আত্মা কর্ণকল দোহন করিয়াছিলেন—তদ্বারা পুরণ করিয়াছিলেন । কাহাকে ? এই উভয়কে । সেই উভয়কে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—অন্তরিক্ষ ও স্বর্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এরূপ অর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না ।

(†) তাৎপৰ্য্য—নারায়ণকৃত ‘দীপিকা’ নামক টীকায় ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—“অন্ত্যঃ কর্ণকলোতাঃ হিরণ্যগর্ভঃ সম্ভূতঃ প্রাদভূতঃ । ইতি অষ্টাবিতি ।—ইত্যারম্ভ্য অষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্বকাণ্ডে পঠিতাঃ, অত্র পঠিতব্যাঃ ।

ইতি চ জগৎকারণং পুরুষমেনং প্রত্যভিজ্ঞাপয়তি । “ততো যদুত্তরতরম্” [শ্বেতাশ্বং ৩।১০] ইতি কিমুচ্যত ইতি চেৎ, পূর্বত্র—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তুমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥”

ইতি পরস্তা ব্রহ্মাণো মহাপুরুষস্তা বেদনমেবামৃতত্বসাধনম্, নান্যোহমৃতত্বস্তা পস্থাঃ, ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায়—

“যস্মাৎ পরং নাপরমস্তুি কিঞ্চিৎ যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োহস্তুি কশ্চিৎ ।

বৃক্ষ ইব স্তক্কো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥”

[ শ্বেতাশ্বং ৩।৮।৯ ] ইতি পুরুষস্তা পরত্বম্, তদ্যতিরিক্তস্তা পরত্বাসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য “ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ; য এতদ্বিছুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি” [ শ্বেতাশ্বং ৩।১০ ] ইতি পূর্বোক্তমর্থং হেতুতো নিগময়তি—যদুত্তরতরং পুরুষতত্বম্, তদেবারূপমনাময়ং যতঃ, ততো য এতৎ পুরুষতত্বং বিদুঃ, ত এবামৃতা ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি ইতি ; অন্যথা উপক্রম-বিরোধোহনন্তরোক্তিবিরোধশ্চ । “পরাত্

ঋতিও এই পুরুষকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন । যদি বল যে, তাহা হইলে “যদুত্তরতরম্” কথায় কিরূপ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে ? [ তদন্তরে বলিতেছি যে, ] ইতঃ পূর্বে ‘তমের অতীত আদিভ্যের ঞায় জ্যোতির্শ্চ এই মহাপুরুষকে আমি জানি । জীবগণ তাহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে, মোক্ষ-ধামে যাইবার আর অগ্র কোন পথ নাই ।’ এই ঋতিতে পরব্রহ্ম পরমপুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তদ্বিন্ন আর কোনও উপায় নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া তাহারই সমর্থনের জন্ত ‘যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিশয় বা মহৎও কিছু নাই । বৃক্ষের ঞায় স্তক্ক ( স্থির নিশ্চল ) একজন স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ বা ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।’ এইরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদতিরিক্ত পদার্থের পরত্বে অসম্ভাবনাও প্রতিপাদন করিয়া “ততো যদুত্তরতরম্” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই পূর্বোক্ত কথারই সমর্থনের জন্ত পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—‘সকলেরশেষভূত যে পুরুষরূপ পরতত্ব, যেহেতু তাহাই অনাময় (নিরাময়) ও অরূপ ; সেই হেতু যাহারা এই পুরুষ-তত্বকে অবগত হন, কেবল তাহারাই অমৃত ( মুক্ত ) হন, অপর সকলে কেবলই দুঃখভোগ করে’ ইতি । এইরূপ অর্থ না করিলে বাক্যের

যথা, ইতি এবম্, অষ্টো—ব্যাপ্তো বিকোঃ স্বরূপং নিরূপিতম্ । অশু ব্যাপ্তো । অষ্টিশব্দেন সমষ্টি-বাটী যে অপি গৃহীতে ॥১২॥

অর্থাৎ অশু হইতে—কর্ণকল হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি আটটি মন্ত্র পূর্বকালে ( কর্ণকালে ) পাঠিত আছে, এখানেও তাহাদের পাঠ করিতে হইবে ।

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” [ মুণ্ড০ ৩।২।৮ ] ইতি পূর্বত্র “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি অক্ষরাৎ—অব্যাকৃতাৎ যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাৎ পরো যোহদৃশ্যাদিগুণকঃ সর্বজ্ঞঃ পরমপুরুষঃ, স এবাহাপি ‘পরাৎ পরঃ’ ইতি সমষ্টি-পুরুষাৎ পরত্বেনোচ্যতে ॥৩।২।৩৫॥

### অনেন সর্বগতত্বমায়াম-শব্দাদিভ্যঃ ॥৩।২।৩৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনেন ( এই ব্রহ্মর দ্বারা ) , সর্বগতত্বং ( সর্বব্যাপিত্ব ), আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ ( ব্যাপকত্ববোধক শব্দ প্রভৃতি হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ “নিত্যং বিভূং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং” “ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ ব্যাপ্তিবাচক-শব্দেভ্যঃ অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বং স্বব্যতিরিক্তত্বস্ত্য ব্যাপ্তত্ব-বগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘নিত্য বিভূ ( ব্যাপক ) সর্বগত ও অতিশয় সূক্ষ্ম’ ‘নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’ ইত্যাদি আয়ামাদিশব্দ অর্থাৎ ব্যাপকতাদিবোধক শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মকর্তৃকই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩।২।৩৬॥ ]

অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বম্—সর্বস্ত জগতো ব্যাপ্তত্বম্, আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ সর্বব্যাপ্তি-বাচিশব্দেভ্যোহবগম্যমানম্ অস্মাৎ পরং নাস্তীত্যবগময়তি । আয়ামশব্দস্তাবৎ “ভেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্” [ শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯ ] ।

“যচ্চ কিকিজ্জগত্যাশ্মিন্ দৃশ্যতে শ্রুয়তেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [ পুরুষসূক্তম্ ]

“নিত্যং বিভূং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।”

উপক্রম বিরুদ্ধ হয়, এবং পরবর্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয় । আর “পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” ইহার অর্থও এই যে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” এই পূর্ববাক্যে অক্ষর-পদবাচ্য অব্যাকৃত (প্রকৃতি) অপেক্ষাও যাহা পর—সমষ্টি-পুরুষ; তদপেক্ষাও যাহা পর বা উৎকৃষ্ট—অদৃশ্যাদিগুণবিশিষ্ট সর্বজ্ঞ পরমপুরুষ ( পরব্রহ্ম ), তাহাকেই এখানে ‘পরাৎ পর’ কথায় সমষ্টিপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে ॥৩।২।৩৫॥

সর্বব্যাপকতাবোধক আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাপ্ত; এই সর্বগতত্ব প্রতীতিই ব্রহ্মতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন করিতেছে । আয়াম-শব্দ এই যে, ‘সর্বজগৎ সেই পুরুষ দ্বারা পূর্ণ’ এবং ‘এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ ( পরব্রহ্ম ) সে সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন,’ ‘ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য বিভূ সর্বগত এবং অতিসূক্ষ্ম যে ভূতযোনিকে

[ যুগ্ম ০ ১।১।৬ ] আদিশব্দাৎ “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” [ বৃহদা ০ ৪।৫।১ ]  
“আত্মৈবেদং সর্বম্” [ ছান্দো ০ ৭ ২।১২ ] ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে । অত ইদং  
পরং ব্রহ্মৈব সর্বস্মাৎ পরম্ ॥৩।২।৬॥

[ ইতি সপ্তমং পরাধিকরণম্ ॥ ৩।২।৬ ]

ফলাধিকরণম্ । ] ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—ফলং ( ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ও মুক্তি ) উপপত্তেঃ ( উপপত্তি  
হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—জীবানাম্ ঐহিকম্ সামুগ্ধিকং চ ফলং ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অতঃ অস্মাৎ পরম-  
পুরুষাদ্ এব ভবতি ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ ; উপপত্তিতে হি সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তের্মহামায়ন্ত পরমেশ্বর-  
শ্চৈব ঐহিকামুগ্ধিক-ফলদানসামর্থ্যম্, নতু অচেতনস্ত ক্ষণধ্বংসিনঃ কৰ্ম্মাদেবিত্যর্থঃ ॥

জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাপবর্গরূপ ফলও এই পরমেশ্বর হইতেই সম্পন্ন  
হইয়া থাকে ; কারণ ? যেহেতু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষেই ঐরূপ ফলদানের সামর্থ্য  
উপপন্ন হয়, কিন্তু ধ্বংসশীল অচেতন কৰ্ম্মাদির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না ॥৩।২।৩৭॥ ]

উক্তম্—উপাসিসিষোপজননার্থং জীবন্ত সর্বাবস্থাস্থ সদোষত্বম্,  
প্রাপ্যন্ত চ পরমপুরুষস্ত নির্দোষত্বং, কল্যাণগুণাকরত্বং, সর্বস্মাৎ পরত্বঞ্চ ;  
অতঃপরম্ উপাসনং বিবক্ষন্ উপাসীনানাং পরস্মাদেবাস্মাৎ পুরুষাৎ তৎ-  
প্রাপ্তিরূপমপবর্গাখ্যং ফলমিতি সম্প্রতি ক্রতে । তুল্যান্যায়তয়া শাস্ত্রীয়-

( সর্বভূতের কারণকে ) সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । ’ শব্দাদি’ এই ‘আদি’-শব্দে  
‘ব্রহ্মই এই সমস্ত,’ ‘আত্মাই এই সমস্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে । অতএব  
এই পরব্রহ্মই সর্বোপেক্ষা পর বা চরম সীমা ( অত্ম কিছু নহে ) ॥৩।২।৩৬॥

[ ইতি সপ্তমং পরাধিকরণ ॥ ৭ ॥ ]

ব্রহ্মোপাসনায় উৎসাহ সমুৎপাদনার্থ জীবগণের সর্বাবস্থাতেই সদোষত্ব, আর প্রস্তাবিত পরম-  
পুরুষের নির্দোষত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্বোপেক্ষা পরত্বও কথিত হইয়াছে ; অতঃপর  
উপাসনা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে এখন বলিতেছেন যে, উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ-  
নামক ফলও এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয় । ( \* )

( \* ) তাৎপৰ্য—ইহার নাম ফলাধিকরণ । ইহা সাইত্রিণ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত চারিহুত্রে সম্বাপিত হইয়াছে ।  
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—জীবের কৰ্ম্মফল । (২) সংশয়—যাগাদি কৰ্ম্মই কি নিজ নিজ ফল প্রদান  
করে ? কিংবা পরমেশ্বরই প্রদান করেন ? (৩) পূর্বপক্ষ—কৰ্ম্মই যখন অপূৰ্ব—পুণ্য ও পাপ সমুৎপাদন দ্বারা

মৈহিকামুশ্নিকমপি ফলম্ অত এব পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভবতীতি সামান্যেন  
‘ফলমতঃ’ ইত্যাচ্যতে । কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—স এব হি সৰ্ব্বজ্ঞঃ  
সৰ্ব্বশক্তিৰ্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরূপাসনে চাৰাধিত ঐহিকা-  
মুশ্নিকভোগজাতং স্বস্বরূপাৰাণ্ডিরূপমপবৰ্গং চ দাতুমীশে ; নহচেতনং  
কৰ্ম্ম কণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমৰ্হতি ॥৩১২॥৩৭॥

### শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩১২॥৩৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ ( শ্রুতিনির্দেশ ইহতে ) চ ( ৩ ) । ]

[ সরলার্থঃ—“স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মা অন্নাদো বহুদানঃ, এষ হেবানন্দয়াতি” ইত্যাদৌ  
পরমপুরুষত্বৈব ভোগাপবৰ্গলক্ষণ-ফলদাতৃত্বশ্রবণাদপি তথা অবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যেহেতু ‘সেই এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, অন্নদাতা, ধনপ্রদ এবং তিনিই  
আনন্দিত করিয়া থাকেন’ ; ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরেরই সৰ্ব্বফল-  
দাতৃত্ব, অত্বে নহে ॥৩১২॥৩৮॥ ]

“স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহম্মাদো বহুদানঃ” [ বৃহদা০ ৬।৪।২৪ ],  
“এষ হেবানন্দয়াতি” [ তৈত্তি০ আন০, ৭।১ ] ইতি ভোগাপবৰ্গরূপং  
ফলময়মেব দদাতীতি হি শ্রুয়তে ॥৩১২॥৩৮॥

সম্প্রতি পূর্বপক্ষমাহ—

শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও আমুশ্নিক, উভয় ফলই এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে লব্ধ হইয়া  
থাকে । তুল্যাকক্ষ বলিয়া ঐহিক ও আমুশ্নিক উভয়বিধ ফলই গ্রহণ করিতে হইবে ; এই জন্ত  
সামান্যাকারে ‘ফল’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার কারণ কি ? যেহেতু সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্ব-  
শক্তি, নিরতিশয় উদারপ্রকৃতি তিনি যোগ, দান ও হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ও উপাসনা দ্বারা  
আরাধিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ সম্ভোগ ও তৎস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি  
পর্যন্ত দান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অচেতন কণধ্বংসী কৰ্ম্ম কখনই কালান্তরভাবী ফল-সাধনে  
সমর্থ হইতে পারে না ॥৩১২॥৩৭॥

‘সেই এই মহান্ অজ্ঞ আত্মাই অন্নাদ ও ধনদাতা ; ইনিই [ সকলকে ] আনন্দিত করেন’  
এই স্থলে, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল যে, তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুত  
হইতেছে ॥৩১২॥৩৮॥

ফল প্রদানে সমর্থ, তখন আর পরমেশ্বরের প্রয়োজন কি ? (৪) উত্তর—না—কৰ্ম্ম অচেতন ও কণবিনাশী ; হুতরাং  
কালান্তরভাবী ফলপ্রদান করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে । অতএব সৰ্ব্বশক্তি পরমেশ্বরকেই ফল প্রদানের কৰ্ত্তা  
বলিতে হইবে । (৫) প্রয়োজন—অতএব জীবগণের পরমেশ্বরানুধানায় যত্নপর হওয়া অবশ্য কৰ্ত্তব্য ॥

## ধৰ্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥৩১॥৩২॥

[ পদচ্ছেদঃ—ধৰ্ম্মং ( ধৰ্ম্ম-পদবাচ্য যাগাদিকৰ্ম্মকে ) জৈমিনিঃ ( পূৰ্ব্বমীমাংসাপ্রণেতা ), অত এব ( এই হেতুই ) । ]

[ সরলার্থঃ—অত্রার্থে আচার্য্য-বিপ্রতিপত্তিমাহ—“ধৰ্ম্মম্” ইত্যাদিভিঃ । জৈমিনির্নাম আচার্য্যঃ ধৰ্ম্মং যাগ-দান-হোমোপাসনাদিরূপমেব ফলদাতারম্ আহ ; কৃতঃ ? অতএব— উপপত্তেঃ শ্রুতত্বাচ্চৈব । লোকে তাবৎ কৃষ্যাদেঃ দোনাদেশে কৰ্ম্মণঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চ ফলদাতৃত্বং দৃষ্টম্, বেদেহপি তথৈব কল্পয়িতুং যুক্তমিত্যুপপত্তিঃ । তথা ‘যজ্ঞেত স্বৰ্গকামঃ’ ইতি কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া কৰ্ম্মবিধানশ্চ অগ্ৰথানুপপত্ত্যা অপূৰ্ব্বদ্বারা কৰ্ম্মণ এব ফলসাধনত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

এখন কথিত বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ বলা হইতেছে—আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, যাগাদি ধৰ্ম্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে, (ব্রহ্ম নহে); কারণ, যুক্তি ও শ্রুতি হইতে ঐরূপই জানা যায়। যুক্তি এই যে, জগতে ভূমি-কৰ্ষণ কৰ্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সঙ্কে ফল প্রদান করিতে দেখা যায় ; সুতরাং বেদেও সেইরূপই স্বীকার করা উচিত। শ্রুতি এই যে, ‘স্বৰ্গকামী পুরুষের পক্ষে বিহিত যাগাদি কৰ্ম্ম ফলসাধক না হইলে ঐ সমস্ত কৰ্ম্মবিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কাজেই অদৃষ্ট দ্বারা ঐ সমস্ত কৰ্ম্মের ফল-সাধনতা স্বীকার করিতে হয় ॥৩১॥৩২॥ ]

অতএব—উপপত্তেঃ, শাস্ত্রাচ্চ যাগদানহোমোপাসনরূপ-ধৰ্ম্মমেব ফলপ্রদং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে । লোকে হি কৃষ্যাদিকং (\*) কৰ্ম্ম, দানাদিকং চ কৰ্ম্ম সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা স্বয়মেব ফলসাধনং দৃষ্টম্ ; এবং বেদেহপি যাগদানহোমাদীনাং সাক্ষাৎফলসাধনত্বাভাবেহপি পরম্পরয়া অপূৰ্ব্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমুপপত্তিতে । তথা “যজ্ঞেত স্বৰ্গকামঃ” [ যজুঃঃ, ২।৫।৫ ] ইত্যাদি শাস্ত্রমপি সিদ্ধাধিষিত-স্বৰ্গশ্চ কৰ্ত্তব্যতয়া যাগাভিধিধদ্ অগ্ৰথানুপপত্ত্যা অপূৰ্ব্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমবগময়তি ॥৩১॥৩২॥

আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু পূৰ্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে যাগ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া মনে করেন। জগতে স্বয়ং কৃষ্যাদি কৰ্ম্মকে এবং দানাদি কৰ্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সঙ্কে ফল সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে বেদেও যাগ, দান ও হোমাদি কৰ্ম্মেরই সাক্ষাৎ সঙ্কে না হউক, অন্ততঃ পরম্পরা সঙ্কেও পুণ্যরূপ অপূৰ্ব্ব-সমুৎপাদন দ্বারা ফলসাধনতা উপপন্ন হয়। সেইরূপ স্বৰ্গসাধনেছ পুরুষের পক্ষে কৰ্ত্তব্যতাবিধায়ক যাগাদিবিষয়ক ‘স্বৰ্গকাম পুরুষ যাগ করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রকারান্তরে উপপত্তি বা সার্থকতা রক্ষা পায় না বলিয়া, ঐ বিধি শাস্ত্রও অপূৰ্ব্বদ্বারাই ফল-সাধনতা জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩১॥৩২॥

(\*) কৃষ্যাদিকৰ্ম্ম, ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

## পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩২॥৪০॥

[ পদচ্ছেদঃ—পূর্বং ( প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত ) তু ( পূর্বপক্ষনিবারণ ) বাদরায়ণঃ ( তন্মামক আচার্য্য ), হেতুব্যপদেশাৎ ( ঈশ্বরের হেতু নির্দেশ হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । বাদরায়ণঃ তু আচার্য্যঃ পূর্বোক্তং পরমেশ্বরশ্চৈব ফলদাতৃঃ মন্যতে । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ—“বায়ব্যাং শ্বেতং ছাগলমালভেত ভূতিকামঃ ; বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি” ইত্যাদিষু বায়ুস্বানাবস্থিতস্ত পরমেশ্বরশ্চৈব কাম্যফলপ্রদান-হেতুত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বোক্ত জৈমিনিপক্ষ-নিরাসার্থে সূত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । বাদরায়ণনামক আচার্য্য পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকেই ( পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব পক্ষকেই ) সঙ্গত মনে করেন ; কারণ ? যেহেতু ফলপ্রদানে তাহারই হেতু উল্লেখিত হইয়াছে—‘ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে ; বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা ; কৰ্ম্মকর্ত্তা স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান’, এই শ্রুতিতে বায়ুরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই ফলপ্রদানে কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব স্বয়ং পরমেশ্বরই কৰ্ম্মফল প্রদান করেন, অচেতন কৰ্ম্ম নহে ॥৩২॥৪০॥ [ ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥ ]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; পূর্বোক্তং পরমপুরুষশ্চৈব ফলপ্রদত্বং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ—“যজ-দেব-পূজায়াম্” ইতি দেবতারাদানভূত-যাগাচ্চার্য্যভূতান্নি-বায়াদিদেবতানামেব তত্ত্বংফল-হেতুতয়া তস্মিন্গুস্তস্মিন্মপি বাক্যে ব্যপদেশাৎ—“বায়ব্যাং শ্বেতমা-লভেত ভূতিকামঃ ; বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা ; বায়ুমেব স্নেন ভাগধেয়ে-নোপধাবতি ; স এবৈনং ভূতিং গময়তি” [যজুঃঃ ২।১।১] ইত্যাদিষু কামিনঃ সিসাধয়িষিত-ফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোহপি বিধ্যপেক্ষিত এবেতি নাতৎ-

পূর্বপক্ষ নিবৃত্তির জন্তু তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য পূর্বকথিত পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্তই [ সঙ্গত ] মনে করেন । কারণ কি ? যেহেতু ঐরূপই ব্যপদেশ বা নির্দেশ রহিয়াছে,—‘যজ’ ধাতুর অর্থ দেবপূজা ; যেহেতু দেবতার আরাধনস্বরূপ যাগাদি কৰ্ম্মের আরাধ্যভূত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণকেই তত্ত্বংফলের হেতুরূপে বিভিন্ন বাক্যে নির্দেশ করা হইয়াছে । যথা—‘বায়ু-দেবতক শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে ; বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকটই ধাবিত হয় ; সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান’, ইত্যাদি স্থলে ফলাভিলাষী ব্যক্তির অভীপ্সিত ফলের সাধনপ্রণালী উপদেশ করিবার জন্তুও নিশ্চয়ই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে ; কাজেই ইহার অন্তপ্রকার তাৎপর্য্য আশঙ্ক

পরব্রহ্মা যুক্ত। এবমপেক্ষিতেহপি ফলসাধনপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিত্যাগম্ অশ্রুতাপূর্বাদি-পরিকল্পনং চ প্রামাণিকা ন সহস্তু । লিঙ্ভাদয়োহপি দেবতারাদনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্ত কৰ্ত্তব্যাপার-সাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং শব্দানুশাসনানুমতামভিদধতি, নান্যদলৌকিকম্, ইতি প্রাগেবোক্তম্ ।

তদেবং “বায়ুর্বে ক্লেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদিশব্দাং বায়াদীনাং ফলপ্রদত্বমবগম্যতে । বায়ুত্যাগ্ননা চ পরমপুরুষ এবারাধ্যতয়া ফল-প্রদায়িত্বেন চাবতিষ্ঠত ইতি শ্রুয়তে—

“ইষ্টাপূর্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনস্ত নাভিঃ ।

তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ ॥” [ তৈত্তি০ নারা০ ১৬ ] ইতি ।

করাও যুক্তিযুক্ত হয় না ( \* ) । এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনতার প্রকার বা বিশেষাবধারণ প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে অবধারিত সত্ত্বেও যে, তাহা পরিত্যাগ করা এবং অশ্রুত ( যাহা কোন শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ ) অপূর্ব্বের কল্পনা করা, বিবেচকগণ কখনই তাহা সহ্য করেন না । বিশেষতঃ, [ যজ্ঞেত ইত্যাদি বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে ; একটি লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়, অপরটা প্রকৃতি ‘বজ্’ প্রভৃতি ধাতু ; এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগেই সমস্ত বিধি বিরচিত হয় ; ] কথিত লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় সমূহও প্রকৃতিস্বরূপ বজ্ ধাতুর অর্থ— যাহা দেবতার আরাধনাত্মক যাগ প্রভৃতি, তাহাও যে, শব্দ-শাস্ত্রসম্মত যোগার্থানুসারে কৰ্ত্তব্যাপার-সম্পাদনীয়তাই প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু অলৌকিক আর কিছু প্রতিপাদন করিতেছে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ।

অতএব এইপ্রকারে “বায়ুর্বে ক্লেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ুপ্রভৃতিরই ফলদান-কৰ্ত্তব্য জানা যাইতেছে । আবার সেই পরমপুরুষই যে, বায়ুপ্রভৃতি আকারে আরাধনীয়রূপে এবং ফলপ্রদরূপেও অবস্থান করেন, ইহাও শোনা যাইতেছে—‘জগতের নাভিস্বরূপ ( পরব্রহ্ম ) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কৰ্ম্মের ফলে বহুপ্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন ; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, এবং তিনিই চন্দ্রস্বরূপ ।’ অন্তর্ধার্ম্মিত্বানুগেও—‘যিনি

(\*) তাৎপর্য্য—“বায়ুর্বে ক্লেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু হইতেই কৰ্ম্মকর্ত্তার অতীত ফল লাভ কথিত হইয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মই যখন বিশেষ বিশেষ নাম ও আকৃতিযোগে বায়ু প্রভৃতিরূপেও পরিচিত হইয়া নির্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন, তখন বলিতে হইবে যে, স্বয়ং ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতিরূপেও জীবের কৰ্ম্মফল প্রদান করিতেছেন ; হুতরাং ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে, অচেতন কৰ্ম্মের নহে । বিশেষতঃ “বায়ুর্বে” ইত্যাদি শ্রুতিটি অর্থবাদ বা প্রশংসাত্মক বাক্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা “বারবাং যেতং ছাগলমালভেত” এই বিধিবাক্যের সহিত সম্বন্ধ ; কাজেই সেই বিধির অনুরূপ অর্থেই ইহার তাৎপর্য্য পরিকল্পনা করিতে হইবে ॥



অন্তর্যামিব্রাহ্মণে চ “যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ যশ্চ বায়ুঃ শরীরম্” “যোহমৌ তিষ্ঠন্” “য আদিত্যে তিষ্ঠন্” [ বৃহদা০ ৫।৭।৭,৫,৯ ] ইত্যাদি শ্রুয়তে ।  
স্বর্য্যতে চ—

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহর্চিভুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥”

[ গীতা০ ৭।২।১২২ ] ইতি,

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।” [ গীতা০ ৯।২৪ ]  
ইতি । প্রভুরিতি ফলপ্রদায়োত্যর্থঃ ।

“দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদ্বক্তা যাস্তি মামপি ॥” [ গীতা০ ৭।২৩ ]

“যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্” ইতি চ । লোকে চ কৃষাদিভির্বিচিত্র-  
রূপান্ দ্রব্যবিশেষান্ সম্পাদ্য তৈরাজানং ভৃত্যদ্বারেণ সাক্ষাদা অর্চয়ন্তি ;  
অর্চিতশ্চ রাজা তত্তদর্চনাগুণ্ডং ফলং প্রযচ্ছন্ দৃশ্যতে । বেদান্তান্ত  
অতিপতিতসকলেন্তরপ্রমাণসম্ভাবনামুৎকৃষ্টং নিরন্তরসমস্তাবিধাদিদোষগন্ধং  
স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং পুরুষোত্তমং প্রতিপাদ্য,

বায়ুতে অবস্থান করেন,’ ‘বায়ু যাহার শরীর,’ ‘যিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন,’ ‘যিনি আদিত্যে  
অবস্থান করেন,’ ইত্যাদি প্রকার উপদেশ শ্রুত হইতেছে । স্মৃতিতেও উক্ত আছে—‘যে যে ভক্ত  
শ্রদ্ধাপূর্বক আমার যে যে মূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে তদনুযায়ী  
অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি । সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায় যত্ন করে,  
তদনন্তর আমারই প্রদত্ত সেই অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে’ ইতি । ‘আমিই সমস্ত  
যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু,’ প্রভু অর্থ ফল প্রদাতা । আরও আছে—‘দেবপূজকগণ দেবগণকে  
প্রাপ্ত হয়, এবং আমার ভক্তগণও আমাকে প্রাপ্ত হয় ।’ ‘যাহারা আমার আরাধনা করে,  
তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়’ । জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, লোক কৃষিকর্ষাদি দ্বারা  
নানাপ্রকার বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজে কিংবা ভৃত্য দ্বারা সেই সমস্ত অর্জিত দ্রব্যে  
রাজার অর্চনা ( আরাধনা ) করিয়া থাকে ; রাজাও অর্জিত হইয়া অর্চনার অনুরূপ ফল প্রদান  
করিয়া থাকেন । বেদান্তশাস্ত্রসমূহ কিন্তু, ‘যিনি শব্দ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণের সম্ভাবনাক্ষেত্রও  
নহে, অবিজ্ঞা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষ সংস্পর্শশূন্য এবং স্বভাবসিদ্ধ সর্বকালোপস্থিত, নিরবধি ও  
অশেষ কল্যাণময় গুণের সাগরস্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে, তাহার আরাধনাত্মক যাগ, দান,

তদারাধনরূপাণি চ যাগদানহোমাত্মকানি, স্তুতি-নমস্কার-কীর্তন-ধ্যানানি  
চ তদারাধনানি, আরাধিতাং পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভোগাপবর্গরূপং ফলং চ  
বদন্তীতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥৩২॥৪০॥

[ ইতি অষ্টমং ফলাধিকরণম্ ॥৮॥ ]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজ-বিরচিতৈশ্চ শারীরকমীমাংসাসাভাষ্যে

তৃতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩২॥

হোম প্রভৃতি ক্রিয়া, এবং স্তুতি, নমস্কার, কীর্তন, অর্চনা ও ধ্যানরূপ তাহার আরাধনা, এবং  
আরাধিত সেই পরম পুরুষ হইতে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলও প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব  
এ সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ, ( কোথাও অসামঞ্জস্য নাই ) ॥৩২॥৭০॥

[ ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥ ]

ইতি শ্রীভগবৎ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাসাভাষ্যানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

## তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ । ] সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং

### চোদনাত্তবিশেষাৎ ॥৩॥৩।১॥

[ পদচ্ছেদঃ—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্, সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান [ দহরাদি উপাসনা একই বটে ], চোদনাত্তবিশেষাৎ (যেহেতু বিধি ও ফলাদিগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং বিদ্যাভেদচিন্তনায় গুণোপসংহারার্থোহয়ং তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—  
সর্কেষু বেদান্তেষু শ্রয়মাণা দহরাবিদ্যা কিমেকৈব? উত ভিন্না, ইতি সংশয়নিরূপণায়াহ—  
“সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্” ইত্যাদি। সর্কেষু বেদান্তেষু প্রতীয়মানং দহরাউপাসনম্ একমেব, নতু  
নানা; কুতঃ? চোদনাত্তবিশেষাৎ—চোদনা নাম ক্রিয়াপ্রবর্তকং বাক্যম্; আদি-শব্দেন স্বরূপ-  
ফলসংবন্ধাখ্যাদীনাম্ সংগ্রহঃ; কর্মবিধিষ্বিভেদমবিশেষাদিতি ভাবঃ ॥

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত দহরাদি উপাসনা একই বটে, পৃথক্ নহে; কারণ, তদ্বিষয়ক  
বিধি, ফল ও নামাদিগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব, একই বিদ্যা বিভিন্নশাখার  
ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১ ]

উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িত্বপর্য্যন্তম্;  
ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাম্ গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদচিন্তা  
প্রস্তুত। প্রথমং তাবদেকস্তা বৈশ্বানরবিদ্যাদিকায়। অনেকশাখাস্থ  
শ্রয়মাণায়াঃ কিমেকবিদ্যাত্মম্? উত বিদ্যাভেদঃ? ইতি চিন্ত্যতে।

ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা-সমুৎপাদনার্থ অশ্রবক্তব্য ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্য্যন্ত কথিত  
হইয়াছে; এখন নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (স্বীকার) ও বিকল্প  
নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের চিন্তা আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ চিন্তার বিষয় হইতেছে  
যে, বিভিন্নশাখার শ্রয়মাণ বৈশ্বানরাদি বিদ্যা কি একই বিদ্যা, অথবা বিভিন্ন বিদ্যা? (\*)

(\*) তাৎপর্য—এই ‘উপসংহার অর্থ’—অন্ত হলে উক্ত বিষয়ের যে অন্তত্ব স্বীকার বা প্রয়োগ। বিকল্প অর্থ—  
যেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে, কেবল সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্তত্ব নহে। বিভিন্ন শাখার একই নামে এবং একই  
ফলের উদ্দেশে বিহিত বিদ্যা যদি একই হয়, তাহা হইলে অন্তত্বান্বিত গুণেরও অন্তত্ব উপসংহার হইতে পারে; আর  
বিদ্যা যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন বেদান্তের মধ্যে এরূপ কতকগুলি  
উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের স্বরূপ, নাম, ফল ও উপাত্ত, সমস্তই এক, কেবল গুণ বা  
উপাসনাদির স্বাভাবিক মাত্র ন্যূনাধিকভাবে রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, কর্মকাণ্ডে পূর্ববর্তীমাসের যেমন  
‘শাখান্তর-প্রত্যয়’ ভাষ্যমুসারে বিভিন্নশাখার একজাতীয় কণ্ডের একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এখানেও সেরূপ নিয়ম  
চলিতে পারে কি না? যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে একনামীয় ঐ সমস্ত বিদ্যার একত্ব বটিতে পারে সত্য,

অবিশেষপুনঃশ্রবণস্য প্রকরণান্তরস্য চ ভেদকত্বাচ্ছাখাস্তরে চোভয়োরব-  
জ্ঞানীয়ত্বাদ্ বিদ্যাত্তেদ ইতি প্রাপ্তম্ । অত এব “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং  
বদেত, শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্” [ মুণ্ডো ৩২।১০ ] ইতি শিরো-  
ব্রতবতাম্ আত্মবর্ণিকানাংমেব বিদ্যোপদেশনিয়ম উপপদ্যতে । বিদ্যেক্যে হি  
বিদ্যান্স্য শিরোব্রতস্তান্ত্রেষামপি শাখিনাং প্রাপ্তুর্নিয়মো নোপপদ্যতে ।  
এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

এইরূপ সংশয়স্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, যেহেতু অবিশেষে পুনঃশ্রবণ অর্থাৎ কিছুমাত্র বিশেষ  
না করিয়া ঠিক পূর্বের মত পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ, তাহা নিশ্চয়ই ভেদের কারণ হয়;  
এবং যেহেতু ভিন্ন বলিয়াই ভিন্ন শাখায় উভয়ের উল্লেখ আবশ্যক হয়, সেই হেতুই বৃথিতে হইবে  
যে, ঐ সমস্ত বিদ্যা [ নামে এক হইলেও ] বস্তুতঃ ভিন্নই বটে । বিশেষতঃ শাখাভেদে  
বিদ্যাভেদ হয় বলিয়াই শিরোব্রতনামক ব্রতধারী অথর্ববেদীয়দিগের সম্বন্ধেই ‘তাহাদিগকেই  
এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে, যাহারা যথাবিধি ‘শিরোব্রত’ আচরণ করিয়াছে’, এই শ্রুতিতে  
ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের নিয়ম করা ( যাহারা ‘শিরোব্রত’ আচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই,—  
অত্কে নহে, এইরূপ নিয়ম করা ) সম্ভব হইতেছে । কেননা, [ সর্বশাখীয় একনামক ] সমস্ত  
বিদ্যাই যদি এক হইত, তাহা হইলে বিদ্যারই অঙ্গভূত শিরোব্রত যখন সকলের পক্ষেই  
অবশ্যমুঠেয়, তখন [ তাহাদিগকেই বলিবে ] এইরূপ নিয়ম করা যুক্তিসঙ্গত হইত না ।  
এইরূপ সম্ভাবনার বলা হইতেছে (\*)—

কিন্তু যুগোপনিষদে লিখিত আছে—‘যাহারা শিরোব্রত’ নামক ব্রতাহুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা  
দান করিবে, অত্কে নহে।’ এখন সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হয়, তাহা হইলে ত ‘গুণোপসংহার’ নিয়মাত্মনামে  
সকলকেই ‘শিরোব্রত’ পালন করিতে হইবে; হুতরাং সকলেই উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে;  
কাজেই ‘অত্কে দিবে ন’ বলিয়া বাদ দিবার কেহ থাকে না । অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন যে,  
‘তাহাদিগকেই বলিবে, ( অত্কে নহে )’, এইরূপ নিয়ম করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে । দ্বিতীয় কথা—উক্ত ‘শিরোব্রত’টি  
কি বিদ্যার অঙ্গ ? অথবা অধ্যয়নের অঙ্গ ? যদি বিদ্যার হয়, তাহা হইলে বিদ্যার একা হইতে পারে না ; আর যদি  
কেবল বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাবিশেষের জন্তই এরূপ নিয়ম লিখিত হইতে পারে; হুতরাং  
বিদ্যার এক্যে কোনরূপ বাধা হইতে পারে না । প্রকৃত পক্ষে উক্ত ‘শিরোব্রত’টি অধ্যয়নেরই অঙ্গ, বিদ্যার অঙ্গ নহে;  
হুতরাং বিদ্যার এক্যই যুক্তিসঙ্গত; অজএব, শাখান্তরজ্ঞায়ের জ্ঞায় বেদান্তেও গুণোপসংহার সম্পাদনার্থ এই তৃতীয়  
পাদ আরক হইতেছে ।

(\*) তাৎপৰ্য—ইহার নাম ‘সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াদিকরণ’ । ইহা প্রথম হইতে চারিটি যত্নে সমাপিত হইয়াছে ।  
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তগত উপাসনা বা বিদ্যাভেদ । (২) সংশয়—বিভিন্ন  
শাখাগত একনামীয় সমস্ত বিদ্যাই কি এক ? অথবা ভিন্ন ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রকরণ ও শাখার ভেদ থাকায়  
ভগ্নত বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন,—এক নহে । (৪) উত্তর—না—বিধি ও ফল প্রভৃতি সমস্তই যখন একপ্রকার,  
তখন প্রকরণাদি ভেদেও বিদ্যাভেদ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান  
একনামীয় কোন বিদ্যার অঙ্গত থাকিলেও অঙ্গ শাখান্ত গুণ সমূহ আনীয়া পূরণ করিতে হইবে ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ একমুপাসনমিতি । কৃতঃ ? চোদনাগ্রবিশেষাৎ—  
 চোদনা তাবৎ “উপাসীত” [ ছান্দো০ ১।১।১, বৃহদা০ ৩।৪।৫ ] “বিদ্বাৎ”  
 [ কঠা০ ৬।১৭ ] ইত্যেবংজাতীয়কো ধাত্বর্থবিশেষবিধিঃ । আদি-শব্দেন  
 “একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনাখ্যাবিশেষাৎ ।” [ পূর্বমী০ ২।৪।৯ ] ইতি  
 কর্মকাণ্ড-শাখান্তরাধিকরণসূত্রোক্তাঃ সংযোগ-রূপাখ্যা গৃহ্যন্তে । এষাং  
 চোদনাদীনামবিশেষাৎ সৈবৈয়ং বিদ্যেতি শাখান্তরে প্রত্যভিজ্ঞায়তে ।  
 তথাহি—ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ—“বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ ছান্দো০ ৫।  
 ১৮।১ ] ইতি চোদনা তাবদেকরূপা ; বেদৈকনিরূপণীয়স্বরূপস্ত  
 বিদিপর্ধায়স্তোপাসেঃ বেদভূত-বৈশ্বানরৈক্যাদ্ রূপমপ্যবিশিষ্টম্ ; অখ্যা চ  
 বৈশ্বানরবিদ্যেত্যবিশিষ্টা ; ফলসংযোগোহপ্যুভয়ত্রাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপোহ-  
 বিশিষ্টঃ । অত এভিঃ প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছাখান্তরেহপি বিদ্যৈক্যম্ ॥৩৥৩৥১॥

সর্ববেদান্ত-প্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, তৎ-  
 সমস্ত একই উপাসনা । কারণ ? যেহেতু চোদনাপ্রভৃতির বিশেষ বা পার্থক্য নাই । চোদনা  
 অর্থ—‘উপাসনা করিবে’, ‘জানিবে’, এইজাতীয় বিশেষ বিশেষ ধাত্বর্থবিশিষ্ট বিধিবাক্য ।  
 আদি-শব্দে [ ‘ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত কর্ম সমূহ’ ] একই বটে ; কারণ, ফলসংযোগ, রূপ,  
 বিধি ও নামের কোনও পার্থক্য নাই’, এই কর্মকাণ্ডীয় অর্থাৎ পূর্বমীমাংসার ‘শাখান্তরাধি-  
 করণ’ সূত্রোক্ত সংযোগ, স্বরূপ ও আখ্যায় (নামের) গ্রহণ করা হইতেছে । (\*) অতএব উক্ত  
 বিধিপ্রভৃতির স্বরূপগত বিশেষ না থাকায় শাখান্তরেও ‘ইহা সেই বিদ্বাৎ বটে’ এইরূপেই  
 প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে ।

সেইরূপই [দেখিতেও পাওয়া যায়,]—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ক, উভয় শাখাতেই ‘বৈশ্বানরকে  
 উপাসনা করিবে’ এই বিধি একইরূপ ; বিদ্যে-পর্ধায় অর্থাৎ বেদনের সমানার্থক উপাসনার  
 স্বরূপটি একমাত্র বেদপদার্থ ( বিজ্ঞেয় পদার্থ ) দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে ; এখানে সেই বিজ্ঞেয়  
 বৈশ্বানরপদার্থটি যখন এক বা অভিন্ন, তখন তদধীন উপাসনারও স্বরূপগতঃ অবিশিষ্ট বা একরূপ ;  
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয় স্থলেই সমান ; অতএব এই সমস্ত কারণে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ার  
 [ বুঝিতে হইবে যে, ] শাখান্তরেও বিজ্ঞার ভেদ হয় না, ( একই বটে ) ॥৩৥৩৥১॥

(\*) তাৎপর্য—“একং বা” ইত্যাদি সূত্রটি জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসার দ্বিতীয়াধ্যায়ের নবম সূত্র । ইহার  
 তাৎপর্যার্থ এই যে, একটি বেদশাখায় যে সমস্ত কর্মের ( অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মের ) উল্লেখ রহিয়াছে, শাখান্তরেও  
 যদি সেই দ্বিতীয় কর্মের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিভিন্নশাখান্ত কর্মগুলিকে কি একই কর্ম বলিয়া  
 ধরিতে হইবে ? না পৃথক্ পৃথক্ কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয় সমাধানার্থ বলিতেছেন যে, না—

যত্বত্বম্—অবিশেষপুনঃশ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়-ভেদপ্রতীতেন<sup>১</sup>  
বিত্তৈক্যমিতি, তদনুভাষ্য পরিহরতি—

## ভেদান্নেতি চেদেকস্ত্যামপি ॥৩৥৩৥২॥

[ পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ ( উল্লেখের প্রভেদ হেতু ) ন ( না ), ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ),  
একস্ত্যং ( এক বিজ্ঞাতে ) অপি ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—অবিশেষণ পুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরত্বেন চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিত্তৈকত্বম্, ইতি  
চেৎ ; তন্ন ; যতঃ একস্ত্যামপি বিজ্ঞায়াং শ্রোতৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ সংগচ্ছতে ।  
যত্র হি একস্ত্যম্বেব শ্রোতরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ বিজ্ঞতে, তত্রৈব বিজ্ঞাভেদঃ প্রতিপত্তব্য  
ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, অবিশেষ বা একই প্রকার পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকায় বিধেয় বিজ্ঞারও  
ভেদ হওয়াই উচিত । [ তাহাও হইতে পারে না, ] কারণ, এক বিজ্ঞাতেও উপদেশ্য শ্রোতার  
ভেদানুসারে ঐরূপ পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে একই  
শ্রোতার জন্ত প্রকরণভেদ ও পুনরুল্লেখ করা হয়, সেখানেই বিজ্ঞাভেদ বুঝিতে হয় ॥৩৥৩৥২॥ ]

• অবিশেষপুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিত্তৈক্যমিতি  
চেৎ—একস্ত্যামপি বিজ্ঞায়াং প্রতিপত্তৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং  
চোপপত্ততে । যত্র হ্যেকস্ত্যম্নি প্রতিপত্তরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চ

আরও যে, বলা হইয়াছিল, অবিশেষে পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদনিবন্ধন যখন বিধেয় বিজ্ঞারও  
ভেদ প্রতীতি হইতেছে, তখন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ হইতে পারে না ; এখন তাহারই  
অনুবাদপূর্বক পরিহার করিতেছেন “ভেদাৎ নেতি” ইত্যাদি ।

যদি বল, অবিশেষে পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ বশতঃ বিধেয় বিদ্যার প্রভেদ হেতু বিদ্যার  
একত্ব হইতে পারে না ; [ না, এ আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না ; ] কারণ, যেখানে প্রতিপত্তা  
( বিদ্যাগ্রহীতা ) ভিন্ন ভিন্ন হয়, ( এক না হয়, ) সেখানে এক বিদ্যাতেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণ-  
ভেদ উপপন্ন হয় । যেখানে প্রতিপত্তা ( শ্রোতা ) এক হইলেও পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ থাকে,

একই নামীয় কৰ্ম বিভিন্ন বোধাধার উক্ত হইলেও সেই সমস্ত কৰ্মের নাম, স্বরূপ, ত্রব্য ও দেবতা, বিধি এবং উদ্দেশ্য  
বা ফল যখন এক, তখন সেই কৰ্মগুলিকেও একই বুঝিতে হইবে । বলা আবশ্যক যে, কেবল নামের ঐক্য  
থাকিয়াও যদি অন্তরাংশে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কৰ্মকে পৃথক্ কৰ্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ।

বিদ্যতে ; তত্রাত্মানুপপত্ত্যা বিধেয়ভেদাদ্বিভাভেদঃ ; প্রতিপত্ত্বভেদে তু  
তৎ প্রতিপত্ত্বার্থতয়া পুনঃশ্রুতাদ্যুপপত্তেস্তুত্র ন বিধেয়ান্তরসম্ভবঃ ॥৩৥৩৥২॥

যদ্যুক্তং শিরোব্রতবতানাত্মকগণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়ম-দর্শনা-  
দ্বিভাভেদঃ প্রতীয়ত ইতি ; তত্রাহ -

স্বাধ্যায়স্ত তথাহে হি সমাচারেইধিকারাস্ত সববচ্চ  
'তন্নিয়মঃ ॥৩৥৩৥৩॥

[ পদচ্ছেদঃ স্বাধ্যায়স্ত (বেদাধ্যায়নের) তথাহে (সেইরূপ বিষয়ে) হি (নিশ্চয়ে)  
সমাচারে (সমাচারনামক গ্রন্থে) অধিকারঃ (অতিদেশ হইতে) চ (ও), সববৎ (যজ্ঞাঙ্গ-  
মানের স্থায়) চ (ও) তন্নিয়মঃ (অনুষ্ঠানের নিয়ম) । ]

[ সবলার্থঃ—শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গম্, অপি তু স্বাধ্যায়স্ত আত্মকগণবেদাধ্যায়নস্ত তথাহে  
শিরোব্রতঙ্গতসংস্কারসিদ্ধার্থঃ হি তন্নিয়মঃ শিরোব্রতানুষ্ঠানাবশুকভূম্; কুতঃ? “নৈতদচীর্ণ-  
ব্রতোংধায়ীত” ইত্যায়নসম্বন্ধাৎ, সমাচারে তদাখ্যে গ্রন্থে ‘অধিকারাস্ত “ইদমপি বেদব্রতেন  
ব্যাখ্যাতম্” ইতি বেদব্রতেন ব্যাখ্যাতবাদপীতার্থঃ । “ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত” ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দশ্চ  
বেদপরে, সববৎ ; যথা আত্মকগণিকাঃ সবহোমাঃ আত্মকগণিকৈকায়িযাগবিষয়ত্বেন তত্রৈব  
নিয়মান্তে, তথা ইদমপীতি ভাবঃ ॥

উক্ত শিরোব্রতটি বিদ্যাঙ্গ নহে; পরন্তু স্বাধ্যায়ের সম্বন্ধেই অর্থাৎ অত্মকগণবেদাধ্যায়নের পক্ষেই  
ঐরূপ শিরোব্রতের নিয়ম, অস্ত্র নহে; কারণ, ‘ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা (অত্মকগণবেদ)  
অধ্যয়ন করিবে না’, এইরূপে অধ্যয়নেরই কথা রহিয়াছে। বিশেষতঃ সমাচারনামক গ্রন্থে ইহার  
বেদব্রতত্ব-ধর্মও অতিদৃষ্ট হইয়াছে। আর অত্মকগণবেদোক্ত একায়িযজ্ঞপ্রকরণীয় সবহোমগুলি  
যেমন ঐ যজ্ঞেই পয়োজ্ঞা, তেমনি এই শিরোব্রতও আত্মকগণবেদাধ্যায়নেই নিয়মিত, অস্ত্র নহে।  
বিশেষতঃ শ্রুতান্ত ব্রহ্ম-শব্দের অর্থও বেদ; সুতরাং তদ্বিষয়েই ব্রতের নিয়ম ॥৩৥৩৥৩॥ ]

সেখানেই কেবল ঐরূপ উল্লেখের অস্ত্র কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না বলিয়া বিদ্যার  
ভেদানুসারে বিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্যাগ্রহীতার ভেদ থাকিলে তাহাদের বোধ-  
সৌকর্য্যার্থই ঐরূপ পুনরুল্লেখাদির সঙ্গতি হইতে পারে; সুতরাং সেখানে আর নূতন কিছু  
বিধান করা সম্ভবপর হয় না (\*) ॥৩৥৩৥২॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘শিরোব্রত’-সম্পন্ন আত্মকগণিকদিগের সম্বন্ধেই বিদ্যোপদেশের  
নিয়ম দর্শনে বিদ্যাভেদই প্রতীতি হইতেছে। তহত্তরে বলিতেছেন—“স্বাধ্যায়স্ত তথাহে”  
ইত্যাদি।

(\*) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে একই বিষয়কে একইরূপে  
উপদেশ না করা আবশ্যক হইতে পারে; কারণ, সেখানে বিভ্রা এক হইলেও উপদেশের পাত্র (বিভ্রাগ্রহীতা) ভিন্ন

নৈতদন্তি—শিরোব্রতোপদেশনিয়মদর্শনং বিদ্যাভেদং দ্ব্যোতয়তি ইতি, শিরোব্রতস্ত বিদ্যাপ্রভাবাৎ । স্বাধ্যায়স্ত তথাত্ত্বং হি তন্নিয়মঃ— স্বাধ্যায়স্ত তথাত্ত্বসিদ্ধার্থং—তজ্জ্ঞস্ত সংস্কারভাক্ত্বসিদ্ধার্থং হি শিরোব্রতোপদেশ-নিয়মঃ, ন বিদ্যায়াঃ । কুত এতৎ ? “নৈতদচীর্ণব্রতোহধীয়াত” [ যুগুৎ ৬২।১১ ] ইতি তন্ত্রাধ্যয়ন-সংযোগাৎ ; সমাচারেহধিকারাক্ষ— সমাচারাত্ম্যে গ্রন্থে “ইদমপি বেদব্রতেন (\*) ব্যাখ্যাতম্” ইত্যতিদেশাৎ । “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত” [ যুগুৎ ৩২।১০ ] বেদবিদ্যামিত্যর্থঃ । সববচ্চ তন্নিয়মঃ—যথাহি সব-হোমাঃ সপ্ত সূর্যাদয়ঃ শতোদনপর্যাস্তা আথর্বণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধিনস্তত্রৈব ভবন্তি ; ন ত্রেতাগ্নিষু ॥৩॥৩।৩॥

## দর্শয়তি চ ॥৩॥৩।৪॥

\* [ পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি ( প্রদর্শন করিতেছে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—স্বয়ং শ্রুতিরপি বিদ্যায়াঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং দর্শয়তি । তথাহি—ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যায়াং “তস্মিন্ যদন্তঃ” ইতি অপহতপাপুত্বাদি-গুণাষ্টকমুক্তম্ ; তৈত্তিরীয়কে তু কেবলং “তস্মিন্ যদন্তঃ, তত্পাসিতব্যম্” ইত্যেবোক্তম্, নতু গুণাষ্টকমপি ; তচ্চ বিদ্যাক্যে সতি সংগচ্ছতে, ন পুনর্বিদ্যাভেদে ইত্যর্থঃ ॥

স্বয়ং শ্রুতিও বিভিন্নবেদান্তোক্ত একনামীয় বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘তাহার অভ্যন্তরে বাহ্য আছে’, এই দহরবিদ্যার আটটি গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি কেবল তাহার উপাসনা মাত্র বিধান করিয়াছেন ; গুণের নামও করেন নাই। উভয় বিদ্যা এক হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে ॥৩॥৩।৪॥ ]

না,—শিরোব্রতের উপদেশ যে, বিদ্যাভেদ সূচনা করিতেছে, তাহা নহে ; কেন না, যেহেতু শিরোব্রতের বিদ্যাক্ষত্ব নাই। বিশেষতঃ স্বাধ্যায়ের ( বেদাধ্যয়নের ) ‘তথাত্ত্ব’ সিদ্ধির নিমিত্তই তাহার নিয়ম, অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের তথাত্ত্বসিদ্ধির জন্তই—শিরোব্রতজ্ঞস্ত সংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্তই শিরোব্রতের অবশ্যকর্তব্যতার উপদেশ, কিন্তু বিদ্যার জন্ত নহে। ইহার কারণ কি ?

ভিন্ন ; হুতরাং বিভিন্ন প্রসঙ্গ ক্রমে একই বিদ্যার বারংবার উল্লেখ করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে উপদেশের পাত্র এক—অভিন্ন ; সেখানে যদি পুনরুল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সেই পুনরুল্লেখখানির সার্বকতা রক্ষার জন্তই বিদ্যাভেদ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ একই লোকের নিকট একই বিদ্যার একইরূপে বারংবার উল্লেখের অন্ত কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না ; কাজেই সেসকল স্থলে বিদ্যাভেদ করণা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

(\*) বেদব্রতধ্বন্য ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।



দর্শয়তি চ শ্রুতিরূপাশনশ্চ সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বম্ । তথাহি—  
 “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেক্যব্যম্” [ ছান্দোঃ ৮।১।১ ] ইত্যুক্তম্ । “কিং তদত্র  
 বিদ্যাতে, যদশ্বেক্যব্যম্” [ ছান্দোঃ ৮।১।২ ] ইতি প্রশ্নপূর্বকম্ অপহত-  
 পাপ্যুত্বাদিগুণাক্তকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্মুপাস্ত ইত্যুক্তম্ ; তৈত্তিরীয়কে  
 তু ছান্দোগ্যস্বং প্রতিনির্দেশমুপজীব্য [ তৈত্তিঃ নারাঃ ১০।২৩ ]  
 “তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্” ইতি গুণাক্তক-  
 বিশিষ্টশ্চ পরমাত্মন উপাসনমুচ্যতে ; তদুভয়ত্র বিত্বেকত্বেন গুণোপ-  
 সংহারাদেবোপপদ্যতে ॥৩॥৩॥৪॥

তদেবং শাখাস্তরাধিকরণত্বায়সিদ্ধং বিত্বেক্যং স্থিরীকৃত্য তৎপ্রয়োজন-  
 মাহ—

যেহেতু ‘ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না’, এই শ্রুতিতে সেই শিরোব্রতের  
 সহিত অধ্যয়নের সংযোগ বা সংবন্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ যেহেতু সমাচারেও ইহার অধিকার  
 হইয়াছে, অর্থাৎ ‘সমাচার’-নামক গ্রন্থে ‘ইহাও ( শিরোব্রতও ) বেদব্রতরূপে ব্যাখ্যাত’  
 এইরূপে [ ইহার অধয়িনাদ্বয় ] অতিদৃষ্ট হইয়াছে। আর ‘তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা  
 বলিবে’ এই ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ অর্থও—বেদবিদ্যা। বিশেষতঃ উক্ত নিয়মটিও সববৎ—অর্থাৎ অথর্ব-  
 বেদোক্ত একাগ্নিবাগসম্বন্ধী সূর্য্যাদি-শতোদনপর্য্যন্ত সাতটি সবহোম বেক্রপ সেই একাগ্নিবাগেই  
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রেতাগ্নি প্রভৃতিতে হয় না ; ইহাও তদ্রূপ, অর্থাৎ অথর্ববেদাধ্যয়নেই  
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩॥৩॥৩॥

স্বয়ং শ্রুতিও উপাসনার সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন বেদান্তোক্ত বিস্তার একত্ব  
 প্রদর্শন করিতেছেন। দেখ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহার মধ্যে বাহা, তাহা অন্বেষণ করিতে  
 হইবে,’ এই কথা বলিয়া ‘এখানে এমন কি আছে, বাহা অন্বেষণ করিতে হইবে,’ এইরূপ  
 প্রশ্নপূর্বক তাহার অভ্যন্তরে অপহতপাপ্যুত্বাদি অষ্টবিধ-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার উপাস্তত্ব  
 প্রতিপাদন করিয়াছে ; আর তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে কেবল ছান্দোগ্যোক্ত গুণসমূহের প্রতি-  
 নির্দেশ বা অনুকর্ষণ মাত্র করিয়া ‘সেখানেও দহর ( কূড় ) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে  
 বাহা আছে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে,’ এইরূপে ছান্দোগ্যোক্ত অষ্টবিধ-গুণসম্পন্ন  
 পরমাত্মার উপাসনামাত্র বলা হইয়াছে। উভয় শ্রুতিতে উক্ত বিজ্ঞা যদি এক হয়, তাহা হইলেই  
 গুণোপসংহার করা সম্ভব হইতে পারে, [ কিন্তু বিজ্ঞাভেদে নহে ] ॥৩॥৩॥৪॥

এইপ্রকার ‘শাখাস্তর’-ভাষ্য-সিদ্ধ বিত্বেকত্ব স্থির করিয়া এখন তাহার প্রয়োজন  
 বলিতেছেন—“উপসংহারঃ” ইত্যাদি।

## উপসংহারোপাধিভেদাদ্বিধি-শেষবৎ

সমানেন চ ॥৩৥৩৥৫॥

[ পদচ্ছেদঃ— উপসংহারঃ ( অগ্ন্যত্র উক্তধর্মের অগ্ন্যত্র স্বীকার ), অর্থাভেদাৎ ( উদ্দেশ্যের ঐক্য হেতু ) বিশিষ্টেষবৎ ( বিধির অঙ্গের স্থায় ) সমানে ( সমানস্থানে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং বিত্বেক্যাব্যবস্থায়ঃ প্রয়োজনমাহ—“উপসংহারঃ” ইত্যাদিনা । এবঞ্চ সমানে দহরাহ্যাপাসনে একস্মিন্ সতি অর্থাভেদাৎ তদ্বিত্ত্বাঙ্গত্বেন উপকারাভেদাৎ বিশিষ্টেষবৎ— যথা একস্মিন্ বেদান্তে বৈশ্বানর-বিজ্ঞাদিবিধি-শেষতয়া বিহিতস্ত গুণস্তোপসংহারঃ, তথা বেদান্তান্তরেহপি উপসংহারঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ।

এখন বিত্বেক্য-ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিতেছেন—যখন একই বেদান্তে দহরাহ্য উপাসনা সমান বা অভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন অর্থের—উদ্দেশ্যের ( প্রয়োজনের ) ঐক্য হেতু অত্র বেদান্তেও বিশিষ্টেষবৎ স্থায় অর্থাৎ বিধির অঙ্গের স্থায় গুণোপসংহার করিতে হইবে ॥৩৥৩৥৫ ॥

এবং সর্ববেদান্তেষু সমানে সত্ব্যাপাসনে বেদান্তান্তরান্নাতানাং গুণানাং বেদান্তান্তরে উপসংহারঃ কর্তব্যঃ ; কুতঃ ? বিশিষ্টেষবদর্থাভেদাৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে শ্রুতৌ বৈশ্বানর-দহরাহ্যবিধিশেষৌ গুণস্তদ্বিত্ত্বাসম্বন্ধাৎ তদুপকাররূপপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়তে ; তথা বেদান্তান্তরোদিতোহপি তদ্বিত্ত্বাসম্বন্ধিত্বেন তদুপকারাবিশেষাদুপসংহার্তব্য ইত্যর্থঃ । চ-শব্দো-  
ইবধারণে ॥৩৥৩৥৫॥

[ ইতি প্রথমং সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥ ]

এইপ্রকারে সমস্ত বেদান্তে যখন উপাসনার ঐক্য হইল, তখন অপরাপর বেদান্ত-পঠিত গুণসমূহেরও অপর বেদান্তে উপসংহার করিতে হইবে । কারণ ? যেহেতু বিশিষ্টেষবৎ স্থায় অর্থের—প্রয়োজনের অভেদ রহিয়াছে । এক বেদান্তে শ্রুত বৈশ্বানরোপাসনা-বিধির অঙ্গস্বরূপ গুণ যেমন সেই বিজ্ঞার সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহার উপকাররূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি অপর বেদান্তে পঠিত গুণেরও সেই বিজ্ঞার উপকার-সাধক বলিয়া তাহার উপকারার্থেই উপসংহার করা আবশ্যক হয় । সুতরাং চ-শব্দের অর্থ অবধারণ ॥৩৥৩৥৫॥

[ ইতি প্রথম সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ ॥১॥ ]

[ পূর্বপক্ষঃ— ]

অন্তথাধিকরণম্ ।] অন্যথাভ্বং শব্দাদিতি চেমা-

বিশেষাৎ ॥৩॥৩।৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—অন্তথাভ্বং ( প্রকারান্তর ) শব্দাৎ ( শব্দানুসারে ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), ন ( না ) অবিশেষাৎ ( যেহেতু বিশেষ কিছু নাই ) । ]

[ সরলার্থঃ—বাজিনাং ছন্দোগানানাঞ্চ উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যোপাসনং শত্রুপরাভব-ফলায় বিহিতমস্মি “অথ হেমমাসস্তঃ প্রাণমুচুঃ—ত্বং ন উদগায়তি, তথেন্তি তেভ্য উদগায়ৎ” ইতি বাজিনাং ; “অথ ব এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে” ইতি চ ছন্দোগানাম্ । তত্র বিদ্যাকাম্ ? উত ন ? ইতি সংশয়া পূর্বপক্ষ-সূত্রমাহ—“অন্তথাভ্বম্” ইত্যাদি ।

শব্দাৎ—বাজিনাম্, উদগীথকর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানানাং তু উদগীথকর্ম্মণি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্ । তথা বাজিনাম্ উদগীথে এব প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানাস্ত উদগীথা-বরবে প্রণবে, ইত্যেবং শব্দভেদাদ্ অন্তথাভ্বং বিজ্ঞাভেদ ইতি চেৎ ; ন, ন বিজ্ঞাভেদ ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? অবিশেষাৎ শত্রুপরাভবফলকোপক্রমাবিশেষাদিত্যর্থঃ ।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণদৃষ্টিতে উদগীথোপাসনা বিহিত আছে । বৃহদারণ্যকে আছে—‘দেবগণ মুখস্থিত মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্ত উদগীথোপাসনা কর, [ মুখ্যপ্রাণ ] ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে গান করিলেন’ । ছান্দোগ্যে আছে—‘অতঃপর দেবগণ, যাহা মুখ্য বা প্রধান প্রাণ, তাহাকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন’ । এই উভয় স্থলের উদগীথোপাসনা এক ? কি ভিন্ন ? এইরূপ সংশয় করিয়া প্রথমতঃ পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—“অন্তথাভ্বম্” ইত্যাদি ।

বৃহদারণ্যকে উদগীথকর্ত্তা প্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যোপনিষদে উদগীথের কর্ম্মস্বরূপ প্রাণকে উদগীথজ্ঞানে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদগীথঃপ্রাণ প্রণবকে প্রাণবুদ্ধিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এইপ্রকার উপদেশের প্রভেদ থাকার উত্তরস্থানীয় বিজ্ঞা এক নহে ; ইহা যদি বল ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, উভয় স্থলেই কিছু মাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই, অর্থাৎ উভয় স্থলেই শত্রুপরাভবরূপ একই কলোদ্দেশে উপাসনার উপক্রম বা আরম্ভ হইয়াছে ; অতএব বিজ্ঞা-ভেদ হইতেই পারে না ॥৩॥৩।৬॥ ]

এবং চোদনান্নবিশেষাদ্ বিত্বেকভ্বম্, একত্বে চ গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ,

এইরূপে প্রতিপাদন করা হইল যে; বিধি প্রভৃতির পার্থক্য না থাকিলেই বিজ্ঞার একত্ব

ইত্যুক্তম্ ; অতঃপরং কাশ্চন বিদ্যা অধিকৃত্য প্রত্যভিজ্ঞাহেতুভূত-  
চোদনাশ্রবণশেষোহস্তি, নেতি (\*) নিরূপ্য নির্ণায়তে—

অস্তি উদগীথবিদ্যা বাজিনাং ছন্দোগানাং চ । বাজিনাং তাবৎ—  
“ব্রহ্মা হ প্রাজাপত্যো দেবাস্চাস্মরাশ্চ” [ বৃহদা০ ৩।৩।১ ] ইত্যারভ্য “তে হ  
দেবা উচুঃ—হস্তাস্মরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যাম্যাম” ইত্যুদগীথেনাস্মর-  
বিধবৎসনং প্রতিজ্ঞায় উদগীথে বাগাদি-মনঃপর্যন্ত-দৃষ্টৌ অস্মরৈরভিভবমুক্তা,  
“অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুঃ” ইত্যাদিনা উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অস্মর-  
পর্যভবমুক্তা—“ভবত্যাশ্বনা পরাশ্রু দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি, য এবং বেদ”  
ইতি শত্রু-পরাজয়ফলায়োদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা । এবং ছন্দোগানামপি

হইবে, এবং বিদ্যার একত্ব হইলেই গুণোপসংহার করিতে হইবে । অতঃপর কতকগুলি বিদ্যা  
অবলম্বন করিয়া [ সেই সমস্ত বিদ্যায় একত্বের জ্ঞাপক ] প্রত্যভিজ্ঞার হেতুভূত বিধিপ্রভৃতির  
অবিশেষ ( সাম্য ) আছে কি না, তাহা নিরূপণ করত সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে (†) ।

বাজসনেয়ীদিগের এবং ছন্দোগদিগেরও উদগীথনামক একটি বিদ্যা ( উপাসনা ) আছে ।  
তন্মধ্যে বাজাদিগের ( যজুর্বেদাদিগের ) আছে, —‘প্রজাপতির সন্তান দুইপ্রকার—দেবতা ও  
অস্মর,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে,—‘সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—‘ভাল,  
আমরা যজ্ঞে ‘উদগীথ’ দ্বারা অস্মরগণকে অতিক্রম ( পরাজিত ) করিব,’ এই প্রকারে উদগীথের  
সাহায্যে অস্মরবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্ হইতে মনঃপর্যন্ত প্রাণসমূহে উদগীথ দৃষ্টি করিলেও  
অস্মরগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এই কথা বলিয়া ‘অনন্তর এই আসন প্রাণকে বলিয়া-  
ছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যে উদগীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অস্মরগণের পরাভবের কথা বলিয়া ‘যে লোক  
এইরূপ জানে, তাহার ঘেঘকারী শত্রু আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া থাকে,’ এইরূপে শত্রুর  
পরাজয়রূপ ফলের উদ্দেশে উদগীথে প্রাণদৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন (‡) । এইরূপ ছন্দোগ-

(\*) নেতীতি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—এই ‘অন্ত্যধাতি’ অধিকরণটি যট্ হইতে নবম পর্য্যন্ত চারিট স্থল লইয়া রচিত হইয়াছে ।  
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদ্বুক্ত ‘উদগীথবিদ্যা ।’ (২) যঃশব্দ—  
উভয়স্থানীয় উদগীথবিদ্যা কি একই বিদ্যা? অথবা পৃথক্ ভিন্নভিন্ন? (৩) পূর্বপক্ষ—উভয়স্থানেই যখন  
বিধি ও ফলাদি এক, তখন উভয়স্থানীয় বিদ্যাও একই বটে, ভিন্ন নহে । (৪) সিদ্ধান্ত—যদিও উভয়স্থানে উদগীথে  
প্রাণদৃষ্টিরূপে উপাসনা এক হউক, তথাপি বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথে প্রাণদৃষ্টি, আর ছান্দোগ্যে কেবল  
উদগীথাবয়ব ওকারে মাত্র প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদগীথ-গানের কর্তা  
বলা হইয়াছে; আর ছান্দোগ্যে প্রাণকে উদগীথ-গানের কর্তা বলা হইয়াছে । এইরূপ এতদেব থাকার উভয়স্থানীয়  
উদগীথোপাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না ॥

(‡) তাৎপৰ্য্য—যজ্ঞে পঠনীয় একটি বেদাংশের ( স্তোত্রবিশেষের ) নাম ‘উদগীথ’ । উদগীথের মধ্যে প্রথম  
অক্ষরটি সন্নিবিষ্ট আছে । বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই উদগীথে প্রাণদৃষ্টিপূর্বক উপাসনা করিবার নিধান আছে ;

“দেবাস্তরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” [ ছান্দো ০ ১২।১ ] ইত্যারভ্য—  
 “তন্ধ দেবা উদগীথমাজহু রূনেনৈনানভিহ্নিষ্ঠামঃ” ইত্যুদগীথেনাস্তরপরাভবং  
 প্রতিজ্ঞায় তদ্বদেবোদগীথে বাগাদিদৃষ্টৌ দোষমভিধায়—“অথ হ য এবায়ং  
 মুখ্যঃ প্রাণস্তুদগীথমুপাসাক্রিরে” [ ছান্দো ০ ১২।৭,৮ ] ইত্যাদিনা  
 উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্য অস্তরপরাভবমুক্তা। “যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসতে, এবং  
 হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে” ইতি শত্রুপরাভবায়  
 উদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা। বেদন-বিষয়বিধিপ্রত্যয়াশ্রবণেহপি ফল-  
 সাধনত্ব-শ্রবণাৎ বেদনবিষয়ো বিধিঃ কল্যাতে। উদগীথ-বিজ্ঞায়াঃ ক্রত্বর্থত্বেন  
 ক্রতুসাদুপাফলত্বৈহ প্যর্থবাদিকমপি ফলং তদবিরুদ্ধং গ্রাহ্যমেবেতি  
 দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিতম্।

তত্র সংশয্যতে—কিমত্র বিত্বেক্যম্ ? উত ন ? ইতি । কিং যুক্তম্ ?

দিগের ( ছান্দোগ্যোপনিষদে ) আছে—“দেবগণও অস্তরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিল।”  
 এইরূপ উপক্রমের পর ‘ইহা দ্বারাই ইহাদিগকে ( অস্তরগণকে ) সর্বতোভাবে পরাভূত করিব,’  
 এইরূপ মনে করিয়া দেবতাগণ উদগীথ আহরণ ( সংগ্রহ ) করিয়াছিলেন।’ এইরূপ উদগীথের  
 সাহায্যে অস্তর পরাভবের প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্বের ত্রায় উদগীথে বাগাদি-দৃষ্টির দোষ নির্দেশ  
 করিয়া, অতঃপর, বাহা এই মুখ্য প্রাণ, উদগীথরূপে তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন,’ ইত্যাদি  
 বাক্যে উদগীথে প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা অস্তরপরাভবের কথা বলিয়া ‘খনিজ ( খুন্নি ) যেমন প্রস্তর  
 খণ্ডকে প্রাণ্ড হইয়া অর্থাৎ তাহাতে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঠিক এইরূপই উক্ত উদগীথজ  
 পুরুষের নশ্বকে যে লোক পাপাচরণ করে, সে লোকও বিধ্বস্ত হয়,’ এইরূপ শত্রুপরাভবরূপ  
 ফলসিদ্ধির জন্ত উদগীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। [ উদগীথ প্রকরণে ] বেদন বা  
 উপাসনা বিষয়ে বিধিপ্রত্যয় ( ‘উপাসীত’ ‘বিজ্ঞাৎ’ ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য ) না থাকিলেও  
 ঐ উপাসনার ফল-সাধনতা বা ফলোৎপাদকতা শ্রবণ হইতেই উপাসনা বিষয়ে বিধি কল্পনা করা  
 হইয়া থাকে। উদগীথ বিজ্ঞাটি যজ্ঞোপকারক ; স্মরণাৎ যজ্ঞোৎকর্ষ সাধনকরা তাহার ফল  
 হইলেও, এইরূপ বাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল নহে, অর্থবাদবাক্যাবগত তাদৃশ ফলও যে, অবশ্যই  
 গ্রহণীয়, ইহা দেবতাধিকরণে ( প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ২৩—৩২ সূত্রে ) নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিজ্ঞার একত্ব ? অথবা নানাশ্র ? কোন পক্ষটি

ছান্দোগ্যেও সেইরূপ বিধান আছে। পার্থক্য এই যে, বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদগীথগানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে।  
 আর ছান্দোগ্যে ঐ প্রাণকে উদগীথগানের কর্ত্ত্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। উদগীথকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা  
 করিবার বিধান আছে বলিয়া ইহাকে উদগীথোপাসনা বলে। এ নশ্বকে আরও অধিক জানিতে হইলে বৃহদা-  
 রণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৈতৈক্যমিতি । কূতঃ ? উভয়ত্রোদগীথশ্চৈবান্যস্তপ্রাণভাবশ্চোপাস্ত্র-  
প্রবণাচ্চোদনাগ্ৰবিশেষাৎ । ফলসংযোগস্তাবৎ শত্রুপরিভবরূপো ন  
বিশেষ্যতে । রূপমপি—অন্যস্তপ্রাণভাবোদগীথাত্ম্যোপাস্ত্রক্যাদবিশিষ্টম্ ।  
চোদনা চ—বিদ্বি-ধাত্বর্থগত। অবিশিষ্টা । আখ্যা চ—উদগীথবিত্তেত্য-  
বিশিষ্টা । অত্র রাঙ্কাস্তি-চ্ছায়য়া পরিচোক্ত পরিহরতি—“অন্তথাহুং  
শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ”—ইতি ।

যদুক্তং বৈতৈক্যমিতি, তন্মোপপত্ততে, রূপভেদাৎ । রূপান্তথাহুং হি  
শব্দাদেব প্রতীয়তে ; বাঙ্গসনেয়কে হি “অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন  
উদগায়েতি, তথ্যেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ” [ বৃহদাং ৩।৩।৭ ]  
ইত্যুদগানস্ত কৰ্ত্তার প্রাণদৃষ্ট্যাহস্বরপরাভবমুক্তা—“য এবং বেদ” ইতি  
কৰ্ত্তর্যেব প্রাণদৃষ্টিরেবং-শব্দাদবগম্যতে । ছান্দোগ্যে—“অথ হ য এবায়ং  
মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” [ ছান্দোং ১।২।৭, ৮ ] ইত্যুদগানস্ত  
কৰ্ম্মণ্যুদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অস্বরপরাভবমুক্তা—“য এবংবিদ্বি পাপং  
কাময়তে” ইতি এবং-শব্দাৎ কৰ্ম্মণ্যেবোদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা । একত্র

যুক্তিযুক্ত ? বিস্তার একত্বই [ যুক্তিযুক্ত ] ; কারণ ? যেহেতু উভয় স্থলেই প্রাণভাব আরোপণ-  
পূৰ্ব্বক এক উদগীথেরই উপাস্ত্র প্রতীতি হইতেছে, অথচ বিধিপ্রভৃতিরও কোন প্রকার প্রভেদ  
নাই । প্রথমতঃ শত্রুপরাভবরূপ যে ফলসংযোগ বা ফলসম্বন্ধ, তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা  
যাইতেছে না ; দ্বিতীয়তঃ প্রাণভাব বাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই উদগীথাত্ম উপাস্ত্রের  
ঐক্য থাকায় বিস্তার স্বরূপগতও কোন পার্থক্য ( বৈলক্ষণ্য ) নাই ; তৃতীয়তঃ বিদ্বাৎতুর অর্থ—  
বেদনবিষয়ক বিধানও অবিশিষ্ট, এবং ‘উদগীথ’ এই নামও উভয় স্থলেই সমান । এবিষয়ে,  
সিদ্ধান্তের অনুসরণে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মত আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার  
করিতেছেন—“অন্তথাহুং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ” ইতি ।

বিস্তার যে, একত্ব বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না ; কারণ, যেহেতু স্বরূপগত  
পার্থক্য আছে । স্বরূপের যে, অন্তথাহু ( পার্থক্য ), তাহা শব্দ হইতেই প্রতীত হইতেছে ।  
কেন না, বাঙ্গসনেয়কে ‘অনন্তর এই মুখবর্তী প্রাণকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্ত  
উদগীথ গান কর ; ‘তথাস্ত’ বলিয়া প্রাণ তাহাদের জন্ত উদগীথ গান করিয়াছিল’, এইরূপে  
উদগীথগানের কৰ্ত্তাভেদ প্রাণদৃষ্টির ফলে অস্বরপরাভবের কথা উক্ত হইয়াছে ; এবং  
‘বিনি এইরূপ জানেন’ এই ‘এবং’ শব্দ হইতেও গানকৰ্ত্তাভেদ প্রাণদৃষ্টি প্রতীত হইতেছে ।  
ছান্দোগ্যোপনিষদে—“অতঃপর বাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-  
ছিলেন’, এই স্থলে উদগীথগানের কৰ্ম্মভূত উদগীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অস্বরপরাভবের রূপা বলিয়া,  
‘যে লোক এবংবিধ-জ্ঞানীর প্রতি অনিষ্ট কামনা করে’ এই প্রকার ‘এবং’ শব্দ দ্বারা গানেরই

কর্তৃরি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাদন্তত্র কৰ্ম্মণি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাচ্চ রূপান্তথাৎ স্পষ্টম্ ।  
 রূপান্তথাৎ চ বিধেয়-ভেদে সতি কেবলচোদনাত্ত্রবিশেষোহকিঞ্চিকর  
 ইতি বিভ্রাভেদ ইতি চেৎ ; তন্ম, অবিশেষাৎ—অবিশেষেণ হি উভয়ত্র  
 উদগীথসাধনক-পরপরিভব উপক্রমে প্রতীয়তে ; বাজসনেয়কে—[ বৃহদা.  
 ৩.৩.১ ] “তে হ দেবা উহুইন্তাস্মরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যাম” ইতু্যপক্রমে  
 শ্রীয়াতে । ছান্দোগ্যেপি -- “তন্ম দেবা উদগীথমাজহু রনেনৈনানভিহনিষ্যামঃ”  
 [ ছান্দো. ১২।১ ] ইতি । অত উপক্রমাবিরোধায়—“তেভ্য এষ প্রাণ  
 উদগায়ৎ” [ বৃহদা. ৩.৩.৭ ] ইত্যাস্ত প্রাণভাব উদগীথ উদগান-কৰ্ম্মভূত  
 এব পাকাদিশ্চোদনাদিবৎ সৌকর্য্যাতিশয়-বিসংখ্যায় কৰ্ত্তৃত্বেনোচ্যতে ;  
 অন্যথা উপক্রমগত উদগীথশব্দঃ কর্তৃরি লাক্ষণিকঃ স্ত্রাৎ ; অতো  
 বিভ্রেক্যম্ ॥৩৥৩৥৬॥

কৰ্ম্মভূত ( গেষ্বরূপ ) উদগীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে । অতএব একস্থলে কর্তৃত্ব  
 প্রাণদৃষ্টি বিধায়ক শব্দ থাকায় এবং অন্যত্র কৰ্ম্মেতে প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায়, [ উভয় স্থানীয়  
 বিভ্রা ] অন্যত্র বা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে । বিভ্রার স্বরূপগত অন্যত্ব সিদ্ধ হইলেই  
 বিধেয় বা কৰ্ত্তব্যবিষয়েরও ভেদ সিদ্ধ হইল ; বিধেয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে পর, কেবল বিধি-  
 প্রভৃতির অবিশেষ বা একরূপতা কিছুই করিতে পারে না ( অকিঞ্চিকর ) ; সুতরাং [ উভয়-  
 স্থলের ] বিদ্যা ভিন্ন—এক নহে ; ইহা যদি বলিতে ইচ্ছাকর, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,  
 যেহেতু কিছুই বিধেয় নাই—যেহেতু উভয় স্থানেই প্রারম্ভে উদগীথ-সাধনের শব্দ-পরাত্তররূপ  
 ফল শ্রুত হইতেছে,—বৃহদারণ্যকে উদগীথোপক্রমে ‘সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল,  
 আমরা যজ্ঞে উদগীথ দ্বারা অমরগণকে পরাভূত করিব,’ এইরূপ শ্রুত হইতেছে । ছান্দোগ্যেও  
 [ উদগীথোপক্রমে ‘দেবতাগণ সেই উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা আমরা  
 এই অমরগণকে নিহত করিব’ । অতঃপ উপক্রমের বিরোধ-পরিহারার্থই [ বলিতে হইবে  
 যে, ] ‘এই প্রাণ তাহাদের জন্ত উদগান করিয়াছিল’, এই স্থলে প্রাণভাব অধ্যাসে উদগানের  
 কৰ্ম্মস্বরূপ উদগীথকেই ক্রিয়াসৌকর্য্যজ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে পাকাদি কার্য্যে যেমন ওদনাদির  
 কৰ্ত্তব্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি উদগীথেরও কৰ্ত্তব্য বলা হইতেছে । তাহা না হইলে,  
 উপক্রম-স্থিত উদগীথ-শব্দটি লাক্ষণিক ( গৌণার্থক ) হইতে পারে ; অতএব উভয়স্থানীয় বিভ্রাই  
 এক, পৃথক নহে (\*) ॥৩৥৩৥৬॥

(\*) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক প্রকরণেরই উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হইয়া থাকে ; সেই কারণে, উপক্রমগত  
 বাক্যার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে উপসংহারগত বাক্যের সাহায্যে তাহার একুতার্থ নিরূপণ করিতে হয়, এবং  
 উপসংহারগত বাক্যে সংশয় হইলেও উপক্রমগত বাক্যানুসারে অর্থ বিশেষ নিরূপণ করিতে হয় । এই নিয়মানুসারে  
 যদিও বৃহদারণ্যকের উপসংহারবাক্যে প্রাণের উদগীথকৰ্ত্তব্য-বোধক শব্দ থাকুক, তথাপি উপক্রমে কৰ্ত্তব্য নির্দেশ

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্বাদিবৎ ॥৩৥৩৥৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন ( না ) বা ( পূৰ্ণগন্ধনিবারক ) প্রকরণভেদাৎ ( যেহেতু প্রকরণের পার্থক্য ), পরোবরীয়স্বাদিবৎ ( পরোবরীয়স্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের স্থায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—সিদ্ধান্তমাহ—“নবা” ইত্যাদিনা । নবা-শব্দঃ পূৰ্ণগন্ধ-ব্যবৃত্তার্থঃ । রূপৈক্যাৎ-বিত্তৈক্যামিতি বহুক্তম্, তৎ নবা নৈব সংগচ্ছতে ; কৃতঃ ? প্রকরণভেদাৎ—প্রকরণং হি উভয়ত্র ভিদ্ধ্যতে । তথাহি ছান্দোগ্যে তাবৎ—‘ওম্’ ইত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইতি উদগীথাবয়বভূতং প্রণবম্ উপাত্তত্বেনোপক্রম্য “উদগীথমাজ্জহুঃ” ইতি প্রণববিষয়মুপাসনমুক্তম্ । বৃহদারণ্যকে তু “হস্তাস্থরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাতারাম” ইতি কুংস্রোদগীথবিষয়কমুপাসনমুক্তম্ । অত উদগীথে প্রাণদৃষ্টাবিশেষেইপি রূপভেদাদ্বিভাভেদো সম্ভব্যঃ । পরোবরীয়স্বাদিবৎ,—যথা হি একশ্রামপি ণাথারাম্ উদগীথোপাসনে তুল্যেইপি হিরণ্য-পুরুষদৃষ্টেঃ পরোবরীয়স্বাদি-গুণবিশেষদৃষ্টিভিত্তিতে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ ।

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—রূপের ঐক্যানিবন্ধন যে, বিষ্ণুর ঐক্য বলা হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রকরণের প্রভেদ রহিয়াছে । বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদগীথাবয়ব প্রণবে মাত্র প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে । অতএব স্বরূপগত পার্থক্য নিবন্ধনই পরোবরীয়-স্বাদিগুণের স্থায় বিদ্যাভেদ বুঝিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, একই শাখাগত উদগীথোপাসনার যেমন হিরণ্য-পুরুষাদি দৃষ্টির নির্দেশ থাকায় পরোবরীয়স্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ভেদ হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ॥৩৥৩৥৭॥ ]

নবেতি পক্ষং ব্যবর্তয়তি । নচৈতদস্তু, যদ্বিত্তৈক্যামিতি ; কৃতঃ ? প্রকরণভেদাৎ—“ওমিত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইতি প্রকৃতমুদগীথাবয়ব-

এইরূপ প্রাপ্তি-সংভাবনায় বলিতেছি—“নবা” ইত্যাদি ।

‘নবা’ শব্দে পূৰ্ণগন্ধ নিবারণ করিতেছে । বিষ্ণুর যে, একত্ব বলা হইয়াছে ; তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে না ; কারণ ? যেহেতু প্রকরণ এক নহে । ‘ওম্’ এই উদগীথাক্ষরকে উপাসনা করিবে’, এইরূপে প্রস্তাবিত উদগীথের অংশবিশেষ প্রণবের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘এই অক্ষরের

সিদ্ধান্ত—  
বিভাভেদে স্থাপন । ]

থাকায়, বিশেষতঃ ছান্দোগ্যে স্পষ্টাক্ষরে কর্তব্য নির্দেশ থাকায় উপসংহারে কর্তৃবাচী শব্দটিকে গোপার্ববোধক বলিতে হইবে । পাকের কর্তৃত্ব তত্ত্বল অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া যেমন ‘তগুল শব্দই সিদ্ধ হইতেছে’ এইরূপে তত্ত্বলের কর্তৃত্ব নির্দেশ হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও কর্তৃত্বত আশঙ্কেই তাহার অনায়াসসাধ্য-জ্ঞাপনের স্তম্ভ কর্ত্ত্বপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।



ভূতং প্রণবং প্রস্তুত্যা—“এতস্ত্ব বা অক্ষরশোপব্যাখ্যানং ভবতি”—[ছান্দো.  
১।১।১,১০] “দেবাস্তরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” ইত্যারভ্য—“অথ হ য  
এবাং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” [ ছান্দো. ১।২।১,৭ ] ইত্যুদ-  
গীথাবয়বভূত-প্রণববিষয়মুপাসনং ছন্দোগা অধীয়েত; বাজিনস্ত তাদৃশ-  
প্রাচীনপ্রকরণাভাবাৎ “হস্তাস্তরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যয়াম” ইতি কৃৎস্ন-  
মুদগীথং প্রস্তুত্যা—“অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়” [ বৃহদা.  
৩।৩।১,৭ ] ইত্যাদি কৃৎস্নোদগীথবিষয়মধীয়েত; অতঃ প্রকরণভেদেন  
বিধেয়ভেদঃ; বিধেয়ভেদে চ রূপভেদঃ, ইতি ন বিত্বেক্যম্ ।

কিঞ্চ, “অথ হ য এবাং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” ইতি  
পূর্বপ্রকৃত উদগীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবাধ্যস্তপ্রাণভাবচ্ছন্দোগানামুপাস্তঃ;  
বাজিনাং তু কৃৎস্নোদগীথস্ত কৰ্ত্তোদগাতা প্রাণদৃষ্টোপাস্ত ইত । “অথ  
হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি, তথ্যেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ”  
ইত্যুদগাতরি প্রাণাধ্যাসং নির্দিশ্য—“য এবং বেদ” ইত্যুদগাতৈব্যাধ্যস্ত-  
প্রাণভাব উপাস্তো বিধীয়েত; অতঃচ রূপভেদঃ। নচোদগাতৰ্যুপাস্তে

( প্রণবের ) উপব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা হইতেছে—‘দেবতা ও অক্ষরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়া-  
ছিলেন’ এইরূপ উপক্রমের পর ছান্দোগ্যে (ছান্দোগ্যোপনিষদে) উল্লীথের অংশ্বরূপ প্রণবের  
উপাসনা পাঠ করিয়াছেন—‘অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উল্লীথরূপে উপাসনা  
করিয়াছিলেন’ ইতি । বাজাদিগের ( যজুর্বেদীদিগের বৃহদারণ্যকে ) এইরূপ পূর্ববর্তী কোনও  
প্রকরণ বা প্রস্তাব না থাকায়, ‘ভাগ, আমরা যজ্ঞাঙ্গ উল্লীথ দ্বারা অক্ষরগণকে অতিক্রম  
করিব’ এইরূপে সমস্ত উল্লীথোপাসনার উপক্রম করিয়া ‘অতঃপর, এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—  
তুমি আমাদের জ্ঞাত উল্লীথোপাসনা কর’; এই সম্পূর্ণ উল্লীথের উপাসনা নির্দেশ করিয়াছেন ।  
অতএব প্রকরণের ভেদ থাকায় বিষয়ের ভেদ, বিষয়ের ভেদে আবার আকৃতি বা স্বরূপেরও ভেদ  
হইতেছে; সুতরাং বিভ্রাট একত্র হইতে পারে না । অপিচ, ‘অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ,  
তাহাকে উল্লীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন’, এই যে, পূর্বপ্রস্তাবিত উল্লীথাংশ প্রণব, যাহাতে  
প্রাণাত্ম্যাব আরোপিত হইয়াছে; তাহাই ছন্দোগদিগের উপাস্ত, কিন্তু বাজসনেয়ীদিগের পক্ষে  
সম্পূর্ণ উল্লীথের কৰ্ত্তা উল্লাতাই (গানকৰ্ত্তাই) প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্ত । অভিপ্রায় এই যে, ‘অতঃ-  
পর, এই আন্তবর্তী প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জ্ঞাত গান কর; তিনিও ‘তথা’ বলিয়া  
তাহাদের জ্ঞাত গান করিলেন’, এইরূপে উল্লীথগানের কৰ্ত্তাভাৱে প্রাণভাবের আরোপ নির্দেশ  
করিয়া ‘বিনি এই প্রকার জানেন’ এইরূপে প্রাণস্বরূপতা যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই

বিহিতে “উদগীথেনাত্যাম” [ বৃহদা০ ৩৩১ ] ইত্যাখ্যায়িকোপক্রম-  
বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, উদগাতুরূপাসনে উদগীথেনাত্যাদগানকর্মভূতত্বাবস্থা-  
পেক্ষিতত্বাৎ তস্তাপি পরপরিভবাখ্যং ফলং প্রতি হেতুত্বাৎ । অতো  
রূপভেদাদ্ বিজ্ঞাতভেদ ইতি চোদনাত্তবিশেষেহপি ন বিদ্বেক্যম্ । পরো-  
বরীয়স্তাদিবৎ—যথৈকস্তামপি (\*) শাখায়ামুদগীথাবয়বভূতে প্রণবে পরমাত্ম-  
দৃষ্টিবিধানসাম্যেহপি হিরণ্ময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্তাদিশৃণবিশিষ্ট-  
দৃষ্টিবিধানমর্থাস্তরভূতম্ ॥৩৩৩৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি ॥৩৩৩৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞাতঃ ( নাম হেতু ) চেৎ ( যদি ), তৎ ( তাহা ) উক্তম্ ( কথিত হইয়াছে ),  
অস্তি ( আছে ), তৎ ( তাহা ) অপি ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—উদগীথবিদ্যোতি সংজ্ঞাতা একত্বাৎ তৎ—বিদ্যোক্ত্যম্ উক্তম্ চেৎ ; তু পুনঃ  
তদপি—বিষয়ভেদেহপি সংজ্ঞেক্যম্ অস্তি ; যথা ছান্দোগ্যে প্রথমাধ্যায়োক্তাস্থ ভিন্নাষপি বহুবিধ  
বিদ্যাস্থ উদগীথ-বিদ্যোতি সংজ্ঞেক্যমস্তি, তথা অত্রাপীতি ভাবঃ ॥

উদগীথবিদ্যা এইরূপ নামের ঐক্যনিবন্ধন যদি বিষয়ে বিদ্যারও একত্ব বলিতে চাও, তাহাও  
বলিতে পার না ; কারণ, সেরূপও আছে, অর্থাৎ বিষয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার অভেদ আছে ।  
যেমন, ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদেই প্রথম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু বিদ্যাতেই একই ‘উদগীথ’ নাম  
দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥৩৩৩৮॥ ]

উদগাতারই উপাস্ত্রতা বিধান করিয়াছেন ; এই কারণেও বিদ্যার স্বরূপগত প্রভেদ হইতেছে ।  
আর উদগাতারই উপাস্ত্রত্ব বিহিত হইলে যে, ‘উদগীথ দ্বারা অতিক্রম করিব’ এই  
গল্লোপক্রমের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা, তাহাও উচিত হয় না ; কেন  
না, উদগাতার উপাসনা বিহিত হইলেই তাহার কর্মভূত উদগীথেরও অপেক্ষা হইয়া পড়ে ;  
সুতরাং শত্রুপরিভবরূপ ফল সিদ্ধিতে তাহারও কারণতা রহিয়াছে । অতএব, রূপভেদে যখন  
বিদ্যার ভেদ হয়, তখন বিধিপ্রভৃতির অভেদসত্ত্বেও কখনই বিদ্যার অভেদ বা একত্ব হইতে পারে  
না । পরোবরীয়স্তাদির স্থায়,—যেমন এক শাখাতেও (এক ছান্দোগ্যোপনিষদেও) উদগীথঃখ  
প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টির সাম্য থাকিলেও হিরণ্ময় পুরুষদৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায় পরোবরীয়স্তাদি-  
শৃণবিশিষ্ট দৃষ্টির বিধানটি স্বতন্ত্র বিদ্যাক্রমে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ (+) ॥৩৩৩৭॥

(\*) যথৈকস্তামেব ইতি ‘প’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত একবার উদগীথোপাসনার  
কথা আছে ; পুনশ্চ অষ্টম খণ্ড হইতে আবার আখ্যায়িকাঙ্কলে উদগীথোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম  
সাত খণ্ডে উদগীথাবয়ব—ওকারে প্রাণদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনার বিধান হইয়াছে ; আর অষ্টম খণ্ড হইতে বে  
উদগীথোপাসনার কথা আছে, তাহাতে আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদগীথোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে ; অধিকত্ব

উদগীথবিদ্যোতিসংজ্ঞেক্যাং তৎ—বিদ্যোত্য়ামুক্তং চেৎ, তৎ সংজ্ঞেক্যাং  
বিধেয়ভেদেহপ্যাস্ত্যেব ; যথা অগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাগ্নিহোত্রে, কুণ্ডপায়িনা-  
মশ্বনাগ্নিহোত্রে চ ; যথাচ উদগীথবিদ্যোতি ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠ-  
কোদিতাস্থ বহীষু বিদ্যাস্থ ॥৩॥৩১॥

## ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩॥৩১॥

[ পদচ্ছেদঃ—ব্যাপ্তেঃ ( সৰ্বত্র সম্বন্ধ থাকায় ) চ ( ও ) সমঞ্জসং ( সমস্ত হয় ) । ]

[ সরলার্থঃ—প্রথমপ্রপাঠকে উপক্রমবৎ উত্তরাস্থপি উদগীথবিদ্যাস্থ উদগীথাবয়বস্ত  
প্রণবস্তোপাস্তৃত্বব্যাপ্তেঃ মধ্যস্থপি “উদগীথমাজহুঃ” ইতি ‘উদগীথ’-শব্দস্ত প্রণবপরত্বমেব সমঞ্জসং  
সুসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥

প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমের ত্রায় পরবর্তী বিদ্যাসমূহেও উদগীথাংশ প্রণবের উপাস্তৃত্ব ব্যাপ্ত  
থাকায় মধ্যবর্তী ‘উদগীথ’ শব্দেরও প্রণবার্থ হওয়াই সমস্ত হয় ॥৩॥৩১॥ ]

ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উত্তরাস্থপি বিদ্যাস্থ উদগীথাবয়বস্ত প্রণবস্ত  
প্রথমপ্রস্তুতস্তোপাস্তৃত্বেন ব্যাপ্তেচ্চ তন্মধ্যগতস্ত “তদ্ধ দেবা উদগীথ-  
মাজহুঃ” [ ছান্দো০ ১২।১ ] ইত্যুদগীথ-শব্দস্ত প্রণববিষয়ত্বমেব  
সমঞ্জসম্ । অবয়বে চ সমুদায়শব্দঃ “পাটো দন্ধঃ” ইত্যাদিষু দৃশ্যতে ।  
অতঃশ্চাৎ উদগীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবোদগীথ-শব্দনির্দিষ্ট ইতি স এব প্রাণ-

‘উদগীথবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য নিবন্ধন যদি বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়া থাকে ; [ সে কথাও  
সঙ্গত হয় না ; কারণ, ] বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার একত্ব নিশ্চয়ই হইতে পারে । যেমন,  
নিত্যাগ্নিহোত্রে ও কুণ্ডপায়ীদিগের অগ্নিহোত্রেও একই ‘অগ্নিহোত্র’ সংজ্ঞা, এবং ছান্দোগ্যোপ-  
নিষদের প্রথম প্রপাঠকে অভিহিত বহু বিদ্যাতেই একই ‘উদগীথ’ সংজ্ঞা রহিয়াছে, [ ইহাও  
তেমনি ] ॥৩১॥৮॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমবর্ণিত উদগীথাবয়ব প্রণবের উপাসনা পরবর্তী  
বিদ্যাসমূহেও অনুরূপ থাকায় তন্মধ্যগত ‘দেবতাগণ সেই উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন’ এই  
‘উদগীথ’-শব্দেরও প্রাণবার্থতাই সমঞ্জস বা সঙ্গত হয় । আর ‘বজ্র দন্ধ’ ইত্যাদি স্থলে দেখা  
যায়, সমুদায়বাচক ( সমষ্টিবোধক ) শব্দেরও তদবয়বে বা একদেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই  
কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে উদগীথাংশ প্রণবার্থেই উদগীথ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ;

‘পরোবরীমান্’ ও ‘অনন্ত’ প্রভৃতি শব্দে পরোবরীষ্বাদিগুণেরও বিধান করা হইয়াছে ; কাজেই প্রথম সাত খণ্ডেও  
উদগীথোপাসনা নারতঃ এক হইলেও ফলতঃ পৃথক্ দুইটি উপাসনা । এখানে একই শাখার উক্ত একনামক  
উদগীথোপাসনা বৈরূপ এক নহে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথবিদ্যাও তত্রূপ এক নহে ॥

দৃষ্টোপাস্থ্যঃ ছান্দোগ্যে প্রতিপত্তব্যঃ । বাজসনেয়কে তু কৃৎস্নোদগীথ-  
বিষয় উদগীথ-শব্দ ইতি কৃৎস্নোদগীথস্ত কৰ্ত্তোদগাতা প্রাণদৃষ্টোপাস্থ্য  
ইতি বিদ্যানানাস্ত্বং সিদ্ধম্ ॥৩৩৥১৥

[ ইতি দ্বিতীয়ম্ অন্তথাঙ্গাধিকরণম্ ॥২৥ ]

সৰ্বভেদাধিকরণম্ । ] সৰ্বভেদাদন্যত্রেমে ॥৩৩৥১০৥

[ পদচ্ছেদঃ—সৰ্বভেদাং ( সৰ্বাংশের অভেদ হেতু ) অন্তত্ৰ ( কোষীতকীয় প্রাণবিদ্যায় )  
ইমে ( এই সমস্ত গুণ ) । ]

[ সরলার্থঃ—“যো হ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ বেদ, \* \* \* প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইতি  
বাজিনাং ছান্দোগানাং কোষীতকিনাঞ্চ প্রাণবিদ্যা সমান্নাতা । তত্র যত্ৰপি প্রাণস্ত জ্যেষ্ঠ-  
শ্রেষ্ঠত্বাদিকং ত্রিষপি সমানং, বাগাদিগতবশিষ্ঠত্বাদিকস্ত উভয়ত্র সমানমপি কোষীতকিনাং  
তন্মাস্তি ; তথাপি সৰ্বভেদাং জ্যেষ্ঠত্বোপপাদনপ্রকারস্ত সৰ্বস্ত তুল্যরূপত্বাদ্ বিত্ৰেক্যামিতি  
অন্তত্ৰ—কোষীতকি-প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ো ধৰ্ম্মা উপসংহর্তব্য। এবৈত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়ী ছান্দোগ্য ও কোষীতকীদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে কথিত আছে যে,  
‘যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে জানেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি । তন্মধ্যে যদিও  
প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰভৃতি ধৰ্ম্মগুলি সৰ্বত্রই সমান, কেবল বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি ধৰ্ম্মগুলিই  
কোষীতকীদিগের নাই, তথাপি অন্তত্ৰ সমস্ত ধৰ্ম্মের ঐক্য থাকায় যখন বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ  
হইতেছে, তখন কোষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বাদি সমস্ত ধৰ্ম্মেরই উপসংহার  
করিতে হইবে ॥৩৩৥১০৥ ]

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ প্রাণবিদ্যা আন্নায়তে—[ ছান্দো . ৫.১।১ ]

“যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি ;  
প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইত্যাদিঃ (\*) । তত্র জ্যেষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যগুণকং

সুতরাং ছান্দোগ্যে তাহাকেই প্রাণ-বুদ্ধিতে উপাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু  
বৃহদারণ্যকে উদগীথ-শব্দ যখন সমস্তটা উদগীথেরই বোধক, তখন সমস্ত উদগীথকৰ্ত্তা—উদ-  
গাতাই প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাস্ত ; কাজেই বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৩৥১১৥

[ দ্বিতীয় অন্তথাঙ্গাধিকরণ ॥২৥ ]

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, উভয় উপনিষদেই ‘প্রাণবিদ্যা’ পঠিত আছে—‘যে লোক জ্যেষ্ঠ  
ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে লোক নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয় । প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি ।  
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাস্তত্ব প্রতিপাদনের পর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও

(\*) ইত্যাদি ইতি ‘ক’ ষ পাঠঃ ।

প্রাণমুপাস্ত্রং প্রতিপাদ্য বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃস্ব বসিষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠাৎ-সম্পদায়-  
তনত্বাখ্যান্ গুণান্ প্রতিপাদ্য বাগাদীনাম্ দেহস্য চ প্রাণায়ত্ত্বস্থিতিত্বেন  
দেহায়ত্তত্ত্বৎ-কার্যাত্বেন চ প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদ্য বাগাদিসম্বন্ধিতয়া  
শ্রুতান্ বসিষ্ঠত্বাদীন্ গুণাংশ্চ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদয়তি । এবং  
ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকো বসিষ্ঠত্বাদিগুণকশ্চ প্রাণ  
উপাস্ত্রং প্রতিপাদ্যতে । কৌষীতকিনাং তু প্রাণবিদ্যায়াং তথৈব জ্যৈষ্ঠ্য-  
শ্রৈষ্ঠ্যগুণকঃ প্রাণ উপাস্ত্রং প্রতিপাদিতঃ ; ন পুনর্বসিষ্ঠত্বাদয়ো বাগাদি-  
সম্বন্ধিনো গুণাঃ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদিতাঃ । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা  
ভিদ্যতে, উত নেতি । কি যুক্তম্ ? ভিদ্যত ইতি । কৃতঃ ? রূপভেদাৎ ।  
যদ্যপ্যুভয়ত্র প্রাণ এব জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যগুণক উপাস্ত্রং ; তথাপ্যেকত্র বসিষ্ঠ-  
ত্বাদিভিরপি গুণৈর্যুক্তঃ প্রাণ উপাস্ত্রং প্রতীয়তে, ইত্যত্র তু তদ্বিধুর  
ইতুপাস্ত্র-রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ ; ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্বাভেদাদন্যত্রেমে ।

মনেনে যথাক্রমে বসিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাৎ, সম্পদরূপত্ব ও আয়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন  
করিয়াছেন । তাহার পর, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের স্থিতি ও বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী  
সমস্তই প্রাণের অধীন ; এই কারণে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বাগাদির সম্বন্ধে শ্রুত  
বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহকেও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । এইরূপে ছান্দোগ্য ও  
বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট এবং বসিষ্ঠত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণেরই উপাস্ত্রত্ব  
প্রতিপাদিত হইয়াছে, অথচ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়াং সেইরূপই জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণ-  
বিশিষ্ট প্রাণকে উপাস্ত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত বসিষ্ঠত্বাদি-  
গুণসমূহের উল্লেখ করা হয় নাই । অতএব সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন  
হইতেছে ? অথবা বিদ্যার অভিন্নত্বই থাকিতেছে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভিন্ন হইতেছে  
পক্ষই । কারণ ? রূপভেদই কারণ । যদিও উভয় স্থলেই জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণই  
উপাস্ত্র, তথাপি এক স্থলে প্রাণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেও উপাস্ত্রতা প্রতীত হইতেছে,  
অন্যস্থলে ( কৌষীতকীদিগের উপনিষদে ) কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে ; সুতরাং  
উপাস্ত্রের স্বরূপগত ভেদ থাকায় উপাসনারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার  
আমরা বলিতেছি (\*)—

(\*) তাৎপর্য— ইহার নাম সর্বাভেদাধিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—(১) ছান্দোগ্য,  
বৃহদারণ্যক ও কৌষীতক্যোপনিষদে জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণযুক্ত প্রাণবিদ্যা । (২) সংশয়—এই উপনিষৎত্রয়োক্ত  
প্রাণবিদ্যা কি একই ? না ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—যদিও জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণ সম্বন্ধে সর্বত্রই সমান, তথাপি  
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও বসিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠাৎ প্রভৃতি গুণযোগে প্রাণের উপাসন  
বিহিত আছে ; কিন্তু কৌষীতকীদিগের তাহা নাই ; সুতরাং রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে । (৪)  
উত্তর—না—বিদ্যাভেদ হইতে পারে না ; কারণ, যদিও কৌষীতকীদিগের উপাস্ত্র প্রাণে বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগের

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নাত্র বিজ্ঞাভেদঃ ; অত্ৰ—কৌষীতকিনাং প্রাণবিজ্ঞান্যাপি ইমে—  
বসিষ্ঠবাদয়ো গুণা উপাস্তাঃ সন্তি ; কৃতঃ ? সৰ্বভেদাৎ—প্রতিজ্ঞাত-  
প্রাণজ্যৈষ্ঠ্যশ্ৰৈষ্ঠ্যোপপাদনপ্রকারস্ত সৰ্বস্ত তত্রাপ্যভেদাৎ । তথাহি—  
ছান্দোগ্য-বাজসনেয়িনাং প্রাণবিজ্ঞান্যাম্—“এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে  
বৃদিরে” [ ছান্দোঃ ৫।১।৬ ], “অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ” [ বৃহদাঃ  
৮।১।৭ ! ইতি চোপক্রম্য বাগাণ্ডেকৈকাপক্রমণে অশ্রেয়াং সপ্রাণা-  
নামিन्द्रিয়াণাং শরীরস্ত চ স্থিতিং তত্ত্বং কার্য্যং চাবিকলং প্রতিপাদ্য  
প্রাণোৎক্রমণে সৰ্বেষাং বিশরণমকার্য্যকরত্বং চাভিধায় সৰ্বেষাং প্রাণাধীন-  
স্থিতিত্ব-তদধানকার্য্যত্বাভাং প্রাণস্ত জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্ ।

এবমুপপাদিতং বাগাদিকার্য্যস্ত প্রাণাধীনত্বম্—“অথ হৈনং বাণ্ডবাচ  
যদহং বসিষ্ঠাহস্মি, স্বং তদ্বসিষ্ঠোহসি” [ ছান্দোঃ ৫।১।১৩ ] ইত্যাদিনা  
বাগাদিভিন্ননুত্তে । কৌষীতকিনাং প্রাণবিজ্ঞান্যাপি প্রাণজ্যৈষ্ঠ্য-শ্ৰৈষ্ঠ্য-  
প্রতিপাদনায় বাগাদিষু বসিষ্ঠবাদয়ঃ প্রতিপাদিতাঃ । “অথ হেমা দেবতাঃ

“সৰ্বভেদাদত্ত্বেনে”—না—এখানে বিদ্যা ভিন্ন নহে, ( একই বটে ) অত্ৰ অর্থাৎ

কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও এই বসিষ্ঠবাদি গুণসমূহের উপাস্ততা  
সিদ্ধান্ত—বিজ্ঞার একত্ব ।]

রহিয়াছে । কারণ ? যেহেতু সমস্তেরই অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ  
যেহেতু সেখানেও প্রতিজ্ঞাত (যাহা বর্ণনা করিবার জ্ঞাত প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; সেই) প্রাণের  
জ্যৈষ্ঠ্য ও শ্ৰৈষ্ঠ্য গুণের সমর্থনপ্রণালী সমস্তই একরূপ । দেখ,—ছন্দোগ ও বাজসনেয়াদিগের  
প্রাণবিদ্যায় ‘এই দেবতাগণ ( ইन्द्रিয়গণ ) নিজ নিজ প্রাধান্ত খ্যাপনের নিমিত্ত বিবাদ  
করিয়াছিলেন ।’ ‘নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে’ এইরূপে আরম্ভ করিয়া  
বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইन्द्रিয়ের বহির্গমনেও প্রাণযুক্ত অপরূপ ইन्द्रিয় ও শরীরের পূর্ববৎ  
অবস্থান ও কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়া ; শেষে প্রাণের উৎক্রমণে (প্রাণের অভাবে) সমস্ত  
ইन्द्रিয়ের শিথিলীভাব ও অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের অধীনভাবেই সমস্তের অবস্থিতি  
ও কার্য্যকারিতা প্রদর্শন দ্বারা প্রাণেরই জ্যৈষ্ঠ্য সমর্থন করিয়াছেন ।

এইরূপে সমর্থিত বাগাদি-ইন্দ্রেয়ের প্রাণাধীনত্বই—‘অতঃপর বাক্ বলিল—আমার যে  
বসিষ্ঠ্য গুণ আছে, তোমারও সেই বসিষ্ঠ্য গুণ হউক’ এইরূপে বাক্ প্রভৃতি কর্তৃক অনুদিত  
হইতেছে মাত্র । কৌষীতকীদের মতেও প্রাণের জ্যৈষ্ঠ্য ও শ্ৰৈষ্ঠ্যপ্রতিপাদনের জ্ঞাত বাক্-

নাই সত্য, তথাপি প্রাণকেই বাগাদিগত বসিষ্ঠ্যাদি গুণলাভের হেতু বলার প্রকারান্তরে প্রাণেরও ঐসকল গুণ-সম্বন্ধ  
যাক্ হইয়াছে ; অতএব রূপভেদ না থাকায় বিজ্ঞাভেদও হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব কৌষীতকীর  
প্রণোপাসনায়ও বসিষ্ঠ্যাদিগুণের উপসংহার করিতেই হইবে ।

প্রজাপতিঃ পিতরমেত্যাশ্রবন্—কো বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ” [ কৌষী০ ৫।১।১ ]  
 ইত্যাদিনা বাগাদিগতা গুণা বাগাদয়শ্চ দেহশ্চ প্রাণাধীনা ইতি প্রাণশ্চ  
 জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্ ; বাগাদিভিঃ স্বশ্বগুণানাং বসিষ্ঠত্বাদীনাম্ প্রাণা-  
 ধীনত্বানুবাদমাত্রাং তু ন কৃতম্ । নৈতাবতা রূপভেদঃ, বাগাদীনাম্ বসিষ্ঠত্বা-  
 দিগুণাশ্রিতানাং প্রাণাধীনকার্য্যত্বোপপাদনেনৈব প্রাণশ্চ বাগাদিবসিষ্ঠত্বা-  
 দিগুণাহেতুত্বশ্চ সিদ্ধত্বাৎ । তদেব হি প্রাণশ্চ বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্বম্,  
 যদ্ বাগাদি-বসিষ্ঠত্বাদিহেতুত্বম্ । অতোহত্রাপি বসিষ্ঠত্বাদি-গুণযোগাৎ  
 প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিপন্নঃ, ইতি নাস্তি বিদ্যাভেদঃ ॥৩॥৩।১০॥

[ ইতি তৃতীয়ং সৰ্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥ ]

প্রাণবিদ্যাবিষয়মন্যদপি নিরূপণমনস্তরমেব করিষ্যতে যথা প্রাণশ্চ  
 বসিষ্ঠত্বাশ্রয়ানুসন্ধানেন বিনা জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যানুসন্ধানানুপপত্তেরনুজ্ঞানামপি  
 বসিষ্ঠত্বাদীনাম্ কৌষীতিকিপ্রাণবিদ্যায়াং প্রাপ্তিঃ, তথা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানং  
 যৈশ্চৈর্গৈবিনা নোপপত্ততে, তে ব্রহ্মবিদ্যাস্ত সৰ্ব্বাস্থপি অনুসন্ধেয়া ইত্যয়-  
 মর্থঃ প্রতিপাদ্যতে—

প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ‘অতঃপর এই দেবতাগণ পিতা প্রজাপতির  
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?’ ইত্যাদি বাক্যে বাক্‌প্রভৃতির  
 গুণসমূহ এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর, এ সমস্তই প্রাণাধীন ; তন্নিবন্ধন প্রাণের শ্রেষ্ঠতা  
 সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিজ নিজ গুণগণের প্রাণাধীনতা মাত্রের  
 উল্লেখ করে নাই ; সুতরাং কেবল তাহা হইতেই রূপভেদ কল্পিত হইতে পারে না। কেননা,  
 একমাত্র প্রাণই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণেরও হেতু বা কারণ, তাহাও সেই  
 বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন বাক্‌ প্রভৃতির প্রাণাধীনভাবে কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন হইতেই প্রমাণিত  
 হইয়াছে। কারণ, প্রাণের যে, বাগাদি-ইন্দ্রিয়গত বসিষ্ঠত্বাদিগুণ-সম্পাদকতা, প্রকৃতপক্ষে তাহাই  
 তাহার বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিতা, [ ইহা ত পূর্ববাক্য দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে ] ; অতএব,  
 এখানেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্বন্ধ থাকায় প্রাণের জ্যেষ্ঠত্বই প্রতীত হইতেছে ; সুতরাং  
 বিদ্যার স্বরূপতঃ কোনও ভেদ হইতেছে না ॥৩॥৩।১০॥ [ ইতি তৃতীয়ং সৰ্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥ ]

অব্যবহিত পরেই প্রাণবিদ্যার অঙ্গবিষয়ে আরও কিছু নিরূপণ করিতে হইবে। প্রাণের  
 যেমন বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধ ব্যতীত জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদির প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া,  
 কথিত না থাকিলেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ কৌষীতিকিদিগের প্রাণবিদ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,  
 তেমনি যে সমস্ত গুণ না জানিলে ব্রহ্মের স্বরূপই জানা যাইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই  
 যে, সে সমস্ত গুণগুলির অনুসন্ধান বা উপসংহার করিতে হইবে, এই বিষয়টি এখন নিরূপিত  
 হইতেছে—“আনন্দাদয়ঃ” ইত্যাদি।

আনন্দাচ্ছাদিকরণম্ ।] আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ ॥৩॥৩॥১১॥

[ পদচ্ছেদঃ—আনন্দাদয়ঃ ( আনন্দ প্রভৃতি ) প্রধানশ্চ ( প্রধানের—ব্রহ্মের ) । ]

[ সরলার্থঃ—‘অভেদাৎ’ ইত্যমুবর্ততে । আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ-সত্য-জ্ঞানামলম্বাদয়ঃ ব্রহ্ম-স্বরূপলক্ষণা গুণাঃ সর্বাস্থ পরবিদ্যাস্থ উপসংহর্তব্যঃ । কুতঃ ? প্রধানশ্চ গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ সর্বত্রাভেদাদিত্যর্থঃ :

পূর্বসূত্র হইতে ‘অভেদাৎ’ শব্দটি এখানে আসিতেছে । আনন্দ, সত্য, জ্ঞান ও অমলম্ব-প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপনিক্রমক, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ( ব্রহ্মোপাসনাতেই ) সে সমস্ত গুণের উপসংহার করা আবশ্যিক ; কারণ, প্রধানভূত গুণী—ব্রহ্ম সর্বত্রই এক অভিন্ন-স্বরূপ ॥৩॥৩॥১১॥]

অত্র ব্রহ্ম-স্বরূপগুণানাং সর্বাস্থ পরবিদ্যাসূপসংহারোহস্তু নেতি বিচার্যতে । অপ্রকরণাধীনানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ প্রকরণশ্রুতানাং বোপসংহার ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ । অভেদাদিতি বর্ততে ; প্রধানশ্চ গুণিনো ব্রহ্মণঃ সার্বভূমুপাসনেষাভেদাৎ, গুণ্যপৃথগ্ভাবাদ্ গুণানাম্ সর্বত্রানন্দাদয়স্তদগুণা উপসংহর্তব্যঃ ॥৩॥৩॥১১॥

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে যে, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাত্মক গুণসমূহের উপসংহার আছে কি না ? ভিন্নপ্রকরণে পঠিত গুণসমূহের উপসংহারবিষয়ে প্রমাণ না থাকায় [ বুঝা যায় যে, ] স্বপ্রকরণপঠিত গুণসমূহেরই উপসংহার করিতে হয়, ( ভিন্নপ্রকরণীয় গুণের উপসংহার করিতে হয় না । ) এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রাপ্তিতে বলিতেছি (\*)—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ” ইতি ।

পূর্বসূত্র হইতে ‘অভেদাৎ’ কথাটির অমুবর্ত্তি হইয়াছে । প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনায়ই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণসমূহও গুণী হইতে অপৃথক্ হওয়ার আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহের সর্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥১১॥

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম আনন্দাচ্ছাদিকরণ । ইহা একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত—সাত সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহ । (২) সংশয়—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাই আনন্দাদি ধর্ম গুলির উপসংহার করিতে হইবে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভিন্ন প্রকরণস্থিত বলিয়া সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে না । (৪) সিদ্ধান্ত—জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ যখন ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত ; এবং সে সমস্ত গুণ ত্যাগ করিলে যখন ব্রহ্মচিহ্নাই সত্ত্ববশর হয় না, তখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দ প্রভৃতির উপসংহার করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্নপ্রকরণস্থিত হইলেও আনন্দাদি ধর্মের সর্বত্রই উপসংহার করিয়া সিদ্ধা করিতে হইবে ।



এবং তর্হি গুণ্যপৃথগ্ভাবাদেবানন্দাদিবৎ প্রিয়শিরস্বাদয়োহপি “তস্ত  
প্রিয়মেব শিরঃ” [ তৈত্তিঃ আন০ ৫।২ ] ইত্যাদৌ ব্রহ্মগুণত্বেন ঐশ্বর্যতঃ  
সর্বত্র প্রসজ্যেয়ম্ । নেত্যাহ—

## প্রিয়শিরস্বাদপ্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ো হি ভেদে ॥৩॥৩॥১২॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রিয়-শিরস্বাদপ্রাপ্তিঃ ( প্রিয়-শিরস্ব প্রভৃতি ধর্মের অপ্রাপ্তি ), উপচয়াপচয়ো  
( হ্রাস ও বৃদ্ধি ) হি ( নিশ্চয়ে ) ভেদে ( ভেদসম্বন্ধে ) । ]

[ সরলার্থঃ—ব্রহ্মণ আনন্দাদীনাম্ প্রাপ্তাবপি “তস্ত প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,  
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ” ইতি প্রিয়শিরস্বাদীনাম্ অপ্রাপ্তিঃ । কুতঃ ? ব্রহ্মণঃ স্বরূপগুণত্বাভাবাৎ  
তেষাম্ । ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্বাদিস্বীকারে হি উপচয়াপচয়ো প্রসজ্যেয়াতাম্ ; . ততশ্চ  
তস্ত নির্বিকারত্বং ব্যাহত্বতেতি ভাবঃ । প্রিয়-মোদ-প্রমোদাঃ—ইষ্টদর্শন-লাভ-ভোগজ্ঞাতা  
আনন্দবিশেবাঃ ।

ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের প্রাপ্তি সম্বন্ধে ‘প্রিয়ই তাহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই  
বাম পক্ষ’ ইত্যাদি ঐশ্বর্যাক্ত প্রিয়শিরস্বাদপ্রভৃতি গুণের প্রাপ্তি বা উপসংহার হইবে না । কারণ,  
তাহা হইলে ব্রহ্মের হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ বিকার সম্ভাবিত হইয়া পড়ে । অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে,  
আনন্দ, তাহার নাম প্রিয়, লাভে যে আনন্দ, তাহার নাম মোদ, আর ভোগে যে আনন্দ,  
তাহার নাম প্রমোদ ॥৩॥৩॥১২॥ ]

ব্রহ্মস্বরূপগুণানাং প্রাপ্তাবুচ্যমানায়াং প্রিয়শিরস্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ,  
তেষাম্ অব্রহ্মগুণত্বাৎ ; ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্ব-রূপণমাত্রাস্তর্গতত্বাৎ প্রিয়-

এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গুণীর ( ব্রহ্মের ) পার্থক্য না থাকায় ‘প্রিয়ই তাহার  
শিরঃ ( মস্তক )’ ইত্যাদি ঐতিহ্যে ব্রহ্মগুণরূপে ঐত প্রিয়-শিরস্বাদি গুণেরও সর্বত্র ব্রহ্মবিভাষ  
উপসংহার হইতে পারে ? না—হইতে পারে না । এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“প্রিয়-  
শিরস্বাদপ্রাপ্তিঃ” ইত্যাদি ।

ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার বলিলেও প্রিয়শিরস্বাদি গুণসমূহের  
অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ উপসংহার করা সম্ভব হয় না ; কারণ, সেগুলি ত ব্রহ্মগুণ নহে ; কেননা,  
প্রিয়শিরস্বাদি ধর্মগুলি কেবল ব্রহ্মের পুরুষবিধত্বরূপ গুণেরই অন্তর্গত মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মকে  
পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার অঙ্গরূপে প্রিয় প্রভৃতিকে রূপক-  
কল্পিত ব্রহ্মের শির প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এরূপ কথাকে রূপককল্পনা না বলিলে—

শিরস্বাদীনাম্ । অত্যাশা শিরঃপক্ষপুচ্ছাণবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণোহপ্যু-  
পচর্যাপচর্যো প্রসজ্যেয়াতাম্ । তথাচ সতি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”  
[ তৈত্তি০ আন০ ১।১ ] ইত্যাদি বিরুদ্ধ্যতে ॥৩০৩১২॥

ননু এবমেব ব্রহ্মসম্বন্ধিনামেবৈশ্বর্যগাভীর্যোদার্যাকারুণ্যাদীনাম্ গুণা-  
নামনস্তানাং গুণ্যপৃথক্স্থিতত্বমাত্রেণ তত্রাশ্রুতানামপ্যুপসংহারে সর্বের  
সর্বত্র প্রসজ্যেয়ন, আনন্ত্যাদুপসংহারশক্তিঃ । তত্রাহ—

### ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ ॥৩০৩১৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—ইতরে ( অপর সমস্ত গুণ ) তু ( কিন্তু ) অর্থসামান্যং ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক  
বলিয়া ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং প্রিয়-শিরস্বাদিভ্য আনন্দাদীনাম্ বিশেষমাহ—ইতরে ত্বিত্তি ॥ তু-শব্দঃ  
পূর্বোক্তামাশঙ্কামুচ্ছিনতি ; ইতরে আনন্দাদয়ঃ পুনঃ অর্থসামান্যং ব্রহ্মস্বরূপসমত্বাৎ সর্বাস্থ  
ব্রহ্মবিদ্যাস্থ অমুবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়শিরস্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে আনন্দাদি পদার্থগুলি ব্রহ্মেরই সমানার্থক ; এইজন্য সমস্ত  
ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দাদির অমুবর্ত্তি হইয়া থাকে ॥৩০৩১৩॥ ]

তু-শব্দশ্চাণ্ড্যং ব্যাবর্ত্তয়তি ; ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যং  
সর্বত্রানুবর্ত্তন্তে । যে তু অর্থসমানাঃ—অর্থস্বরূপনিরূপণধর্মত্বেনার্থপ্রতী-  
ত্যানুবন্ধিনঃ ; তেহর্থস্বরূপবৎ সর্বত্রানুবর্ত্তন্তে । তেচ গুণাঃ সত্যজ্ঞানানন্দা-

শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদে সত্য হইলে ফলতঃ ব্রহ্মের উপচর্যাপচর্য অর্থাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাসের  
সম্ভাবনা হইতে পারে । অথচ তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও  
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২০৩১২॥

ভাল, এইরূপে, ব্রহ্মসম্পর্কিত ঐশ্বর্য, গাভীর্য ও করুণা প্রভৃতি অনন্ত গুণসমূহ গুণী  
‘ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই নিজ নিজ প্রকরণে অশ্রুত গুণসমূহেরও উপসংহার  
করা যখন স্থির হইল, তখন সর্বত্রই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে । অথচ ব্রহ্মের গুণ  
যখন অনন্ত, তখন সমস্ত গুণের উপসংহার করাও সম্ভবপর হইতে পারে না । তদ্বত্ত্বের  
বলিতেছেন—“ইতরে তু” ইত্যাদি ।

হুজস্ব তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির বারণ করিতেছে । পদার্থ এক বলিয়া আনন্দ প্রভৃতি  
অপর্যাপ্ত ধর্মগুলিও সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অমুবর্ত্ত হইয়া থাকে । যে সমস্ত পদার্থ গুণীর  
সমানার্থক, অর্থাৎ গুণী পদার্থের স্বরূপনিরূপণের অমুকূল ভাবে পদার্থপ্রতীতির সহায় হয়, সে  
সমস্ত পদার্থগুলি গুণীরই মত সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অমুবর্ত্ত বা উপসংহৃত হইয়া থাকে । সত্য,

মলজ্ঞানস্তজ্ঞানি (#) । “যতো বা ইমানি” [ তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ১ ] ইত্যাদিনা জগৎ কারণভয়োপলক্ষিতং ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১।১ ] “আনন্দো ব্রহ্ম” [ তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬ ] ইত্যানন্দাদিভির্হি স্বরূপাতো নিরূপ্যতে । অত উপাস্ত-ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় সর্বাস্থ বিদ্যাস্বানন্দাদয়ো-  
হনুবর্তন্তে । যে তু নিরূপিতস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ প্রতি-  
পন্নাঃ; তেষাং গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেহপি (+) প্রতীত্যনুবাক্তিত্বাভাবাৎ যে যত্র  
শ্রুতাঃ, তে তত্রোপসংহার্যাঃ, ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩।৩। ৩॥

যতু উপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্বরূপণ-  
মাত্রার্থাঃ, ন তু ব্রহ্মগুণাঃ । তর্হি অতথারূপস্য ব্রহ্মণস্তথাহ্নে ন রূপণং  
কিমর্থং ক্রিয়তে ? অতথাভূতস্য হি তথাত্ত্বরূপণে কেনচিৎ প্রয়োজনে  
ভবিতব্যম্ ; যথা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” [কঠঃ ১ অমুঃ ৩৩] ইত্যাদি-  
নোপাসকস্য তদুপকরণানাং চ রথিরথাদিত্বরূপণম্ উপাসনোপকরণভূত-

জ্ঞান, আনন্দ, নির্মলত্ব ( নির্দোষত্ব ) ও অনন্তত্বই হইতেছে সেই সমস্ত গুণ । কেননা, ‘যাহা  
হইতে জাগতিক ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে যে ব্রহ্ম বর্ণিত  
হইয়াছেন, ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনই আবার  
আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপেও নিরূপিত হইয়াছেন । অতএব উপাস্ত ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্তই  
সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতে আনন্দাদি ধর্মের অনুবৃত্তি করিতে হয় । উক্তপ্রকারে নিরূপিত ব্রহ্মের করুণা  
প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ পরিজাত আছে, সে সমস্ত গুণগুলি গুণাত্মক ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পৃথক্ ভাবে  
অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বরূপপ্রতীতির নিরন্তরসহচর নয় বলিয়া, যেখানে যে সমস্ত  
গুণ পণ্ডিত আছে, সেখানেই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে । অতএব উক্ত  
সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৩।৩। ৩॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে যে, পুরুষাকারে ( পক্ষিরূপে ) কল্পনা করা হইয়াছে,  
কেবল তাহারই নির্কাহার্য প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্মের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র ; বস্তুতঃ ঐগুলি  
ব্রহ্মের গুণ নহে । [ ভাল কথা, ] তাহা হইলেও ব্রহ্ম যখন সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ  
প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম যখন ব্রহ্মের গুণই নহে, তখন তাহাকে সেইরূপে কল্পিত করিবার উদ্দেশ্য  
কি ?—যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেইরূপে কল্পনা করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোন-  
রূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয় ; যেমন—‘আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি বাক্যে  
উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইঞ্জির প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্ত উপাসক শব্দ তাহার

(\*) সত্যজ্ঞানানামলম্বাদয়ঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেহপি ইতি ‘খ’ পাঠঃ ।

শরীরেপ্রিয়াদি-বশীকরণার্থং ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্ । নচেহ তথাবিধং কিঞ্চিৎ  
প্রয়োজনং দৃশ্যতে, ইতি বলাদ্ ব্রহ্মগুণত্বং প্রিয়শিরস্বাদীনামভ্যুপেত্যম্ ।  
তত্রাহ—

### আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩॥৩॥১৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—আধ্যানায় ( উপাসনার উদ্দেশ্যে ), প্রয়োজনাভাবাৎ ( যেহেতু অস্ত্র কোনও  
প্রয়োজন নাই ) । ]

[ সরলার্থঃ—প্রয়োজনাভাবাৎ প্রিয়শিরস্বাদিকল্পনায়াঃ প্রয়োজনান্তরানুপলক্ষেঃ আধ্যানায়  
অনুচিন্তনার্থমেব ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্বাদি-ধর্মোপদেশো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়-শিরস্বাদি কল্পনার যখন অস্ত্র কোনরূপ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না, তখন  
ইহাকে কেবল ব্রহ্মচিন্তার সাহায্যার্থই রূপক-কল্পনা মাত্র বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥১৪॥ ]

প্রয়োজনান্তরাভাবাদাধ্যানায় অয়ং রূপগোপদেশঃ ক্রিয়তে । আধ্যানং  
অনুচিন্তনম্—উপাসনমুচ্যতে । “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্” [ তৈত্তিঃ  
আনঃ ১ ] ইত্যত্রোপদিষ্টাধ্যানরূপ-বেদনসিদ্ধয়ে হ্যানন্দময়-ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থ-  
মানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষাদিত্বেন রূপয়িত্বোপ-  
দিশ্যতে । যথা অন্নময়ঃ পুরুষোহয়ং দেহঃ শিরঃপক্ষাদিভিঃ “তস্মাদমেব  
শিরঃ” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১, অনুঃ ১ ] ইত্যাদিনা বুদ্ধাবারোপ্যতে ; যথা চ  
প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়াঃ “তস্মা প্রাণ এব শিরঃ” [ তৈত্তিঃ আনঃ  
২, অনুঃ ৩ ] ইত্যাদিনা প্রাণাণ্ডব্যয়বৈবুদ্ধাবারোপ্যন্তে, এবমেভ্যো-

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্যোপকরণ সমূহকে রথী ও রথাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এখানে কিন্তু  
সে রূপ কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়শিরস্বাদিকে ব্রহ্ম-গুণ  
বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে । তদন্তরে বলিতেছেন—“আধ্যানায়” ইত্যাদি ।

অস্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় [ বুঝিতে হইবে, ] ধ্যানের জন্তই এইরূপ রূপকের  
উপদেশ করা হইতেছে । আধ্যান-শব্দে অনুচিন্তন—উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে । ‘ব্রহ্মবিৎ  
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’ এই স্থলে ধ্যানরূপ বেদন ( জ্ঞান ) উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসিদ্ধির  
অনুকূলভাবে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্ত আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রিয়, মোদ  
ও প্রমোদাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্—মস্তক ও পক্ষ প্রভৃতিরূপে রূপিত করিয়া উপদেশ করা  
হইতেছে । যেমন পুরুষ-পদবাচ্য এই অন্নময় হুল দেহকে ‘ইহাই তাহার শিরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে  
শির ও পক্ষাদি বিশিষ্টরূপে বুদ্ধাকৃত করান হইয়া থাকে, এবং ‘প্রাণই তাহার শিরঃ’ ইত্যাদি  
স্থলে যেমন প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষকে প্রাণাদি-অবয়বযোগে বুদ্ধিগোচর  
করান হইয়া থাকে ; ঠিক তেমনি উক্ত অন্নময়াদি হইতে স্বতন্ত্র অথচ তাহাদেরই অন্তরাত্মা

ইর্থাস্তরভূতস্তদস্তরাত্মা আনন্দময়োহপি প্রিয়মোদাদিভিরেকদেশৈঃ শিরঃ-  
প্রভৃতিভ্যেন রূপিতৈরাধ্যানায় বুদ্ধাবারোপ্যতে । এবমানন্দময়োপলক্ষণত্বাৎ  
প্রিয়শিরস্তাদীনাম্ ন সর্বদা আনন্দময়-প্রতীতাবনুবর্ততে ॥৩॥৩॥১৪॥

### আত্ম-শব্দাচ্চ ॥৩॥৩॥১৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—আত্ম-শব্দাৎ ( আত্মা শব্দের প্রয়োগ হেতু ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—“অন্তোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যাত্ম-শব্দাদপি শিরঃপক্ষাদয়ো ন  
ব্রহ্মগুণাঃ ॥

‘ইহা অপেক্ষাও অন্তরস্থ অত্র আনন্দময় আত্মা আছে’, এখানে আত্মশব্দ থাকায়ও বৃত্তিতে  
হইবে যে, শিরঃ ও পক্ষ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ নহে, পরন্তু আত্মারই  
গুণ ॥৩॥৩॥১৫॥ ]

“অন্তোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” [ তৈত্তিঃ ৫।২ ] ইত্যাত্ম-শব্দেন  
নির্দেশাৎ আত্মনশ্চ শিরঃপক্ষপুচ্ছাসম্ভবাৎ প্রিয়শিরস্তাদয়স্তস্য স্মৃতি-  
পত্ন্যর্থং রূপণমাত্রমিতি গম্যতে ॥৩॥৩॥১৫॥

আনন্দময়কেও শিরঃপ্রভৃতিরূপে রূপিত তদেকদেশ প্রিয়মোদাদি ধর্মসহযোগে কেবল  
উপাসনার জন্তই বুদ্ধ্যাক্রুত করান হইতেছে। যেহেতু এইরূপে বুদ্ধ্যাক্রুত করিবার জন্তই  
আনন্দময়ের প্রিয়-শিরস্তাদিরূপ করণা, সেই হেতুই আনন্দময়ের অমুভূতি সময়ে সর্বদা প্রিয়-  
শিরস্তাদি ধর্মের অমুভূতি হয় না (\*) ॥৩॥৩॥১৪॥

‘অপর একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা—আনন্দময়’ এই ভ্রুতিতে আত্ম-শব্দের নির্দেশ থাকায় এবং  
প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক ও পক্ষ পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-  
বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র,  
( প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে ) ॥৩॥৩॥১৫॥

(\*) তাৎপর্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর অথমে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” বলিয়া ব্রহ্মের  
স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে “স বা এষ পুরুষোহমরসময়ঃ” বলিয়া অমরসের পরিণতিভূত স্থলদেহের উল্লেখ  
করিয়া তাহাকেই অবার শিরঃ, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, দেহ ও পুচ্ছাদিভাবে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।  
তাহার পর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিয়া তাহারিগকেও আবার শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি  
যোগে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অবশেষে আনন্দময়ের স্বরূপ নিরূপণ করিবার পর বলা হইয়াছে যে, “অং  
পুরুষাং, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা।”  
অর্থাৎ এই আনন্দময় ব্রহ্ম একটি পুরুষের মত ( পক্ষীর জায় )। প্রিয় ( অতীষ্ট বস্তুর দর্শনজ প্রীতি ) তাহার  
মস্তক, মোদ ( অতীষ্ট লাভজ হৃৎ ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ ( অতীষ্ট ভোগজ হৃৎ ) তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ  
তাহার দেহপিণ্ড, এবং ব্রহ্ম তাহার আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। লোকের প্রীতি-সৌকর্যার্থ এখানে ব্রহ্মকে একটি  
দেহবিশিষ্ট পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; দেহী হইলেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক হয়; এই  
জন্ত শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবয়ব নহে; কাজেই  
সমস্ত ব্রহ্মবিচার উহাদের সম্বন্ধও হইতে পারে না।

ননু “অন্তোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ২।১] “অন্তোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ [ তৈত্তিঃ আনঃ ৩।২ ] ইত্যাত্মশব্দস্তানাত্মশ্বপি পূর্বং প্রযুক্তত্বাৎ “অন্তোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” [ তৈত্তিঃ আমঃ ৫।২ ] ইত্যাত্ম-শব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে ? তত্রাহ—

### আত্মগৃহীতিরিতরবদ্বত্তরাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—আত্মগৃহীতিঃ ( পরমাত্মার গ্রহণ ) ইতরবৎ ( যেমন অগ্নিত্র ) উত্তরাৎ ( বাক্যশেষ হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“অন্তোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যত্র আত্ম-শব্দেন পরমাত্মান এব গৃহীতিঃ গ্রহণম্, ইতরবৎ—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” ইত্যত্র যথা আত্ম-শব্দেন পরমাত্মানো গ্রহণম্, অত্রাপি তথা । কুতঃ ? উত্তরাৎ—“সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়” ইত্যানন্দময়-বিষয়কাহস্তরবাক্যাদয়মর্থো নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

“অন্তোহস্তর আত্মা” এই স্থলে ‘আত্মা’ শব্দে ‘আনন্দময় পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ আত্মস্বরূপই ছিল’ এই ঋতিতে আত্ম-শব্দে যেরূপ পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ । ইহার কারণ এই যে, ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন’ এই পরবর্তী বাক্যটি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৩॥৩॥১৬॥ ]

“অন্তোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মান এব গ্রহণম্ ; ইতরবৎ—যথেষ্টরত্র “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত রেয়ঃ ১০ ১।১] ইত্যাদিষাত্মশব্দেন পরমাত্মান এব গ্রহণম্ ; তদ্বৎ । কুত এতৎ ? উত্তরাৎ—“সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়” [ তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২ ] ইত্যানন্দময়বিষয়াদ্বত্তরা-দ্বাক্যাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

অগ্নিত্র যেরূপ অর্থাৎ ‘এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল ; সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, ‘ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে আনন্দময়’, এখানেও তদ্রূপ আত্মা-শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে । এরূপ অর্থের হেতু কি ? পরবর্তী বাক্যই হেতু—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’, আনন্দময়বিষয়ক এইরূপ পরবর্তী বাক্যই উক্তপ্রকার অর্থের সমর্থন করিতেছে ॥৩॥৩॥১৬॥

## অনুয়াদিতি চেৎ, স্তাদবধারণাৎ ॥৩॥৩।১৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনুয়ৎ ( সম্বন্ধ হেতু ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), স্তাৎ ( হইতে পারে ) অবধারণাৎ ( অবধারণ হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—পূর্বোক্ত প্রাণময়াদিষু অনাত্মস্থ আত্মশব্দস্তাব্যয়াৎ—সম্বন্ধদর্শনাৎ ন কেবলং বাক্যশেষবশাৎ পরমাত্মপরত্বমন্ত নিশ্চেতুং শক্যমিতি চেৎ ; বাচ্যম্ ; স্তাৎ—নিশ্চয়ো ভবেদেব । কূতঃ ? অবধারণাৎ—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যত্র আত্ম-শব্দস্ত পরমাত্মপরত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ । পরমাত্মনি বুদ্ধ্যারোহিত্যৈব অন্নময়াদীনামনাত্মনামুপভ্রাস ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রথমে অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আনন্দময়ের স্থলেও আত্মাশব্দ পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে না । হাঁ, নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে ; যেহেতু “তস্মাৎ বা এতস্মাৎ” বাক্যেও আত্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হইয়াছে ॥৩॥৩।১৭॥ ]

পূর্বব্রত প্রাণময়াদিষুনা ত্বস্মাত্মশব্দস্যদর্শনাৎ নোত্তরাৎ নিশ্চেতুং শক্যত-  
ইতি চেৎ ; স্তাদবধারণাৎ—স্তাদেব নিশ্চয়ঃ । কূতঃ ? অবধারণাৎ পূর্বত্রাপি  
“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১২ ] ইতি  
পরমাত্মন এব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ অন্নময়াদনন্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্ম-  
বুদ্ধিরবতীর্ণা ; তদনন্তরং চ প্রাণময়াদনন্তরে মনোময়ে ; তত আনন্দময়ে  
প্রক্রান্তা পরমাত্মবুদ্ধিস্তদন্তরাভাবাদুত্তরাচ্চ “সোহকাময়ত” [ তৈত্তিঃ  
আনঃ ৬২ ] ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেতু্যপক্রমেহ্যপ্যপরমাত্মনি পরমাত্ম-  
বুদ্ধ্যা আত্মশব্দস্য ইতি নিরবশ্যম্ ॥৩॥৩।১৭॥

[ ইতি চতুর্থম্ আনন্দাশ্রয়াদিকরণম্ ॥৪॥ ]

যদি বল, প্রথমোক্ত অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল উত্তর  
বাক্যানুসারেই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না । না,—অবধারণ হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ অবশ্যই  
ঐরূপ নিশ্চয় হইতে পারে । কারণ ? যেহেতু এইরূপই অবধারণ রহিয়াছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত  
‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল’ এই বাক্যে পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হওয়ার  
প্রথমতঃ ‘অন্নময়ের’ অব্যবহিত পরবর্তী ‘প্রাণময়ে’ পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে ; তাহার  
পর ‘প্রাণময়ের’ পরবর্তী ‘মনোময়ে’, তাহার পর ‘বিজ্ঞানময়ে’ [ পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত  
হইয়াছে ] ; অবশেষে ‘আনন্দময়ে’ সেই পরমাত্মবুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে । কেননা, ইহার পর  
এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই, এবং ইহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত ; সুতরাং ‘তিনি কামনা  
করিয়াছিলেন’ এই বাক্যে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থ নিশ্চিত হওয়ার [ বৃত্তিতে হইবে যে, ]  
উপক্রমবাক্যেও অ-পরমাত্মাতে ( অন্নময়াদিতে ) পরমাত্মবুদ্ধির জন্তই আত্মশব্দের সম্বন্ধ  
করা হইয়াছে,—অতএব এ সিদ্ধান্তটি নির্দোষ (\*) ॥৩॥৩।১৭॥ ]

(\*) তাৎপৰ্য্য—কোনও দুর্কিঞ্জের স্পষ্টত্ব বুঝাইতে হইলে, আচার্য্যগণ প্রথমেই তাহার উপদেশ করেন না,  
তাহারা প্রথমতঃ সেই দুর্কিঞ্জের বিষয়টির উল্লেখহীন করিয়া তদপেক্ষা স্থল তথ্য—যাহা অনাগ্রাসে বুঝিতে পারা যায়,

কর্য্যাখ্যানাধিকরণম্ । ] কার্য্যাখ্যানাদপূর্বম্ ॥৩৩৩১৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—কার্য্যাখ্যানাং ( কর্তব্যতোপদেশেহেতু ) অপূর্বং ( প্রথমোপদেশ ) । ]

[ সরলার্থঃ—পূর্বোক্তপ্রাণবিজ্ঞানশেষঃ চিন্তয়িতুমিদমারভ্যতে—কার্য্যাখ্যানাদিত্যাদি । ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চ প্রাণবিজ্ঞাপ্রকরণে অশনাং প্রাক্ পশ্চাচ্চ আচমনম্, আচমনীয়ানাম্ অপাং প্রাণবাসস্ব উক্তম্ । তত্র স্বত্বাচারপ্রাপ্তাদাচমনাদভ্যদেব বিজ্ঞানম্ আচমনং বিধীয়তে ? উত প্রাণবাসস্বমাত্রম্ ? ইতি সংশয়াহ—কার্য্যাখ্যানাং শাস্ত্রম্ অপ্রাপ্তার্থোপদেশপরত্যাং অপূর্বং প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তং প্রাণবাসস্বমেবাত্র বিধীয়তে, ন তু স্মৃতিপ্রাপ্তম্ আচমনমপীত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রাণবিজ্ঞা-প্রকরণে ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন এবং ঐ আচমনীয় জলে প্রাণবাসস্ব অর্থাৎ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্র বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে । সেখানে আচমন যখন স্মৃতি ও সঙ্গাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপদেশ করাই যখন শাস্ত্রের স্বভাব, তখন স্মৃতি ও সঙ্গাচারলব্ধ আচমনীয় জলে অনন্তলব্ধ প্রাণবাসস্বচিন্তাই নিত্যস্বরূপে বিহিত হইয়াছে, আচমন নহে ॥৩৩৩১৮॥ ]

পূর্বপ্রস্তুত-প্রাণবিদ্যাশেষভূতমিদানাং চিন্ত্যতে । ছান্দোগ্য-বাজ-সনৈয়কয়োঃ জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং চ প্রাণমুপাস্তুমুক্তা প্রাণম্ বাসস্বেনাপো-হভিধীয়ন্তে । ছান্দোগ্যে তাবৎ “স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতাতি, আপ ইতি হোচুঃ, তস্মান্না এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্ছান্তিঃ পরিদধতি লভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো ভবতি” [ছান্দোঃ ৫।২।২] ইতি । বাজসনৈয়কে “কিং মে বাসঃ” [বৃহদাঃ ৮।১।১৪] ইতি প্রাণেন পৃষ্ঠী বাগাদয় উচুঃ

এখন পূর্বকথিত প্রাণবিজ্ঞারই অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা বিধানের পর প্রাণের বাসরূপে ( আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে ) আচমনীয় জলের কথা উক্ত হইয়াছে । ছান্দোগ্যে আছে—সেই প্রাণ বলিল কোন বস্ত্র আমার বস্ত্র হইবে ? [ ইন্দ্রিয়গণ বলিল— ] জল । এইজন্তই ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিবেষ্টন করে ; [ তাহা দ্বারাই প্রাণ ] বস্ত্র লাভ করে এবং অনগ্ন হইয়া থাকে’ ইতি । বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—‘আমার ( প্রাণের ) বস্ত্র কি ?’ প্রাণ-কর্তৃক বাকপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপে বিজ্ঞানিত হইয়া বলিল যে, ‘জলই [ তোমার ] বস্ত্র ; এই

স্বরূপ বিষয়ের উপদেশ করিতে থাকেন । তাহার পর যখন দেখেন যে, শ্রোতা এখন সূক্ষ তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত তত্ত্বের স্বরূপ নির্দেশ করেন । আলোচনা স্থলে লোকহিতৈষিণী প্রতিও প্রথমে পরমাত্মার উল্লেখনা করিয়া অগ্নয়ন স্থল দেহ প্রভৃতি অনাঙ্গ-পদার্থগুলিকেই পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং অগ্নয়ন ও প্রাণয়ন প্রভৃতি পরমাত্মা না হইলেও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্ম-বুদ্ধিতেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।



“আপো বাস ইতি, তদ্বিধাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিষ্বা  
চাচামন্ত্যেত্যমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে” [বৃহদা° ৮।১।১৪]  
“তস্মাদেবংবিদুঃ অশিষ্মাচামেদশিষ্বা চাচামেদু এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে”  
[বৃহদা° ৮।১।১৪] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্রাচমনং বিধীয়তে,  
উতাপাং প্রাণবাসস্তানুসন্ধানমিতি । “অশিষ্মাচামেদশিষ্বা চাচামেৎ”  
[বৃহদা° ৮।১।১৪] ইত্যাচমনে বিধিপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, “এতমেব তদনমনগ্নং  
কুরুতে” [বৃহদা° ৮।১।১৪] ইতি বেদনে বিধিপ্রত্যয়াভাবাদনগ্নতা-  
সংকর্ত্তনশ্চ স্তব্যর্থতয়াবয়োপপত্তেঃ, ভোজনাঙ্গস্থাচমনশ্চ স্মৃত্যচার-  
প্রাপ্তত্বেন বিধিপ্রত্যয়বলাৎ প্রাণ-বিছাদাঙ্গমাচমনান্তরং বিধীয়তে, ইতি  
প্রাপ্তে ক্রমঃ—

কারণে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভোজন করিবার অগ্রে এবং ভোজন করিবার পশ্চাৎ আচমন করিয়া  
থাকেন, এইরূপে তাহারা ‘প্রাণকে অনগ্ন (বস্ত্রপরিহিত) করিতেছি’ বলিয়া মনে করেন  
‘অতএব এই প্রকার ভজ্ঞাভিজ্ঞ লোক ভোজন করিবার পূর্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনের  
পরেও আচমন করিবে, [তাহা দ্বারা] এই প্রাণকেই অনগ্ন করিয়া থাকে’ ইতি । এখানে  
সংশয় এই যে, এখানে কি আচমনেরই বিধান হইতেছে? অথবা [আচমনীয়] জলে প্রাণবাস  
মাত্রের (প্রাণাচ্ছাদকত্বমাত্রের) চিন্তা বিহিত হইতেছে? ভোজনের পূর্বে আচমন করিবে এবং  
ভোজন করিবার পরেও আচমন করিবে’ এইরূপে আচমনে বিধিপ্রত্যয় (আচামেৎ) শ্রুত হওয়ায়  
এবং ‘ইহাকেই (প্রাণকেই) অনগ্ন করিয়া থাকে’ এই স্থলে উপাসনার বিধিপ্রত্যয় না থাকায়,  
বিশেষতঃ অনগ্নতাসম্পাদনের কথাটি স্ততিবাদরূপেও উপপত্তি করা যাইতে পারে, এবং  
ভোজনাঙ্গ আচমন যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, তখন “আচামেৎ” এই  
বিধি-প্রত্যয় হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখানে প্রাণবিছার অঙ্গভূত স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত  
হইয়াছে (\*) । এইরূপ সিদ্ধান্তেব সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি—

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম কার্যাব্যাহাধিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছানোগা ও  
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্রুক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্রহ্মণবিধিষ্ট প্রাণবিছাদ আচমন ও আমনীয় জলে প্রাণবাসস্থ চিন্তা । (২)  
সংশয়—সেখানে কি প্রাণবিছার অঙ্গরূপে স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত? কিংবা স্মৃতি ও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলেই  
প্রাণবাসস্থ চিন্তামাত্র বিহিত? (৩) পূর্বপক্ষ—অভিনব কোনপ্রকার ক্রিয়াজ্ঞাপন করাই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং  
এখানেও যখন “আচামেৎ” পদে বিধিপ্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রধানতঃ আচমনই বিধেয় । (৪) উত্তর—  
না—আচমন বিধেয় নহে; কেবল প্রাণবাসস্থ চিন্তাই বিধেয়; কেন না, বাহ্য অমাণাস্তরপ্রাপ্ত, সেই আচমনের  
বিধান করা অনাবশ্যক । (৫) প্রয়োজন—অতএব স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারপ্রাপ্ত অসিদ্ধ আচমনীয় জলেই  
প্রাণবাসস্থচিন্তা করিতে হইবে ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

আচমনীয়ানামপাং প্রাণশ্চ বাসস্থানুসন্ধানমেবেহ অপূর্বম্—অপ্রাপ্তং  
বিধীয়তে, কার্য্যাখ্যানাং—অপ্রাপ্তাখ্যানাং, অপ্রাপ্তাখ্যানে শব্দস্তার্থ-  
বদ্ধাদিত্যর্থঃ । এতদুক্তং ভবতি “কিং মে বাসঃ” “আপো বাসঃ” । বৃহদা०  
৮।১।১৪ ] “অন্তিঃ পরিদধতি” [ ছান্দো० ৫।২।২ ] “এতমেব তদনমনয়ং  
কুরুতে” [ বৃহদা० ৮।১।১৪ ] ইতু্যপক্রমোপসংহারয়োর্বাক্যস্থাपां  
প্রাণবাসোদৃষ্টিপরত্বপ্রতীতেরাচমনশ্চ স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তত্বাদাচমনম্ অনূচ্চাচ-  
মনীয়াস্বপ্ন প্রাণবাসস্থানুসন্ধানং বিধীয়তে ইতি । অতএব ছান্দোগ্যে  
“তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্ছোপরিষ্ঠাচ্ছান্দিঃ পরিদধতি [ ছান্দো०  
৫।২।২ ] ইত্যন্দিঃ পরিধানমেবোক্তম্, নাচমনম্ ॥৩॥৩।৮॥

[ ইতি পঞ্চমং কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥ ]

সমানাধিকরণম্ । ] সমান এবং চাভেদাং ॥৩॥৩।১১॥

[ পদচ্ছেদঃ—সমানঃ ( সমান—এক ) এবং (এইরূপে) চ (ও) অভেদাং ( ঐক্য হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—বাজসনেয়কে বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা নাম কাচিদ্ধিত্বা পঠিতা ; তন্মোশ্চ  
একত্র—“স আয়ানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্” ইত্যাদি ; অত্র চ “মনোময়োহয়ং  
পুরুষো ভারূপঃ সত্যম্” ইত্যাদি । এবমুভয়ত্র মনোময়ত্বাদিকে সমানে সতি বশিষ্ঠাদেৱপি  
সত্যসংকল্পত্বগুণাভেদাং ন রূপভেদঃ ; অতো বিজ্ঞেকামিত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কের অগ্নিরহস্তে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে ‘শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা’ নামে একটি বিজ্ঞার  
উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিরহস্তে আছে—‘সেই লোক মনোময় প্রাণশরীরধারী + + +  
আত্মার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি ; বৃহদারণ্যকে আছে—‘এই পুরুষ মনোময় দীপ্তিস্বরূপ ও  
সত্যরূপ’ ইত্যাদি । এইরূপে উভয় স্থলে মনোময়ত্বাদি গুণের সাম্য থাকিলেও বশিষ্ঠাদি  
গুণের ভেদ না থাকায় অর্থাৎ ঐক্য থাকায় বিজ্ঞার স্বরূপগত ভেদ নাই, স্বরূপভেদ না থাকায়  
নিশ্চয়ই বিজ্ঞার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে ॥৩॥৩।১১॥ ]

আচমনীয় জলে যে, কেবল প্রাণবাসস্থ চিন্তা, ইতঃপূর্বে অত্র কোনও প্রমাণে তাহা প্রাপ্ত  
না হওয়া—অপূর্বত্ব হেতু তাহাই এখানে বিহিত হইয়াছে । কেন না, যেহেতু কার্য্যাখ্যানে—  
অপ্রাপ্ত বিষয়ের কখনে অর্থাৎ প্রমাণান্তরে গাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাদৃশ বিষয়  
প্রকাশনেই শব্দের সার্থকতা বা প্রামাণ্য । এই কথা বলা হইতে যে, বাক্যের উপক্রম ও  
উপসংহারস্থ ‘আমার আচ্ছাদন কি ?’ ‘জল দ্বারা বেঠন করিয়া থাকে’ ‘তাহাতে এই প্রাণকেই  
অনন্ধ্য বা আচ্ছাদিত করা হয়’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রাণবাসস্থ’ চিন্তায়ই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্তে শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাতা “সত্যং ব্রহ্মৈতু্যপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়োহয়ং পুরুষঃ” ইত্যারভ্য “স আত্মানমুপাসীত— মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং সত্যসঙ্কল্পমাকাশাত্মানম্” ইতি । তথা তস্মিন্মেব বৃহদারণ্যকে পুনরপি শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাত্যে “মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যং তস্মিন্মন্তুর্হৃদয়ে যথা ত্রীহির্ব্বা যবো বা স এষ সর্ব্বশ্চ বশী সর্ব্বশ্চেশানঃ সর্ব্বশ্চাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশান্তি যদিদং কিঞ্চ” [ বৃহদা० ৫।৬।১ ] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমএ বিদ্যা ভিদ্ভতে, উত নেতি । সংযোগ-চোদনাখ্যানাবিশেষেহপি বশিত্বাদ্যুপাস্ত-গুণভেদেন রূপভেদাদ্বিদ্ভাভেদঃ, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—সমান এবমিতি ।

হওয়ার বুঝা যাউতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলের অনুবাদ বা উল্লেখ মাত্র করিয়া সেই জলেই প্রাণবাস্ত্ব-চিহ্নার বিধান করা হইতেছে । এই কারণেই ‘সেই হেতুই ভোক্তবর্ণ ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিধাপন করিয়া থাকেন’ এই ছান্দোগ্য বাক্যে কেবল পরিধানের কথাই বলা হইয়াছে, আচমনের কোন কথাই বলা হয় নাই ॥৩॥৩।১৮ ॥ [ পঞ্চম কার্য্যখ্যানাধিকরণ ॥৫॥ ]

বাজসনেয়কে ( গুরুবজুর্বেদে ) অগ্নিরহস্তনামক প্রকরণে ‘সত্যসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই ক্রতুময়, অর্থাৎ সংকল্প-প্রধান’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া— ‘সে লোক মনোময় প্রাণশরীর, জ্যোতির্ময়, সত্যসংকল্প ও আকাশাত্মক অর্থাৎ আকাশতুল্য এই আত্মার উপাসনা করিবে’ এইরূপে ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ নামে একটি বিদ্যা বা উপাসনা অভিহিত আছে । সেই বৃহদারণ্যকেই আবার পুনশ্চ ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ পঠিত হইয়াছে, ‘সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ ও সত্যস্বরূপ এই মনোময় পুরুষ (জীব) বর্তমান আছেন, যেমন ত্রীহি (খাণ্ড বিশেষ) কিংবা যব, তদ্রূপ । সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন, সকলের শাসনকারী, সকলের অধিপতি, এবং এই বাহ্য কিছু আছে, তৎসমস্তকে যথাযথরূপে শাসন করেন’, ইত্যাদি । এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন ? অথবা এক ? ফল-সংযোগ, বিধি-বাক্য ও সংজ্ঞার বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উপাস্তগত বশিত্বাদিগুণের প্রভেদ থাকার বিদ্যাও ভিন্ন হইতেছে, (এক নহে) । এইরূপ প্রাপ্তিসম্বন্ধে বলা হইতেছে—“সমান এবম্” ইতি (\*) ।

(\*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সমানাধিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—শাণ্ডিল্যবিদ্যা । (২) সংশয়—অগ্নিরহস্ত ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা কি এক ? না—ভিন্ন ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাস্তগত বশিত্বাদি গুণ বহন পৃথক্, তখন উভয় স্থানের বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন, • ক নহে । (৪) উত্তর—না—উপাস্তগত মনোময়বাদি গুণ বহন উভয় স্থানেই সমান এবং বশিত্বাদিগুণসমূহও বহন বস্তুগত । সত্যসংকল্পবাদিগুণ হইতে ভিন্ন নহে ; তখন ধরূপগত ভেদ নাই ; সুতরাং বিদ্যারও ভেদ নাই । (৫) প্রয়োজন—অতএব অগ্নিরহস্ত ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যাকে এক বলিয়াই চিন্তা করিবে ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

যথা অগ্নিরহস্তে মনোময়-প্রাণশরীর-ভারূপ-সত্যসঙ্কল্পতত্ত্বগুণগণঃ শ্রুতঃ ;  
এবং বৃহদারণ্যকেহপি মনোময়ত্বাদিকে সমানে সত্যধিকস্ত বশিত্বাদেচ্চ  
সত্যসঙ্কল্পতত্ত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ ; অতো বিঠেক্যম্ ॥৩৩৩৥১৯॥

[ ইতি ষষ্ঠং সমানাধিকরণম্ ॥৬॥ ]

সম্বন্ধাধিকরণম্ । ] সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩৩৩৥২০॥

[ পদচ্ছেদঃ—সম্বন্ধাৎ ( সম্বন্ধ হেতু ) এবং ( এই প্রকার ) অগ্নত্র ( অগ্নি স্থলে ) অপি  
( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—“য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়াং দক্ষিণেহক্ষিন্” ইতু্যপক্রম্য আদিত্য-  
মণ্ডলে অক্ষিণি চ সত্যাখ্যস্ত ব্রহ্মণো বাহুতি-শরীরত্বেনোপাস্তবমুক্ত্য। “তস্ত্রোপনিষদহরিতাধি-  
দৈবতম্” “তস্ত্রোপনিষদহমিত্যাখ্যায়ম্” ইতি রহস্ত্যনামদ্বয়ম্ উপাসনাস্তত্যা পঠিতমন্তি ; তত্র  
সংশয়ঃ—কিমিদং নামদ্বয়মুভয়সাধারণম্ ? উত তত্ত্বংস্থাননিয়তম্ ? ইতি । অত্রোচ্যতে—  
যথা মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টৈকৈক্যবোপাস্তত্বেন বিঠেক্যম্ এবম্ অগ্নত্রাপি—অক্ষ্যাদিত্যাধার-  
স্ত্রাপি একৈক্যেব সত্যস্ত ব্রহ্মণঃ স্থানদ্বয়সম্বন্ধাৎ নাস্তি রূপভেদঃ, অতো বিঠেক্যমিত্যর্থঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে সত্য-ব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে ‘এই যে আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে  
পুরুষ, + + + তাহার অবিদৈবত নাম অহঃ, আর অধ্যায় নাম অহম্’, এইরূপ দুইটি  
নাম—উপাসনার অঙ্গরূপে পঠিত আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নামদ্বয় কি বিভিন্ন-  
স্থানীয় উপাসনার পৃথক্ রূপে প্রযোজ্য ? অথবা উভয় স্থলেই উভয় নাম অবিশেষে প্রযোজ্য ?  
তদ্বস্তরে বলিতেছেন—পূর্বে যেমন মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্ত্রের ঐক্যনিবন্ধন বিষ্ণুর ঐক্য,  
এবং তল্লিবন্ধন গুণোপসংহারও সিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অগ্নত্রও—অক্ষি ও আদিত্য সম্বন্ধী উপাস্ত্র  
সত্যব্রহ্মেরও একত্বনিবন্ধন উভয় স্থলেই উভয় নামের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৩৩৥২০॥ ]

বৃহদারণ্যকে শ্রুতম্—“সত্যং ব্রহ্ম” [ বৃহদা০ ৭।৪।২ ] ইতু্যপক্রম্য  
“তদ্যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়াং

অগ্নিরহস্তে যেমন মনোময় প্রাণশরীর, ভারূপ ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ  
শ্রুত আছে; তেমনি বৃহদারণ্যকেও যখন মনোময়ত্বাদি গুণ-সমূহ সমানই রহিয়াছে, এবং  
তদতিরিক্ত বশিত্বাদি গুণসমূহও যখন সত্যসংকল্পত্বাদি গুণগণ হইতে অভিন্নই বটে, তখন  
স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না ; সুতরাং উভয়স্থানীয় বিষ্ণুরই ঐক্য বা অভিন্নতাও সিদ্ধ  
হইতেছে ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥ [ ষষ্ঠ সমানাধিকরণ ॥ ৬ ॥ ]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—‘সত্য-ব্রহ্ম’ এইরূপ কথার পর ‘সেই যে সত্য, তাহা  
এই প্রসিদ্ধ আদিত্য ; যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষি-মধ্যে অবস্থিত পুরুষ,’ এইরূপ

দক্ষিণেহক্ষিণ” [ বৃহদা০ ৭।৫।১ ] ইত্যুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলেহক্ষিণি (\*) চ সত্যশ্চ ব্রহ্মণো ব্যাহতি-শরীরেহনোপাস্তত্ত্বমুক্তা “তস্তোপনিষদহরিত্যধি-দৈবতম্” [ বৃহদা০ ৭।৫।৩ ] “তস্তোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্” ইতি দ্বৈ উপনিষদৌ—রহস্তনামনী উপাসনশেষতয়াম্মায়েতে । তে কিং যথাক্রান্ত-স্থানবিশেষনিয়তত্বেন ব্যবস্থিতে ? উতোভয়ত্রোভে অনিয়মেন ? ইতি সংশয়ে সতি অশ্চ ব্যাহতি-শরীরশ্চৈবোপাস্তশ্চ ব্রহ্মণো দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ সম্বন্ধাদুপাস্তৈকোন্ময় রূপাভেদাৎ সংযোগাচ্ছভেদাচ্চ বিত্বেক্যাদনিয়েমেনেতি প্রাপ্তম্ । তদিদমুচ্যতে—সম্বন্ধাদেবমন্ত্রাপীতি ।

যথা মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টশ্চৈকত্বাদুপাস্তৈকোন্ময় রূপাভেদাদ্ বিত্বেক্যাদ্ গুণোপসংহারঃ ; এবমন্ত্রাপ্যাদিত্যসম্বন্ধিনো ব্রহ্মণঃ সত্যশ্চৈকত্বেন বিত্বেক্যাদুভয়োরুভয়ত্রোপসংহারঃ ॥৩।৫।২০॥

ভূমিকার পর আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে সত্যাখ্য ব্রহ্মের ব্যাহতিশরীরবিশিষ্টরূপে উপাসনার কথা বলিয়া, সেই উপাসনারই অন্তরূপে ছইটি উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্তনাম (যাহা কেবল শাস্ত্রৈকগম্য, ) উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে তাহার অধিদৈবত নাম হইতেছে—‘অহঃ,’ আর অধ্যাত্ম নাম হইতেছে—‘অহম্’ । এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নাম দুইটির মধ্যে যেখানে যে নাম পঠিত আছে, কেবল সেখানেই কি সেই নামটি ব্যবহার্য্য ? অথবা তাহার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ উভয়স্থানেই উভয় নামের সম্বন্ধ হইতে পারে ? এইরূপ সংশয়ে পাণ্ডরা যাইতেছে যে, ব্যাহতি-শরীরবিশিষ্ট সত্যাখ্য উপাশ্র ব্রহ্মের সহিত উভয়স্থানেরই সম্বন্ধ থাকায় উপাস্তের ঐক্য রহিয়াছে ; উপাস্তের ঐক্য থাকায় বিচারও স্বরূপগত ভেদ নাই, এবং সংযোগাদিরও ভেদ নাই ; অতএব বিচার একত্ব নিবন্ধন উভয়স্থলেই নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে । তদন্তরে বলা হইতেছে—“সম্বন্ধাদেবমন্ত্রাপি” ইতি ( + ) ।

পূর্ব্ববৃত্তস্থ উদাহরণে যেরূপ মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টের ঐক্য নিবন্ধন উপাস্তের ঐক্য থাকায় বিচার স্বরূপগত ভেদাভাব হেতু বিচার একত্ব এবং তাহার ফলে গুণেরও উপসংহার করা হইয়াছে ; তেমনি অন্তত্ব অক্ষি ও আদিত্যসংসৃষ্ট সত্যব্রহ্মেরও একত্ব নিবন্ধন বিচার একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হওয়ার উভয়স্থানেই উভয় নামের উপসংহার [ করিতে হইবে ] ॥৩।৫।২০॥

(\*) অক্ষিণি ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সম্বন্ধাধিকরণ । বিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত তিনটি বৃত্ত লইয়া এই অধিকরণটি বিস্তারিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত সত্য ব্রহ্মের ‘অহঃ’ ও ‘অহম্’ নামদ্বয় । (২) সংশয়—উক্ত নামদ্বয় কি অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত উভয় পুরুষের সাধারণ ? অথবা নির্মমিত-অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, সেখানেই তাহার প্রয়োগ বা ব্যবহার, ( অন্তত্ব নহে ) । (৩) পূর্ব্বপক্ষ—

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাহে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

ন বা বিশেষাৎ ॥৩৩৩৥২১॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন বা ( নিশ্চয়ই নহে ) বিশেষাৎ ( যেহেতু প্রভেদ আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—যৎ বিতৈকত্বাহভয়োর্নাম্যোরুভয়ত্রাবিশেষণ উপসংহারঃ কর্তব্য ইতি ; তন্ ন বা নৈব সংগচ্ছতে । কূতঃ ? বিশেষাৎ—উভয়ত্র হি উপাস্তরূপং বিশিষ্ট্যতে বিভিজ্যতে—একত্র আদিত্যস্থানসম্বন্ধি, অত্র চ অক্ষিস্থানসম্বন্ধীতি ; ততশ্চ বিভাজ্যভেদাৎ নাম্যোরপি নিয়তত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিজ্ঞার একত্ব বা অভেদনিবন্ধন যে উভয় নামের উভয়স্থানে উপসংহারের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা সংগত হইতে পারে না ; কারণ, আদিত্য ও অক্ষিরূপ স্থানভেদে উপাস্ত্রেরও স্বরূপ পৃথক্ হইতেছে ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত নামদ্বয়েরও পার্থক্যানিবন্ধন উপসংহার হইতে পারে না ॥ ৩। ৩। ২১ ॥ ]

ন বৈতদন্তি—যদ্বিতৈক্যাত্মপসংহারঃ—ইতি । কূতঃ ? বিশেষাৎ—উপাস্তরূপ-বিশেষাৎ । ব্রহ্মণ একত্বেহপ্যেকত্র আদিত্যমণ্ডলস্বতয়া উপাস্ত্রত্বম্, ইতরত্রাক্ষাধারতয়োপাস্ত্রত্বমিতি স্থানসম্বন্ধিত্বভেদেন রূপ-ভেদাদ্বিভাজ্যভেদঃ । নৈবং শাণ্ডিল্যবিজ্ঞায়াঃ উপাস্ত্রস্থানং ভিজ্যতে, উভয়ত্র হৃদয়াধারত্বেনোপাস্ত্রত্বাৎ । অতো ব্যবস্থিতে ইতি ॥৩৩৩৥২২॥

দর্শয়তি চ ॥৩৩৩৥২২॥

[ পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি ( প্রদর্শন করিতেছেন ) চ ( ও ) । ]

এইরূপ আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি—“নবা বিশেষাৎ” ইতি । নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারে না যে, বিজ্ঞার একত্ব নিবন্ধন গুণোপসংহার করিতেই হইবে । কারণ ? যেহেতু বিশেষ—উপাস্ত্রের রূপগত বিশেষ রহিয়াছে । উপাস্ত্র ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও এক স্থলে আদিত্যমণ্ডলগতরূপে উপাস্ত্র ; অত্র চ অক্ষিগতরূপে উপাস্ত্র ; এইরূপ বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধ নিবন্ধন উপাস্ত্রের রূপভেদ বশতঃ বিজ্ঞারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে । পূর্বোক্ত শাণ্ডিল্যবিজ্ঞায় কিন্তু এরূপ রূপভেদ নাই ; কারণ, সেখানে উভয়স্থানেই হৃদয়স্থিতরূপে ব্রহ্মের উপাস্ত্রত্ব রহিয়াছে । অতএব উক্ত নাম দ্বয় নিশ্চয়ই ব্যাখ্যিত, অর্থাৎ যেখানে যে নাম পঠিত, সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অত্র নহে ॥ ৩। ৩। ২১ ॥

অক্ষি ও আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানের ভেদ সত্ত্বেও উপাস্ত্র যখন এক, তখন উভয় স্থানেই উক্ত নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে ।

(৪) উত্তর—না—স্থানভেদে উপাস্ত্রেরও স্বরূপভেদ হওয়ার বিজ্ঞারও ভেদ এবং তদ্বিবন্ধন নামদ্বয়েরও উভয় স্থানে অনুপসংহার । (৫) নির্ণয়—অতএব নিশ্চিষ্ট স্থানেই উপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত নামদ্বয়ের চিন্তা করিতে হইবে ।

[ সরলার্থঃ—“তৈশ্চিত্তস্ত তদেব রূপং, যদমুশ্য রূপম্” ইত্যাদিনা স্বয়ং শ্রুতিরপি অক্ষ্যাদিত্যাধারয়োঃ রূপাত্তিশয়েন গুণানুপসংহারং দর্শয়তি । বিজ্ঞকত্বে হি অতিদেশো নাপেক্ষ্যতে ।

বিশেষতঃ ‘সেই আদিত্যপুরুষের যাহা রূপ, এই পুরুষেরও তাহাই রূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিই অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপবিশেষের অতিদেশ দ্বারাও উভয়ের গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৩। ৩। ২২ ॥ ] [ সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৭ ॥ ]

দর্শয়তি চাক্ষ্যাদিত্যাধারয়োঃ গুণানুপসংহারং “তৈশ্চিত্তস্ত তদেব রূপং, যদমুশ্য রূপম্” [ ছান্দো ০ ১।৭।৫ ] ইত্যাদিনা রূপাত্তিদেশেন । স্বতো হুপ্রাপ্তাবতিদেশেন প্রাপ্ত্যপেক্ষা ॥ ৩। ৩। ২২ ॥

[ সপ্তমং সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥ ৭ ॥ ]

সম্ভূতি-দ্ব্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ৩। ৩। ২৩ ॥

[ পদচ্ছেদঃ—সম্ভূতিদ্ব্যব্যাপ্তি ( সম্যক্ভরণ ও দ্ব্যলোকব্যাপকতা ) অপি ( ও ) চ ( এবং ) অতঃ ( এই হেতু ) । ]

সবলার্থঃ—“ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভূতানি, ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোষ্ঠং দিবমাততান” ইত্যত্র ব্রহ্মণি জ্যোষ্ঠানাং গুণানাং সম্ভূতিঃ দ্ব্যব্যাপ্তিস্চেত্যাди গুণজাতং পঠিতমস্তি, তং পুনঃ উপাসনাবিশেষা-  
জ্ঞত্বোপপ্রাপ্তমপি সর্বেষুপাসনেষু উপসংহর্তব্যম্, নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—অতএব স্থানভেদাদেববহ্ন্যভেদসিদ্ধান্তাদেব সম্ভূতি-দ্ব্যব্যাপ্তি অপি তত্ত্বংস্থান এব চিন্তনীয়ং ; নতু সর্গজ ইত্যর্থঃ ॥

“ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে সম্ভূতি ও দ্ব্যলোকব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণেব উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও এই কারণে তত্ত্বংস্থানেই চিন্তনীয়, কিন্তু সর্গজ নহে ॥ ৩। ৩। ২৩ ॥ ]

[ অষ্টম সম্ভূতি-দ্ব্যধিকরণ ॥ ৮ ॥ ]

‘সেই এই অক্ষিপুরুষের তাহাই রূপ, যাহা পূর্ববর্তী আদিত্যপুরুষের রূপ’ ইত্যাদি বাক্যে রূপাদির অতিদেশ দ্বারা, অর্থাৎ অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপের আরোপ দ্বারা স্বয়ং শ্রুতিও অক্ষিহু ও আদিত্যহু পুরুষদ্বয়ের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন । কারণ, যেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই অতিদেশের আবশ্যক হইয়া থাকে, [ কিন্তু রূপভেদ না থাকিলে আপনা হইতেই উভয়স্থলে সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারিত, তজ্জন্তু আব অতিদেশের আবশ্যক হইত না ] ॥ ৩। ৩। ২২ ॥

[ সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৭ ॥ ]

তৈত্তিরীয়কে নারায়ণীয়ানাং (\*) খিলেমু চ—

“ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভূতানি ব্রহ্মাণে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান ।

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনাহতি ব্রহ্মণা স্পন্ধিতুং কঃ ॥”

ইতি ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং বীৰ্য্যাণাং সম্ভূতিঃ দ্যব্যাপ্তিশ্চেত্যাদিগুণজাত-  
মান্নাতম্ । তেষামুপাসনবিশেষমনারভ্যাধীতানাং গুণানাং সৰ্ব্বাস্ত্র-  
বিদ্যাসূপসংহারে প্রাপ্ত উচ্যতে—“সম্ভূতি-দ্যব্যাপ্ত্যপি” ইতি ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

সম্ভূতি-দ্যব্যাপ্তীতি সমাহারদ্বন্দ্বত্বাদেকবদ্ভাবঃ । সম্ভূত্যাদিকমনা-  
রভ্যাধীতমপি অতএব স্থানভেদাদ্যবস্থাপ্যম্ ; ন সৰ্ব্বত্রোপসংহর্তব্যম্ ।  
কথম্ অনারভ্যাধীতানাং স্থানবিশেষনিয়তত্বম্ ? স্বসামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ ।  
দ্যব্যাপ্তিস্তাবৎ হৃদয়াত্মস্থানগোচরাস্ত্র বিদ্যাস্ত্র নোপসংহর্তুং শক্যা ;

তৈত্তিরীয়কে এবং নারায়ণীয় খিলকাণ্ডে ‘ব্রহ্মেই সর্বোৎকৃষ্ট বীৰ্য্যসমূহ সঞ্চিত ছিল,  
এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে ছালোকে ব্যাপ্ত ছিলেন ; ব্রহ্মই সর্বভূতের অগ্রে জন্মিয়া-  
ছিলেন ; সেই হেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্ধা করিতে কে সমর্থ হয়’ ? এইরূপে উৎকৃষ্ট বীৰ্য্যরাশির  
সঞ্চিতভাব ও ছালোক-ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ পঠিত আছে ; কিন্তু কোনও উপাসনাবিশেষের  
প্রসঙ্গক্রমে পঠিত হয় নাই ; অতএব সমস্ত বিদ্যায়ই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার সম্ভবপর  
হয় কি না, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—“সম্ভূতি-দ্যব্যাপ্ত্যপি” ইত্যাদি ( + ) ।

‘সম্ভূতি-দ্যব্যাপ্তি’ পদটিতে সমাহার দ্বন্দ্ব হওয়ায় একবচন হইয়াছে, ( নচেৎ দ্বিবচনে  
‘সম্ভূতি-দ্যব্যাপ্তী’ হইতে পারিত ) । সম্ভূতি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রকরণবিশেষে পঠিত না  
হইলেও অর্থাৎ সামান্যভাবে পঠিত হইলেও, এই কারণেই—পূর্বোক্ত স্থানভেদ বশতই তাহাদের  
পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সর্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না । ভাল, যে সমস্ত  
গুণ কোনও প্রকরণবিশেষে পঠিত হয় নাই, সে সমস্ত গুণ স্থানবিশেষে ( কোন এক  
বিশেষ উপাসনা মধ্যে ) নিবদ্ধ থাকিবে কেন ? আমরা বলি—স্বীয় যোগ্যতানুসারেই  
থাকিবে ।

প্রথমতঃ হৃদয়াদি অন্নস্থানবিষয়ক যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সে সমস্ত বিদ্যায় ত দ্যব্যাপ্তি-  
গুণের উপসংহার করা একেবারেই অসম্ভব । তাহার পর সম্ভূতি প্রভৃতি গুণনিচয়ও যখন

(\*) নারায়ণীয়ানাম্ ইতি ‘ক’ পাঠো ন সমীচীনঃ ।

(+) তাৎপৰ্য—এই সম্ভূত্যাধিকরণের পাঁচটি অর্থঃ এইরূপ—(১) বিষয়—“ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা” ইত্যাদি বাক্যোক্ত  
সম্ভূত্যাধি গুণ । (২) সংশয়—সামান্যাকারে উল্লিখিত ঐ গুণদ্বয়ের অন্তর্য ও উপসংহার আছে কি না ?  
(৩) পূর্বপক্ষ—ইহা যখন কোনও বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তখন অবশ্যই অন্তর্য উপসংহার হইতে পারে ।  
(৪) উত্তর—না—সামান্যাকারে পঠিত হইলেও এই স্থানভেদরূপ হেতুতেই উহাদের অন্তর্য উপসংহার হইতে পারে  
না । (৫) নির্ণয়—অতএব ক্ষুদ্র স্থানাবলম্বী কোন বিদ্যায়ই উহাদের উপসংহার নাই ।



সম্ভূত্যাদয়োহপি তৎসহচারিগন্তত্বল্যদেশা ইত্যল্লস্থানবিষয়াস্তু বিজ্ঞাস-  
নুপসংহার্য্যাঃ । শাণ্ডিল্যদহরাদিবিজ্ঞাস্বল্লস্থান-বিষয়াস্তু “জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ”  
[ ছান্দো০ ৩।১৪।৩ ] “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহস্তুহৃদয় আকাশঃ”  
[ ছান্দো০ ৮।১।৩ ] ইত্যাদয়স্তত্র তত্রাশক্যোপসংহারাঃ মনোময়ত্বাপহত-  
পাপুত্বাদিবিশিষ্টশ্রোপাস্তস্তু মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনপরাঃ ॥৩॥৩২৩॥

[ অষ্টমং সম্ভূত্যাধিকরণম্ ॥৮॥ ]

পুরুষবিজ্ঞাধিকরণম্ ।] পুরুষবিজ্ঞায়ামপি চেতরেষা-  
মনাম্মানাং ॥৩॥৩২৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—পুরুষবিজ্ঞায়াম্ ( পুরুষবিজ্ঞানামক উপাসনায় ) অপি ( ও ) চ ( এবং )  
ইতরেবাং ( অপরাপর গুণের ) অনাম্মানাং ( যেহেতু পাঠ নাই ) । ]

[ সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তৈত্তিরীয়কে চ পঠিতা পুরুষবিজ্ঞা ভিন্নেব ; কৃতঃ ? যজ্ঞমান  
পত্ন্যাদীনাং যজ্ঞাবয়বানাম্ ইতরেবাং সৰ্বনব্রহ্মাণাং চ একত্র পঠিতানাম্ অত্র অনাম্মানাং  
অপঠিতত্বাদিতার্থঃ । চকারাং ফলভেদসমুচ্চয়ঃ । তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমাপ্রাপ্তিঃ ফলং, ছান্দোগ্যে  
তু ‘শতং জীবতি’ ইতি শতবর্ষজীবিত্বং ফলম্, তস্মাদপি ন বিত্বেকত্বমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কোপনিষদে পুরুষবিজ্ঞা নামে একটি বিজ্ঞার উল্লেখ আছে । উক্ত  
উভয় শ্রুতির পুরুষ স্বতন্ত্র—এক নহে । কারণ, এক স্থলে যজ্ঞমানপত্নী ও সৰ্বনব্রহ্মাদি যে সমস্ত  
যজ্ঞাঙ্গ পঠিত আছে, অত্র স্থানে সে সমুদয়ের উল্লেখ নাই । বিশেষতঃ ফলেরও প্রভেদ  
রহিয়াছে—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্তি বিজ্ঞাফল, আর ছান্দোগ্যে শতবর্ষজীবন বিজ্ঞাফল ।  
কাজেই বলিতে হইবে যে, উভয়স্থানীয় বিজ্ঞা এক নহে—সম্পূর্ণ ভিন্ন ॥৩॥৩২৪॥

তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিজ্ঞান্নায়তে—“তাংস্বংবিদুষো যজ্ঞস্তাত্মা যজ্ঞমানঃ,

তাহারই সহচর, তখন বৃত্তিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত গুণও দ্ব্যব্যাপ্তি-গুণেরই তুল্যদেশবর্তী ; সুতরাং  
সে সমস্ত গুণেরও অল্পস্থানাবলম্বী বিজ্ঞাসমূহে উপসংহার হইতে পারে না । আর ‘পৃথিবী  
অপেক্ষা বৃহৎ’ ‘এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই হৃদয়াস্তবর্তী আকাশও সেই পরিমাণ’  
ইত্যাদি গুণসমূহ যদিও ক্ষুদ্রস্থানাবলম্বী শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা ও দহরাদিবিজ্ঞায় উপসংহারযোগ্য না  
হউক, তথাপি মনোময়ত্ব ও অপহতপাপুত্বাদি গুণাবাশষ্ট উপাস্ত বস্তুর মহিমা-প্রকাশনই  
উহাদের তাৎপর্য্য ; (সুতরাং এরূপ অবস্থায় উপসংহারে কোনও দোষ হইতেছে না) ॥৩॥৩২৪॥

[ অষ্টম সম্ভূত্যাধিকরণ ॥৮॥ ]

তৈত্তিরীয়কোপনিষদে ‘পুরুষবিজ্ঞা’ নামে একটি উপাসনা কথিত আছে । যথা—‘এবংবিধ  
জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মাই যজ্ঞমান ( যজ্ঞকর্তা ), শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, শরীর তাহার

শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরমিধমুরো বেদির্লোমানি বর্হিঃ” [ তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ ] ইত্যাদিকা। ছান্দোগ্যেহপি পুরুষবিদ্যা আন্মায়তে—“পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষানি” [ ছান্দো০ ৩।১৬।১ ] ইত্যাদিকা। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। পুরুষ-বিদ্যতি নার্মৈক্যাৎ পুরুষাবয়বেষু যজ্ঞাবয়বকল্পনসাম্যেন রূপৈক্যাৎ তৈত্তিরীয়কে ফলসংযোগাশ্রবণাৎ “প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি” [ ছান্দো০ ৩।১৬।৭ ] ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতশ্চৈব পুরুষবিদ্যাফলত্বাৎ ফল-সংযোগস্তাপ্যাবিশেষাদ্বিষ্টক্যাম্ ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

উভয়দ্রোহাতয়োর্বিদ্যয়োঃ পুরুষবিদ্যাত্ত্বেহপি বিদ্যাভেদোহস্ত্যেব ; কৃতঃ ? ইতরেষামনান্নানাৎ—একস্তাং শাখায়ামান্নাতানাং গুণানা-মন্বত্রানান্নানাৎ। তথাহি—“যৎ সাংযং প্রাতর্মধ্যন্দিনং চ, তানি সপনানি” [ তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু ] ইত্যাদয়স্তৈত্তিরীয়কে আন্মাতাঃ, ছান্দোগ্যে

কাষ্ঠ (যজ্ঞীয় সমিধ্), বক্ষঃস্থগ বেদি, লোম সমূহ বর্হিস্ (কুশ), ইত্যাদি। ছান্দোগ্যো-পনিষদেও পুরুষবিদ্যা পঠিত আছে। যথা—‘প্রসিদ্ধ পুরুষই হইতেছে—যজ্ঞ, তাহার যে চতুর্বিংশতি বর্ষ আয়ুঃ’ ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় স্থলে বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন কি না।

[ পূর্বপক্ষ— ] ‘পুরুষবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য থাকায় এবং পুরুষের অবয়বে যজ্ঞাবয়ব কল্পনার সাম্য নিবন্ধন স্বরূপগতও ঐক্য থাকায়, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাকালের উল্লেখ না থাকায়, ছান্দোগ্যোক্ত—‘সে লোক ষোড়শ শত বর্ষ জীবিত থাকে,’ এই ফলই পুরুষ-বিদ্যার ফলরূপে গৃহীত হওয়ার ফলসম্বন্ধেরও কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই; সুতরাং উভয়-স্থানীয় পুরুষবিদ্যাই এক। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—(\*)

তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে পঠিত বিদ্যাদ্বয়ের (‘পুরুষবিদ্যা’ এই) নামতঃ ঐক্য থাকিলেও নিশ্চয়ই উভয় বিদ্যার ভেদ বা পার্থক্য আছে। কারণ ? যেহেতু সিদ্ধান্ত—বিদ্যাভেদ।] নামের ঐক্য থাকিলেও অপর কোন ধর্মেরই উল্লেখ নাই, অর্থাৎ এক শাখায় পঠিত গুণ সমূহের অপর শাখায় উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না। দেখ ;—‘এই যে, সাংযং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল, তাহাই ত্রিসবন।’ ইত্যাদি ধর্মসমূহ কেবল তৈত্তিরীয়কেই পঠিত আছে,

(\*) তাৎপর্য—এই পুরুষবিদ্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যোপ-নিষদ্রুত পুরুষবিদ্যা। (২) সংশয়—উভয় শ্রুতির পুরুষবিদ্যা কি ভিন্ন ? না, এক ? (৩) পূর্বপক্ষ—‘পুরুষবিদ্যা’ নামের যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন উভয় বিদ্যাই এক। (৪) উত্তর—না—সর্বন্যত্রয়-কল্পনার প্রভেদ থাকায়, এবং যজ্ঞমান ও পত্নী প্রভৃতি-কল্পনারও পার্থক্য থাকায় রূপ ভেদ ঘটিতেছে ; কাজেই বিদ্যারও ভেদ হইতেছে। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় বিদ্যার ভেদ নিবন্ধন নামোপসংহার হইবে না।

সবনত্বেন নান্নাস্বস্তে ; ত্রেখ' বিভক্তং পুরুষায়ুষং ছান্দোগ্যে সবনত্বেন কল্পাতে ; ছান্দোগ্যে ঋতানামশিশিষাদীনাং দীক্ষাদিত্বকল্পনং তৈত্তিরীয়কে ন কৃতম্ ; যজ্ঞমানপত্ন্যাদিপরিকল্পনং চানুথ। অতো রূপমুভয়ত্র ভিত্ততে । তথা ফলসংযোগোহপি ভিত্ততে ; তৈত্তিরীয়কে হি পূর্ব্বানু-বাকে “ব্রহ্মণে ত্বামহস ওমিত্যা ত্বানং যুক্তীত” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৭৯ অনু] ইতি ব্রহ্মবিদ্যামভিধায় তৎফলত্বেন “ব্রহ্মাণো মহিমানমাপ্নোতি” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু] ইত্যুক্ত্বা “তশ্চৈবং বিদুষঃ” ইত্যাদিনা আশ্নাতা পুরুষবিদ্যা—অশ্বেষ ব্রহ্মবিদুষো যজ্ঞত্বকল্পনমিতি গম্যতে । অতো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেবাত্র ফলম্ ; “ফলবৎ-সম্মিধাবফলং তদঙ্গম্” [পূর্ব্বমীমাংসা ন্যায়ঃ] ইতি ন্যায়াং তৈত্তিরীয়কান্নাতা পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি গম্যতে । ছান্দোগ্যে তু আয়ুঃপ্রাপ্তিফলা পুরুষবিদ্যেভ্যুক্তম্ । অতো রূপ-সংযোগয়োর্ভেদাং বিদ্যাভেদঃ, ইত্যেক-ত্রান্নাতানাং গুণানামিতরত্রানুপসংহারঃ ॥৩৩॥২৪॥

[ নবমং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥ ]

ছান্দোগ্যে কিন্তু এ সমস্ত কাল সবনরূপে পঠিত হয় নাই, পরন্তু তিনভাগে বিভক্ত পুরুষের আয়ু বা জীবিত কালই সবনত্রয়রূপে কল্পিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে অশিশিষাদিকে (ভোজনেচ্ছাপ্রভৃতিকে) দীক্ষাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; পত্নী প্রভৃতির কল্পনাও অত্রপ্রকার করা হইয়াছে; অতএব উভয় স্থানেই বিদ্যার স্বরূপ ভিন্ন হইতেছে। এইরূপ ফলসংযোগও (ফলোন্মেষও) উভয় স্থলে একরূপ নহে। দেখ, তৈত্তিরীয়কে ইহারই পূর্ব্বানুবাকে ‘জ্যোতির্নয় ব্রহ্মের উদ্দেশে ‘ওম্’ ইত্যাকারে স্বীয় আত্মাকে সংযোজিত বা সমাহিত করিবে’ এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়া তাহার ফলরূপে আবার ‘ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়’ এই কথা বলিয়া “তস্ত্র এবংবিদুষঃ” বাক্যে যে পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন; বুঝা যাইতেছে যে, তাহা এই ব্রহ্মবিদ্যারই যজ্ঞত্ব কল্পনা মাত্র, (স্বতন্ত্র নহে)। অতএব ইহা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার ফল। বিশেষতঃ ‘সফল ক্রিয়ার সম্মিধানে উক্ত ফলরহিত ক্রিয়া সেই সফল কার্যেরই অঙ্গরূপ’ এই নিয়মানুসারেও বুঝা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষবিদ্যাটি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে)। ছান্দোগ্যে কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভই পুরুষবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব স্বরূপ ও ফলসংযোগ ভিন্ন হওয়ার বিদ্যাও ভিন্ন (এক নহে); সুতরাং একস্থানে পঠিত গুণ সমূহের অপরি বিদ্যার উপসংহার হইতে পারে না ॥৩৩॥২৪॥

[ নবম পুরুষবিদ্যাধিকরণ ॥৯॥ ]

বেধাভূমিকরণম্ ।]

বেধাভূমিভেদাৎ ॥৩॥৩২৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—বেধাদি ( বেধাদি মন্ত্ৰের ) অর্থভেদাৎ ( যেহেতু প্রয়োজনের ভেদ আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—আথর্বণিকাপ্রতিষেধাদিস্তে পঠিতাঃ ‘শুক্রেং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য’ ইত্যাদয়ো মন্ত্ৰা নৈ বিদ্যাস্তভূতাঃ, অপিতু অধ্যয়নাস্তভূতা এষ । কৃতঃ ? অর্থভেদাৎ প্রয়োজন-ভেদাদিত্যর্থঃ । মন্ত্ৰাণাঞ্চ প্রয়োজনমত্য়ং, বিদ্যাস্তাশ্চাভ্যুদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩॥৩২৫॥

আথর্বণিকা উপনিষদারম্ভে “শুক্রেং প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যাদীন্ মন্ত্ৰানধীয়তে ; সামগাশ্চ রহস্যব্রাহ্মণারম্ভে “দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব” [ সামঃ রহস্যব্রাহ্মণেঃ ] ইত্যাদ্যামনন্তি ; কাঠিকাস্তৈত্তিরীয়কাশ্চ “শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ” [ তৈত্তিরীঃ শীঃ ১ অনুঃ ] ইত্যাদিকম্ ; শাট্যায়নিনশ্চ “শ্বেতোহশ্বো হরিনীলোহসি” ইত্যাদিকম্ ; ঐতরেয়ব্রহ্মসম্বৎসরমহাব্রতব্রাহ্মণমধীয়তে—“ইন্দ্রো হ বৈ বৃত্রং হহা মহানভবৎ” ইত্যাদি ; কৌষীতকিনোহপি মহাব্রতব্রাহ্মণমেব “প্রজাপতির্বে সন্ধ্যংসরস্তশ্চৈষ আত্মা—যশ্মহাব্রতম্” ইতি ; বাজসনেয়িনস্ত প্রবর্গ্যব্রাহ্মণম্ “দেবা হ বৈ সত্রং নিষেছুঃ” ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ—কিমুপনিষদারম্ভেষধীতাঃ “শুক্রেং প্রবিধ্য” “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদয়ো মন্ত্ৰাঃ প্রবর্গ্যাদীন চ কর্ম্মাণি বিদ্যাস্তম্, উত নেতি । কিং যুক্তম্ ? বিদ্যাস্তমিতি । কৃতঃ ? সন্নিধিসমাম্মানাৎ

অথর্ববেদীয়গণ উপনিষৎ প্রারম্ভে ‘শুক্রেং বিদ্ব কয়িয়া এবং হৃদয়ং প্রবিদ্ব কয়িয়া’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ কয়িয়া থাকেন ; সামবেদীয়গণ রহস্যব্রাহ্মণের প্রারম্ভে ‘হে প্রকাশমান সূর্য্য, যজ্ঞ প্রসব কর ( যজ্ঞ সম্পাদনে অনুকূল হও )’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ কয়িয়া থাকেন ; কাঠিক ও তৈত্তিরীয়গণ আবার ‘সূর্য্য আমাদের মঙ্গল করুন, বরুণ আমাদের কল্যাণ করুন’ ইত্যাদি পাঠ কয়িয়া থাকেন, শাট্যায়ন-শাখীরাও পাঠ কয়িয়া থাকেন যে, ‘তুমি হইতেছ হরিনীল শ্বেত অশ্ব’ ইত্যাদি । ঐতরেয়, শাখীরা আবার—‘ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত কয়িয়া বড় হইয়াছিলেন’ ইত্যাদি মহাব্রত ব্রাহ্মণ পাঠ কয়িয়া থাকেন । কৌষীতকীরাও ‘প্রজাপতিই সংবৎসর ; ইহাই তাহার আত্মা যাহা নাম মহাব্রত,’ এইরূপে মহাব্রত ব্রাহ্মণই অধ্যয়ন কয়িয়া থাকেন । বাজসনেয়ীরা কিন্তু ‘দেবগণ সত্রে ( যাগে, ) নিমগ্ন ছিলেন’ ইত্যাদি প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন কয়িয়া থাকেন । এখানে সংশয় এই যে, উপনিষৎ প্রারম্ভে পঠিত “শুক্রেং প্রবিধ্য” “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্ৰ সমূহ এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় বিদ্যারই অঙ্গভূত কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? বিদ্যাস্তপক্ষই । কারণ ? যেহেতু বিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বিদ্যাস্তই প্রতীত হইতেছে । যদিও [ সন্নিধান অপেক্ষা ] বলবান্ শ্রুতি, লিঙ্গ ও

বিদ্যাস্তপ্রতীতেঃ। যতপি “শুক্ৰং প্রবিধ্য” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ ] ইত্যাদীনাং মন্ত্ৰাণাং প্রবৰ্গ্যাদেশচ কৰ্ম্মণঃ শ্ৰুতি-লিঙ্গ-বাক্যৈর্বলবদ্ভিৰ্থাযথং কৰ্ম্মস্ব বিনিয়োগোহবগম্যতে, তথাপি “শং নো মিত্রঃ” [ তৈত্তিঃ শীঃ ১ অনুঃ ] “সহ নাববতু” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ ] ইত্যাদেৰ্মন্ত্ৰস্তাত্ত্বিক বিনিয়োগাভাবাৎ বিদ্যাধিকারাক্ষ বিদ্যাস্তমবৰ্জ্জনীয়মিতি সৰ্ব্বাস্ব বিদ্যাস্ত ইমে মন্ত্ৰা উপসংহৰ্তব্যঃ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

বেদাদ্যর্থভেদাৎ—“শুক্ৰং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য” “ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি” [ তৈত্তিঃ শীঃ ১ অনুঃ ] “ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষম্” [ তৈত্তিঃ শীঃ ১২ অনুঃ ১ ] “তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ”

বাক্যানুসারে (\*) “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্ৰের ও প্রবৰ্গ্যাদি কৰ্ম্ম সমূহের যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে বিনিয়োগই বুঝা যাইতেছে সত্য, তথাপি “শং নো মিত্রঃ” “সহ নাববতু” ইত্যাদি মন্ত্ৰের অত্ৰ কোথাও যখন বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নাই, অথচ বিদ্যাধিকারেই ( উপনিষদে ) পঠিত, তখন কিছুতেই ইহাদের বিদ্যাস্ত বারণ করা যাইতে পারে না ; অতএব সমস্ত উপাসনাতেই উক্ত মন্ত্ৰসমূহের উপসংহার করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি— “বেদাদ্যর্থভেদাৎ” ইতি।

“শুক্ৰং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য”, ‘ঋত ( সত্য প্রিয় বাক্য, অথবা ব্রহ্ম ) বলিব, সত্য বলিব, [ সিদ্ধান্ত—উক্ত মন্ত্ৰ সমূহের ঋত বলিয়াছি, সত্য বলিয়াছি, ’ ‘আমাদের ( গুরু ও শিষ্যের ) বিদ্যাস্ত খণ্ডন। ] অধ্যয়ন বীৰ্য্যসম্পন্ন হউক, আমরা যেন বিদ্বেষসম্পন্ন না হই’

(\*) তাৎপর্য—মীমাংসা দর্শনে এইরূপ একটি সূত্র আছে, “শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ো পারদৌৰ্বল্যমৰ্থ-বিপ্রকৰ্ণাৎ” ( মীমাং ৩,৩১৪ )। ইহার অর্থ এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ( সংজ্ঞা বা নাম ), ইহাদের মধ্যে যখন একই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব হেতু অপেক্ষা পরবর্তী হেতুগুলি দুর্বল হইয়া থাকে। যেমন শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্বল ; আবার লিঙ্গ অপেক্ষাও বাক্য দুর্বল ; এইরূপ বাক্য অপেক্ষাও প্রকরণ দুর্বল ইত্যাদি। বিলম্বে অর্থপ্রতিপাদনই এষ্ট দুর্বলতার কারণ ; অপেক্ষাকৃত প্রথমে বাহার সাহায্যে অর্থ নিশ্চয় করা যায়, অন্ত্যাপেক্ষা তাহারই বলবত্তা, অর্থাৎ তদনুসারেই অর্থ বিশেষ অবধারণ করিতে হয়। শ্রুতি লিঙ্গাদি পরিচয় এইরূপ—

“শ্রুতিষি তীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্তেষ তু সংহতানি।

সা প্রক্রিয়া বা কথম্ ?—ইতাপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা ॥”

‘অর্থাৎ দ্বিতীয়া প্রভৃতি কারকবিশিষ্ট পদের নাম শ্রুতি ; লিঙ্গ অর্থ ক্ষমতা অর্থ; বাধনোপযোগী সামর্থ্য ; বাক্য অর্থ—সম্মিলিত পদসমূহ। কথম্ ? ( ইহা কিপ্রকারে ? ) এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষাধাপিত পদ-

[ তৈত্তি০ ভৃগু০ ১ অনু০ ১ ] ইত্যাদিভির্লিঙ্গৈরভিচারাদ্যয়নাদিষেবাং  
বিনিয়োগাবগমাৎ ন বিদ্যাস্তত্ত্বম্ । এতদুক্তং ভবতি—যথা “হৃদয়ং প্রবিধ্য”  
ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাৎ “শুক্রেং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনামভিচারাদি-শেষত্বমবগম্যতে,  
এবমেব “ঋতং বদিষ্যামি” “তেজস্বিনাবধীতমস্ত” ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাদেব  
স্বাধ্যায়-শেষত্বং “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদিমন্ত্রাণামবগম্যতে ; অতো ন  
তেষাং বিদ্যাস্তত্ত্বম্ ইতি । “শুক্রেং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনাং প্রবর্গ্যাদিত্রাক্ষণানাং  
চেহ পাঠো দিবাকীর্যত্বারণ্যেহনুবাচ্যত্বকৃতঃ ॥৩১॥২৫॥

[ ইতি দশমং বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥ ]

ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গেও যখন উক্ত মন্ত্রসমূহের আভিচারিক (\*) অধ্যয়নাস্ত্বই জানা যাইতেছে,  
তখন আর ইহাদের বিত্যাগত্ব হইতে পারে না ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, “হৃদয়ং প্রবিধ্য” এই মন্ত্রানুসারে “শুক্রেং প্রবিধ্য” ইত্যাদি  
অংশেরও যেমন আভিচারিক ক্রিয়াস্ত্ব জানা যাইতেছে, ঠিক তেমনি “ঋতং বদিষ্যামি”,  
“তেজস্বিনাবধীতমস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারেও “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের  
অধ্যয়নাস্ত্বই প্রতীত হইতেছে ; (+) সুতরাং সে সমুদয় মন্ত্রের বিত্যাগত্ব হইতেই পারে না ।  
তবে “শুক্রেং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের এবং প্রবর্গ্যাদি ত্রাক্ষণের যে, এখানে পাঠ করা  
হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দিবসে ইহার পাঠ করিতে হয় না, এবং অরণ্যমধ্যেই পাঠ  
করিতে হয়, ( এই কারণে উপনিষদের মধ্যে ইহার পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বিত্যাগ বলিয়া  
নহে ) ॥৩১॥২৫॥ [ দশম বেধাভূমিকরণ ॥১০॥ ]

সমূহের নাম প্রকরণ । স্থান অর্থ—পাঠক্রম ; সমাখ্যা অর্থ—যোগবল—যোগিকার্থ । আলোচ্যস্থলে “শুক্রেং প্রবিধ্য”  
ইত্যাদি বাক্যে ঋতি—দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে ; এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থপদও রহিয়াছে ; সুতরাং বলবন্তর  
ঋতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে “শুক্রেং প্রবিধ্য” মন্ত্রের কল্পে বিনিয়োগই আপাতসিদ্ধান্ত বটে ।

(\*) তাৎপর্য—বেদে এমন কতকগুলি ক্রিয়ার বিধান আছে, যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শত্রুর সংহার সাধন  
করা যাইতে পারে । শত্রু-সংহারোদ্দেশ্যে বিহিত সেই ক্রিয়াকুলিকে অভিচার বা আভিচারিক ক্রিয়া বলে ; যেমন  
'শ্রোমযাগ' প্রভৃতি । ‘হৃদয়-চ্ছেদনাদি বোধক’ মন্ত্রগুলি ঐরূপ আভিচারিক ক্রিয়াতেই পঠনীয়, অন্তত্ব নহে ॥

(+) তাৎপর্য—“শুক্রেং প্রবিধ্য” এই মন্ত্রাংশের ঐরূপ অর্থও করা যাইতে পারিত সত্য, কিন্তু “হৃদয়ং প্রবিধ্য”  
কথা দ্বারা প্রথমাংশের আভিচারিক-ক্রিয়াস্ত্ব অবগতির হওয়ার তাহার বাধা ঘটাইতেছে । ঠিক সেইরূপ, “ঋতং  
বদিষ্যামি” ইত্যাদি কথায় যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত বাক্য অধ্যয়নেরই অঙ্গ—শান্তি পাঠমাত্র,  
তদন্থ এই জাতীয় “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্র গুলিকেও অধ্যয়নের অঙ্গ—শান্তিপাঠরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে ;  
সুতরাং বিস্তার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করনা করা সঙ্গত হইতে পারে না ॥

হাস্তধিকরণম্ ।। হানৌ তূপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ কুশা-চ্ছন্দঃ-  
স্তুত্যাগপানবৎ, তদ্বক্তৃম্ ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥

[ পদচ্ছেদঃ— হানৌ ( পুণ্যপাপবিমোচনে ) তু ( কিস্ত ) উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ ( যেহেতু উপায়ন-শব্দের শেষভূত ; উপায়ন অর্থ—প্রবেশন ), কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যাগপানবৎ ( কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ত্বায় ) তৎ ( তাহা ) উক্তম্ [ পূর্বমীমাংসায় ] ( কথিত আছে ) । ]

[ সরসার্থঃ—‘তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি’ ইত্যত্র কেবলং পুণ্যপাপবিমোচনং পঠিতম্ । ‘তত্ত্ব পূজা দায়মূপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্’ ইত্যত্র কেবলপ্রবেশঃ ; ‘তৎ স্কৃততদ্বক্তৃতে ধুহুতে, তত্ত্ব প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ স্কৃততমূপযন্তি, অপ্ৰিয়া হৃকৃতম্’ ইত্যত্র চ হানম্ উপায়নঞ্চ । তদত্র সন্দ্বিহতে—কিং সর্কাস বিতাস্ এতদন্ততমচিন্তনং বিকল্পেনাস্তুভ্যয়ম্ ? উত সমুচ্চয়েন ? ইতি । তত্রাহ—হানাবিত্যাগি ।

তু-শব্দঃ সংশয়নিরাকরণার্থঃ । হানিঃ—পুণ্যপাপবিমোচনম্ । উপায়নঞ্চ প্রবেশনম্ । “হানৌ” ইতি উদাহরণপ্রদর্শনমাত্রার্থম্ । হানৌ—কেবলে বিমোচনে কেবলে বোপায়নে শ্রয়মাগেহপি তয়োঃ সর্কজ সমুচ্চয়ঃ কৰ্তব্যঃ । কুতঃ ? উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্ত হানি-বাক্য-শেষত্বাৎ । কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যাগপানবৎ, যথা “বানস্পত্যঃ কুশাঃ” ইত্যত্রান্নাতস্ত্র বাক্যস্ত তদ্বিশেষ-বাচি—“ওহৃষ্যাঃ কুশাঃ” ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্বত্বম্ । যথা—“দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ” ইতি সামান্ততঃ পঠিতস্ত্র তৎক্রমবিশেষবাচক—“দেবচ্ছন্দাঃস পূর্বম্” ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্বত্বম্ । যথা, “হিরণ্যেন ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি” ইতি প্রদেশান্তরস্বত্ব তৎ-কালবিশেষবাচি—“সময়-বিষিতে স্বর্ঘ্যে ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি” ইতি প্রদেশান্তরস্বত্বম্ ; যথা চ “ঋত্বিজ উপগায়ন্তি” ইতি প্রদেশান্তরস্বত্ব “নাধ্বয়ুরুপগায়েৎ” ইতি তৎপৰ্য্যদাসরূপং প্রদেশান্তরস্বত্বম্ ; এবমেব উপায়নবাক্যস্ত হানিবাক্যশেষত্বা সর্কজ সমুচ্চয়ঃ, ন তু বিকল্প ইত্যর্থঃ ॥

‘তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দল) হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন,’ এখানে কেবল পুণ্যপাপ পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই । ‘তাহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদগণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে,’ এখানে কেবল গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগের কথা নাই ; ‘সে তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য ও অপ্ৰিয় জ্ঞাতিগণ পাপ লাভ করে,’ এখানে আবার ত্যাগ ও গ্রহণ, উভয়েরই উল্লেখ আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, সমস্ত বিত্যাগেই কি ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা যেখানে বাহ্যর উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—“হানৌ তু” ইত্যাদি ।

তু-শব্দটি পূর্বোক্ত সংশয়বারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে । বাক্যশেষে যখন উপায়নের—পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপগ্রহণের কথা আছে, তখন হানিতেও ( ত্যাগেও ) উপায়নের ( গ্রহণের ) এবং উপায়নেও হানির চিন্তা করিতে হইবে ; যেমন ভিন্ন স্থানে পঠিত ‘কুশা’ ‘ছন্দঃ,’ ‘স্তুতি’ ও ‘উপগানে’রও ভিন্ন স্থানে গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি । এ কথা মীমাংসাশাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥ ] [ একাদশ হাস্তধিকরণ ॥ ১ ॥ ]

ছন্দোগা আমনস্তি—“অথ ইব রোমাণি বিধুয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহো-  
মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূহা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি”  
[ ছান্দোঃ ৮।১৩।১ ] ইতি ; অথর্বণিকাস্ত “তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে  
বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” [ মুণ্ডঃ ৩।১।৩ ] ইতি ; শাট্যায়-  
নিনস্ত “তস্ম পুত্রো দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্”  
ইত্যাদি ; কোষীতকিনস্ত “তৎ স্কৃততুষ্কতে ধুহুতে, তস্ম প্রিয়া জাতয়ঃ  
স্কৃততমুপযন্তি, অপ্ৰিয়া তুষ্কতম্” [ কোষীঃ ১ অঙ্কঃ ৪ ] ইতি। এবং কচিৎ  
পুণ্যপাপয়োহানিঃ, কচিৎ প্রিয়াপ্রিয়েষু তৎপ্রাপ্তিঃ, কচিৎতুভয়ঞ্চ শ্রুতম্।  
ততুভয়মেকৈকবিদ্যায়াং শ্রুতমপি সৰ্ববিদ্যাঙ্গমাস্থেয়ম্, সৰ্বব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ-  
শ্চাপি ব্রহ্ম প্রাপ্নুবতঃ পুণ্যপাপপ্রহাণস্তাবশ্যম্ভাবিত্বং প্রহীণবিষয়-  
ত্ৰাচোপায়নস্ত। তচ্চিস্তনঞ্চ বিধীয়মানং সৰ্ববিদ্যাঙ্গং ভবিতুমৰ্হতি।

তত্রৈদং বিচার্যাতে—হানিচিস্তনম্ উপায়নচিস্তনম্ উভয়চিস্তনঞ্চ

ছন্দোগণ পাঠ করিয়া থাকেন—‘অথ যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে,  
এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া ( নির্মল হয় ), তেমনি আমি পাপপূর্ণ শরীর  
বিধূত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব’ ইতি। অথর্ববেদোঁরাও বলেন—  
“বিদ্বান্ পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য  
লাভ করেন, ইতি। শাট্যায়ন-শাখীরা পাঠ করেন—‘তাহার পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ  
করে ; স্নহদগণ পুণ্যকর্ম ও শত্রুগণ পাপকর্ম লাভ করে’ ইত্যাদি। কোষীতকীরা  
পাঠ করেন যে, ‘জ্ঞানী পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ  
শুভ কর্মফল লাভ করে, আর অপ্ৰিয়গণ অশুভ কর্মফল লাভ করে’ ইতি। এইরূপে কোথাও  
পুণ্য ও পাপের ত্যাগ, কোথাও বা প্রিয় ও অপ্ৰিয়গণকর্তৃক যথাক্রমে সেই পুণ্য ও পাপের  
গ্রহণ, কোথাও আবার ততুভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। বিত্য়াবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ শ্রুত  
হইলেও সমস্ত বিত্য়াতেই তাহা স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, সমস্ত ব্রহ্মবিত্য় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই  
যখন ব্রহ্ম লাভে সমর্থ, তখন তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগও অবশ্যম্ভাবী।  
বিশেষতঃ পরিত্যক্ত বিষয়েরই উপায়ন বা গ্রহণ হইতে পারে ; [ সূতরাং ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই  
চিস্তনীয় ]। অতএব তর্কবিষয়ে যে, চিস্তার বিধান আছে, তাহা সমস্ত বিত্য়ারই অঙ্গ হইতে  
পারে।

এখন এবিষয়ে এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, হানিচিস্তা ( ত্যাগচিস্তা ), উপায়নচিস্তা,



বিকল্পোরন্, উপসংহ্রিয়োরন্ বা । কিং যুক্তম্ ? বিকল্পোরম্মিতি । কৃতঃ ? পৃথগান্মানসামর্থ্যাৎ । সমুচ্চয়ে হি সর্বত্রোভয়ানুসন্ধানং স্মৃতাং, তচ্চ কোষীতকৌবাক্যেনৈব সিদ্ধমিত্যন্ত্রান্মানমনর্থকমেব স্মৃতাং । অতোহনেক-ত্রান্মানস্ত বিকল্প এব প্রয়োজনম্ । নচাধ্যত্বেভেদেন পরিহর্তুং শক্যমনেক-ত্রান্মানম্ ; অবিশেষ-পুনঃশ্রবণং হ্যধ্যত্বেভেদপরিহার্যম্ ; অত্র তু হানি-রেব দ্বয়োঃ শাখয়োঃ, উপায়নমেব চৈকস্ম্যম্ । ন চ বিদ্যাভেদেন ব্যবস্থা-পয়িতুং শক্যম্, সর্বশেষভূতমিদমনুসন্ধানমিত্যুক্তত্বাৎ । অত্রৈদমুচ্যতে—

( গ্রহণচিন্তা ) এবং উভয়চিন্তা, এ সমস্তের বিকল্প (\*) হইবে? কিংবা সমস্তেরই উপসংহার হইবে? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? বিকল্পিত হইবে, এই পক্ষই । কারণ? বিভিন্ন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ পাঠই কারণ । উক্ত চিন্তায় যদি সমুচ্চয়ই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্বত্রই পাপ-বিমোচন ও তাহার গ্রহণ, এতদ্বয়েরই চিন্তা হইতে পারিত সত্য, কিন্তু তাহা ত সিদ্ধ হইতেছে না । কেন না, সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে কোষীতকৌ বাক্যেই যখন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অত্র তাহার পুনরুল্লেখ করা অনর্থক হইয়া যায় ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পাঠের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন যে, বিকল্পবিধান করা । অধ্যয়নের কর্তৃত্বভেদেও যে, পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উপপত্তি করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কেন না, অবিশেষে বা একই প্রকারে যে, পুনঃপাঠ, অধ্যত্বেভেদে কেবল তাহারই পরিহার হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখানে ত সেরূপও সম্ভব হয় না । এখানে আছে—দুইটি শাখাতে কেবল উপায়নের ( গ্রহণের ) শ্রবণ ; [ সূত্ররাং সর্বত্র অবিশেষ-শ্রবণ বলা যাইতে পারে না । ] বিশেষতঃ উক্তপ্রকার অনুসন্ধান বন্ধ চিন্তাকে যখন সর্বশেষভূত অর্থাৎ সমস্ত বিচারই অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিত্যাভেদেও ইহার ব্যবস্থা ( বিকল্প ) করা সম্ভবপর হইতে পারে না । এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে—“হান্মে তু” ইত্যাদি ( + ) ।

(\*) তাৎপর্য—একাধিক বিষয়ের যদি একইস্থানে একই রকমে প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে ‘সমুচ্চয়,’ আর বিষয়গুলিকে যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলে ‘বিকল্প ।’ এখানেও পুণ্য-পাপ ত্যাগ ও তাহাদের অত্র প্রবেশন, এই উভয় বিষয়কে যদি একত্র করিয়া সমস্ত বিত্যাতেই চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহা হইবে সমুচ্চয়, আর যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হইবে বিকল্প ।

(+) তাৎপর্য—এই ‘হাস্তাধিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিধানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সমকালীন পুণ্যপাপ ত্যাগ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে তদ্বত্তয়ের প্রবেশ চিন্তা । (২) সংশয়—পুণ্য ও পাপের ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা কি সমস্ত বিত্যাতেই কর্তব্য, অথবা বিকল্প, অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা । (৩) পূর্বপক্ষ—পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সার্থকতা । স্বাক্ষর জন্ত বিকল্প হওয়াই উচিত । (৪) উত্তর—না—অত্র একস্থানের কুণ্ডা ও হস্তঃ প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্য যেমন অস্ত্রহানীন বাক্যের অঙ্গভূত হইয়া একার্থ-প্রতিপাদক হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ । (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত বিত্যাতেই হানি ও উপায়নের ( ত্যাগের ও গ্রহণের ) সমুচ্চয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

‘হানৌ তুপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ’ ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । হানাবিতি প্রদর্শনার্থম্ । কেবলায়াং হানৌ কেবলে চোপায়নে ক্ষয়মাণে তয়োরিতরেতরসমুচ্চয়োহবশ্যস্তাবী । কৃতঃ ? উপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ —উপায়নশব্দস্য হানিবাক্যশেষত্বাৎ । উপায়নবাক্যস্য হি হানিবাক্য-শেষত্বমেবোচিতম্, বিদুষা ত্যক্তয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ প্রবেশস্থানবাচিত্বা-দুপায়নবাক্যস্য ।

প্রদেশান্তরান্নাতস্য বাক্যস্য প্রদেশান্তরান্নাতবাক্যশেষত্বে দৃষ্টান্তা উপপত্ত্যন্তে—কুশাচ্ছন্দঃস্তুতাপগানবদতি । কালাপিনঃ ( \* ) “কুশা বানস্পত্যঃ” [ —০? ] ইত্যামনন্তি ; শাটায়নিনাং তু “ঔত্বর্ষ্যঃ কুশাঃ” [ —০? ] ইতিবাক্যং সামান্যেন বানস্পত্যত্বেনাবগতাঃ কুশাঃ ঔত্বর্ষ্য ইতি বিশিঃষৎ তদ্বাক্যশেষতামাপদ্যতে ; তথা “দেবাস্থরাণাং ছন্দোভিঃ” [ —? ] ইত্যাদিনা অবিশেষেণ দেবাস্থরাণাং ছন্দসাং প্রসঙ্গে

স্বত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির খণ্ডন সূচনা করিতেছে । ‘হানৌ’ এই কথাটি কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থ মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, কেবলই হানি বা কেবলই উপায়ন বা গ্রহণ শ্রুতি হইলেও উভয়স্থানেই তদুভয়ের উপসংহার করা অবশ্যকর্তব্য । কারণ ? যেহেতু উপায়ন-শব্দটি হানি বাক্যেরই শেষ বা অধীন ; কেন না, ত্যাগ-বোধক ‘হানি’ বাক্যের অধীন হওয়াই উপায়ন-বাক্যের পক্ষে সম্ভব হয় ; কারণ, উক্ত উপায়ন-বাক্যটি জ্ঞানিকর্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপের প্রবেশস্থানের প্রতিপাদক মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, সে সমস্ত কোথায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করে, উপায়ন-বাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়াদিতেছে ।

এক স্থানে পঠিত বাক্য ও যে, অত্র স্থানীয় বাক্যের শেষ বা অঙ্গভূত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত সমূহ উপপত্ত্ত হইতেছে—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের গ্রায় । কলাপশাখীরা পাঠকরিয়া থাকেন—‘বানস্পত্য ( বানস্পতি—বৃক্ষ, তৎসম্বন্ধী—বানস্পত্য ) কুশসমূহ’ । আবার শাটায়নশাখীরা বলেন ‘ঔত্বর্ষ্যী কুশসমূহ’, এখানে কালাপ-বাক্যে ‘কুশসমূহের বানস্পত্যতা মাত্র জানাগিয়াছে, কিন্তু শাটায়নীদিগের ‘ঔত্বর্ষ্যী’ বাক্যে ঐ কুশকে বিশেষ করিয়া ‘ঔত্বর্ষ্যী’ বলিয়া নির্দেশ করায়, শাটায়নীদিগের বাক্যটিকে ঐ কালাপ-বাক্যেরই শেষ বা বিশেষকমাত্র বুঝিতে হইবে । এইরূপ ‘দেবতা ও অস্থরগণের ছন্দঃ সমূহ দ্বারা’ ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাকারে দেব ও অস্থর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও ক্রম বা পৌরীপাধ্যবোধক

(\*) কৌবীতকিনঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

“দেবচ্ছন্দাংসি পূর্বম্” ইতি বচনং ক্রমবিশেষঃ প্রতিপাদয়ৎ তদ্বাক্যশেষতাং গচ্ছতি ; তথা “হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি” [ —? ] ইত্য-  
বিশেষণ প্রাপ্তে “সময়াবিষিতে সূর্যো ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি”  
[ ৬ কা ৬ প্র ২১ অনু ০ ] ইতি বিশেষবিষয়ং বাক্যং তদ্বাক্যশেষতাং  
ভজতে ; তথা “ঋত্বিজ উপগায়ন্তি” [—?] ইত্যবিশেষপ্রাপ্তস্ত “নাধ্বর্যু-  
রূপগায়েৎ” [ ৬ কা ৩ প্র ১ অনু ০ ] ইতি বাক্যমনধ্বর্যুবিষয়তামব-  
গময়ৎ তদ্বাক্যশেষত্বমুচ্ছতি । এবং সামান্ত্যনাবগতমর্থং বিশেষে ব্যবস্থা-  
পয়িতুং ক্ষমস্ত বাক্যস্ত তচ্ছেষত্বমনভ্যুপগচ্ছদ্বিস্তয়োর্থয়োর্বিকল্পঃ সমাপ্র-  
য়িতব্যঃ ; স চ সম্ভবন্ত্যাং গতো ন যুজ্যতে । তদুক্তং পূর্বস্মিন্ কাণ্ডে  
“অপি তু বাক্যশেষঃ শ্রাদন্ত্যাত্মাদ্বিকল্পস্ত বিধীনামেকদেশঃ শ্রাৎ”  
[ পূর্বমী ১০।৮।৪ ] ইতি । তদেবং কেবলহানোপায়নবাক্যয়োরেক-  
বাক্যত্বাৎ কেবলস্ত হানস্ত, কেবলস্ত চোপায়নশ্রাভাবাদ্বিকল্পো নোপ-

‘দৈব চ্ছন্দঃসমূহ প্রথম’ এই বাক্যটি পূর্ববাক্যের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে । সেইরূপ,  
‘হিরণ্য দ্বারা ষোড়শীনস্তোত্র গানকরিবে’ এই স্থলে স্তোত্রপাঠের কোনও সময় বিশেষ উল্লিখিত  
না থাকিলেও, বিশেষ সময় বোধক ‘সূর্য উদিতপ্রায় হইলে ষোড়শি-স্তোত্র সংস্কার করিবে’  
এই বাক্যটি ঐ সামান্ত্যবাক্যেরই অঙ্গভজনা করিতেছে । এই প্রকার ‘ঋত্বিজগণ গান করেন’  
এইবাক্যে সাধারণতঃ সমস্ত ঋত্বিকেরই গানকরা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ‘অধ্বর্যু  
( যজুর্বেদী ) উপগান করিবে না’, অধ্বর্যু ভিন্ন ঋত্বিজগণের গানকর্তৃত্ববোধক এই বাক্যটি  
ঐ সামান্ত্য বাক্যটিকে বিশেষিত করিয়া তাহারই শেষভূত হইয়াছে । এই প্রকারে, সামা-  
ন্ত্যাকারে অবগত বিষয়কে বিশেষার্থে নিরূপিত করণে সমর্থ বাক্যকে যাহারা সামান্ত্যমুখী  
বাক্যের শেষভূত বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদের মতে উভয় বাক্যার্থের বিকল্প পক্ষ  
গ্রহণ করাই সঙ্গত হয় ন্ত্য, কিন্তু উপায়সম্বন্ধে ত সেরূপ করা উচিত হয় না । পূর্বমীমাংসার  
সে কথা উক্ত হইয়াছে—‘বৈধ কর্ণের বিকল্প গ্রহণকরা যখন অমুচিত, তখন ( বিভিন্ন-স্থানবর্তী  
সামান্ত্য-বিশেষাঙ্ক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বাক্য অল্প বাক্যের শেষ বা অধীন হইবে ;  
নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না’ ইতি । এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কেবল হানি ও  
কেবল বিমোচন-বোধক বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থ-বোধনে তাৎপর্য্য হেতু,  
কেবলই বিমোচন বা কেবলই গ্রহণ যখন হইতে পারে না, তখন কোনরূপেই বিকল্প করনাও  
উপপন্ন হইতে পারে না । তবে কোবীতকীদিগের যে, পুণ্য-পাপবিমোচন ও তাহার গ্রহণের  
কীল্লেক, তাহা যখন উভয় স্থলেই অবিশেষ বা সমান, তখন বুঝিতে হইবে যে, শ্রোতৃ-ভেদানুসারে

পদ্যতে । কোষীতকিনামুভয়াম্মানমবিশেষপুনঃশ্রবণত্বেন প্রতিপত্ত্বভেদাদ-  
বিরুদ্ধম্ ॥৩০৩৥২৬॥ [ একাদশং হাত্মধিকরণম্ ॥১১॥ ]

সাম্প্রায়্যধিকরণম্ । ] সাম্প্রায়্যে তত্ত্বব্যাভাবাৎ

তথা হন্যে ॥৩০৩৥২৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—সাম্প্রায়্যে (দেহ হইতে বহির্গমন সময়ে) তত্ত্বব্যাভাবাৎ (ভোক্তব্য না থাকায়),  
তথা (সেই প্রকার) হি (নিশ্চয়ে) অত্বে (অপর সকলে) । ]

[ সরলার্থঃ—বিদুষঃ স্মরুত-দ্রুতহানিঃ কিং দেহোৎক্রান্তিসময়ে অধ্বনি চ ক্রমশো ভবতি ?  
উত দেহোৎক্রান্তিসময়ে এব যুগপৎ ? ইত্যাহ—সাম্প্রায়্যে” ইত্যাদি ।

সাম্প্রায়্যে দেহাৎ সমুৎক্রান্তিসময়ে এব নিরবশেষং স্মরুতদ্রুতহানির্ভবতি । কূতঃ ?  
তত্ত্বব্যাভাবাৎ । ভোগার্থঃ হি স্মরুত-দ্রুতপেক্ষা, নতু বিদুষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ  
কিঞ্চিং ভোক্তব্যমস্তি ; তস্মাৎ নাস্তি তদানীং তদপেক্ষা ইত্যর্থঃ । অত্বে শাখিনঃ তথৈব  
অধীয়তে—“তস্ত তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্তে” ইত্যাদি ।

জ্ঞানী পুরুষ যে, পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহা কোন সময় ?—তাহা দেহত্যাগের  
সময়ে কতক, আর গন্তব্য পথে কতক ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত  
ত্যাগ করেন ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

সাম্প্রায়্যে—দেহ হইতে বহির্গমনের সমকালেই সমস্ত পুণ্য-পাপ ত্যাগ করেন ; কেন না,  
তাহার অত্বে কোনপ্রকার ভোগ না থাকায় পুণ্য-পাপেরও কোন প্রয়োজন হয় না । ‘তাহার  
সেই পর্যান্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ হইতে বিমুক্ত না হন, তাহার পরই ব্রহ্ম লাভ করেন’ ইত্যাদি  
শ্রুতিতে অন্তঃশাস্ত্রী স্পষ্টাক্ষরেই সেইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩০৩৥২৭ ॥ ]

স্মরুতদ্রুততয়োহীনমুপায়নঞ্চ সর্ববাস্থ বিদ্যাস্থ চিন্তনীয়মিত্যুক্তম্ ; তদ্বানং  
কিং দেহবিরোগকালে দেহাদুৎক্রান্তস্থাদধ্বনি চ, উত দেহবিরোগকাল-  
এব, ইতি বিশয়ে উভয়ত্রৈতি যুক্তম্, উভয়থা শ্রুতত্বাৎ । এবং হি কোষীত-

অর্থাৎ শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই ঐরূপ উপদেশ-ভেদ হইয়াছে ; সুতরাং উহাও বিরুদ্ধ  
হইতেছে না ॥ ৩০৩৥২৬ ॥ [ একাদশ হাত্মধিকরণ ॥ ১১ ॥ ]

পুণ্য ও পাপের হানি ও গ্রহণের যে, সমস্ত বিজ্ঞাতেরই চিন্তা করিতে হইবে, এ কথা  
ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে । এখন বিচার্য্য-বিষয় হইতেছে যে, সেই পরিত্যাগ কি দেহত্যাগের  
সময়ে এবং দেহ হইতে বহির্গত হইবার পর পথিমধ্যেও হয় ? অথবা কেবল দেহত্যাগের  
সময়েই হয় ? এইরূপ সংশয়ে, মনে হয়, যেন উভয় স্থানে হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কেন না,  
শ্রুতিতে উভয়প্রকার ত্যাগেরই কথা শোনা যায় । কোষীতকীর এইরূপ পাঠ করিয়া

কিনঃ সমায়নস্তি “স এতং দেবযানং পশ্চান্নাপদ্যায়িলোকং গচ্ছতি” [ কোষী০ ১।৩৪ ] ইতু্যপক্রম্য “স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা-  
হত্যোতি, তৎ স্কৃত-তুষ্কতে ধুতুতে” ইতি [ কোষী০ ১।৩৪ ] । অত্র  
বাক্যে অধ্বনি স্কৃততুষ্কতহানিঃ প্রতীয়তে । তাণ্ডিনস্ত “অশ্ব ইব রোমাণি  
বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য । ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা  
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি” ইতি । অত্রতু দেহবিয়োগকাল ইতি প্রতীয়তে ;  
শাটায়নকেহপি “তস্মা পুত্রা দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ  
পাপকৃত্যাম্” ইতি পুত্রেষু দায়সক্রান্তিসমকালং স্কৃততুষ্কত-সংক্রমণং  
শ্রায়মাণং দেহবিয়োগকাল ইতি গম্যতে । অতঃ স্কৃততুষ্কতয়োরেক-  
দেশো দেহবিয়োগকালে হীয়তে, শেষস্বধ্বনি ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—  
“সাম্পরায়ে” ইতি ।

থাকেন যে, ‘তিনি এইরূপে দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-লোকে গমন করেন,’ এইপ্রকারে  
আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন ‘তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনে মনে সেই  
নদীকে অতিক্রম করেন ( পার হন ), তখন স্বীয় পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন’ । কথিত  
শ্রুতিবাক্য হইতে পথিমধ্যেই পুণ্যপাপ পরিত্যাগ প্রতীত হইতেছে । আবার তাণ্ডীশাখীরা  
বলেন, ‘অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলিত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস  
হইতে বিমুক্ত হইয়া [ নির্মল হয় ], তেমনি আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পাপবিমোচন-  
পূর্বক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মলোক লাভকরিব’ ইতি । এখানে কিন্তু দেহত্যাগের সমকালেই  
[ পাপ-ত্যাগ ] প্রতীত হইতেছে । ‘তাহার পুত্রগণ ধন লাভ করে, স্নহদগণ শুভ কর্ম্ম, আর  
শত্রুগণ অশুভ কর্ম্ম [ গ্রহণ করে ],’ এই শাটায়ন শ্রুতিতেও পুত্রোত্তে ধন-সংক্রমণের সময়ই  
অর্থাৎ পুত্রগণ যে সময় ধনাধিকার লাভ করে, ঠিক সেই সময়েই পুণ্য ও পাপের সংক্রমণ-  
শ্রুত থাকায়, বেশ বুঝাইতেছে যে, দেহ-বিয়োগের সময়েই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ হইয়া থাকে ।  
অতএব [ বলিতে হইবে যে, ] পুণ্য ও পাপের কিয়দংশ দেহত্যাগের সময়ে নষ্ট হয়,  
আর অপরাংশ পথিমধ্যে নষ্ট হয় । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন “সাম্পরায়ে”  
ইত্যাদি । ( \* )

( \* ) তাৎপর্য—এই সাম্পরায়াদিকরণট ২৭—৩১শ পর্য্যন্ত পাঁচ হুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । তাহার পাঁচটি  
অবয়ব এইরূপ—(১) ব্রহ্মলোকগামী বিদ্বানের পুণ্যপাপ-বিমোচনের উপযুক্ত সময় । (২) সংশ্ল—দেহ হইতে  
বহির্গমনের সময় কতক, আর ব্রহ্মলোকের পথে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ ক্ষয় হয় ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের  
সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন বহির্গমনের সময়ে এবং পথেও পুণ্যপাপ-  
বিমোচনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, দেহত্যাগের সময়ে কতক, আর পথিমধ্যে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ  
পরিত্যক্ত হয় । (৪) উত্তর—না—দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়, পথিমধ্যে  
ত্যাগের আর কিছু থাকে না । (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসক ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য  
পাপ ক্ষয়ের চিন্তা করিবে ।

সাম্প্রায়াদে—দেহাদপক্রমণকালে এব বিদুষঃ স্কৃততুষ্কতে নিরবশেষং  
হোয়েতে । কৃতঃ ? তত্ত্ব্যভাবাৎ—বিদুষো দেহবিরোগাৎ পশ্চাৎ স্কৃত-  
তুষ্কতাভ্যাং তরিতব্য-ভোগাভাবাৎ । বিদ্যাফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ  
হি স্কৃত-তুষ্কতাভ্যাং ভোক্তব্যে সূখ-দুঃখে ন বিদ্যেতে । তথা হি অন্তে  
দেহবিরোগাদূর্দ্ধং ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-সূখদুঃখোপভোগাভাবমধীয়তে—  
“অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ ছান্দো০ ৮।১২।১-২ ] “এষ  
সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভি-  
নিষ্পদ্যতে” [ ছান্দো০ ৮।১২।১-২ ], “তস্ম তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে  
অথ সম্পৎস্মে” [ ছান্দো০ ৬।৪।২ ] ইতি ॥৩॥৩২৭॥

## ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩॥৩২৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—ছন্দতঃ ( ইচ্ছানুসারে ) উভয়াবিরোধাৎ ( শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের  
অবিরোধে ) । ]

[ সরলার্থঃ—দেহবিরোগকাল এব নিরবশেষকক্ষণে নিশ্চিত উভয়াবিরোধাৎ—“অথ ইব  
রোমাণি” “তস্ম তাবদেব চিরম্” ইত্যুভয়শ্রুত্যোর্বস্তুস্বভাবস্ত চাবিরোধেন “তৎ স্কৃত-তুষ্কতে  
ধুতে” ইতি শ্রুতিখণ্ডঃ ছন্দতঃ ইচ্ছানুসারেণ—যথা কুত্রাপি বিরোধো ন ভবতি, তথা  
নেতব্যঃ,—“এতং দেবযানং পশ্বানম্” ইত্যস্তাঃ শ্রুতেঃ প্রাক পঠনীয় ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময়েই যখন পুণ্যপাপ বিমোচন স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, তখন উভয়ের  
অর্থাৎ শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের যাহাতে বিরোধ না ঘটে, সেইরূপেই ইচ্ছানুসারে বাক্যের সমন্বয়  
করিতে হইবে ॥৩॥৩২৮॥ ]

সাম্প্রায়াদে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন সময়েই জ্ঞানীর পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে পরিত্যক্ত  
হইয়া থাকে । কারণ ? যেহেতু তত্ত্ব্য নাই—জ্ঞানীর দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের  
সাহায্যে লব্ধব্য কোনও ভোগের সম্ভাবনা নাই । অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বানের পক্ষে  
ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র চরম ফল ; তন্নিম্ন পুণ্য ও পাপের ফলে ভোগযোগ্য সূখ-দুঃখ সম্বন্ধ  
তাহার থাকে না ; [ কাজেই সে সময়ে আর পুণ্য-পাপ থাকিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক  
হয় না ] । দেখ, অপর বেদ-শাখীরা জ্ঞানীর দেহ বিরোগের পর, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন  
আর যে, সূখ দুঃখ ভোগ থাকে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—‘অশরীর ( শরীরবিযুক্ত )  
হইলে পর, প্রিয় বা অপ্ৰিয় অর্থাৎ সূখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ ‘এই  
সম্প্রসাদ ( জীব ) এই শরীর হইতে সমুৎথিত হইয়া অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ  
প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হন’ । ‘তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে বিমুক্ত  
( দেহবিযুক্ত ) না হয় ; তহার পর প্রকৃত মুক্তিলাভ করে’ ইতি ॥ ৩॥৩২৭ ॥

এবমর্থস্বাভাব্যাং স্কৃততুষ্কতহানিকালেহবধ্বর্তে সত্যুভয়াবিরোধেন—  
 শ্রুতেরর্থস্বভাবস্ত চাবিরোধেন ছন্দতঃ—যথেষ্টং পদানামন্বয়ো বর্ণনীয়ঃ ।  
 কৌষীতকীবাচ্যে “তং স্কৃত-তুষ্কতে ধুতুতে” [ কৌষী ১ অনুঃ ৪,৩ ]  
 ইতি চরমশ্রুতো বাক্যাবয়বঃ “এতং দেবযানং পশ্চানমাপত্ত” ইতি প্রথম  
 শ্রুতাবয়বাং প্রাগনুগময়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥৩৥৩২৮॥

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

গতেরর্থবত্বমুভয়ধাহন্যথা হি বিরোধঃ ॥৩৥৩২৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—গতেঃ ( পরলোকগমনের ) অর্থবস্তুং ( সার্থকতা ) উভয়ধা ( উভয় প্রকারে ),  
 অত্রথা ( অত্র প্রকারে—তাহা না হইলে ) হি ( নিশ্চয়ে ) বিরোধঃ ( বিরোধ হয় ) । ]

[ সরলার্থঃ—অত্র শব্দতে—উভয়ধা দেহ-বিয়োগকালে দেবযানপথে চ ভাগশঃ কৰ্ম্মক্ষয়ে  
 সত্যেব গতেঃ বিদুষো দেবযান-গতিশ্রুতেঃ অর্থবস্তুং সফলত্বমুপপত্ততে ; অত্রথা হি বিরোধঃ ;  
 দেহবিয়োগসমকালমেব সৰ্ব্বকৰ্ম্মক্ষয়ে হি কৰ্ম্মফলোপভোগোপযোগি-স্বক্ষশরীরস্তাপি অবশ্যং  
 বিনাশঃ শ্রুতঃ ; ততশ্চ কেবলজ্ঞানানো গতির্নোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

যদি দেহ বিয়োগ সময়ে কিয়দংশ পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ যদি পথিমধ্যে  
 বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেই দেবযানপথে গতিবোধক শ্রুতির অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। নচেৎ,  
 নির্গমনকালেই সমস্ত কৰ্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে কৰ্ম্মাধীন স্বক্ষশরীরও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং  
 স্বক্ষশরীরের অভাবে সৰ্ব্বব্যাপী আত্মার গমনই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥৩৥৩২৯॥ ]

স্কৃততুষ্কতয়োরেকদেশস্ত দেহবিয়োগকালে হানিঃ, শেষস্ত চ পশ্চাৎ,  
 ইতি উভয়ধা কৰ্ম্মক্ষয়ে সত্যেব গতেরর্থবত্বম্—দেবযান-গতিশ্রুতে-

এই প্রকার শ্রুতার্থ পর্যালোচনার ফলে স্কৃত-তুষ্কতহানির সমস্ত অবধারিত হইল। এখন  
 উভয়ের অবিরোধে—যাহাতে শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের বিরোধ না হয়, সেইরূপে ইচ্ছানুসারে পদ-  
 সমূহের অম্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। কৌষীতকী শ্রুতিতে ‘তখন স্কৃত ও তুষ্কত  
 পরিত্যাগ করেন’ এই পরবর্তী বাক্যাংশকে ‘এই দেবযান পথ লাভ করিয়া’ এই প্রথম-পণ্ডিত  
 শ্রুতি বাক্যের অগ্রে লইয়া যাইতে হইবে। [ তাহা হইলেই কোন বাক্যেরই বিরোধ  
 থাকে না । ] ॥৩৥৩২৮॥

পূর্বপক্ষবাদী এই সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করিতেছেন—

যদি পুণ্য ও পাপের একাংশ দেহ বিয়োগকালে বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ দেবযান  
 পথে বিনষ্ট হয়, এই উভয় প্রকারে কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই গতির অর্থবস্তু দেবযান-পথে গতি-  
 প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ উপপন্ন হইতে পারে। একরূপ না হইলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়,

রর্থবত্মিত্যর্থঃ । অত্যা হি বিরোধঃ,—দেহবিরোগকাল এব সর্বকৰ্ম-  
ক্ষয়ে সূক্ষ্মশরীরস্থাপি বিনাশঃ স্তাৎ ; তথাসতি কেবলস্থাত্মনো  
গমনং নোপপদ্যতে । অত উৎক্রান্তিসময়ে বিদুষো নিঃশেষকৰ্ম্মক্ষয়ো  
নোপপন্নঃ ॥৩৥৩২২॥

অত্রোত্তরম্—

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলোকবৎ ॥৩৥৩৩০॥

[ পদচ্ছেদঃ—উপপন্নঃ ( সম্ভবত হয় ) তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ ( যেহেতু ঐ জাতীয় বিষয় দৃষ্ট  
হয় ), লোকবৎ ( যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায়, তেমনি ) । ]

[ সরলার্থঃ—অত্রোত্তরমাহ—“উপপন্নঃ” ইত্যাদিনা । দেহবিরোগকালে এব সর্বকৰ্ম্ম-  
ক্ষয়েহপি বিদুষো দেবযানপথ উপপন্ন এব । কুতঃ ? তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—তল্লক্ষণঃ—  
তজ্জাতীয়ঃ অর্থঃ—অকৰ্ম্মলভ্যোহর্থঃ, তস্তোপলব্ধেঃ “স স্বরাড্’ভবতি, তস্ত সৰ্বেষু লোকেষু  
কামচারো ভবতি” ইত্যাদৌ হি কৰ্ম্মাভাবেহপি বিদুষো দেহসম্বন্ধরূপোহর্থ উপলভ্যতে ।  
লোকবৎ—যথা লোকে সস্তাদিবুদ্ধীচ্ছয়া প্রারন্ধমপি তড়াগাদিকং তদ্বিচ্ছাবিরোগেহপি  
স্নানপানাদৌ উপযুক্ত্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর দেহ-বিরোগ সময়ে সমস্ত কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলেও  
তাহার দেবযানপথে গতি উপপন্ন হয় ; কারণ, ‘তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে তাঁহার  
স্বচ্ছাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি স্থলে এই জাতীয় অর্থই, অর্থাৎ কৰ্ম্মাভাবেও দেহ-সম্বন্ধরূপ  
অর্থই দেখিতে পাওয়া যায় । লোকব্যবহারও ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন সস্তবুদ্ধির ইচ্ছায় যে  
পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে, সেই ইচ্ছার বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে স্নান-পানাদি কার্য  
সম্পন্ন হইতে থাকে, ইহাও তেমনি ॥৩৥৩৩০॥ ]

উপপন্ন এবোৎক্রান্তিকালে সর্বকৰ্ম্মক্ষয়ঃ । কথম্ ? তল্লক্ষণার্থো-  
পলব্ধেঃ—ক্ষীণকৰ্ম্মণোহপ্যবিভূতস্বরূপস্ত দেহসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ ।

অর্থাৎ দেহ বিরোগের সমকালেই সমস্ত কৰ্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে তদবধীন সূক্ষ্ম শরীরেরও অবশ্যই  
বিনাশ হইতে পারে । তাহা হইলে ত শরীরবিযুক্ত কেবল আত্মার কোথাও গমন উপপন্ন  
হইতে পারে না ; [ কারণ, আত্মা সর্বব্যাপী ও নিষ্ক্রিয় ] । অতএব নিষ্ক্রমণের সময়েই  
বিদ্বানের সর্ব কৰ্ম্মের ক্ষয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৩৥৩২২॥

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“উপপন্নঃ” ইত্যাদি ।

দেহ বিরোগকালেও সর্বকৰ্ম্মের ধ্বংস নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় ; কিপ্রকারে ? যেহেতু  
তল্লক্ষণার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে ; [ তল্লক্ষণার্থ অর্থ—তজ্জাতীয় অর্থ ], অর্থাৎ কৰ্ম্মক্ষয়ের  
পরই বাহার নিজ স্বরূপ আবিভূত হইয়াছে, তাহারও দেহসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ।



“পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্বেন রূপেণাভিনিম্পাঢ়তে” [ছান্দ্যোঃ ৮।১২।২, ৩]  
 “স স্বরাড়্ ভবতি তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ ছান্দ্যোঃ  
 ৭।২।৫।২ ] “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি” [ ছান্দ্যোঃ ৭।২।৬।২ ] ইত্যাদিষু  
 দেহসম্বন্ধাখ্যোহর্থো হ্যপলভ্যতে । অতঃ ক্মণকর্মাণোহপি সূক্ষ্মশরীর-  
 যুক্তস্ত দেবযানেন গমনমুপপত্ত্বতে ।

কথং সূক্ষ্মশরীরমপ্যারম্ভককর্ম-বিনাশেহবতিষ্ঠত ইতি চেৎ ?  
 বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদিতি ক্রমঃ । বিদ্যা হি স্বয়ং সূক্ষ্মশরীরস্থানারম্ভিকাপি  
 প্রাকৃতসুখদুঃখোপভোগসাধন-স্থূলশরীরস্য সর্বকর্মণ্যাক্ষরনিরবশেষক্ষয়েহপি  
 স্বফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রদানায় দেবযানেন পঠৈনং গময়িতুং সূক্ষ্মশরীরং  
 স্থাপয়তি ; লোকবৎ—যথা লোকে সস্তাদিসমুদ্যত্মারম্ভে তটাকাদিকে  
 তন্ধেতুযু তদিচ্ছাদিষু বিনষ্টেষপি তদেব তটাকাদিকমশিথিলং কুর্বন্তস্তত্র  
 পানীয়পানাদি কুর্বন্তি ; তদ্বৎ ॥৩।৩।৩০॥

অথ স্মৃতি—জ্ঞানিনাং সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বানাং দেহপাতসময়ে কর্মণো  
 নিরবশেষক্ষয়াৎ দেহপাতাদূর্দ্ধং সূক্ষ্মশরীরমাত্রং গত্যর্থমনুবর্ততে, সুখ-

[ যথা—] ‘পর জ্যোতিঃ ( পরমেশ্বরকে ) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন’, ‘তিনি  
 সেখানে হস্ত, ক্রীড়া ও রমণ করত পরিভ্রমণ করেন,’ ‘তিনি স্বরাট্ হন’, সমস্ত লোকে তাঁহার  
 কামচার ( স্বেচ্ছাবিহার ) হইয়া থাকে’ ‘তিনি’ এক প্রকার হন, ‘তিনি’প্রকার হন’, ইত্যাদি  
 ঋতিতে দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে । অতএব কর্মক্ষয় হইলেও সূক্ষ্ম  
 শরীরযোগে দেবযান পথে গমন উপপন্ন হইতেছে ।

যদি বল, কর্মই যখন সূক্ষ্ম-শরীরোৎপত্তির কারণ, তখন সেই কর্মের অভাবে সূক্ষ্ম  
 শরীরই বা থাকে কিরূপে ? আমরা বলি—বিদ্যার ( ব্রহ্মজ্ঞানের ) মহিমায় [ থাকে ] । বিদ্যা  
 নিজে সূক্ষ্মশরীরের উৎপাদিকা না হইলেও প্রাকৃতিক সুখদুঃখোপভোগের সাধনস্বরূপ স্থূল  
 শরীর ও সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তরূপ আপনার ( বিদ্যার ) ফল  
 প্রদানের সাহায্যার্থ দেবযানপথে ইহাকে ( বিদ্বান্কে ) প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীরটি  
 রক্ষা করিয়া থাকে । লোকবৎ—জগতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সস্তাদি বৃদ্ধির  
 উদ্দেশে জলাশয় খনিত হইলে পর, তড়াগাদি সৃষ্টির হেতুভূত সেই পূর্বতন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়  
 নষ্ট হইয়া গেলেও অবিকৃত ভাবে রক্ষিত সেই তড়াগাদিতে জনসমূহ যথাযথভাবে জলপানাদি  
 কার্য্য করিয়া থাকে ; ইহাও তদ্রূপ ॥৩।৩।৩০॥

আপত্তি হইতে পারে, যাহারা জ্ঞানী—পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন,  
 দেহপাত সময়ে তাহাদের কর্মরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হওয়ায় দেহপাতের পর, দেবযানপথে  
 গতির নিমিত্ত কেবল সূক্ষ্ম শরীরমাত্রই অসুগত থাকে, কিন্তু সুখ-দুঃখ-ভোগ থাকে না ;

দুঃখানুভবো ন বিগতঃ—ইতি যদুক্তম্, তন্মোপপত্ততে ; বসিষ্ঠাপাস্তুর-  
তপঃপ্রভৃतीनां साक्षात्कृत-परतत्त्वानां देहपातादूर्ध्वं देहान्तरसम्पन्नः,  
पुत्रजन्मविपत्त्यादिनिमित्त-सुखदुःखानुभवश्च दृश्यत इति । अत उन्तरं  
पठति—

### यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥३॥३॥३॥

[ पदार्थः—यावदधिकारः ( अधिकार समाप्त ना इत्या पर्याप्त ) अवस्थितिः ( अवस्थान ),  
आधिकारिकाणाम् ( अधिकार वा क्षमताविशेष प्राप्त जीवदिगेर ) । ]

[ सरलार्थः—आधिकारिकाणां अधिकारविशेषे नियुक्तानां यावदधिकारः स्वाधिकार-  
समाप्तिपर्याप्तं तद्वैतुत प्रारब्धकर्माणामविनाशं तत्फलभोगायाँ देहेषु अवस्थितिर्भवति ।  
अतः वसिष्ठादीनां ज्ञानिनामपि सुखानुभवो न दोषाय ; तेषां प्रारब्धकर्माभावादिति  
भावः ॥

যাহারা অধিকার-বিশেষ সমাপনের নিমিত্ত দেহধারণ করিয়াছেন, জানী হইলেও তাহাদের  
নিজ নিজ অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মানুরোধে সুখ-দুঃখানুভব ও দেহ-পরিগ্রহ  
করা দোষাবহ হয় না। অতএব জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠাদিরও সুখদুঃখাদি ভোগ দোষাবহ  
হইতেছে না ॥৩॥৩॥৩॥ ] [ দ্বাদশ সাম্প্রায়াদিকরণ ॥ ১২ ॥ ]

नास्माभिः सर्वेषां ज्ञानिनां देहपातसमये सकृत-दुष्कृतयोर्विनाश  
उक्तः ; अपि तु येषां ज्ञानिनां देहपातान्तरमर्चिरादिका गतिः प्राप्ता,  
तेषां देहपातसमये सकृतदुष्कृतहानिरुक्ता । वसिष्ठादीनां आधिकारि-  
काणां न देहपातान्तरमर्चिरादिगतिप्राप्तिः, प्रारब्धआधिकारस्या-  
समाप्तत्वात् । तेषां कस्मविशेषेणाधिकारविशेषं प्राप्तानां यावदधिकार-

এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, পরতত্ত্ব-প্রত্যক্ষকারী  
বসিষ্ঠ ও অপাস্তুরতপাঃ প্রভৃতি ঋষিগণকে দেহপাতের পরেও দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পুত্রজন্ম ও  
বিপৎ-প্রভৃতি নিমিত্ত সন্দর্শনে সুখ-দুঃখানুভব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব  
উত্তর বলিতেছেন—“যাবদধিকারম্” ইত্যাদি।

আমরা যে, সমস্ত জ্ঞানীরই দেহপাত সময়ে পুণ্য-পাপের বিনাশ বলিয়াছি, তাহা নহে ;  
পরন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পর অর্চিরাদি পথে গতি হয়, দেহপাত সময়ে কেবল  
তাহাদেরই পুণ্য-পাপধ্বংসের কথা বলিয়াছি। আধিকারিক অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ-সম্পাদনে  
অধিকারপ্রাপ্ত বসিষ্ঠপ্রভৃতির কিন্তু দেহপাতের পর আর অর্চিরাদি পথে ( দেবদান পথে )  
গমন হয় নাই ; কারণ, তখনও তাহাদের প্রারব্ধ অধিকার সমাপ্ত হয় নাই, ( তখনও অসমাপ্ত  
রহিয়াছে )। তাহারা যে কর্ম্মের ফলে অধিকার বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অধিকার সমাপ্ত

সমাপ্তি তদারম্ভকং কৰ্ম ন ক্রীয়তে । প্রারম্ভস্য হি কৰ্ম্মণো ভোগাদেব  
ক্ষয়ঃ । অত আধিকারিকাণাং তদারম্ভকং কৰ্ম্ম যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে ।  
অতন্তেষাং ন দেহপাতাদনন্তরমর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ ॥৩৩৩৩১॥

[ দ্বাদশং সাম্প্রায়াদিকরণম্ ॥১২॥ ]

অনিয়মাদিকরণম্ । ] অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধঃ শব্দানু-

মানাভ্যাম্ ॥৩৩৩৩২॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনিয়মঃ ( নিয়মের অভাব ) সর্বেষাং ( ব্রহ্মোপাসনাপ্রারম্ভ সকলের )  
শব্দানুমানাভ্যাং ( শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত ) । ]

[ সরলার্থঃ—যেষু যেষু উপাসনেষু দেবদানগতিঃ পঠিতা, তন্নিষ্ঠানামেব তচ্চিন্তনমিতি  
নিয়মো নাস্তি ; কিন্তু সর্বেষামেব ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানামিতি । কুতঃ ? যত এবং সত্যেব  
শব্দানুমানাভ্যাম্ শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবিরোধঃ সম্পদ্বতে ইত্যর্থঃ ।

যে যে উপাসনাকাণ্ডে দেবদান পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, সেই সমুদয় উপাসনা-  
নিষ্ঠদিগের সম্বন্ধেই দেবদানগতি চিন্তনীয়, এরূপ নিয়ম নাই ; পরন্তু সমস্ত উপাসকগণের  
পক্ষেই চিন্তনীয় ; কারণ ? তাহা হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ বা সামঞ্জস্য  
রক্ষিত হইতে পারে ॥৩৩৩৩২॥ ]

না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রারম্ভ কৰ্ম্মেরও ক্ষয় হয় না । কেন না, একমাত্র ভোগ দ্বারাই  
প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে । এই জন্যই আধিকারিক পুরুষদিগের সেই অধিকার-  
সম্পাদক প্রারম্ভ কৰ্ম্ম অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমানই থাকে ; সেই হেতুই  
তাহাদের দেহপাতের পরও অর্চিরাদি পথে ( দেবদান পথে ) গমন হয় না (\*) ॥৩৩৩৩১॥

[ দ্বাদশ সাম্প্রায়াদিকরণ ॥১২॥ ]

(\*) তাৎপৰ্য্য—যাহারা পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—জ্ঞানী, তাহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—  
(১) সাধারণ, (২) আধিকারিক, অর্থাৎ বিষয়বিশেষে অধিকার প্রাপ্ত । উভয়মধ্যে যাহারা সাধারণ জ্ঞানী, দেহপাতের  
সময়ই তাহাদের সমস্ত কৰ্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং দেবদান পথে উদ্ধৃগতি হয় । আর যাহারা কৰ্ম্মক্ষে-  
ত্রে অধিকারবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা প্রারম্ভ কৰ্ম্ম বিদ্যমান থাকায় নিজের সম্পাদনীয় কার্য শেষ না হওয়া  
পর্য্যন্ত দেহেই অবস্থান করেন, এবং আবশ্যক হইলে দেহান্তরেও প্রবেশ করেন । তাই ঋষিগণ বলিয়াছেন—

“মা ভুক্তং ক্রীয়তে কৰ্ম্ম কলকোটিশতৈরিপ ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ॥”

অর্থাৎ যতুক প্রারম্ভ কৰ্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, অবশ্যই তাহার কল ভোগ করিতে হইবে । কেন  
না, ভোগ ব্যতিরেকে শতকোটি কলও প্রারম্ভ কৰ্ম্ম ( যাহার ফল-ভোগার্থ দেহধারণ করা হইয়াছে, ) কিছুতেই  
ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । এই কারণেই মহাশয় ভরতকে ( প্রারম্ভ ভোগার্থ ) হরিণ জন্মের পরেও আবার মনুষ্য দেহ  
ধারণ করিতে হইয়াছিল ॥

উপকোসলাদিষু যেষুপাসনেষর্চিরাদিগতিঃ ক্ষয়তে ; কিং তন্নিষ্ঠানামেব তয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, উত সর্বেষাং ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাম্ ? ইতি সংশয়ে— ইতরেষনান্নানাং, “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে” [ ছান্দো ৫।১০।১ ] “শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে” [ বৃহদা ৮।২।১৫ ] ইতীতরসকলব্রহ্ম-বিদ্যোপস্থাপকত্বে প্রমাণাভাবাচ্চ তন্নিষ্ঠানামেব,—ইতি প্রাপ্তোহভিধীয়তে— অনিয়মঃ—ইতি ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

সর্বেষাং সর্বোপাসননিষ্ঠানাং তয়ৈব গন্তব্যত্বাৎ তন্নিষ্ঠানামেবেতি নিয়মো নাস্তি । সর্বেষাং তয়ৈব গমনে হি সতি শব্দানুমানাভ্যাম্—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্বিরোধঃ, অন্যথা বিরোধ এবত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—ছান্দোগ্য-

উপকোসলাদি যে সমস্ত উপাসনাকাণ্ডে অর্চিরাদি-পথে গতি-শ্রুতি আছে, কেবল সেই সমস্ত উপাসনা-তৎপর লোকদিগেরই সেই পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ? অথবা ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সমস্ত লোকেরই সেই পথে গতি হয় ? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, অপরাপর উপাসনায় দেবদানপথের উল্লেখ না থাকায়, এবং ‘এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপঃ বলিয়া উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধাকে সত্য-জ্ঞানে উপাসনা করেন’ ইত্যাদি অপর সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অর্চিরাদি পথে গমনের বিষয়ে প্রমাণও না থাকায় [ বৃত্তিতে হইবে যে, ] কেবল উপকোসলাদি-কাণ্ডীয় উপাসকগণেরই [ অর্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ] । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে— “অনিয়মঃ” ইত্যাদি । (\*)

সকলেরই অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতৎপর সমস্ত লোকের পক্ষেই যখন ব্রহ্মলোক অবশ্যগন্তব্য ; তখন কেবল যে, উপকোসলাদি-উপাসনানিষ্ঠদিগেরই [ ঐরূপ গতি হয়, ] এরূপ নিয়ম হইতে পারে না । বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐ পথে গতি নিশ্চিত হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিতও অবিরোধ রক্ষিত হয় ; নচেৎ বিরোধই উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ শ্রুতি—ছান্দোগ্য ও

(\*) তাৎপর্য—এই ‘অনিয়মাদিকরণে’র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মোপাসকদিগের অর্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি । (২) সংশয়—উপকোসলবিজ্ঞা প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসনায় অর্চিরাদি গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সমস্ত বিদ্যোপাসক দিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—অস্ত্রের সন্ধানে যখন কোন প্রমাণ নাই, অথচ উপকোসলাদি বিজ্ঞারই বিশেষ করিয়া অর্চিরাদি পথের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বৃত্তিতে হইবে যে, উপকোসলাদি বিদ্যোপাসকদিগেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অস্ত্রের হয় না । (৪) উত্তর—না,—যে সমস্ত বিজ্ঞায় অর্চিরাদি পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, তদুপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ; পরন্তু ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হইবে ; কারণ, গণ্যবিজ্ঞা প্রভৃতিতে সামান্ততঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা লিখিত আছে । (৫) নির্ণয়—অতএব সামান্ততঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই ।

বাজসনেয়কয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামর্চিরাদিমার্গেণ সর্বব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাং  
 (\*) গমনমাহ—“য এবমেতদ্বিভূর্ষে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে,  
 তেহর্চিষমভিসম্ভবন্তি” [ বৃহদা০ ৮।২।১৫ ] ইতি বাজসনেয়কে ; “তদ্ য  
 ইথং বিভূর্ষে চেমে (+) হরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যুপাসতে, তেহর্চিষমভি-  
 সম্ভবন্তি” [ ছান্দো০ ৫।১০।১ ] ইতি ছান্দোগ্যে ; “য ইথং বিভূঃ” ইতি  
 পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠান্ “যে চেমে” ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মোপাসনাং-  
 শ্চেচাদিশ্চ অর্চিরাদিকা গতিরূপদিশতে, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”  
 [ তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০ ] “সত্যং স্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ ছান্দো০  
 ৭।১৬।১ ] ইতি সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ । তপঃশব্দস্ত্যপি তেনৈকার্থ্যাৎ  
 সত্য-তপঃশব্দভ্যাং ব্রহ্মেবাভিধীয়তে । “শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মোপাসনঞ্চাত্রে  
 শ্রুতং “সত্যং স্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ ছান্দো০ ৭।১৬।১ ] ইতু্যুপক্রম্য  
 “শ্রদ্ধা স্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য” [ ছান্দো০ ৭।১৯।১ ] ইতি । স্মৃতিরপি—  
 “অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যথাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥” [ গীতা০ ৮।২৪ ]  
 ইতি সর্বেষাং ব্রহ্মবিদামনেনৈব মার্গেণ গমনমিত্যাহ । এবংজাতীয়কাঃ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে গমনের কথা  
 বলিতেছেন । বৃহদারণ্যকে আছে ‘যাহারা এইরূপে ইহা অবগত হন, এবং এই যাহারা অরণ্যে  
 শ্রদ্ধাকে সত্য-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চি অর্থাৎ দেবদান পথ প্রাপ্ত হন’ ।  
 ছান্দোগ্যে আছে—‘যাহারা এইরূপে তাহা জানেন, এবং এই যাহারা অরণ্যমধ্যে তপোরূপে  
 শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাহারা অর্চিকে ( দেবদান-পথ ) প্রাপ্ত হন’ । “যে ইথং বিভূঃ”  
 বাক্যে ‘পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠদিগকে, আর “যে চেমে” কথায় শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মোপাসনাকারীদিগকে  
 উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই অর্চিরাদি গতির উপদেশ করিতেছেন । কেন না, ‘ব্রহ্ম সত্য,  
 জ্ঞান ও অনন্ত’ ‘সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘সত্য’ শব্দটি  
 ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত ; ‘তপঃ’ শব্দটিও যখন উহারই সমানার্থক, তখন বুঝিতে হইবে, সত্য ও তপঃ-  
 শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন । শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মোপাসনার কথা অত্র শ্রুতিতেও শ্রুত আছে ;  
 যথা ‘সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’ এইরূপ উপক্রমের পর ‘শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে  
 জানিতে ইচ্ছা করিবে’ ইতি । ব্রহ্মবিৎ লোক ‘অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ  
 যথাস, এই দেবদান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।’ এই স্মৃতিশাস্ত্র ও ( ভগবদ্গীতা-  
 বাক্যও ) সমস্ত ব্রহ্মবিদেরই ঐ পথে গতি নির্দেশ করিতেছেন । এ বিষয়ে এই জাতীয় আরও

শ্রুতিস্মৃতয়ো বহ্নাঃ সন্তি । এবং সৰ্ববিজ্ঞানসাধারণীয়ং গতিঃ প্রাপ্তিবোপ-  
কোসলবিজ্ঞানাবনুগতে ॥ ৩১২ ॥ ৩২ ॥ [ত্রয়োদশম্ অনিয়মাধিকরণম্ ॥ ১৩ ॥]

অক্ষরধাধিকরণম্ । ] অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবা-  
ভ্যামোপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥ ৩১৩ ॥ ৩৩ ॥

[ পদচ্ছেদঃ—অক্ষরধিয়াং ( অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকদিগের ) তু ( কিন্তু ) অবরোধঃ ( সংগ্রহ—  
সৰ্ববিজ্ঞাতে গ্রহণ ) সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ ( যেহেতু সমান সম্বন্ধ এবং ঐ সমস্তই ব্রহ্মচিস্তার  
অন্তর্গত ) উপসদবৎ ( যজ্ঞীয় উপসদগুণের জ্ঞায় ), তৎ ( তাহা ), উক্তম্ [ পূর্বমীমাংসায় ]  
( উক্ত আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে শ্রুতিতে “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনগু”  
ইত্যাদি, মুণ্ডকে চ “অথ পরা, যত্র তদক্ষরমধিগম্যতে \* \* \* যৎ তদগ্রেণম্” ইত্যাদি ।  
কিম্ এযামস্থূলত্বাদীনং সৰ্বাস্থ ব্রহ্মবিজ্ঞায় উপসংহারো ন বেতি সংশয়ে, আহ—  
“অক্ষরধিয়াম্” ইত্যাদি ।

অক্ষরধিয়াং—অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধস্থূলত্বাদিবুদ্ধীনাং তু সৰ্বাস্থ ব্রহ্মবিজ্ঞায় অবরোধঃ—উপসংহারঃ  
কর্তব্যঃ । কুতঃ ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্—সৰ্ববিজ্ঞায় ব্রহ্মণঃ সামান্যতঃ সম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মাস্থলানাং  
সামান্যত্বাচ্চ তাসাম্ । উপসদবৎ—যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যপদগুণভূতঃ সামবেদীয়ঃ  
“অগ্নিরৈ হোত্রং বেতু” ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ যজুর্বেদীয়োপসদগুণততয়া যজুর্বেদিকোপাংশু-  
রূপেণ প্রযজ্ঞাতে, তথৈতৎ । তদুক্তং পূর্বমীমাংসায়াম্—“গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বানুখ্যেন  
বেদসংযোগঃ” ইতি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—‘হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষরকে অস্থূল ও অনগু  
( অক্ষম্ ) [ বলিয়া থাকেন ]’ ইত্যাদি । মুণ্ডকোপনিষদে আছে—‘অতঃপর পরা বিজ্ঞা কথিত  
হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় ; \* \* \* যাহা সেই অস্থূল ও অনগু’  
ইত্যাদি । অক্ষরসম্বন্ধে এই অস্থূলত্বাদি চিন্তা কি সমস্ত বিজ্ঞাতেই গ্রহণকরিতে হইবে ? অথবা  
যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই ? তদন্তরে বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি  
চিন্তা সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই সংগৃহীত হইবে ; কারণ ? যেহেতু সমস্ত বিজ্ঞাতেই ব্রহ্মের তুল্য সম্বন্ধ  
রহিয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে অস্থূলত্বাদি ধর্মগুলিও ব্রহ্মচিস্তারই অন্তর্ভূত ; সুতরাং সেগুলি  
ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচিন্তাই সম্পূর্ণ হয় না । উপসদ মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; সেখানে উপসদ মন্ত্রটি  
সামবেদীয় হইলেও উপসদ যখন যজুর্বেদীয়, তখন তদন্তর্ভূত ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্বেদীয় উপাংশুরূপেই  
গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্বমীমাংসাতেও উক্ত আছে ॥ ৩১৩ ॥ ৩৩ ॥ ]

বহুতর শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ রহিয়াছে । সৰ্ববিজ্ঞার সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রাপ্ত এইরূপ গতি  
উপকোসলাদিবিজ্ঞাতে কেবল অনুদিত বা পুনরুল্লেখিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩১৩ ॥ ৩২ ॥

[ চতুর্দশ অনিয়মাধিকরণ ॥ ১৪ ॥ ]

বৃহদারণ্যকে শ্রীয়ে “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি  
—অস্থূলমনগুহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমগ্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসম-  
গন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমস্বখমমাত্রমনস্তরমবাহম, ন  
তদশ্রীতি কিঞ্চন ; এতস্ব বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ  
বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” [ বৃহদা০ ৫।৮।৮ ] ইতি । তথা আথর্বণে “অথ পরা,  
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্বমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং  
তদপাণিপাদম্” [ মুণ্ড০ ১।১।৫ ] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে অক্ষর-  
শব্দ-নির্দিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া । শ্রুত্যা অস্থূলত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চপ্রত্যনিকতাস্বরূপাঃ  
সর্বাস্থ ব্রহ্মবিদ্যাস্থ অনুসন্ধেয়াঃ ? উত যত্র শ্রীয়েন্তে, তত্রৈব ? ইতি ।  
কিং যুক্তম্ ? যত্র শ্রুতাস্তত্রৈবেতি । কুতঃ ? বিদ্যাস্তরস্ত রূপভূতানাং  
গুণানাং বিদ্যাস্তরস্ত রূপত্বে প্রমাণাভাবাৎ, প্রতিষেধরূপাণামেবামানন্দাদিবৎ  
স্বরূপাবগমোপায়ত্বাভাবাচ্চ । আনন্দাদিভিরবগতস্বরূপে হি ব্রহ্মাণি স্থূল-

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—‘হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষরকে ( ব্রহ্মকে )  
বলিয়া থাকেন যে, তিনি অস্থূল (স্থূল নয়) তনু (অণু নয়) অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহশূ  
( চর্কি রহিত ), ছায়ারহিত, অতমঃ ( অন্ধকার-বিলক্ষণ ), বায়ু ও আকাশ-রহিত, অসঙ্গ  
বা অনাসক্ত এবং রস গন্ধ চক্ষুঃশ্রোত্র বাক মনঃ তেজঃ প্রাণ স্বখ ও মাত্রা ( পরিমাণ )  
রহিত, এবং অন্তর ও বাহ্যশূ ; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না ; হে গার্গি, সূর্য ও চন্দ্র  
এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে’ ইতি । এইরূপ অথর্ববেদীয়  
মুণ্ডকোপনিষদেও শোনা যায়—‘অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর  
পুরুষকে লাভ করা যায়,—যে অক্ষর পুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র, বর্ণ,  
চক্ষুঃ ও শ্রোত্র শূত্র এবং হস্ত পদ রহিত’ ইতি । ইহাতে সংশয় এই যে, অক্ষর-শব্দবাচ্য  
ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুত জগদ্বিলক্ষণ এই অস্থূলত্বাদি ধর্মসমূহ কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই চিন্তা করিতে  
হইবে ? অথবা যেখানে শ্রুত, কেবল সেখানেই ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? যেখানে শ্রুত,  
সেখানেই [ চিন্তনীয় ], এই পক্ষই । কারণ ? যেহেতু এক বিদ্যার স্বরূপভূত গুণসমূহ  
বে, অথ বিদ্যারও স্বরূপভূত হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ স্থূলত্বাদির  
নিষেধাত্মক অস্থূলত্বাদি ধর্ম-সমূহ আনন্দ ও জ্ঞানাদির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপাবগতির উপায়ও  
হইতে পারে না । [ প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, ] যখন নিরালম্বন বা নির্বিষয়ক  
প্রতিষেধ হইতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপে অবগত ব্রহ্মের

ত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চধৰ্ম্মাঃ প্রতিষিধ্যন্তে, নিরালম্বনপ্রতিষেধাযোগাৎ । এবং  
প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ” ইতি ।

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনামস্থূলত্বাদিধিয়াং সৰ্বব্রহ্মবিদ্যাস্ববরোধঃ—সংগ্রহণ-  
নিত্যর্থঃ । কৃতঃ ? সামান্য-তত্ত্বাবাভ্যাং—সৰ্বেষুপাসনেষুপাস্তাত্মাকরন্ত  
ব্রহ্মণঃ সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপ-প্রতীকৌ ভাব্যচ । এতদুক্তং  
ভবতি—অসাধারণাকারেণ গ্রহণং হি বস্তুনো গ্রহণম্ । নচ কেবলমানন্দাদি  
ব্রহ্মণোহসাধারণমাকারমুপস্থাপয়তি, প্রত্যগাত্মন্যপ্যানন্দাদেৰিচ্ছমানত্বাৎ ।  
হেয়প্রত্যানীকো হি আনন্দাদিব্রহ্মণোহসাধারণং রূপম্ । প্রত্যগাত্মনস্ত  
স্বতো হেয়বিরহিণোহপি হেয়মসম্বন্ধযোগ্যতাস্তি ; হেয়প্রত্যানীকত্বঞ্চ  
চিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চধৰ্ম্মভূত-স্থূলত্বাদিবিপরীতরূপম্ । অতোহসাধারণা-

স্বরূপ বিষয়েই আগতিক স্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের নিষেধ করা হইতেছে । এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায়  
বলিতেছি - “অক্ষরধিয়াং” ইতি ( \* ) ।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই, অক্ষর ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুত অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্ম-চিন্তার অবরোধ—গ্রহণ করিতে  
হইবে । কারণ ? সামান্য ও তত্ত্বাবই কারণ ; যেহেতু এক অক্ষর  
সিদ্ধান্তে অস্থূলত্বাদি  
ধৰ্ম্মের গ্রহণ । ] ব্রহ্মই সমস্ত উপাসনায় উপাস্ত, এবং যেহেতু অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ-

চিন্তার মধ্যেও অস্থূলত্বাদি-ধৰ্ম্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে ; [ কারণ,  
ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, যেমন আনন্দাদি ধৰ্ম্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অস্থূলত্বাদি  
ধৰ্ম্মেরও চিন্তা করা আবশ্যক হয় ] । এই কথা উক্ত হইতেছে যে, কোন বস্তুর গ্রহণ বা  
জ্ঞান করা অর্থ—তাহাকে অসাধারণ বা বিশেষাকারে গ্রহণকরা । প্রত্যগাত্মা—জীবও যখন  
আনন্দাদি ধৰ্ম্ম বিচ্ছিন্নমান রহিয়াছে, তখন কেবল আনন্দাদি ধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মের অসাধারণ বা বিশেষ  
আকার ( স্বরূপ ) প্রতীতি-গোচর করিতে পারে না । হেয় গুণের বিপরীত আনন্দাদিই  
হইতেছে—ব্রহ্মের অসাধারণ বা অতীবিলক্ষণ রূপ ; কিন্তু প্রত্যগাত্মা (জীব) প্রকৃতপক্ষে হেয়গুণ  
বিবৰ্জিত হইলেও হেয়গুণের সহিত সম্বন্ধ হইবার অযোগ্য নহে । হেয়-প্রত্যানীকত্ব (হেয়-  
প্রতিকূলত্ব) অর্থ—চেতন্যচেতনাত্মক প্রপঞ্চের ধৰ্ম্ম—স্থূলত্বাদির বৈপরীত্য ; অতএব অসাধারণ

(\*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ । ইহা ৩৩—৩৪শ পৰ্য্যন্ত দুইটি সূত্রে লইয়া রচিত হইয়াছে ।  
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্ম । (২) সংশয়—  
অক্ষরোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদির চিন্তা কি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায়ই গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা যেখানে গণিত  
আছে, কেবল সেখানেই ? (৩) পূৰ্বপক্ষ—অক্ষর সম্বন্ধে আশঙ্কিত স্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের নিষেধার্থই যখন অস্থূলত্বাদি  
ধৰ্ম্মের উপস্থাপন, তখন সমস্ত বিদ্যাতেই তাহারগ্রহণ করা আবশ্যক । (৪) উত্তর—না, এ কথা সত্য নহে ; কারণ,  
অক্ষর ব্রহ্ম যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই উপাস্ত ; এবং অস্থূলত্বাদি চিন্তাও যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার অবৰ্জনীয়, তখন  
আনন্দাদির দ্বারা অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মেরও সৰ্বত্র উপসংহার করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই  
অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে ।



কারণে ব্রহ্মানুসন্দধতা অস্থূলত্বাদিবিশেষিতত্ত্বানানন্দাত্মাকারং ব্রহ্মানু-  
সন্ধেয়মিতি অস্থূলত্বাদীনামানন্দাদিব্রহ্মস্বরূপপ্রতীত্যন্তর্ভাবাৎ সর্বাস্থ ব্রহ্ম-  
বিদ্যাস্থ তথৈব ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি ।

গুণানাং প্রধানানুবর্তিত্বে দৃষ্টান্তমাহ—ওপসদবৎ ইতি । যথা  
জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যুপসদগুণভূতঃ (\*) সামবেদপাঠিতঃ “অগ্নির্বে  
হোত্রং বেতু” [০—৭] ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রধানানুবর্তিতয়া যাজুর্বেদিকে-  
নোপাংশুত্বেন প্রযুক্ত্যতে । তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে “গুণমুখ্যব্যতিক্রমে  
তদর্থত্বান্ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ ।” [ পূর্বমীমাংসা ] ইতি ॥৩॥৩৩॥

বা ইতর-বিলক্ষণাকারে যিনি ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা চিন্তা করেন, তাহাকে অবশ্যই অস্থূলত্বাদি  
রূপে বিশেষিত আনন্দাদি স্বরূপেই ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে । অতএব আনন্দাদি ধর্মের  
ত্বায় অস্থূলত্বাদিও ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির অন্তর্ভূত হওয়ার সেইরূপে অর্থাৎ অস্থূলত্বাদিরূপে  
সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাত্তেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে ।

গুণ বা অঙ্গ সমূহ যে, প্রধানের ( গুণীর ) অনুগামী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত  
বলিতেছেন—‘ওপসদবৎ’ ইতি । জমদগ্নিকর্তৃক অনুষ্ঠিত ( জামদগ্ন্য ) চতুরাত্রনামক বাণে  
যেমন পুরোডাশের ( একপ্রকার হবনীয় দ্রব্যের ) সংস্কারক ওপসদ ( উপসদের অঙ্গীভূত )  
“অগ্নির্বে হোত্রং বেতু” ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদোক্ত হইলেও, অঙ্গমাত্রই প্রধানের ( অঙ্গীর )  
অনুগত হয়, এই কারণে যজুর্বেদীয় উপাংশুরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে ; [ ইহাও  
সেইরূপ ] । প্রথম কাণ্ডেও ( কর্ম-মীমাংসায় ) একথা উক্ত আছে—‘যেখানে গুণ ও মুখ্যের  
অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেখানে প্রধানের সহিতই বেদ-  
সংযোগ বা বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়া থাকে ; কেন না, প্রধানের উপকারার্থই ও  
অঙ্গের ব্যবস্থা’ (+) ॥৩॥৩৩॥

(\*) পুরোডাশ্যুপসদগুণভূতঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ভাৎপর্গ্য—‘চতুরাত্র’ একটি যজ্ঞের নাম । মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন  
যজিমা উহা ‘জামদগ্ন্য চতুরাত্র’ নামে প্রসিদ্ধ । ঐ যজ্ঞে পুরোডাশ-সংস্কারের অন্তর্বিহিত একটি কর্কের নাম উপসদ ।  
ঐ উপসদ কর্কের পঠনীয় “অগ্নির্বে হোত্রং বেতু” ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয় ; “উচ্চৈঃ সাম” এই বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটি  
উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত, কিন্তু ‘ওপসদ’ কর্কটি যখন যজুর্বেদীয়, এবং ঐ মন্ত্রটি যখন তাহারই অঙ্গ ; অঙ্গমাত্রই  
যখন প্রধানের অনুগামী, তখন মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্বেদীয় উপসদ-কর্কের অনুবোধে, “উপাংশু যজুঃ”  
অর্থাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র যজ্ঞের পাঠ করিবে, এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংশুরূপেই পাঠ করিতে হয় ।  
অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন অস্থূলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তারই অঙ্গ ; সুতরাং  
যেখানে যেখানে ব্রহ্মে স্বরূপ-চিন্তার বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থানেই অস্থূলত্বাদি ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে ॥

নম্বেবং সৰ্ব্বাস্থ ব্রহ্মবিদ্যাস্থ ব্রহ্মণ এব গুণিত্বাদগুণানাং চ প্রধানানু-  
বৰ্ত্তিত্বাৎ “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ” [ ছান্দো০ ৩।৮।৪ ] ইত্যাদে-  
গুণজাতস্ত প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতস্তাপ্যব্যবস্থা স্তাৎ । তত্রাহ—

## ইয়দামননাৎ ॥৩৩৩৩৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—ইয়ং ( এই পরিমাণ ), আমননাৎ ( আভিমুখে চিন্তা হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—আমননাৎ—আভিমুখ্যেন ব্রহ্মানুসন্ধানাৎ হেতোঃ ইয়দেব—যেন বিনা ব্রহ্মানু-  
সন্ধানমেব ন সম্ভবতি, তাদৃশমেব গুণজাতং সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যাস্থ উপসংহৰ্ত্তব্যম্ । তচ্চ অস্থূলত্বাদি-  
বিশেষিতম্ আনন্দাত্তেব, ন পুনঃ “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ” ইত্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ে, একাগ্রচিন্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে, সেই হেতু, যাহার অভাবে  
ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সেই অস্থূলত্বাদিসমেত আনন্দাদি ধর্মের  
উপসংহার করিতে হইবে, কিন্তু “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ” ইত্যাদি ধর্মসমূহের নহে ; কারণ,  
ঐ সমস্ত ধর্ম ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তায় অব্যভিচারী উপায় নহে ॥৩৩৩৩৪॥ ]

আমননম্—আভিমুখ্যেন মননম্—অনুচিন্তনম্ । আমননাৎ হেতোরিয়-  
দেব গুণজাতং সৰ্ব্বত্রানুসন্ধেয়ত্বেন প্রাপ্তম্, যদস্থূলত্বাদিবিশেষিতমানন্দা-  
দিকম্ । যেন গুণজাতেন বিনা ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈতরব্যাবৃত্তস্তানুসন্ধানং ন  
সম্ভবতি, তদেব সৰ্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ম্ ; তচ্চেয়দেবেত্যর্থঃ । ইতরে তু

ভাল কথা, ব্রহ্মই যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় গুণী বা প্রধান, এবং গুণ বা অঙ্গমাত্রই যখন  
প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ” ইত্যাদি গুণসমূহ  
প্রত্যেক বিদ্যায় ব্যবস্থিত বা পৃথগ্ভূত থাকিলেও এখন ত সে সমস্ত গুণের অব্যবস্থা বা অনিয়ম  
হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গ বলিয়া যদি সৰ্ব্বত্রই ঐ সমস্ত গুণের অনুবৃত্তি করিতে হয়,  
তাহা হইলে একাধিক বিদ্যায় সে সমস্ত গুণের উল্লেখেরই আবশ্যক হইত না ? তদ্বত্তরে  
বলিতেছেন—“ইয়দামননাৎ” ।

আমনন অর্থ—আভিমুখে—তদগতভাবে নিরন্তর চিন্তা । আমনন হেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই  
অনুসন্ধান বা চিন্তার জন্ত এই সমস্ত গুণই—অস্থূলত্বাদি সহকৃত আনন্দাদি গুণই সমস্ত ব্রহ্ম-  
বিদ্যায় অনুসন্ধানের জন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের  
স্বরূপ চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সমস্ত গুণেরই সৰ্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা গ্রহণ করিতে  
হইবে ; সেই গুণসমূহও এই অস্থূলত্বাদি গুণ হইতে ভিন্ন নহে ; তন্নিম্ন সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহ

সর্বকক্ষদ্বাদয়ঃ প্রধানানুবর্তিনোহপি চিন্তনীয়ত্বেন প্রতিবছং  
ব্যবস্থিতাঃ ॥৩॥৩৩৪॥ [ চতুর্দশম্ অক্ষরধ্যাধিকরণম্ ॥১৪॥ ]

অন্তর্যাদিকরণম্ ।] অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মানোহন্যথা

ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ ॥৩॥৩৩৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (এষ ত আত্মা সর্কাস্তরঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ) ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ  
( সর্কপ্রাণিবিশিষ্ট প্রত্যক্ আত্মার ), অত্থথা ( তাহা না হইলে ) ভেদানুপপত্তিঃ ( পৃথক্  
উপদেশের সার্থকতা থাকে না ), ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), ন ( না ), উপদেশবৎ ( সদ্ধিত্যয়  
যেমন [ পুনঃ পুনঃ ] উপদেশ হইয়াছে ) । ]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে “য আত্মা সর্কাস্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষু” ইত্যুৎপন্নশ্রুতি প্রতিবচনে—  
“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স তে আত্মা সর্কাস্তরঃ \* \* \* অতোহুদ্যদার্তম্” ইত্যাদি উক্তম্,  
অনন্তরং কহোলপ্রশ্নস্ত প্রতিবচনেনহপি “যোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি,  
এতং হৈতমাত্মানং বিদিত্বা \* \* \* অতোহুদ্যদার্তম্” ইত্যুৎপন্নমুক্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্র  
বিদ্যেকাম্? উত বিদ্যাভেদঃ? ইতি । পূর্বত্র প্রাণনাদিহেতুভূতঃ প্রত্যগাত্মা, উত্তরত্র তু  
অশনায়াপিপাসাত্তীতঃ পরমাত্মা উপাশ্রুতঃ, ইত্যতো বিদ্যাভেদপ্রাপ্তাব্যুৎপত্তে—“অন্তরা” ইত্যাদি ।

অন্তরা—“য আত্মা সর্কাস্তরঃ” ইত্যুৎপন্নশ্রুতিঃ ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ—কৃৎসপ্রাণিপ্রাণনহেতুভূত-  
প্রত্যগাত্মন এব, অত্থথা প্রত্যগাত্মাবিসয়ত্বং বিনা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; উপ-  
দেশবৎ—যথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেকস্তামেব সদ্ধিত্যয়াঃ “ভগবাংস্বেব মে ব্রবীতু”  
“ভূম এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইত্যেকাধিকঃ প্রশ্নো দৃষ্টঃ, তথা অত্রাপি সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ‘যাহা সর্কাস্তর, তাহার কথা আমাকে বল,’ এই উৎপন্নশ্রুতির  
প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—‘যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করে, তাহা তোমার  
সর্কাস্তর আত্মা, \* \* \* তত্ত্বিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল’ ইত্যাদি । তাহার পর কহোলপ্রশ্নে  
উত্তরেও বলা হইয়াছে যে, ‘যিনি পান ও ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির অতীত, সেই আত্মাকে অবগত  
হইয়া \* \* \*, তত্ত্বিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল’ ইত্যাদি । উভয়স্থলে একই পরমাত্মা উপাশ্রুত ?  
কিংবা ভিন্ন ? তদুত্তরে বালিতেছেন—“অন্তরা” ইত্যাদি ।

যদি বল, ‘যিনি সর্কাস্তর আত্মা’ এই উৎপন্নশ্রুতির প্রতিবচনে প্রাণিদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-  
কার্য্যের হেতুভূত প্রত্যগাত্মাই ( জীবই ) প্রতিপাদ্য ; ( পরমাত্মা নহে ) ; কারণ, তাহা না  
হইলে প্রত্যুত্তরের পাথক্য হইতে পারে না । না,—সে কথাও বলা যায় না ; কারণ,  
ছানোগোপনিষদের সদ্ধিত্যপ্রকরণে যেরূপ একই ব্রহ্মবিষয়ে বারংবার প্রশ্ন দোষিতে পাওয়া  
যায়, এখানেও সেই প্রকার ॥৩॥৩৩৫॥ ]

প্রধানানুগত হইলেও চিন্তার দ্বারা প্রত্যেক বিদ্যার পৃথক্ রূপে নিরূপিত হইয়াছে, [ অন্তরাঃ  
অত্থত্র সে সমুদয়ের উপসংহার করিবার আবশ্যক নাই ] ॥৩॥৩৩৪॥

[ চতুর্দশ ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ ॥১৪॥ ]

বৃহদারণ্যকে উষন্তপ্রশ্নে এবমাম্মায়তে—“যং সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রূহ, য আত্মা সর্বাস্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষু” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি। তস্য প্রতিবচনম্—“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সর্বাস্তরঃ, যোহপানেনা-  
পানিতি, স ত আত্মা” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইত্যাদি। অতুষ্কেন তেন পুনঃ  
পৃষ্ঠ আহ—“ন দৃষ্টেদ্র'ষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতে-  
মন্তারং মন্তীথাঃ, ন বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ, এষ ত আত্মা  
সর্বাস্তরোহতোহন্যদার্তম্” [বৃহদা० ৫।৪।২] ইতি। তথা তদনন্তরং  
কহোলপ্রশ্নে চৈবমাম্মায়তে—“যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ ব্রূহ, য আত্মা  
সর্বাস্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষু” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইতি। প্রতিবচনঞ্চ—  
“যোহশনায়াপিপাসেসো কং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি, এবং হৈতমাত্মানং  
বিদিত্বা ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিভৈষণায়াশ্চ” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইত্যাদি  
“অতোহন্যদার্তম্” ইত্যন্তম্। তত্র সংশয্যতে—কিমনয়োবিজ্ঞাতভেদোহস্তি

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উষন্তের এইরূপ একটি প্রশ্ন পঠিত আছে—‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-  
স্বরূপ ব্রূহ, যাহা সর্বাস্তর আত্মা, আমাকে তাহার স্বরূপ বল’ ইতি। ইহার প্রত্যুত্তর  
এইরূপ—‘যাহা প্রাণের সাহায্যে প্রাণন ( খাসপ্রশ্বাদি কার্য ) করে, তাহাই তোমার সর্বাস্তর-  
ভূত আত্মা ; যাহা অপানের সাহায্যে অপানাদি কার্য করে, তাহাই তোমার আত্মা’ ইত্যাদি।  
উষন্ত এক কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে বালিলেন—‘দৃষ্টির (জ্ঞানের)  
দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, শ্রুতির (শ্রবণের) শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, মতির মনন-  
কর্তাকেও মনন করিবে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও জানিবে না, ইহাই তোমার সর্বাস্তর  
আত্মা, এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ন্ত—ধ্বংসশীল’ ইতি। তাহার পরে, কহোলের প্রশ্নও  
ঠিক এই প্রকারই পঠিত আছে—‘নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রূহ, এবং যাহা সর্বাস্তর  
আত্মা, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা কর’ ইতি। ইহার প্রত্যুত্তরও—‘যাহা ভোজনেন্দ্ৰা,  
পানেন্দ্ৰা এবং শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আছে, সেই এই আত্মাকে অবগত  
হইয়া ব্রূহনিষ্ঠ ব্যক্তি পুত্রাভিলাষ ও বিভ্রাভিলাষ হইতে [ মুক্তলাভ করেন ], এই হইতে  
'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ন্ত '( বিনাশশীল )' এই পর্য্যন্ত (\*)। এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘অন্তরঙ্গাধিকরণ’। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“এষ আত্মা  
সর্বাস্তরঃ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্বাস্তর আত্মা। (২) সংশয়—এই সর্বাস্তর কি প্রত্যগাত্মা ( জীব ) ? অথবা  
পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—সর্বাস্তর পদার্থ কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই জীব। (৪) উত্তর—  
না ; এই উত্তর বাক্যোক্ত আত্মাই পরমাত্মা, জীব নহে। কারণ, জীবের পক্ষে উত্তর বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার  
সম্ভব হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব উপক্রম ও উপসংহারানুসারে উপান্তের একা সিদ্ধ হওয়ার বিচারও একা  
বুঝিতে হইবে।

নেতি । কিং যুক্তম্ ? ভেদ ইতি । কৃতঃ ? রূপভেদাৎ,—প্রতিবচনভেদাদ  
রূপং ভিद्यতে । প্রশ্নশ্চেকরূপেহপি প্রতিবচনপ্রকারো হি ভেদেনোপ-  
লভ্যতে । পূর্বত্র প্রাণনাদীনাং কৰ্ত্তা সৰ্বাস্তুরাত্মহেনোচ্যতে, পর-  
ত্রাশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ । অতঃ পূর্বত্র প্রাণিতাদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃ-  
প্রাণব্যতিরিক্তঃ প্রত্যগাত্মোচ্যতে ; পরত্র তু তদতিরিক্তোহশনায়া-  
পিপাসাদিরহিতঃ পরমাত্মা ; অতো রূপং ভিद्यতে । ভূতগ্রামবতশ্চ  
প্রত্যগাত্মনস্তস্ম ভূতগ্রামস্য সৰ্বস্যাস্তুরত্মেন (\*) সৰ্বাস্তুরত্মপ্যুপপন্নম্ ।  
যত্ৰপি প্রত্যগাত্মনঃ সৰ্বাস্তুরত্মং ভূতগ্রামমাত্রাপেক্ষত্বেনাপেক্ষিকম্, তথাপি  
তদেব গ্রাহম্ ; অন্যথা মুখ্যাস্তুরাত্মপরিগ্রহলোভাৎ পরমাত্মস্বীকারে  
প্রতিবচনভেদো নোপপত্ততে । প্রতিবচনং হি পূর্বত্র প্রত্যগাত্মবিষয়ম্,  
পরমাত্মনঃ প্রাণিতৃত্বাপানিতৃত্বাশ্চসম্ভবাৎ । পরঞ্চ পরমাত্মবিষয়ম্, অশনায়া-  
পিপাসাদিঅতীতত্বাৎ ।

তদিদমাশঙ্কতে—অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোহন্যথা ভেদানুপপত্তি-

উভয় বাক্যে বিচার ভেদ আছে কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভেদপক্ষই । কি কারণে ?  
যে হেতু রূপভেদ রহিয়াছে । প্রতিবচনের ভেদেই উপাশ্রয় বিষয়ের স্বরূপভেদ ঘটিতেছে ।  
কেন না, প্রথম একরূপ হইলেও প্রত্যুস্তর কিস্ত একাকার দৃষ্ট হইতেছে না । প্রথম প্রতি-  
বচনে প্রাণনাদি চেষ্টার কৰ্ত্তাকে সৰ্বাস্তুর আত্মা বলা হইয়াছে ; আর দ্বিতীয় প্রতিবচনে  
অশনায়াদি ধৰ্ম্মরহিতকে সৰ্বাস্তুর আত্মা বলা হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে  
প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মাই ( জীবই )  
অভিহিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে জীব হইতে পৃথক্ ও অশনায়া-পিপাসারহিত  
পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন ; অতএব উহা স্বরূপতাই ভিন্ন হইতেছে । আর জীবভাবাপন্ন  
প্রত্যগাত্মা যখন সমস্ত ভূতেরই অভ্যন্তরস্থ ; তখন তাহার সৰ্বাস্তুরত্ব-নির্দেশও অসঙ্গত  
নহে । যদিও প্রত্যগাত্মার সৰ্বাস্তুরত্বাব ভূতগ্রাম-সাপেক্ষ হওয়ার আপেক্ষিক হউক,  
তথাপি এখানে জীবাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে ; নচেৎ ‘অন্তরাত্মা’ শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণের  
লোভে এখানে পরমাত্মা-অর্থ স্বীকার করিলে প্রতিবচনের পার্থক্য উপপন্ন হয় না । প্রাণন  
ও অপাননের হেতুত্ব পরমাত্মার সঞ্চক্ষে সম্ভবপর না হওয়ার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বাক্যটি  
প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে, আর পরবর্তী প্রতিবচনটি পরমাত্ম-বিষয়ে বুঝিতে হইবে ; কেন না,  
তাহাকে অশনায়া-পিপাসাদির অতীত বলা হইয়াছে । “অন্তরা ভূতগ্রামবৎ” বাক্যেও এই প্রকার

রিতি চেৎ—ইতি । অন্তরা—সর্বাস্তরত্বেন প্রথমপ্রতিবচনং ভূতগ্রামবৎ-  
স্বাত্মনঃ—ভূতগ্রামবান্—তদন্তরঃ স্বাত্মা—প্রত্যগাত্মা সর্বাস্তর ইত্যুচ্যত-  
ইত্যর্থঃ । অন্যথা “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” [বৃহদা° ৫।৪।১] “যোহশনায়া-  
পিপাসাগ্রতীতঃ” ইতি প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নেতি । ন বিজ্ঞাভেদ ইত্যর্থঃ ; উভয়ত্র পরবিষয়ত্বাৎ প্রশ্ন-প্রতি-  
বচনয়োঃ । তথাহি—“যৎ সাক্ষাদপরোস্কাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বাস্তরঃ”  
[ বৃহদা° ৫।৪।১ ] ইতি প্রশ্নস্তাবৎ পরমাত্মবিষয় এব, ব্রহ্মশব্দস্য পরমাত্মা-  
সাধারণত্বেহপি প্রত্যগাত্মন্যপি কদাচিৎপচরিতপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যা  
পরমাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং “যৎ সাক্ষাদব্রহ্ম” [ তৈত্তী° আন° ১।১ ] ইতি  
বিশেষণং ক্রিয়তে । অপরোস্কদ্বয়মপি সর্বদেশ-সর্বকালসম্বন্ধিত্বং  
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [ তৈত্তী° আন° ১।১ ] ইত্যনন্তত্বেনাবগতস্য  
পরমাত্মন এবোপপত্ততে । সর্বাস্তরত্বমপি “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা  
অন্তরঃ” [ বৃহদা° ৫।৭।৩ ] ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরঃ”

‘আশঙ্কাই প্রকটিত হইয়াছে । অন্তরা অর্থ—সর্বাস্তরত্ব-প্রতিপাদক প্রতিবচন ; ‘ভূতগ্রামবৎ-  
স্বাত্মনঃ’ অর্থ—ভূতগ্রামবান্—ভূত সমূহের অভ্যন্তরস্থ স্বাত্মা—প্রত্যক্ আত্মা ( জীব ) সর্বাস্তর  
বলিয়া কথিত হইতেছেন । এক্ষণে অর্থ না হইলে ‘যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন’, এবং  
‘যিনি অশনায়া ও পিপাসাদির অগ্রীত’ এইরূপ বিভিন্নাকার উত্তর প্রদান সম্ভব হইতে পারে  
না ; ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—‘ন’ ইতি ।

‘ন’ অর্থ—বিজ্ঞাভেদ নাই । কেন না, যেহেতু উভয়স্থানীয় প্রশ্ন ও প্রতিবচনেরই বিষয়  
হইতেছে পরমাত্মা ; ( অতএব বিজ্ঞাভেদ হইতে পারে না ) । দেখ, ‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-  
স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্বাস্তর আত্মা’ এই প্রশ্নে ত পরমাত্মবিষয়েই বটে ; কেন না, ব্রহ্ম-শব্দটি  
বিশেষরূপে পরমাত্মার বাচক হইলেও, কখন কখন প্রত্যক্-আত্মাতেও গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে  
দেখা যায় ; এই কারণে প্রত্যক্-আত্মার ব্যাবৃতি বা প্রতিষেধ করিয়া পরমাত্মা-অর্থ বুঝাইবার  
জগ্জই “যৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম” ( যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, অর্থাৎ গৌণ বা উপচরিত নহে ), কথায় বিশেষিত  
করা হইয়াছে । আর সর্বদেশ ও সর্বকাল-সম্বন্ধিত্বরূপ যে, অপরোস্কদ্বয় তাহাও ‘ব্রহ্ম—  
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ এই শ্রুতি হইতে অনন্তরূপে অবগত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভব হয় ।  
সর্বাস্তরত্ব ধর্ম্মও ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর’ এই হইতে আরম্ভ  
করিয়া ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মার অন্তর’ এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্বাস্তর্যামী

ইতি সৰ্বাস্তৰ্ঘ্যামিণঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি । প্রতিবচনমপি তথৈব পরমাত্মবিষয়ম্ । “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” [ বৃহদা০ ৫।৪।১ ] ইতি— নিরুপাধিকং প্রাণনশ্চ কৰ্ত্ত্বং পরমাত্মন এব, প্রত্যগাত্মনঃ স্মৃশ্চ প্রাণনং প্রতি কৰ্ত্ত্ব্যভাবাৎ । এবমজ্ঞানতোষস্তেন প্রাণনেন কৰ্ত্ত্ব্যমাশ্রয়ন্তং মন্বানেন প্রত্যগাত্মনোহপি সাধারণত্বং প্রতিবচনশ্চ মত্ৰা অতুষ্কেন পুনঃ পৃষ্ঠন্তং প্রতি প্রত্যগাত্মনো ব্যায়ত্তং নিরুপাধিকত্বেন প্রাণনশ্চ কৰ্ত্তারং পরমাত্মানমাহ— “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ” [ বৃহদা০ ৫।৪।২ ] ইত্যাদিনা । ইন্দ্রিয়াধীনানাং দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানাং কৰ্ত্তারং প্রত্যগাত্মানং প্রাণনশ্চ কৰ্ত্ত্ব্যেনোক্ত ইতি ন মন্বীথাঃ ; তশ্চ স্মৃশ্চিচ্ছীদৌ প্রাণনাদেদকৰ্ত্ত্ব্যত্বাৎ । “কো হেবান্যত্ কঃ প্রাণ্যত্, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” [ তৈত্তি০ আন০ ৭।১ ] ইতি সৰ্ব্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বং হি পরমাত্মন এবাশ্রয়ত্বং প্রতীতম্ । অতঃ পূৰ্ব্বপ্রশ্ন-প্রতিবচনে পরমাত্মবিষয়ে, এবমুত্তরে অপি, অশনায়াত্মতত্ত্বশ্চ পরমাত্মসাধারণত্বাৎ । উভয়ত্র “অতোহন্যদার্তম্” ইত্যুপসংহারশ্চৈকরূপঃ ।

পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। সেইরূপ প্রতিবচনও ঠিক পরমাত্মবিষয়েই সম্ভব হয়—স্মৃশ্চি স্ময়ে প্রত্যগাত্মার যখন প্রাণন ব্যাপারে কোনরূপ কৰ্ত্ত্ব্যই থাকে না, তখন অব্যাহতভাবে প্রাণনকৰ্ত্ত্ব্য ধৰ্ম্মও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভব হয়। এই প্রকারে স্বায় অজ্ঞতা বশতঃ উবস্ত মনে করিলেন যে, এখানে বোধ হয়, কেবল প্রাণন-ব্যাপারের কৰ্ত্ত্ব্যই বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ত এই প্রত্যুত্তর জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া উবস্ত আগ্রহ সহকারে পুনর্বার প্রশ্ন করিলে পর, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ” ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে প্রত্যাক্ আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত এবং প্রাণন ব্যাপারের নিরুপাধিক ( অনাপেক্ষিক—সর্বকালীন ) কৰ্ত্তা পরমাত্মার কথা বলিলেন। ইন্দ্রিয়াধীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান সম্পাদিত হয়, তাহার কৰ্ত্ত্ব্যত্ব জীবকে এখানে প্রাণন-ব্যাপারের কৰ্ত্তা বলিয়া মনে করিবে না ; কারণ, স্মৃশ্চি ও মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের কোনরূপ কৰ্ত্ত্ব্যই থাকে না। বিশেষতঃ ‘যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা প্রাণন করিত, কেই বা চেষ্টা করিত’ ইত্যাদি অপর ঋতিতেও পরমাত্মাকেই সর্বপ্রাণীর প্রাণন-হেতু বলিয়া শোনা গিয়াছে। অতএব বুঝিবে হইবে, প্রথমোক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরমাত্মবিষয়ক। এইরূপ পরবর্তী প্রশ্ন প্রতিবচনও নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক ; কেন না, অশনায়াদি বৃত্তিকে যে অতিক্রম করা ( অশনায়াদি-রাহিত্য ), তাহা কেবল পরমাত্মারই অসাধারণ বা বিশেষ ধৰ্ম্ম, ( জীবের নহে )। তাহার পর, উভয় স্থানেই ‘এতদ্বিন্ন সমস্তই আর্ন্ত বা বিনাশলীল’ এই উপসংহার-বাক্যও উভয় স্থানেই একরূপ ; [ স্তত্রাং উভয় স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই বটে ]। তবে যে, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের আবৃত্তি

প্রশ্ন-প্রতিবচনারুতিস্ত্ব কৃৎসপ্রাণি-প্রাণনহেতোঃ পরস্ত ব্রহ্মণোহশনায়াত্বভী-  
তত্বপ্রতিপাদনায় । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপদেশবদ্ ইতি । যথা সদ্ধিত্যায়াম্  
“উত তমাদেশমপ্রাক্যঃ” [ ছান্দো ০ ৬।১।৩ ] ইতি প্রক্রান্তে সছপদেশে  
“ভগবাংস্তেব মে তদ্ব বীজ্বিতি” [ ছান্দো ০ ৬।১।৭ ] “ভূয় এব মা ভগবান্  
বিজ্ঞাপয়তু” [ ছান্দো ০ ৬।৫।৪ ] ইতি প্রশ্নস্ত “এষোহগ্নিমা ঐতদাত্ম্য-  
মিদং সর্বং তৎ সত্যম্” [ ছান্দো ০ ৬।৯।৪ ] ইতি প্রতিবচনস্ত চ ভূয়োভূয়  
আরুতিঃ সতো ব্রহ্মণস্তত্ত্বমাহাত্ম্যাক্ষেপপ্রতিপাদনায় দৃশ্যতে ; তদ্বৎ ।  
অত একৈশ্চৈব সর্বান্তরভূতস্ত ব্রহ্মণঃ কৃৎসপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়া-  
ত্বভীতত্বপ্রতিপাদনেন রূপৈক্যাচ্ছিত্ত্বৈক্যম্ ॥৩৥৩৥৩৫॥

অথ স্মাৎ—যদ্যপ্যুভে প্রশ্ন-প্রতিবচনে পরব্রহ্মবিষয়ে, তথাপি  
বিজ্ঞাতভেদোহবর্জ্যনীয়ঃ ; একত্র সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেনোপাস্তম্, ইতরত্র  
অশনায়াত্বভীতত্বেন, ইত্যুপাস্তগুণভেদেন রূপভেদাৎ । প্রকৃভেদাচ্ছ, —  
পূর্বত্র উষন্তঃ প্রকৃ ; উত্তরত্র কহোলঃ—ইতি । তত্রাহ—

বা পুনরুল্লেখং রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—পরব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত  
হইয়াও অশনায়াদির অতীত, তাহা প্রতিপাদন করা । এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“উপদেশ-  
বৎ” ইতি । ছান্দোগ্যোপনিষদে সদ্ধিত্যা-প্রকরণে ‘তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?’  
এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইলে পর, ‘পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন’,  
‘পূজনীয় আপনিই পুনর্বার বলুন,’ এই প্রশ্নের এবং ‘ইহা অতিশয় অগুহ্যরূপ, সমস্ত জগৎই  
তদাত্মক, তিনিই সত্যস্বরূপ’ এই প্রতিবচনে যেমন ব্রহ্ম ও তাহার মহিমা বিশেষ প্রতিপাদনের  
জ্ঞান পুনরাবুত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তেমনই বটে । অতএব, ব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের  
হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদি ধর্মের অতীত, তৎপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য ; স্তত্রাং  
উপাস্ত পদার্থের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও ঐক্য বুদ্ধিতে হইবে ॥৩৥৩৥৩৫॥

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হউক,  
তথাপি এখানে—কিছুতেই বিদ্যাভেদ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না । কেন না, ব্রহ্ম একস্থানে  
হইতেছেন—সর্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু, আর অত্থ স্থানে হইতেছেন—অশনায়াদির অতীত ;  
স্তত্রাং গুণভেদ থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ হইতেছে । বিশেষতঃ প্রশ্নকর্তার ভেদও  
বিজ্ঞাতভেদের অপরিহেতু—প্রথম প্রশ্নের কর্তা—উষন্ত, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের কর্তা হইতেছেন—  
কহোল । তাহার উত্তরে বলিতেছেন—



## ব্যতিহারো বিশিংশস্তি হীতরবৎ ॥৩॥৩৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—ব্যতিহারঃ (পরস্পর গ্রহণ—বিনিময়) বিশিংশস্তি (বিশেষরূপে বলিতেছেন) হি ( নিশ্চয়ে ) ইতরবৎ ( যেমন—সদ্বিত্ত্য হইয়াছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—এবং চ, দ্বয়োরেব প্রশ্নকর্ত্রৈঃ প্রশ্নবিষয়ত্বৈক্যে নিশ্চিতং সতি ব্যতিহারঃ—যথোক্তধর্ম্মাণাং বিনিময়ঃ কার্য্যঃ—কহোলেন প্রাণনাদিহেতুত্ববুদ্ধিঃ সর্বাস্তুরাত্মবিষয়ে কার্য্য্য, তথা উষন্তেনাপি অশনাদ্যাতীতত্ববুদ্ধিঃ কার্য্যোত্যর্থঃ । যথা ইতরত্র সদ্বিত্ত্যাত্মং সর্বানি প্রতিবচনানি পরমাত্মপরাণি, তথা অত্র উভয়ত্রাপি সর্বানি যাজ্ঞবল্ক্যবচনানি একমেব সর্বাস্তর-ত্বেন পরমাত্মানং বিশিংশস্তি বিশেষণে কথয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

এইরূপে এক পরমাত্মাই যখন উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্ত বলিয়া নিশ্চিত হইতেছেন, তখন উভয়স্থানীয় গুণসমূহেরও ব্যতিহার বা বিনিময় করিতে হইবে, অর্থাৎ কহোলকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রাণনাদি-হেতুত্ববুদ্ধি, আর উষন্তকে গ্রহণ করিতে হইবে—অশনাদি-অতীতত্ববুদ্ধি । কেন না, অত্র—ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিত্ত্যতে যেমন সমস্ত উত্তরবাক্যই ব্রহ্মবোধক, তেমনি এখানেও যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় বাক্যই পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক ; অতএব উভয়কেই উভয়স্থানীয় গুণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে ॥৩॥৩৬॥ ]

নাত্র বিভ্রাভেদঃ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামেকরূপার্থ-বিষয়াভ্যামেকেন চ বিধিপদেনৈকবাক্যত্বপ্রতীতেঃ । প্রশ্নদ্বয়ং তাবৎ সর্বাস্তুরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ম্ । দ্বিতীয়ে প্রশ্নে “যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বাস্তরঃ” [ বৃহদা০ ৫।৫।১ ] ইত্যেবকারশ্চ পূর্বব্রোষন্তেন পৃষ্ঠগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ত্বং কহোলপ্রশ্নস্তাবধারণয়তি । প্রতিবচনং চোভয়ত্র “স ত আত্মা সর্বাস্তরঃ” [ বৃহদা০ ৫।৪।১ ] ইতি সর্বাস্তুরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়মেক-রূপমেব । বিধিপ্রত্যয়শ্চোত্তরত্রৈব দৃশ্যতে—“তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং

“ব্যতিহারঃ” ইত্যাদি । একই বিষয়ের প্রতিপাদক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বাক্য দ্বারা এবং উপাসনাবিধায়ক পদের সমন্বয় দ্বারাও যখন একই বস্তুর উপাস্তত্ব প্রতীত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে বিভ্রাভেদ হইতে পারে না ।

প্রশ্ন দুইটিও সর্বাস্তুর আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক । প্রথম প্রশ্নে উষন্তকর্ত্ত্বক ষাট্শ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কহোল-প্রশ্নের বিষয়ও যে, তাহাই ( অত্র নহে ), ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নস্থিত “যৎ এব” ইত্যাদি শ্রুতিগত ‘এব’ শব্দে অবধারিত হইতেছে । আর উভয়স্থানীয় যে, প্রতিবচন—“তাহাই তোমার সর্বাস্তর” ইত্যাদি, তাহাও সর্বাস্তুরাত্মত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক—একই প্রকার । উপাসনাবিধায়ক বিধিপ্রত্যয়ও পরবর্তী বাক্যেই দৃষ্ট হয় ; যথা—‘সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিবে’, এই প্রকারে

নির্বিবৃত্ত বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি । এবং সর্বাস্তুরাত্ত্ব-  
বিশিষ্ট-ব্রহ্মৈকবিষয়ত্বে দ্বয়োরবগতে সতি একস্মিন্নেব সর্বাস্তুরাত্ত্ব-  
বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যুপাশ্বে উষন্ত-কহোলয়োরিতরেতর-বুদ্ধিব্যতিহারঃ কর্তব্যঃ,—  
উষন্তস্য যা সর্বাস্তুরাত্ত্বনো ব্রহ্মণঃ সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ,  
সা কহোলেনাপি প্রপ্ত্বা কার্য্যা ; যা চ কহোলস্য তস্মৈব ব্রহ্মণোহশনায়া-  
ত্বতীত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা উষন্তেনাপি কার্য্যা । এবং ব্যতিহারে কৃতে  
উভাত্যাং সর্বাস্তুরস্য ব্রহ্মণো জীব-ব্যাবৃত্তিরবগতা ভবতি । এনং  
সর্বাস্তুরাত্ত্বানং প্রত্যগাত্ত্বনো ব্যাবৃত্তমবগময়িতুং সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বা-  
শনায়াত্বতীত্ব-প্রতিপাদনেन বিশিংশন্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিবচনানি ।  
অতো ব্রহ্মণঃ সর্বাস্তুরাত্ত্বম্বেবোপাশ্রয়ঃ ; প্রাণনহেতুত্বাদয়স্ত তস্মোপ-  
পাদকাঃ, নোপাশ্রাঃ ।

ননু উপাশ্রয়ঃ সর্বাস্তুরাত্ত্বম্বেব চেৎ, প্রাণনহেতুত্বস্য অশনায়াত্ব-  
তীত্বস্য চ প্রপ্ত্বাঃ ব্যতিহত্যানুসন্ধানং কিমর্থম্ ? তদুচ্যতে—সর্বপ্রাণি-  
প্রাণনহেতুত্বেন সর্বাস্তুরাত্ত্বনি জীবাদ্ ব্যাবৃত্তে ব্রহ্মণ্যুষন্তেনাবগতে সতি  
কহোলেন জীবস্য সর্বাত্ত্বনা অসম্ভাবিতেন স্বভাববিশেষেণ সর্বাস্তুরাত্ত্বা

যখন সর্বাস্তুরত্ব ও আত্মত্ববিশিষ্ট এক ব্রহ্মবিষয়েই উভয়ের প্রশ্ন ও প্রতিবচন অবধারিত হইল,  
তখন সর্বাস্তুরাত্ত্ববিশিষ্ট উপাশ্রয় ব্রহ্মবিষয়ে উষন্ত ও কহোলের পরস্পর বুদ্ধি-ব্যতিহার বা চিন্তার  
বিনিময় স্বীকার করিতেই হইবে। উষন্তের যে, সর্বাস্তুরাত্ত্বা ব্রহ্মবিষয়ে সর্বপ্রাণি-প্রাণধারণত্ব  
চিন্তা, প্রশ্নকর্তা কহোলের পক্ষেও সেইরূপ চিন্তা অবশ্য কর্তব্য। আবার কহোলেরও যে, সেই  
ব্রহ্মবিষয়েই অশনায়াত্বতীত্ব চিন্তা, উষন্তকেও সে চিন্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার  
উভয়ে এই প্রকার ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় করিলেই সর্বাস্তুর ব্রহ্ম যে, জীব হইতে পৃথক্,  
তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে। এইপ্রকারে জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাকে  
বুঝাইবার নিমিত্তই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যসমূহ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-ধারণহেতুত্ব ও অশনায়াদি-অতীত্ব  
প্রতিপাদন দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। অতএব এখানে ব্রহ্মের সর্বাস্তুরাত্ত্বই উপাশ্রয় গুণ,  
অর্থাৎ সর্বাস্তুরত্ব-গুণবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে; আর প্রাণন-হেতুত্ব  
প্রভৃতি গুণসমূহ কেবল তাহারই সমর্থক মাত্র, কিন্তু উপাশ্রয় গুণ নহে।

প্রশ্ন হইতেছে—যদি বল, এখানে সর্বাস্তুরত্বই উপাশ্রয় গুণ হউক; তাহা হইলে ত উভয়  
প্রষ্টাকেই ( জিজ্ঞাসুকেই ) আর উভয় স্থলে সর্বাস্তুরত্ব ও অশনায়াদি-অতীত্ব গুণের ব্যতিহারে  
অনুসন্ধান করিতে হয় না ? তাহার উত্তরে বলি হইতেছে—উষন্ত যখন বুদ্ধিতে পারিলেন যে,  
সর্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু বলিয়াই উক্ত সর্বাস্তুরাত্ত্বা বস্তুটি জীববিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ; তাহার  
পরেই কহোল মনে করিলেন, জীবের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব, তাদৃশ বিশিষ্টগুণশোগেই

ব্যাবৃত্তোহনুসঙ্কেয় ইতি কৃত্বা পুনঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ । যাজ্ঞবল্ক্যোহপি তদভিপ্রায়মভিজ্ঞায় প্রত্যগাত্মানোহসম্ভাবিতম্ অশনাদি-প্রত্যনীকত্বমুক্ত-  
বান্ । অতশ্চোপাস্ত্রস্ত্য ব্যাবৃত্তি-প্রতীতিসিদ্ধার্থমুভাভ্যাং পরস্পারবুদ্ধি-ব্যতি-  
হারঃ কর্তব্যঃ । ইতরবৎ—যথা ইতরত্র—সদ্বিত্তায়াং ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নৈঃ  
প্রতিবচনৈশ্চ তদেব সদ্ ব্রহ্ম ব্যবচ্ছিদ্যতে ; ন পুনঃ পূর্বপ্রতিপন্নাদ্  
গুণাদ্ গুণান্তরবিশিষ্টতয়োপাস্ত্রং প্রতিপাণ্ডতে ; তদ্বৎ ॥৩৩৩৩৬॥

তত্রাপি প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদে সতি কথমেক্যমবগম্যতে ? ইতি চেৎ,  
তত্রাহ—

## সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩৩৩৩৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—সা ( তাহা—পরমাত্মা ) হি ( নিশ্চয় ) সত্যাদয়ঃ ( সত্যাদি গুণসমুদয় ) । ]

[ সরলার্থঃ—সদ্বিত্তায়ামপি “সেয়ং দেবতৈক্ষত” ইতি বা পরা দেবতা প্রকৃতা, “যথা সোম্য  
মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি” ইত্যাদিষু পর্যায়েষপি সৈব প্রতিপাণ্ডতে । হি যতঃ “তং সত্যং স  
আত্মা” ইতি প্রথমপৰ্য্যায়োক্তা এব সত্যত্বাদয়ো ধৰ্ম্মা উত্তরত্রাপি সৰ্বত্র উপসংহ্রিয়ন্তে ; অতঃ  
প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদেহপি বিত্বেক্যমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিত্তাপ্রকরণে ‘সেই পরাদেবতা ( ব্রহ্ম ) ইচ্ছা করিলেন’ এই বলিয়া  
প্রথমে যে পরা দেবতার প্রস্তাব করা হইয়াছে, পরেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । কারণ, প্রথম  
বাক্যে সত্যাদি যে সমস্ত ধৰ্ম্ম উক্ত আছে, পরবর্তী সমস্ত বাক্যে সেই সমস্ত সত্যাদি ধৰ্ম্মেরই  
উল্লেখ রহিয়াছে । অতএব প্রশ্ন ও প্রতিবচন বিভিন্ন হইলেও সেখানে বিত্তা একট  
বটে ॥৩৩৩৩৭॥ ]

সৰ্বাস্তরাত্মার চিন্তা করা আবশ্যক । তাহারই ফলে, তিনি পুনরবার প্রশ্ন করিলেন এবং [ উত্তর-  
দাতা ] যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই, জীবাত্মার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় না,  
সেই অশনাদি ধৰ্ম্মাতীতত্ত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই কারণেও উপাস্ত্রের জীবব্যাবৃত্তি  
বা জীব-বৈলক্ষণ্য সিদ্ধির জন্তই উষন্ত ও কাহোলের পক্ষে পরস্পর বুদ্ধিব্যাভিহার করা আবশ্যক  
হইতেছে । [ এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] ইতরবৎ ; অত্র—সদ্বিত্তাপ্রকরণে যেমন  
বারংবার বহুতর প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা সেই একই সং-ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে,  
কিন্তু প্রথমাবগত গুণ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্টরূপে স্বতন্ত্র উপাস্ত্রের নির্দেশ করা হয় নাই,  
ইহাও তদ্রূপ ॥৩৩৩৩৭॥

যদি বল, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পার্থক্য থাকায় সেখানেই বা বিত্তার ঐক্য জানা যায় কি  
প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“সৈব হি সত্যাদয়ঃ” ইতি ।

সৈব হি—সচ্ছন্দাভিহিতা পরমকারণভূতা পরা দেবতৈব “সেয়ং-দেবতৈক্কত” [ ছান্দো০ ৬।৩২ ] “তেজঃ পরম্মাং দেবতায়াম্” [ ছান্দো০ ৬।৮৬ ] ইতি প্রকৃতা “যথা সোম্য মধু মধুক্কতো নিস্তিষ্ঠন্তি” [ ছান্দো০ ৬।৯১ ] ইত্যাদিসু পর্যায়েষু সৰ্বেষুপপাত্তে ।

যতঃ “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তং সত্যং স আত্মা” [ ছান্দো০ ৬।৮৭ ] ইতি প্রথমপর্যায়োদিতাঃ সত্যাদয়ঃ সৰ্বেষু পর্যায়েষুপপাত্তোপসংহ্রিয়ন্তে ।

কেচিদ্ভু--‘ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হীতরবং ॥’ ‘সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥’ ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণদ্বয়ং বর্ণয়ন্তি । তত্র পূৰ্বেণ “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে; তদ্যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্” [ ০—? ] ইতি বাক্যে জীব-পর্যোব্যতিহারানুসন্ধানং প্রতিপাত্ত ইতি উচ্যতে, ইত্যাহঃ । তং “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” [ ছান্দো০ ৬।১৪।১ ] “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্” “তদ্বমসি” [ ছান্দো০ ৬।১৬।৩ ] ইত্যবগতসৰ্বাত্ম-ভাববিষয়ত্বাদস্ত্য বাক্যস্য, নাত্র প্রতিপাদনীয়মপূৰ্বমস্তাত্যনাদরণীয়ম্ । তত্ত্ব বক্ষ্যতে—“আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” [ ব্রহ্মসূ০ ৪।১।৩ ] ইতি ।

‘সেই পরা দেবতা ( পরব্রহ্ম ) ইচ্ছা করিলেন’ ‘তেজঃ পরা দেবতায় লীন হয়’ ইত্যাদি স্থলে, যে পরা দেবতা পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপরবর্তী ‘হে সোম্য, মধুকর ( ভ্রমর ) সমূহ যেমন মধুতে স্থিরতা লাভকরে’ ইত্যাদি উপদেশ পরম্পরায়ণে তিনিই সমর্থিত হইয়াছেন । কারণ, যে হেতু ‘এ সমস্তই তদাত্মক, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা’, এই প্রথম উপদেশ স্থলে যে সত্যত্বাদি ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্তী সমস্ত উপদেশ স্থলেও সেই সত্যাদি ধর্মই সংগৃহীত হইয়াছে ।

কেহ কেহ “ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হীতরং,” “সৈব হি সত্যাদয়ঃ” এই সূত্র দুইটিকে পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রথম সূত্র দ্বারা ‘হে ভগবন, তুমি হইতেছ আমি, আর আমি হইতেছি তুমি’ এই বাক্যোক্ত জীব ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তার বিনিময় প্রতিপাদিত হইতেছে, বলেন । কিন্তু ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’ ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্যে যে সৰ্বাত্ম্যভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই যখন “ত্বং বা অহম্” ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়, তখন এই বাক্যে আর নূতন করিয়া জ্ঞাপন করিবার কিছুই নাই ; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যায় আদর করা উচিত হয় না । বিশেষতঃ “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ” সূত্রেই এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে ।

ন চ সৰ্ব্বাত্ত্বানুসন্ধানাতিরেকেন পরস্মিন্ ব্রহ্মাণি জীবত্বানুসন্ধানম্, জীবে চ পরব্রহ্মত্বানুসন্ধানং তথ্যং সম্ভবতি । উত্তরেণ চ সূত্রেণ “স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম” [ বৃহদা० ৭।৪।১ ] ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতস্য সত্যোপাসনস্য “তদ যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়াং দক্ষিণেহক্ষিন্” [ বৃহদা० ৭।৫।১ ] ইত্যাদিবাক্য-প্রতিপাদিতোপাসনস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যত ইতি ; তদপ্যযুক্তম্, উদ্রবাক্যে অক্ষাদিত্যস্থানভেদেন বিদ্যাভেদস্য পূর্ববমেব “ন বা বিশেষাৎ” [ ব্রহ্মসূ० ৩।৩২ : ] ইত্যেনে প্রতাপাদিতত্বাৎ । ন চ দ্বয়োৱনয়োৰ্ব্যাহৃত্যাৱ-শরীরকত্বেন রূপবতোঃ “হন্তি পাপুনাং জহাতি চ, য এবং বেদ” [ বৃহদা० ৭।৫।২ ] ইতি পৃথকসংযোগ-চোদনাবতোদ্রয়োৱরূপা-সনয়োঃ—“স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তী-মান্ লোকান্” [ বৃহদা० ৭।৪।১ ] ইতি সংযোগ-রূপাদিমত্তয়া নিরপেক্ষেণ পূৰ্ব্বৈকৈকেনোপাসনেনাভেদঃ সম্ভবতি । ন চ “হন্তি পাপুনাং জহাতি” [ বৃহদা० ৭।৫।২ ] ইতি গুণ-ফলাধিকারত্বম্, প্রমাণাভাবাৎ । পূৰ্ব্বৈকৈক-

বিশেষতঃ অগ্রে সৰ্ব্বাত্ত্বানুসন্ধান না থাকিলে পরব্রহ্মে জীবত্বাব চিন্তা, এবং জীবেও পরব্রহ্ম চিন্তা কখনই সত্য হইতে পারে না । [ তাহার আরও বলেন যে, ] দ্বিতীয় সূত্রে ‘যিনি সেই প্রথমজাত অতীত বর্মণীয় সত্য ব্রহ্মকে জানেন,’ এই বাক্যোক্ত সত্য ব্রহ্মোপাসনা আর ‘সেই যে সত্য, এই আদিত্যই তাহা,—যিনি এই আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যগত পুরুষ, এবং এই যিনি এই দক্ষিণ চকুর মধ্যগত পুরুষ’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত উপাসনার ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে । কিন্তু সেকথাও যুক্তিযুক্ত হয় না । কারণ, পরবাক্যে অক্ষি ও আদিত্য-রূপ স্থানভেদ থাকায়, বিদ্যা যে এক নহে, তাহা পূৰ্ব্বোক্ত “ন বা বিশেষাৎ” সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্যাহতি প্রভৃতিকে শরীররূপে কল্পনা করায় এবং ‘যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি পাপকে বিধ্বংস ও পরিত্যাগ করেন,’ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফলসংযোগ ও বিধি থাকায় বিভিন্নরূপ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কখনই ‘সেই যে লোক সেই মহাবর্মণীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন, তিনি এই সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান জয় করেন’ এইরূপ পৃথক্ ফলোল্লেখ থাকায়, তাহাও পূর্ব বাক্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কোনরূপেই পূর্বের সহিত পরবর্তী উপাসনার ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে না । আর ‘পাপধ্বংস ও পাপ বিমোচন যে, উপাসনার গুণ-ফল অর্থাৎ গৌণ ফল, তাহাও নহে ; কারণ, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । যদি বল, পূর্ববিদ্যা ও পর বিদ্যার একত্বই প্রমাণ ; না,—তাহাও বলিতে পার না ;

বিজ্ঞাত্বং প্রমাণমিতি চেৎ ; ন ; ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ । একবিজ্ঞাত্বে নিশ্চিত্তে পূর্বকলশ্চৈব প্রধানফলত্বেনোত্তরয়োঃ ফলযোগ্যং ফলত্বম্, তয়োঃ ফলত্বেনিশ্চিত্তে সতি সংযোগ-ভেদাভাবাৎ পূর্বেণ বিজ্ঞেয়ক্যম্, ইতি ইতরে-তরাশ্রয়ত্বমিতি, এবমাদিভির্যথোক্তপ্রকারমেব সূত্রদ্বয়ম্ ॥৩৥৩৭॥

[ পঞ্চদশম্ অন্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥ ]

কামাঙ্গিকরণম্ ।]

কামাদীতরত্র তত্র

চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩৥৩৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—কামাদি ( সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ ), ইতরত্র ( অন্তস্থলে ) তত্র ( সেখানে ) চ ( ও ), আয়তনাদিভ্যঃ ( হৃদয়ায়তনত্ব—প্রভৃতি হেতুতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে পঠ্যতে—“দহরো হস্মিন্তস্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ, তদেষেষ্টব্যম্” ইতুপক্রম্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইতি । বাজসনয়কে চ “য এষোহন্তঃ হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমুত্তরত্র বিজ্ঞেয়ক্যম্ ? অথবা বিদ্যাভেদ ইতি । যদ্যপি উভয়ত্র পরমাত্মৈবোপাশ্রয়ঃ, তথাপি একত্র আকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বাদ্ অন্তত্র চ আকাশে শয়নত্বাভিধানাদ্ উপাশ্রয়-রূপং ভিত্তিতে ; রূপভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো জ্ঞাযঃ । তত্রাহ—ইতরত্র তত্র চ—ছান্দোগ্যে বাজসনয়কে চ কামাদি—সত্যকামত্বাদৌব রূপম্ ; কুতঃ ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদিভ্যো হেতুভ্যঃ তৎ সহচারিণঃ সত্য-কামত্বাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানাং ; অতো ন বিজ্ঞাভেদ ইত্যর্থঃ ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অব্বেষণ করিতে হইবে’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত আছে যে, ‘তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি । আবার বাজসনয়কোপনিষদে আছে—‘তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ, সর্বনিয়ামক ও সর্বেশ্বর তাহার মধ্যে বাস করেন’, উভয় স্থানেই হৃদয়ায়তনত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উভয় স্থানেই উপাশ্রয় এক ; সূত্রাং বিজ্ঞাও এক ; কাজেই উভয়স্থলে উভয় স্থানীয় গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৥৩৮॥ ]

কারণ, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে যদি উভয়ের একবিজ্ঞাত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হইলেই পূর্ব-ফলের প্রাপ্তি নিবন্ধন পশ্চাৎকথিত ফল-দ্বয়ের গুণত্ব বা অপ্ৰাপ্যত্ব হইতে পারে ; পক্ষান্তরে পশ্চাৎকৃত ফলদ্বয়ের গোণ-ফলত্ব নিশ্চিত হইলেই, ফলসংযোগের পার্থক্য না থাকায় প্রথমোক্ত বিজ্ঞার সহিত পরোক্ত বিজ্ঞার ঐক্য কল্পনা করিতে পারা যায় ; কাজেই উক্ত সিদ্ধান্তে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটতেছে ; ইত্যাদি বহু কারণে সূত্রদ্বয়ের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইতেছে ॥৩৥৩৭॥

[ পঞ্চদশ অন্তরত্বাধিকরণ ॥১৫॥ ]

ছান্দোগ্যে শ্রুয়তে “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুৰে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্য, দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তু স্তদন্বেষ্টব্যম্” [ ছান্দো০ ৮।১।১ ] ইত্যাদি; বাজসনেয়কে চ “স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোহস্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বস্য বশী সর্বশ্বেশানঃ” [ বৃহদা০ ৬।৪।১২ ] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমনয়োবিদ্যাভেদঃ, উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কূতঃ? রূপভেদাৎ; অপহত-পাপুত্বাদি-গুণাক্টকবিশিষ্ট আকাশঃ ছান্দোগ্যে উপাস্তঃ প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানো বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্তঃ প্রতীয়তে; অতো রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহ—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

ন ভেদ ইতি। কূতঃ? রূপাভেদাৎ—ইতরত্র তত্র চ কামাত্তেব হি রূপং

ছান্দোগ্যোপনিষদে শোনা যায়—‘এই ব্রহ্মপুৰ শরীরের অভ্যন্তরে যে, দহর ( কুদ্র ) পুণ্ডরীক ( হৃৎপদ্মরূপ ) গৃহ আছে, ইহার অভ্যন্তরে দহর আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে বাহা, তাহার অন্তর্বেষণ করিবে’ ইত্যাদি। বাজসনেয়কোপনিষদেও শোনা যায়—‘ইহাই সেই মহান্ অজ আত্মা, বাহা প্রাণের মধ্যস্থিত এই বিজ্ঞানময়; হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তন্মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্বনিয়ামক ও সর্বাধিপতি’ ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এই উভয়-স্থলীয় বিদ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন? অথবা এক? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? ভেদ পক্ষই; কারণ? যেহেতু উভয় স্থানগত উপাস্তের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে অপহত-পাপুত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্তরূপে প্রতীত হইতেছে; আর বাজসনেয়কোপনিষদে বশিত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ উপাস্তরূপে বিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং উভয় স্থানগত উপাস্তের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে; রূপভেদ থাকায়ই বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—(\*)

না—ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, যেহেতু উপাস্তের রূপভেদ নাই; এখানেও সেখানে উভয় স্থানেই কামাদি গুণই উপাস্তের প্রকৃত রূপ; অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়-

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘কামাদি অধিকরণ’ ইহা আটত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়কোক্ত কামাদি গুণ। (২) সংশয়—উভয় উপনিষদ্বুক্ত বিদ্যা কি এক? অথবা স্বতন্ত্র? (৩) পূর্বপক্ষ—উপদেশে যখন স্বরূপগত প্রভেদ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উভয় স্থানীয় বিদ্যাও স্বতন্ত্র। (৪) উত্তর—হৃদয়াকারতন্ত্র, সত্যকামত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থানেই সমান, তখন বিদ্যার স্বরূপতঃ ভেদ নাই, উভয়ত্রই বিদ্যা এক। (৫) নির্ণয়—অন্তএব উভয় স্থানেই উভয় স্থানীয় গুণগণের উপসংহার করিতে হইবে।

বাজসনেয়কে ছান্দোগ্যে চ সত্যকামাদি-বিশিষ্টমেব ব্রহ্মোপাস্তমিত্যর্থঃ ।  
কুত এতদবগম্যতে ? আয়তনাদিত্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সেতুত্ব-বিধরণত্বাদিভি-  
স্তাবত্বভয়ত্র সৈব বিদ্যেতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে ; বশিত্বাদয়শ্চ বাজসনেয়কে  
শ্রুতাঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতস্ত গুণাষ্টকান্নতমভূতস্ত সত্যসঙ্কল্পত্বস্ত বিশেষা এব,  
ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বসহচারিণাং সত্যকামত্বাদীনাম্ অপহতপাপ্যত্বপর্য্যস্তানাং  
সম্ভাবমবগময়ন্তি; অতো রূপং ন ভিद्यতে । সংযোগোহপি—“পরং জ্যোতিরূপ-  
সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ।” [ছান্দোঃ ৮।৩।৪] “অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি”  
[বৃহদাঃ ৬।৪।২৫] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপো ন ভিद्यতে । আকাশ-শব্দঃ ছান্দোগ্যে  
পরমাত্মবিষয় ইতি “দহর উত্তরেভ্যঃ” [ব্রহ্মসূঃ ১।৩।১৩] ইত্যত্বে নির্ণীতম্ ।  
বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানস্ত বশিত্বাদিশ্রবণাৎ তস্মাৎ আকাশ-শব্দস্ত  
“তস্মাস্তে স্মিরং সূক্ষ্মম্” [তৈত্তীঃ নারাঃ ১১ অনুঃ] ইতি হৃদয়ান্তর্গতস্ত  
স্মির-শব্দবাচ্যত্বাৎ আকাশত্বাভিধায়কত্বমবগম্যতে ; অতো বিদ্যেক্যম্ ॥৩॥৩।৩৮॥

অথ শ্রুতং—যদুক্তং বাজসনেয়কে বশিত্বাদিভিঃ সহ সত্যকামত্বাদি-  
সম্ভাবোহবগম্যতে ইতি । তন্মোপপত্তিতে, বশিত্বাদীনামেব তত্র

কোপনিষদে সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মই উপাস্ত । কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ?—  
আয়তনাদি হেতু হইতে [জানা যাইতেছে] ;—হৃদয়ায়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধারণত্বাদি  
গুণদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে যে, উভয় স্থানে সেই একই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে । আর  
বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণনিবহ শ্রুত আছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যে শ্রুত অষ্টবিধ গুণের  
অন্ততম সত্যসংকল্পত্ব-গুণেরই বিশেষ বা প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এখানে  
তৎসহচর সত্য-কামত্ব হইতে—অপহতপাপ্যত্ব পর্য্যন্ত গুণরাশির সম্ভাব সূচনা করিতেছে ;  
কাজেই স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না । ফলসংযোগও ভিন্ন হইতেছে না ; কেন না, ‘পর  
জ্যোতি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়’, ‘অভয় ব্রহ্মস্বরূপ  
হয়’ এই যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা উভয় স্থলেই সমান । “দহর উত্তরেভ্যঃ” এই সূত্রেই  
অবধারণ করা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের আকাশ-শব্দটি পরমাত্মার বাচক । আর  
বাজসনেয়কেও বশিত্বাদিগুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটি যখন পরমাত্মা  
বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ শব্দও যে, ‘তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম  
ছিদ্র আছে’ এই শ্রুতান্তর হৃদয়মধ্যগত ‘স্মির’ শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহা বেশ  
বুঝা যাইতেছে । অতএব এখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩॥৩।৩৮॥

আপত্তি হইতেছে,—বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণের  
সম্ভাব বুঝা যাইতেছে, বলা হইল ; তাহা সঙ্গত হইতেছে না । কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেখানে



পরমার্থতঃ সন্দাব্যভাবাৎ । তদভাবশ্চ “মনসৈবানুদ্ভবম্, নেহ  
নানাস্তি কিঞ্চন । মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ।”  
“একধৈবানুদ্ভব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্” ইতি প্রকৃतेन বাক্যেন “স এষ  
নেতি নেত্যাশ্চা” [বৃহদা° ৬।৪।১৯।২০, ২২] ইত্যুত্তরেণ চোপাস্তস্ত  
ব্রহ্মণো নির্বিশেষত্বপ্রতীতেরবগম্যতে ; অতো বশিত্বাদয়োহপি স্থূলত্বা-  
গুত্ববৎ নিষেধ্য ইতি প্রতীয়ন্তে ; অতএব ছান্দোগ্যোহপি সত্যকামত্বাদয়ো  
ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকা গুণা উচ্যন্তে ; অতোহপারমার্থিকত্বাদেবংজাতীয়-  
কানাং গুণানাং মোক্ষার্থেষুপাসনেষু লোপ ইতি । তত্রাহ—

### আদরাৎলোপঃ ॥৩॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আদরাৎ (প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ হেতু) অলোপঃ (অনিষেধ—নিষেধ নহে) ।]

[ সরলার্থঃ—নমু “স এষ নেতি নেত্যাশ্চা” ইত্যাদিনা প্রাপ্তস্ত বশিত্বাদেনির্বিদ্যতয়া  
ব্রহ্মস্বরূপত্বাভাবং কথং সত্যকামত্বাদেৰূপাস্যরূপত্বম্ ? ইত্যাহ—আদরাৎ ।

আদরাৎ—প্রমাণান্তরানধিগতস্ত বশিত্বাদেঃ শ্রুত্যা আদরেণ প্রতিপাদনাৎ হেতোঃ  
অলোপঃ—“নেতি নেতি” ইতি শ্রুত্যা অপ্রতিষেধোহবগম্য ইত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, ‘সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বশিত্বাদি গুণসমূহ  
নিষিদ্ধ হওয়ায়, তৎসহচর কামাদি গুণসমূহ উপাসনারূপে গৃহীত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে  
বলিতেছেন—আদরাৎ” ইত্যাদি ।

যেহেতু শ্রুতি, প্রমাণান্তরে অবিজ্ঞাত বশিত্বাদি গুণসমূহ আদর বা আগ্রহ সহকারে  
প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, “নেতি নেতি” শ্রুতিতে বশিত্বাদি গুণের  
নিষেধ করা হয় নাই । অভিপ্রায় এই যে, নিষেধ করাই অভিপ্রেত হইলে, প্রথমে প্রতি-  
পাদন না করাই উচিত ছিল ॥৩॥৩॥৩৯॥ ]

বশিত্বাদি গুণের সত্তাব বা অস্তিত্বই নাই । ‘মনের দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে,  
জগতে নানা বস্তু কিছু নাই ; যে লোক নানার মত দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও  
মৃত্যু লাভ করে’, ‘অগ্রমের ও ধ্রুব ( নিত্য ) এই ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে’ এই  
প্রস্তাবিত বাক্য দ্বারা এবং পরবর্তী ‘সেই এই আত্মা ইহা নহে—ইহা নহে’ এই বাক্য দ্বারাও  
উপাস্ত ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা হইতেই বশিত্বাদি গুণের অসত্তাবও  
জানা যাইতেছে ; অতএব, স্থূলত্ব ও অগুত্ব গুণের ত্রায় বশিত্বাদি গুণসমূহও নিষেধের বিষয়  
বলিয়াই বোধ হইতেছে । এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদেও সত্যকামত্বাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের  
পারমার্থিক গুণ বলিয়া কথিত হইতেছে না, বুঝিতে হইবে ; সুতরাং অপারমার্থিক বা  
অবাস্তবিকত্ব নিবন্ধনই এইজাতীয় গুণসমূহের মোক্ষ-সাধন উপাসনায় লোপ বা অভাব নিশ্চিত  
হইতেছে । তদুত্তরে বলিতেছেন—“আদরাৎ” ইত্যাদি ।

ব্রহ্ম-গুণত্বেন প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তানাং গুণানামেষাং সত্যকামত্বাদীনাং  
 “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেক্যম্” [ ছান্দো. ৮।১।১ ], “এষ আত্মাপহতাপা  
 বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ”  
 [ ছান্দো. ৮।১।৫ ] “সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ” “এষ সর্বেশ্বর এষ  
 ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়”  
 [ বৃহদা. ৬।৪।২২ ] ইত্যাদিভিরনয়োঃ শ্রুত্যোরন্যাস্ত্ৰ চ মোক্ষার্থোপাসনো-  
 পাশ্চ-ব্রহ্মগুণত্বেন সাদরমুপদেশাদেষামলোপঃ ; অপি তু উপসংহার এব  
 কার্যঃ । ছান্দোগ্যে তাবৎ “তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্ধ ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ  
 সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ ছান্দো.  
 ৮।১।৬ ] ইতি সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্টশ্চ ব্রহ্মণো বেদনমভিধায় “অথ য  
 ইহাত্মানমনুবিদ্ধ ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকে-  
 শ্চকামচারো ভবতি” [ ছান্দো. ৮।১।৬ ] ইত্যবেদন-নিন্দা ক্রিয়মাণা গুণ-  
 বিশিষ্ট-বেদনশ্রাদয়ঃ দর্শয়তি । তথা বাজসনেয়কে “সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ”  
 “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপালঃ” [ বৃহদা. ৬।৪।২২ ]

সত্যকামত্বাদি যে সমস্ত গুণ অথ কোনও প্রমাণে ব্রহ্ম-গুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই  
 সত্যকামত্বাদি গুণ সমূহ যখন—‘তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা অশ্বেষণীয়’ ‘এই আত্মা নিষ্পাপ, জরা  
 মরণ শোক বুদ্ধি ও পিপাসা বর্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’, ‘সকলের নিরস্তা ও  
 সর্বেশ্বর’, ‘ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং  
 ইনিই ভূতগণের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত লোক-ধারক সেতুস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতির সহিত উক্ত  
 ছই শ্রুতিতে এবং অত্রাশ্রুতিতেও মোক্ষসাধক উপাসনায় উপাশ্র ব্রহ্মের গুণরূপে আদরের  
 সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বিশিষ্টাদিগুণের কিছুতেই লোপ অর্থাৎ নিষেধ হইতে পারে  
 না ; পরন্তু এ সমস্ত গুণের উপসংহারই করিতে হইবে । প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘বাহারা  
 এই আত্মত্ব ও সত্যকামাদি-গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সর্বলোকে তাহাদের  
 কামচার ( স্বাতন্ত্র্যলাভ ) হইয়া থাকে’ এইরূপ সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার  
 কথা বলিয়া, ‘বাহারা ইহলোকে আত্মা ও সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ না জানিয়া প্রয়াণ  
 করে, সমস্ত লোকেই তাহাদের সমাচার বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে  
 অবদনের ( আত্মা ও সত্যকামাদি গুণের উপলব্ধি না করার ) নিন্দা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা  
 যাইতেছে যে, উল্লিখিত গুণবিশিষ্টের উপাসনায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন । সেইরূপ বাজ-  
 সনেয়কেও ‘ইনিই সকলকে বশীভূত রাখেন, এবং সকলের ঈশ্বর, ভূতগণের অধিপতি ও পালক’

ইতি ভূয়োভূয় ঐশ্বর্যোপদেশাদ্ গুণেষাদরঃ প্রতীয়তে ; এবমন্ত-  
ত্রাপি ।

ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোহপি বৎসলতরং শাস্ত্রং প্রত্যাকবদপারমার্থি-  
কান্ নিরসনীয়ান্ গুণান্ প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নান্ আদরেণোপদিশ্য সংসারচক্র-  
পরিবর্তনেন পূর্বমেব বৎস্রমাণান্ মুমুকু ভূয়োহপি ভ্রময়িতুমলম্ । “নেহ  
নানাস্তি কিঞ্চন” [বৃহদা০ ৬।৪।১৯] “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” [বৃহদা০ ৬।৪।২০] ইতি  
তু সর্বশ্চ ব্রহ্মকার্য্যত্বেন তদাত্মকত্বাদেকধানুদর্শনং বিধায় অব্রহ্মাত্মকত্বেন  
পূর্বসিদ্ধ-নানাত্বদর্শনং নিষেধতীতি অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ । “স এষ  
নেতি নেতাত্মা” [ বৃহদা০ ৬।৪।২২ ] ইত্যত্র চ ‘ইতি’ শব্দেন প্রমাণান্তর-  
প্রতিপন্নং প্রপঞ্চাকারং পরামৃশ্য, ন তথাবিধং ব্রহ্মেতি সর্বাত্মভূতশ্চ  
ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বং প্রতিপাদ্যতে ; তদেব চানন্তরমুপপাদয়তি—  
“অগ্রাহ্যো নহি গৃহ্যতে, অশীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতে, অসঙ্গো নহি সঙ্গ্যতে,  
অব্যথিতো নহি ব্যথতে ন রিস্যতি” [ বৃহদা০ ৬।৪।২২ ] ইতি প্রমাণান্তর-  
গ্রাহ্য-বিসঙ্গাতীয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ন গৃহ্যতে ; বিশরণীয়-বিসঙ্গাতীয়ত্বাৎ ন  
এইরূপে বারংবার ঐশ্বর্য্যোল্লেখ করায় গুণ-বিষয়ে আদরই বুঝা যাইতেছে। অতএব এই  
প্রকারই উল্লেখ রহিয়াছে।

বিশেষতঃ সহস্র সহস্র পিতা মাতা অপেক্ষাও বৎসলা বা হিতৈষী শাস্ত্র যে, প্রত্যাকের  
জ্ঞায় প্রমাণান্তরে অগ্রাপ্ত অবাস্তবিক, কাজেই বর্জনযোগ্য কতকগুলি গুণের সাগ্রহে উপদেশ  
করিয়া, পূর্বেই সংসারচক্রের আবর্তনে অনবরত পরিভ্রাম্যমাণ মুমুকু মানবমণ্ডলীকে পুনর্বার  
উদ্ভাস্ত করিবেন, ইহা ত হইতেই পারে না। তাহার পর, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত  
পদার্থই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; এই জ্ঞাত ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’  
ও “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” এই শ্রুতিদ্বয় একত্ব দর্শনের বিধান করিয়া, জ্ঞানোদয়ের পূর্ববর্তী  
ভেদ দর্শনের নিষেধ করিতেছেন; এ কথা পূর্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর “স  
এষ নেতি নেতাত্মা” এই স্থলেও ‘ইতি’ শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে পরিজ্ঞাত হুল্ল যন্ত্র  
জগতের উল্লেখ দ্বারাও ব্রহ্মের তথাবিধ স্বভাব নিষেধপূর্বক সর্বাত্মক ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-বিলক্ষণই  
প্রতিপাদন করা হইতেছে; এবং অব্যবহিত পরেই ‘ব্রহ্ম গ্রহণের অযোগ্য, এই জ্ঞাত  
কোন প্রমাণে গৃহীত হন না; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, তাই শীর্ণ হন না; অসঙ্গ,  
এই কারণে আসক্ত হন না; ব্যথার যোগ্য, সেই জ্ঞাত ব্যথিত (দুঃখিত) হন না,  
এবং স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না’, এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থেরই সমর্থন করিতেছে।  
[ উল্লিখিত শ্রুতিটির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ— ] শব্দাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু বুঝিতে  
পারা যায়, তিনি তত্ত্বিজাতীয়; স্মৃতরাং শ্রুতি ভিন্ন কোন প্রমাণেই তাহাকে জানা যায় না।

বিশীৰ্য্যতে ; এবমুত্তরত্রানুসন্ধেয়ম্ । ছান্দোগ্যেহপি “নাস্ত জরয়েতজ্জীৰ্য্যতি,  
ন বধেনাস্ত হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ”  
[ ছান্দো० ৮।১।৫ ] ইতি সৰ্ব্ব-বিশজাতীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মিন্  
সত্যকামত্বাদয়ো বিধীয়ন্তে ॥৩॥৩।৩৯॥

নশ্বেবমপি “তদ্ য ইহান্নানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,  
তেষাং সৰ্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ; স যদি পিতৃলোককামো  
ভবতি” [ ছান্দো० ৮।১।৬ ] ইত্যাদিনা সত্যকামাদিগুণবিশিষ্ট-বেদনশ্চ  
সাংসারিক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ মুমুক্শোব্রহ্মপ্ৰেপ্সোর্ন সগুণং ব্রহ্মোপাস্তম্ ;  
পরবিদ্যাফলক “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে”  
[ ছান্দো० ৮।৩।৪ ] ইতীদমেব । অতঃ সত্যকামত্বাদয়ো ব্রহ্মপ্ৰেপ্সোর্নোপ-  
সংহার্যা ইতি । অত উত্তরং পঠতি—

## উপস্থিতেহতন্তুত্বচনাৎ ॥৩॥৩।৪০॥

[ পদচ্ছেদঃ—উপস্থিতে ( ব্রহ্মরূপাপন্ন আত্মাতে ) অতঃ ( এই কারণেই ) ত্বচনাৎ  
( জ্ঞাতি প্রভৃতির পুণ্যাদি প্রাপ্তির কথা থাকায় ) । ]

যে সমস্ত পদার্থ শীর্ণ হয়, তিনি তদ্বিজাতীয় ; এই জ্ঞাত্য তিনি শীর্ণ হন না । পরবর্তী কথাগুলিরও  
এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে । ছান্দোগ্যোপনিষদেও ‘এই শরীরের জরা দ্বারা ইহা জীর্ণ হয় না,  
এবং ইহার বধেও হত হয় না ; ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-পুৰ, সমস্ত কাম ইহার মধ্যে নিহিত  
আছে’ এইরূপে ব্রহ্মের সৰ্ব্বপদার্থ-বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়া—তাহাতেই আবার সত্য-  
কামত্বাদি গুণসমূহের বিধান ( জ্ঞাপন ) করিয়াছেন ॥৩॥৩।৩৯॥

ভাল, একরূপ হইলেই বা কি হইল ? ‘ইহলোকে বাহারা আত্মা ও তদগত সত্যকামাদি গুণ-  
সমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাহাদের সমস্ত লোকে স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ; তিনি যদি  
পিতৃলোকাভিলাষী হন’ ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনায় সাংসারিক  
( পিতৃলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি ) ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মপ্ৰেপ্শু মুমুক্শুর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা  
করা কখনও উচিত হয় না ; আর পরাবিদ্যার বাহা ফল, তাহাও ‘পরজ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে  
প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত রূপে পরিনিম্পন্ন হয়’ এই ঐক্যে কথিত হইয়াছে । অতএব যে লোক  
ব্রহ্মকে পাইতে চাহেন—মুমুক্শু, তাহার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের উপ-  
সংহার করা উচিত নহে । এই আশঙ্কায় উত্তর বলিতেছেন—“উপস্থিতে হতন্তুত্বচনাৎ” ইতি ।

[ সরলার্থঃ—নমু “স যদি পিতৃলোককামী” ইত্যাদৌ সঙ্গোপাসনস্ত সাংসারিক-ফলশ্রবণাৎ ন মোক্ষসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—“উপস্থিতে” ইত্যাদি ।

উপস্থিতে ব্রহ্মসম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতঃ—ব্রহ্মসম্পত্তেরেব হেতোঃ, তদ্বচনাৎ - “জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদিনা স্বচ্ছন্দতঃ ভোগাত্তিধানাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষ এব ফলং, নতু সাংসারিকং কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, ‘তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন’ ইত্যাদি স্থলে সঙ্গোপাসনায় যখন সাংসারিক ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল হইতে পারে না ; তদ্বস্তরে বলিতেছেন—“উপস্থিতে” ইত্যাদি ।

উপস্থিত হইলে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলে, এই হেতুই—ব্রহ্মভাব লাভ হেতুই, ‘তিনি ভক্ষণ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার ইচ্ছামূরূপ ভোগাদি প্রাপ্তির কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ মুক্তিই সঙ্গোপাসনার ফল, সংসারভোগ নহে ॥৩।৩।৪০॥ ]

উপস্থিতিঃ—উপস্থানম্, ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ববন্ধবিনিমূর্ত্তে শ্বেন রূপেণাভিনিম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতএব—উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ সর্বেষু লোকেষু কামচার উচ্যতে—“পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত শ্বেন রূপেণাভিনিম্পত্তে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যোতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্, স স্বরাড্ ভবতি, তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ ছান্দো০ ৮।৩।৪ ] ইতি । তদেতৎ চতুর্থো নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে । অতঃ সর্বেষু লোকেষু কামচারস্ত মুক্তোপভোগ্যফলত্বাৎ মুমুক্শোঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা উপসংহার্য্যাঃ ॥৩।৩।৪০॥

[ ইতি ষোড়শং কামাত্তধিকরণম্ ॥১৬॥ ]

উপস্থিতে অর্থ—উপস্থান ( প্রাপ্তি ) ; যে আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন—ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে—সমস্ত বন্ধ হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বরূপে নিম্পন্ন হইয়াছে, সেই আত্মাতে,—অতএব—এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হেতুই সর্বলোকে কামচারের কথা বলা হইয়া থাকে । যথা—“মুমুকু পুরুষ পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় যথার্থরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ । তিনি উপজন অর্থাৎ আত্ম-সমীপবর্তী এই স্থূল শরীর স্মরণ করেন না ; তিনি ভক্ষণ করেন, এবং মনোময় স্রী, যান ( অবাদি ) অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রীড়া করত রমণ করেন । তিনি স্বরাট্ ( স্বাধীন ) হন, সমস্ত জগতে তাঁহার কামচার ( স্বৈচ্ছাবিহার ) হইয়া থাকে”, ইতি । এই বিষয়টি চতুর্থ পাদে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইবে । অতএব সর্বলোকে কামচার প্রাপ্তিও যখন মুক্তপুরুষেরই উপভোগ্য ফল, তখন মুমুকুগণকেও অবশ্যই সত্যকামত্বাদি গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।৪০॥

[ ষোড়শ কামাত্তধিকরণ ॥১৬॥ ]

তন্নির্ধারণানিয়মাদিকরণম্ । ] তন্নির্ধারণানিয়মসুদৃষ্টে: পৃথগ্ হু-  
প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩॥৩॥৪১॥

[ পদচ্ছেদঃ—তন্নির্ধারণানিয়মঃ ( কৰ্ম্মেতে উদগীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা নাই ),  
তদৃষ্টে: ( যেহেতু উপাসনার অনিয়ম দৃষ্ট হয় ), পৃথক্ ( স্বতন্ত্র ) হি ( যেহেতু ) অপ্রতিবন্ধঃ  
( কৰ্ম্মফলের কোন প্রকার বাধা না হওয়া ) ফলং ( ফল ) । ]

[ সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে “ওম্” ইত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইত্যাদি কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুদগীথা-  
ত্য়ুপাসনং শ্রীয়েত ; তৎ কিং তেযু কৰ্ম্মসু নিয়মে নোপাদেয়ম্ ? উত অনিয়মেন ? ইতি বিশয়ে  
আহ—“তন্নির্ধারণানিয়মঃ” ইত্যাদি ।

নির্ধারণং নাম নিশ্চয়েনাবধারণম্। তন্ত—উদগীথাত্যুপাসনন্ত যৎ অবশ্যকর্তব্যতয়া গ্রহণং,  
তন্ত অনিয়মঃ ব্যভিচারঃ অবশ্যকর্তব্যতাভাব ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদৃষ্টে:—“তেনোভৌ কুরুতঃ  
যশৈচতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ” ইত্যুভয়তাদর্শনাৎ। হি যতঃ প্রবলকৰ্ম্মান্তরফলেন যঃ  
প্রতিবন্ধঃ প্রকৃতকৰ্ম্মফলোদয়ে বিলম্বনম্, তন্ত্রাভাব এব পৃথক্—প্রকৃতকৰ্ম্মফলাদন্তঃ ফলম্, নতু  
কৰ্ম্মোপাসনয়োরেকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্যে যে, যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মের অঙ্গসমূহ অবলম্বনে উদগীথাদি উপাসনা বিহিত আছে,  
সেই উপাসনা কি সমস্ত কৰ্ম্মেই অবশ্য কর্তব্য ? অথবা কৰ্ত্তার ইচ্ছাধীন মাত্র ? এতদ্বত্তরে  
বলিতেছেন—কৰ্ম্মেতে যে, অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে, ঐরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, “যাহারা  
এইরূপ জানে ( উপাসনা করে ), এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই  
কৰ্ম্ম করিয়া থাকে”, এইরূপে উভয়প্রকারই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ  
উপাসনা দ্বারা অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মগুলি কেবল সমধিক শক্তি লাভ করে মাত্র ; তাহার ফলে  
অগ্রান্ত বলবত্তর কৰ্ম্মফলে এই কৰ্ম্মফলের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে পারে না। ইহা হইতেছে  
প্রকৃত কৰ্ম্মফল হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল ; কাজেই কৰ্ম্মেতে উপাসনার একান্তকর্তব্যতা  
নাই ॥৩॥৩॥৪১॥ ]

[ সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাদিকরণ ॥১৭॥ ]

“ওম্” ইত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” [ ছান্দোঃ ১।১।১ ] ইত্যাদীনি  
কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুপাসনানি কৰ্ম্মাঙ্গভূতৌদগীথাদিমুখেন জুহ্বাদিমুখেন পৰ্বতা-  
দিবং কৰ্ম্মাঙ্গত্বেন নিরুতানুষ্ঠানানীতি—উদগীথাত্যুপাসন-সম্বন্ধিনঃ “যদেব  
বিদ্যয়া কৰোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্যবত্তরং ভবতি” [ ছান্দোঃ

কৰ্ম্মাঙ্গ ‘জুহু’ প্রভৃতির যেমন পত্রময়তা বিহিত আছে, তেমন কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বন  
করিয়াও ‘উদগীথাবয়ব ‘ওম্’ অক্ষরকে উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি উপাসনার বিধান করা  
হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত উপাসনা ‘কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনা’ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; অধিকন্তু উদগীথোপা-  
সনা সম্বন্ধে ‘বিদ্যা বা উপাসনা সহকারে যে কোন কৰ্ম্ম করা হয়, তাহাই সমধিক বীৰ্যবান হয়’

১১১০] ইতি বর্তমান-নির্দেশস্ত পৰ্ণতাদিগম্বদ্যাপা-শ্লোকশ্রবণং পৃথক-  
ফলকল্পনাযোগাৎ ক্রতুযু নিষ্যমেনোপসংহার্যানীতি । এবং প্রাপ্তে  
প্রচক্ষমহে—তন্নির্ধারণানিয়মঃ—ইতি ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নির্ধারণঃ নিশ্চয়েন মনসোহবস্থাপনম্—ধ্যানমিত্যর্থঃ ; তন্নির্ধারণা-  
নিয়মঃ—কৰ্ম্মসু উল্লীখোপাসনানামনিয়মঃ ; কৃতঃ ? তদৃষ্টেঃ—উপলভ্যতে  
হি উপাসনানুষ্ঠানানিয়মঃ—“তেনোভৌ কুরুতঃ—যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ  
ন বেদ” [ ছান্দো ১.১১০ ] ইত্যবিদুষোহপ্যনুষ্ঠানবচনাৎ । ন  
চাক্ষে সত্ব্যুপাসনশ্চানুষ্ঠানানিয়ম উপপদ্যতে । এবমুপাসনশ্চানুষ্ঠানস্বত্বে  
নিশ্চিত্তে সত্ব্যুপাসনবিধেঃ ফলাকাঙ্ক্ষায়াং ‘রাত্রিসত্রাত্ম্যেন’ বীৰ্য্যবত্তরত্বং  
কৰ্ম্ম-ফলাৎ পৃথগ্ভূতং ফলমিত্যবগম্যতে ।

এইরূপে বর্তমানকালীন ক্রিয়া পদের ( ‘করোতি’ পদের ) নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে,  
পৰ্ণময়ী জুহুর স্থলে যেমন পাপশ্লোক ( অঙ্গমল কথা ) শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফলরূপে কল্পিত  
হইয়াছে, এখানে ত সেরূপ পৃথক্ ফল কল্পনা করিবার উপায় নাই ; সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে  
অবশ্যই ঐ সমস্ত উপাসনার উপসংহার করিতে হইবে । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার আমরা  
বলিতেছি—“তন্নির্ধারণানিয়মঃ” ইত্যাদি ( ৭২ ) ।

নির্ধারণ অর্থ—নিশ্চয়রূপে মনঃস্থাপন, অর্থাৎ ধ্যান । তন্নির্ধারণানিয়ম অর্থ—কৰ্ম্মেতে  
উল্লীখাদি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতার অভাব ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া  
যায় । কেন না, ‘যে লোক এইরূপ জানে, এবং যে লোক এইরূপ জানে না, তাহার উভয়েই কৰ্ম্ম  
করে’ এই শ্রুতিতে অবিদ্বানের পক্ষেও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কথা থাকায় উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই  
( অবশ্যকর্তব্যতার অভাবই ) দেখিতে পাওয়া যায় । আর উপাসনা যদি কৰ্ম্মাঙ্গই হইত, তাহা  
হইলে কামিন্‌কালেও তদনুষ্ঠানের অনিয়ম হইতে পারিত না ।

পক্ষান্তরে, উপাসনাবিধি যদি কৰ্ম্মাঙ্গই না হয়, তাহা হইলে উপাসনাবিধির ফল জানিতে  
গেলে ‘রাত্রিসত্র’ ত্রায়াহুসারে কৰ্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র অধিক-বীৰ্য্যবত্তাই তাহার ফল বলিয়া  
প্রতীত হইয়া থাকে ( ৭৩ ) ।

( ৭২ ) তাৎপৰ্য্য—এই ‘তন্নির্ধারণানিয়মবিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কৰ্ম্মাঙ্গপ্রতি  
উল্লীখোপাসনা । (২) সংশয়—কৰ্ম্মানুষ্ঠানে উল্লীখোপাসনা অবশ্যকর্তব্য কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—উল্লীখোপাসনা  
বধন কৰ্ম্মাঙ্গপ্রতি, তখন কৰ্ম্মানুষ্ঠানমাত্রই উল্লীখোপাসনা অবশ্য কর্তব্য । (৪) উত্তর—উল্লীখোপাসনা কৰ্ম্মাঙ্গ  
হইলেও বধন উহার ফল কর্তব্য হইতে স্বতন্ত্র-বীৰ্য্যবত্ত মাত্র, তখন কৰ্ম্মানুষ্ঠানে উল্লীখোপাসনার একান্ত  
আবশ্যকতা নাই । (৫) নির্ণয়—স্বতঃপ্রসঙ্গ, কৰ্ম্মফলের বীৰ্য্যবত্তা সম্পাদনের ইচ্ছা থাকিলেই উল্লীখোপাসনা করিবে ।

( ৭৩ ) তাৎপৰ্য্য—‘রাত্রিসত্র’ স্তারটি এই প্রকার,—“প্রতিষ্ঠিত্তি হ বা এতে, য এতী রাত্রী-  
কপয়তি” এই ‘অর্থবাদ’ বাক্য হইতেও কৰ্ম্মাঙ্গের পৃথক্ ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে

কিমিদং বীৰ্য্যবত্তরত্বম্ ? কৰ্ম্মফলশ্চৈবাপ্রতিবন্ধঃ । প্রতিবধ্যতে  
হি কৰ্ম্মফলং প্রবলকৰ্ম্মান্তর-ফলেন তাবন্তং কালম্ ; তদভাবোহপ্রতি-  
বন্ধঃ । স হ্যপ্রতিবন্ধঃ কৰ্ম্ম-ফলাৎ স্বর্গাদি-লক্ষণাৎ পৃথগ্ভূতমেব ফলম্ ।  
তদিদমুচ্যতে—পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিতি । অতঃ কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণামপি  
পৃথক্ফলত্বাদ্ গোদোহনাদিবৎ কৰ্ম্মসূদগীথাহ্যুপাসনানাম্ অনিয়মেনোপ-  
সংহারঃ ॥৩৥৩৥৪১॥ ]

[ ইতি সপ্তদশং তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥ ]

প্রদানাদিকরণম্ । ] প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩৥৩৥৪২॥

[ পদচ্ছেদঃ—প্রদানবৎ ( ইন্দ্রাদিদেবতা উদ্দেশে হবিঃপ্রদানের জ্ঞায় ) এব ( নিশ্চয় )  
তদুক্তম্ ( তাহা কথিত আছে ) । ]

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই ‘বীৰ্য্যবত্তরত্ব’ কথার অর্থ কি ? [ উত্তর - ] কৰ্ম্মফলের  
অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা না থাকা । অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বলবত্তর অপর কৰ্ম্ম-ফল যত  
কাল উপস্থিত থাকে, ততকাল সেই প্রবল কৰ্ম্মফল দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্বল কৰ্ম্ম-ফল  
গুলি প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা না হওয়াই অপ্রতিবন্ধ, ( এবং তাহাই বীৰ্য্যবত্তরত্ব ) । সেই যে,  
অপ্রতিবন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গাদি কৰ্ম্মফল ( কৰ্ম্ম-লভ্য স্বর্গাদি ফল ) অপেক্ষা পৃথক্ বা স্বতন্ত্র  
ফল । ইহাই সূত্রস্থ “পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে । অতএব  
উদনীথাদি উপাসনা কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত হইলেও, উহাদের যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন  
কৰ্ম্মাঙ্গ গো-দোহনাদির জ্ঞায় (\*) কৰ্ম্মমাত্রেই উদ্দেশ্যাদি উপাসনারও উপসংহার করা একান্ত  
আবশ্যক নহে ॥৩৥৩৥৪১॥

[ ইতি সপ্তদশং তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥ ]

অর্থবাদ বাক্যে যে, প্রতিষ্ঠালাভের কথা আছে, ইহা যজ্ঞ হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা অন্তত  
ক্রিয়াজ্ঞের স্বতন্ত্র ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তদনুসারে এখানেও ক্রিয়াজ্ঞ উপাসনার অধিক বীৰ্য্যলভ-  
রূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে ।

(\*) তাৎপর্য্য—যজ্ঞে যে চরুপাকের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—“গোদোহন পশুকামস্ত  
পণয়েৎ”, অর্থাৎ যে ব্যক্তির পশু-সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ আছে, তাহাকে গোদোহন করিয়া চরুপ্রস্তুত করিতে  
হইবে । এখানে যজ্ঞীয় চরুপাকের নিত্যতা থাকিলেও তদঙ্গ গোদোহনের নিত্যতা নাই ; যাহার ঐরূপ ফলেচ্ছা  
আছে, তাহার পক্ষেই গোদোহন কর্তব্য, অন্তের পক্ষে নহে । এখানেও তদঙ্গ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যখন পৃথক্  
ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন উহারও নিত্যকর্তব্যতা নাই, কৰ্ম্মফলের বীৰ্য্যবত্তা লাভে যাহার অভিলাষ আছে, তাহার  
পক্ষেই উপাসনার আবশ্যকতা, অন্তের পক্ষে নহে ।



[ সরলার্থঃ—দহরবিজ্ঞায়াং “তদ্ য ইহাঙ্গানমনুবিদ্ব ব্রজন্ত্যোতাংশ্চ সত্যান্ কামান্” ইত্যত্র পরমাত্মচিন্তনবৎ অপহতপাপুত্বাদিগুণানামপি পৃথক্ চিন্তনং বিহিতম্ । গুণচিন্তনে চ তদগুণ-বিশিষ্টতয়া পরমাত্মচিন্তনমপি তত্র করণীয়ম্, নবা? ইতি সংশয়ে আহ—“প্রদানবদেব” ইত্যাদি ।

গুণিনঃ পরমাত্মনঃ স্বরূপত ঐক্যেহপি তত্তদগুণবিশিষ্টাকারস্ত ভেদাৎ প্রদানবৎ তচ্চিন্তনম্ আবর্তনীয়মেবেত্যর্থঃ । যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালম্, ইন্দ্রায়াদিরাজ্যৈক্সায় স্বরাজ্ঞে” ইত্যত্র ইন্দ্রশ্চৈক্যেহপি রাজত্বাদি-বিশিষ্টতয়া আকারভেদাৎ দেবতাভেদঃ, তেন চ তদ্বদেগুণ-হবিঃপ্রদানাবৃদ্ধিঃ, অত্রাপি তথৈত্যর্থঃ । তদ্বক্তব্যং মীমাংসা-সংকর্ষণকাণ্ডে “নানা বা দেবতা পৃথক্ভাৎ” ইতি ।

দহরবিজ্ঞাতে আছে—‘যাহারা এই আত্মাকে এবং তদীয় এই সত্যকামত্বাদি গুণসমুদয় অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে যে, প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে কি না । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—দেবরাজ ইন্দ্র স্বরূপতঃ এক হইলেও যেমন বিভিন্নগুণবোণে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃপ্রদানের বিধান আছে, তেমনি এখানেও উপাস্ত পরমাত্মা এক হইলেও গুণভেদে যখন তাঁহার আকারগত বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে । গুণভেদে যে, দেবতারও স্বরূপভেদ হয়, মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ডে তাহা উক্ত আছে ॥৩৩॥৪২॥ ] [ অষ্টাদশ প্রদানাদিকরণ ॥১৮॥ ]

দহরবিজ্ঞায়াং “তদ্ য ইহাঙ্গানমনুবিদ্ব ব্রজন্ত্যোতাংশ্চ সত্যান্ কামান্” [ ছান্দোগ্যো ৮।১।৬ ] ইতি দহরাকাশস্ত পরমাত্মন উপাসনমুক্ত্বা “এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্” ইতি গুণানামপি পৃথগুপাসনং বিহিতম্ । তত্র সংশয়ঃ—গুণচিন্তনেহপি তদগুণবিশিষ্টতয়া দহরস্তাত্মনাশ্চিন্তনমাবর্তনীয়ম্, উত ন, ইতি । দহরাকাশশ্চৈব অপহতপাপুত্বাদীনাং গুণিত্বাৎ তস্ত চ সাক্ষদেবানু-

ছান্দোগ্যোপনিষদের দহরবিজ্ঞাপ্রকরণে পঠিত আছে—‘যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে এবং তদীয় সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে’ ইত্যাদি । এই স্থলে প্রথমতঃ দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া “এতান্ চ সত্যান্ কামান্” কথায় আবার তদীয় গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিধান করিয়াছেন । তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, গুণ-চিন্তাকালে কি সেই সেই গুণযুক্ত দহর-আত্মারও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে, অথবা করিতে হইবে না । কিন্তু এক দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মাই যখন অপহতপাপুত্বাদি গুণগণের আশ্রয়—গুণী, তখন তাহাকে একবার চিন্তা করিলেই চলিতে পারে ; স্তবরাং

সন্ধাতুং (\*) শক্যত্বাদ্ গুণার্থং তচ্চিস্তনং নাবর্তনীয়ম্ ; (†) ইতি  
প্রাপ্ত উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

“প্রদানবদেব” ইতি । প্রদানবদাবর্তনীয়মেবেত্যর্থঃ । যদ্যপি দহ-  
রাকাশ এক এবাপহতপাপুত্বাদিগুণানাং গুণী ; স চ প্রথমং চিস্তিতঃ ;  
তথাপি স্বরূপমাত্রাদ্ গুণবিশিষ্টাকারস্য ভিন্নত্বাৎ “অপহতপাপু বিজরঃ”  
[ ছান্দো ০ ৮।১।৫ ] ইত্যাদিনা গুণবিশিষ্টতয়া চোপাস্ত্যত্বেন বিহিতত্বাৎ  
পূর্ব্বং স্বরূপোপানুসংহিতস্য অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্টতয়া অনুসন্ধানার্থমা-

গুণের অনুরোধে বারংবার তাহার চিন্তা করা অনাবশ্যক । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—  
“প্রদানবদেব” ইত্যাদি (‡) ।

প্রদানের স্থায় নিশ্চই বারংবার চিন্তা করিতে হইবে । যদিও এক দহরাকাশই অপহত-  
পাপুত্বাদি গুণসমূহেরও আশ্রয়—গুণী হউক, এবং যদিও প্রথমেই তাহার চিন্তা সম্পন্ন হইয়া  
থাকুক, তথাপি, দহরাকাশের যাহা স্বাভাবিক রূপ, গুণবিশিষ্ট রূপটি নিশ্চই তাহা হইতে  
ভিন্ন ; সুতরাং ‘তিনি নিম্পাপ ও জবারহিত’ ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশিষ্ট রূপেও তাহার  
উপাসনা বিহিত হওয়ার বৃত্তিতে হইবে যে, দহরাকাশ প্রথমে অবিশেষিতভাবে উপাসিত  
হইলেও, অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে পুনরপি তাহার উপাসনা করিতেই হইবে (§) ।  
রাজত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও যেমন, ‘রাজা ইন্দ্ৰের উদ্দেশ্যে একাদশ

(\*) নদৈবানুসন্ধাতুন্ম ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) নানুবর্তনীয়ম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—এই ‘প্রদানাবিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্ট  
দহরাকাশের উপাসনা । (২) সংশয়—ভিন্ন ভিন্ন গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার দহরাকাশেরও চিন্তা করিতে  
হইবে কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অপহতপাপুত্বাদি গুণগুলি পৃথক্ হইলেও সেই সমস্ত গুণের আশ্রয় গুণী যখন  
এক, অথচ তাহারও যখন স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা বিহিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর চিন্তা  
করিবার আবশ্যক হয় না । (৪) উত্তর না,—দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণযোগে  
যখন তাহার স্বরূপেরও বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ।  
(৫) নির্ণয়—অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে দহরাকাশের চিন্তারও আবৃত্তি করিতে হইবে ॥

(§) তাৎপৰ্য্য—কোন কোন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ হইয়া  
থাকে । কেন না, বিশেষণবৃত্ত বস্তুটি স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার বিশেষণগুলি যখন ভিন্ন ভিন্ন, এবং এক  
বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায় বস্তুটিকে যেরূপ মনে করা হয়, অপর বিশেষণযোগে স্বরূপতঃ মনে করা হয় না ;  
তখন বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ স্বীকার করা অনুচিত হইতে পারে না । এই নিয়মানুসারে বৃত্তিতে  
হইবে যে, দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও অপহতপাপুত্বাদি বিভিন্ন বিশেষণযোগে নিশ্চই বিভিন্নাকারে  
প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং বিভিন্নাকার বস্তুর একবার মাত্র চিন্তায় কখনই সকল রূপের চিন্তা সিদ্ধ  
হইতে পারে না ; কাজেই প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবারই দহরাকাশের চিন্তা করিতে হইবে ॥

বৃত্তিঃ কর্তব্য৷ ; যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোড়াশমেকাদশকপালং নির্বপেৎ”  
 “ইন্দ্রায়াধিরাজায়” “ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে” [ যজুঃ ২ কাঃ ৩ প্রঃ ৬ অনুঃ ]  
 ইতীন্দ্রশ্চৈব রাজত্বাদিগুণবিশিষ্টেহপি ততদ্গুণসম্বন্ধ্যাকারস্য ভিন্নত্বাৎ  
 প্রদানাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে । তদ্ব্যক্তং সাক্ষর্য্যেণ “নানা বা দেবতা পৃথক্ত্বাৎ”  
 [ মীমাঃ ] ইতি ॥৩৩৥৪২॥ [ অষ্টাদশং প্রদানাদিকরণম্ ॥১৮॥ ]

লিঙ্গভূয়স্বাদিকরণম্ । [ লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩৩৥৪৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গভূয়স্বাৎ ( তদগ্রাহক হেতুর বাহুল্য বশতঃ ) তৎ ( তাহা ) হি ( নিশ্চয়ে )  
 বলীয়ঃ ( সমধিক বলবান ), তৎ ( তাহা ) অপি ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—তৈত্তিরীয়ে দহরবিজ্ঞানস্তরং “সহস্রশীর্ষং দেবম্ বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভবম্ । বিশ্বং-  
 নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্ ।” ইত্যারভ্য “সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্” ইত্যন্তং পঠিতমস্মি ।  
 অত্র কিং প্রকৃতদহরবিজ্ঞোপাস্ত্রমেব উপাস্ত্রত্বেন বিধীয়তে ? উত সর্কবিজ্ঞাত্পাস্ত্রম্ ? ইতি  
 সশয়ে, আহ—অত্র হি নারায়ণশব্দেন প্রাকরণিক-দহরবিজ্ঞোপাস্ত্রমাত্রং ন বিধীয়তে, অপিতু  
 পরবিজ্ঞাত্ সর্কাত্পাস্ত্রম্ । কুতঃ ? লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদগ্রাহক-বাক্যবাহুল্যাদিতার্থঃ । তৎ হি বাক্যঃ  
 প্রকরণাৎ বলীয়ঃ, বলবত্ত্বমিত্যর্থঃ । তদপি - প্রকরণাদ্ বাক্যবলীয়স্তদপি পূর্ব্বমীমাংসায়ঃ  
 “শ্রুতিলিঙ্গ-বাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ধ্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” ইত্যুক্তম্ ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দহরবিজ্ঞার পরেই ‘সহস্র মন্তকসূক্ত দৌপ্তিমান্, বিশ্বদর্শী, বিশ্বকারণ,  
 বিশ্বায়ক, নির্বিকার পরম প্রভু নারায়ণকে [ ভজনা করিবে ]’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া  
 ‘তিনি পরম অক্ষর ( অব্যয় ) ও স্বপ্রকাশ’ এই পর্য্যন্ত পঠিত আছে । এখানে নারায়ণ-শব্দে  
 কেবল দহরবিজ্ঞার উপাস্ত্রমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু নিখিল পরবিজ্ঞায় যিনি উপাস্ত্র, তাহারই  
 উপাসনা বুঝিতে হইবে । কারণ ? তাহারই গ্রাহক প্রচুরপরিমাণে বাক্য রহিয়াছে ;  
 প্রকরণ অপেক্ষাও যে, বাক্যই বলবান, একথা পূর্ব্বমীমাংসায়ও কথিত আছে ॥৩৩৥৪৩॥ ]

[ উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্বাদিকরণ ॥১৯॥ ]

পাত্রে নিষ্পাদিত পুরোড়াশ ( একপ্রকাব হবনীয় দ্রব্য ) প্রদান করিবে,’ ‘অধিরাজ ইন্দ্র  
 উদ্দেশে’ ‘স্বরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে [ হবিঃপ্রদান করিবে, ]’ ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার গুণসম্বন্ধ বশতঃ  
 ইন্দ্রের রূপভেদ হওয়ায় বারংবার হবিঃপ্রদান করিতে হয়, [ ইহাও তজ্জপ ] । মীমাংসার  
 সংকর্ষণকাণ্ড নামক অংশেও একথা উক্ত আছে ; যথা—‘অথবা বিশেষ বিশেষ আকারগত  
 পার্থক্য নিবন্ধন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন, অতএব বিভিন্ন, গুণবিশিষ্ট দেবতা উদ্দেশে পৃথক্  
 পৃথক্ হবিঃ প্রদান করিতে হইবে’ ॥৩৩৥৪২॥ [ অষ্টাদশ প্রদানাদিকরণ ॥ ১৮ ॥ ]

তৈত্তিরীয়া দহরবিজ্ঞানসুত্রমধীয়তে—

“সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশস্ত্রুবম্ (\*) ।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভূম্ ॥” [তৈত্তি০ নারা০ ১]  
ইত্যারভ্য “সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্” ইত্যন্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিং  
পূর্বপ্রকৃত-বিদ্যুতৈকবিদ্যাত্বেন তদুপাস্ত্রবিশেষনির্দারণমেনেত্রিয়তে, উত  
সর্ববেদান্তোদিত-পরবিদ্যোপাস্ত্রবিশেষনির্দারণম্—ইতি । কিং যুক্তম্ ?  
দহরবিদ্যোপাস্ত্র-বিশেষনির্দারণমিতি । কুতঃ ? প্রকরণাৎ । পূর্বস্মিন্  
অনুবাকে দহরবিদ্যা হি প্রকৃতা—

“দহং বিপাপ্যাং পরবেশমভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যাসংস্থম্ ।

তত্রাপি দহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ॥”

[তৈত্তি০ নারা০ ১০ অনু০] ইতি । অস্মিংশানুবাকে “পদ্মকোশপ্রতীকাশং  
হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্” [ তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০ ] ইত্যাদিনা হৃদয়-  
পুণ্ডরীকাভিধানমস্ত্র নারায়ণানুবাকস্ত্র দহরবিদ্যোপাস্ত্র-নির্দারণার্থত্বমুপোদ-  
লয়তীতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—লিঙ্গভূয়স্বাৎ—ইতি ।

তৈত্তিরীয় শাখীরা দহরবিদ্যা সনাপ্তিব পথে, ‘সহস্র শিরোবিশিষ্টে বিশ্বদর্শী বিশ্বাক্ষর, বিশ্বাত্মক  
পরম প্রভু ও নির্বিকার দেব নারায়ণকে’ ইত্যাদি —‘তিনিই নিরতিশয় প্রকাশমান অক্ষর’ ইত্যন্ত  
উপাসনার বিষয় পাঠ করিয়া থাকেন । তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে কি পূর্বপ্রস্তাবিত  
দহরবিদ্যার সহিত সম্মিলিত ভাবে তৎসম্বন্ধেই উপাস্ত্রগত কিঞ্চিৎ বিশেষ নির্ধারণ করা  
হইতেছে ? অথবা সমস্ত পর বিদ্যাতে যিনি উপাস্ত্ররূপে অবধারিত আছেন, তদ্বিষয়েই বিশেষ  
কিছু নিরূপণ করা হইতেছে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? দহরবিদ্যায় যিনি উপাস্ত্র, তৎসম্বন্ধে  
বিশেষ নির্ধারণ পক্ষই । কারণ ? যেহেতু এখানে তাহারই প্রকরণ বা প্রস্তাব রহিয়াছে ।  
কেন না, পূর্ব অনুবাকে ( পরিচ্ছেদে ) দহরবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে—‘নিষ্পাপ দহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র  
হৃদয়েই পরমেষ্ঠের বাসগৃহ অর্থাৎ অভিযাক্তিস্থান, যাহা দেহমধ্যস্থ ‘পুণ্ডরীক’ নামে পরিচিত ;  
তাহারও মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তন্মধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহারই উপাসনা করিতে হইবে’  
ইতি । বিশেষতঃ ‘পদ্মকোশসদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়’ ইত্যাদি বাক্যে যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকেয়  
নাম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যার উপাস্ত্রই এই ‘নারায়ণ’  
অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) উপাসনীয়, (অথ কিছু নহে) । এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—“লিঙ্গ-  
ভূয়স্বাৎ” ইতি (+) ।

(\*) সম্ভবম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) চূঁতাৎপর্য—এই ‘লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণে’র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—নারায়ণানুবাকে পাঠিত  
নারায়ণোপাসনা । (২) সংশয়—ইহা কি পূর্ববর্তী দহরবিদ্যার উপাস্ত্র বস্তুরই উপাসনা-প্রকাশক ? অথবা

অশ্চ নিখিলপরবিদ্যোপাস্ত্র-বিশেষনির্দারণার্থত্বে ভূয়াংসি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে । তথাহি—পরবিদ্যাস্থ অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ-পর-তত্ত্ব-পরমাত্মাদিশব্দনির্দিষ্টমুপাস্ত্রং বস্তু ইহ তৈরেব শব্দৈরনুগু তস্ম নারায়ণত্বং বিধীয়তে ; ভূয়সীষু বিদ্যাস্থ শ্রুতাননুগু নারায়ণত্ববিধানভূয়স্বং—নারায়ণ এব সর্ববিদ্যামুপাস্ত্রম্ অশ্লীলত্বাদি-বিশেষিতানন্দাদিগুণকং পরং ব্রহ্মেতি বিশেষনির্ণয়ে ভূয়ঃ বহুতরং লিঙ্গং ভবতি ।

অত্র লিঙ্গ-শব্দঃ চিহ্নপর্যায়ঃ ; চিহ্নভূতং বাক্যং বহুতরমস্তীত্যর্থঃ । তদ্বি প্রকরণাদ্ বলীয়ঃ । তদপ্যুক্তং প্রথমকাণ্ডে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ-স্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌৰ্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” [পূর্বমী० ৩।৩।১৪] ইতি ।

সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্রগত বিশেষ নির্দারণেই যে, ইহার তাৎপর্য্য, তদ্বিশেষে প্রভূত-পরিমাণে চিহ্ন বা অনুকূল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় । দেখ, সাধারণতঃ পর বিদ্যার উপাস্ত্র বস্তুটি ( উপাস্ত্র পদার্থটি ) অক্ষর, শিব, শম্ভু, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব ও পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দেই সর্বত্র নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক সেই সমস্ত শব্দেই তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, তাহার সৰ্ব্বত্র কেবল নারায়ণত্ব-ধর্ম্মেরই বিধান করা হইতেছে মাত্র । পরবিদ্যাপ্রতিপাদক বহুতর শ্রুতিতে, যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, এখানে যে, সেই গুণসমূহেরই অনুবাদ বা পুনঃকথনপূর্বক একমাত্র নারায়ণত্বেরই বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্র নারায়ণই যে, এখানে অশ্লীলত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত ও আনন্দাদি গুণসম্পন্ন পরব্রহ্মরূপ, একপ অর্থবিশেষ নির্দারণের পক্ষে প্রভূত পরিমাণে ‘লিঙ্গ’ আছে ।

এখানে ‘লিঙ্গ’ শব্দটি ‘চিহ্ন’ শব্দের সমানার্থক ; বুঝিতে হইবে যে, চিহ্নভূত বহুতর বাক্য আছে । বাক্য ত প্রকরণ বা প্রস্তাব অপেক্ষাও বলবান্ । এ কথা প্রথম কাণ্ডেও ( পূর্বমীমাংসায়ও ) কথিত আছে,—‘শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ সমস্ত হেতুগুলির একত্র সম্ভাবনা হইলে, ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর হেতুগুলি বিলম্বে অর্থপ্রতীতি জন্মায় বলিয়া পূর্বাপেক্ষা দুর্বল’ ইতি ।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উপাস্ত্র বস্তুর উপাসনা-প্রকাশক ? (৩) পূর্বপক্ষ—পূর্বের যখন দহরবিদ্যার প্রসঙ্গ গিয়াছে, তখন প্রকরণানুসারে এই উপাসনাও দহরবিদ্যায় উপাস্ত্রেরই উপাসনা-প্রকাশক । (৪) উত্তর—না, প্রকরণ অপেক্ষাও বাক্যই বলবান্, অথচ পরবর্তী বাক্যে যখন স্পষ্টই নারায়ণের কথা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা-প্রকাশক । (৫) নির্ণয়—অতএব নারায়ণ-শব্দে কেবল দহর-বিদ্যোপাস্ত্র ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে না, সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্রকেই বুঝিতে হইবে ॥

যত্নুং “পদ্মকোশ-প্রতীকাশম্” [ তৈত্তি০ নার০ ১১ অনু০ ] ইত্যাদিবিচনং দহরশেষত্বমস্তোপোদ্বলয়তি—ইতি ; তন্ম ; বলীয়সা প্রমাণেন সৰ্ববিদ্যোপাস্ত-নির্দ্ধারণার্থত্বেহবধূতে সতি দহরবিদ্যায়ামপি তৈশ্চব নারায়ণস্তোপাস্তত্বেন তদ্বচনোপপত্তেঃ । নচ “সহস্রশীৰ্ষম্” ইত্যাদি-দ্বিতীয়ানির্দেশেন পূর্বানুবাকোদিতোপাসিনা সম্বন্ধঃ শঙ্কনীয়ঃ ; “তস্মিন্ যদন্তুতুপাসিতব্যম্” [ তৈত্তি০ নার০ ১০ অনু০ ] ইত্যু-পাসি-গতেন কৃত্যপ্রত্যয়েনোপাস্তস্ত কৰ্ম্মণোহভিহিতত্বাৎ তদুপাস্তে দ্বিতীয়ানুপপত্তেঃ । “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ” [ তৈত্তি০ নার০ ১১ অনু০ ] ইত্যাদিপ্রথমনির্দেশাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়া বেদিতব্যা ।

“অন্তর্বহিঃ চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ।”

“তস্মাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ ॥”

[ তৈত্তি০ নার০ ১১ অনু০ ]

আর যে, বলা হইয়াছে—“পদ্মকোশপ্রতীকাশং” বাক্যই উক্ত বাক্যের দহরাধীনতা সমর্থন করিতেছে। তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রমাণ দ্বারা যদি সমস্ত পরবিদ্যোপাস্তের উপাসনাই নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ত সেই দহরবিদ্যাতেও নারায়ণের উপাসনা স্বীকার করিলেই সেই “পদ্মকোশ” বাক্যেরও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। আর যে, “সহস্রশীৰ্ষং” পদে দ্বিতীয়া নির্দেশ থাকায় ইহার সহিত পূর্বানুবাকস্থ উপাসনা-বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে ; এরূপ শঙ্কা করাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, পূর্বানুবাকে আছে—“তস্মিন্ যদন্তুঃ, তদুপাসিতব্যম্”, এখানে ‘উপাসিতব্য’ পদে কৃত্য-প্রত্যয় (তব্য) দ্বারা কৰ্ম্মভূত (প্রথমাস্ত) উপাস্তের নির্দেশ থাকায়, তাহার কৰ্ম্মপদেও (‘সহস্রশীৰ্ষং’ শব্দেও) আর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” (পুরুষই এই সমস্ত জগৎ), “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ” (নারায়ণই একমাত্র পর তত্ত্ব), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমা বিভক্তি থাকায় “সহস্রশীৰ্ষং” পদেও প্রথমা বিভক্তির অর্থেই দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ ‘নারায়ণই সৰ্ব বস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’, ‘তাহার শিখার মধ্যে অর্থাৎ সেই জ্যোতির উপরে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন,’ তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অঙ্কর এবং তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ ‘স্বপ্রকাশ,’ এই সমস্ত

ইতি-নির্দেশৈঃ সৰ্বস্ম্যাং পরো নারায়ণ এব সৰ্বব্রোপাস্থ ইতি  
নির্ণায়মানস্বাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়েতি নিশ্চীয়তে ॥৩৩৥৪৩৥

[ উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণম্ ॥১৯৥ ]

[ পূর্বপক্ষঃ— ]

পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ । ] পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্ম্যাং

ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩৩৥৪৪৥

[ পদচ্ছেদঃ—পূর্ববিকল্পঃ ( পূর্বপ্রস্তাবিত অগ্নির সহিত বিকল্প—পাক্ষিক অমুষ্ঠান )  
প্রকরণাৎ ( যেহেতু তাহারই প্রকরণ বা প্রসঙ্গ ), স্ম্যাং ( হইতে পারে ) ক্রিয়া ( অমুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম ),  
মানসবৎ ( যেমন দ্বাদশাহ-বাগাস্ত্র মানস গ্রহের হয় ) । ]

[ সরলার্থঃ—বাক্সনেন্যেকঃ অগ্নিরহস্তে “মনশ্চিতো বাক্চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ”  
ইত্যাদিনা মনশ্চিত প্রভৃতয়োঃ স্ম্যাং বিদ্যাত্মকঃ সমায়ামন্তে । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে ক্রিয়াত্মক-  
বাগাস্ত্রভূতাঃ ? উত জ্ঞানময়-বাগাস্ত্রভূতাঃ ? ইতি । তত্রাহ—“পূর্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি ।

পূর্বশ্চেব ইষ্টক-চিত্তাধেবিকল্পঃ—প্রকারভেদেনোপদেশোহয়ং ক্রিয়াস্ত্রভূতঃ স্ম্যাং ; কৃতঃ ?  
প্রকরণাৎ ; প্রকরণং হি তশ্চেষ্টকচিত্তাধেবিতং বর্ততে । তত্র ‘মানসবৎ’ ইতি দৃষ্টান্তোপ-  
স্থাসঃ ;—যথা দ্বাদশাহবাগে গ্রহস্ত মানসত্বেহপি ক্রিয়াস্ত্রত্বম্, তথাত্মাপীত্যর্থঃ ॥

বাক্সনেন্যেকোপনিষদের অগ্নিরহস্তে ‘বাক্চিত মনশ্চিত’ প্রভৃতি বিদ্যাত্মক অগ্নির কথা  
উল্লিখিত আছে । সেখানে সংশয় এই যে, ঐ সমস্ত অগ্নি কি ক্রিয়াত্মক বাগেরই অঙ্গভূত ?  
অথবা কেবল জ্ঞানাত্মক বাগের অঙ্গভূত ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, ইহা পূর্বোক্ত ইষ্টকচিত্ত  
অগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ইহা ক্রিয়া—ক্রিয়াত্মক বাগেরই অঙ্গস্বরূপ ।  
কারণ ? যেহেতু ইহা তাহারই প্রকরণ, অর্থাৎ যেহেতু ক্রিয়াময় বাগেরই প্রকরণে পঠিত ;  
অতএব দ্বাদশাহ বাগের ‘গ্রহ’ ( হবনীয় দ্রব্যাদির পাত্রবিশেষ ) যেরূপ মানস বা মনঃকল্পিত  
হইলেও ক্রিয়াস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই  
ক্রিয়াস্ত্র হইবে ॥৩৩৥৪৪৥ ] [ পূর্ববিকল্পাধিকরণ ॥২০৥ ]

বাক্সনেন্যেকে অগ্নিরহস্তে মনশ্চিতাদয়োঃ স্ম্যাং শ্রুয়ন্তে—“মনশ্চিতো

নির্দেশ থাকায় স্থির হইতেছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিদ্যার একমাত্র উপাস্ত্র ;  
সুতরাং ইহা হইতেও “সহস্রশীর্ষং” শব্দে প্রথমাবিভক্তিস্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বুঝা  
যাইতেছে ॥৩৩৥৪৩৥ [ উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণ ॥১৯৥ ]

বাক্সনেন্যেকোপনিষদের ‘অগ্নিরহস্ত’ নামক প্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ আছে ।

বাক্চিতঃ প্রাণচিত্চক্ষুশ্চিতঃ কশ্চচিত্তোহগ্নিচিতঃ” [ তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০ ] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে মনশ্চিত্তাদয়ঃ সম্পাদিকত্বেন বিদ্যারূপায়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপাঃ, আহোস্থিৎ বিদ্যাময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন বিদ্যারূপা এব, ইতি বিশয়ে ক্রিয়ারূপত্বং ভাবদাহ—পূর্ববিকল্পঃ—ইত্যাदिना ।

চিত্তাগ্নিত্বেন সম্পাদিতানামেষাং মনশ্চিত্তাদীনাং ক্রত্বনুপ্রবেশ-সাকাজ্ঞাণাং স্বদেশে ক্রতুবিধ্যভাবাৎ পূর্বত্ব “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” [ তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০ ] ইত্যাदिना ইষ্টকচিত্তস্থাগ্নেঃ প্রকৃতত্বাৎ, তস্মৈ চ ক্রিয়াময়-ক্রত্বব্যভিচারিত্বেন তত্র ক্রতুসম্মিধানাৎ তৎপ্রকরণগৃহীতা মনশ্চিত্তাদয়ঃ তেনেষ্টকচিত্তেনাগ্নিনা বিকল্প্যমানাঃ ক্রিয়ারূপা এব স্যঃ ।

যথা—‘মনশ্চিত ( যাহা মানস চিন্তা দ্বারা সম্পাদিত ), বাক্চিত ( বাক্য দ্বারা সম্পাদিত ), প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, শ্রোত্রচিত, কশ্চচিত ও অগ্নিচিত’ ইতি । তাহাতে সংশয় এই যে, মানস সংকল্প-সম্পাদিত বলিয়া বিদ্যাস্বরূপ এই মনশ্চিত্তাদি অগ্নি সমূহও কি ক্রিয়াত্মক বজ্র-সম্বন্ধী ক্রিয়া স্বরূপ ? অথবা জ্ঞানময় ক্রতুর অন্তর্ভূতরূপে বিদ্যাস্বরূপই বটে ? এইরূপ সংশয় হলে, “পূর্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি সূত্রে ইহার ক্রিয়ারূপত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন (\*) ।

অভিপ্রায় এই যে, চয়নযোগ্য ( যজ্ঞে যাহা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই ) অগ্নিরূপে পরিকল্পিত মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই কোনও বজ্রবিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, অথচ ইহাদের স্বপ্রকরণে কোন প্রকার বজ্রবিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । বিশেষতঃ ইতঃপূর্বে যখন ‘অগ্রে এই জগৎ অসৎ ( নাম-রূপে অনতিব্যক্ত ) ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও ইষ্টকচিত ( প্রকৃত যজ্ঞে যাহা গৃহীত হয়, সেই ) অগ্নিরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে ; সুতরাং ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিতই সেই অগ্নির অব্যভিচারী সম্বন্ধের নিয়ম থাকায়, সম্মিহিত বা প্রস্তাবিত ক্রিয়াময় ক্রতুরই ( যজ্ঞেরই ) গ্রহণ করিতে হইবে ; অতএব সেই প্রকরণাধীন মনশ্চিত্তাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই সেই বজ্রীয় অগ্নির সহিত বিকল্প্যমান অর্থাৎ প্রকারভেদরূপে কল্পিত

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘পূর্ববিকল্পাবিকরণ । ইহা ৪৪শ হইতে ৫০শ পর্যন্ত সাত বৃক্ক লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবয়—বাক্সসনেরকে অগ্নিরহস্তোক্ত ‘মনশ্চিত-বাক্চিত’ প্রভৃতি অগ্নি সমূহ । (২) সংশয়—এ সমস্ত অগ্নি কি মনঃকল্পিত জ্ঞানাত্মক ? অথবা ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ক্রিয়াত্মক ? (৩) পূর্বপক্ষ—বদিও এ সমস্ত অগ্নি জ্ঞানময়ই বটে, তথাপি পূর্বে প্রকরণোক্ত ক্রিয়াত্মক বজ্র-সম্পর্কিত অগ্নির বিকল্প বা প্রকারভেদ—ক্রিয়া-সম্বন্ধীই বটে । (৪) উত্তর—না, ইহা পূর্বপ্রকরণোক্ত বজ্রাদ অগ্নির প্রকারভেদ নহে ; এ সমস্ত শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকই বটে । (৫) নির্ণয়—অতএব মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহকে যত্ন বিদ্যাময় যজ্ঞেরই অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ।



বিদ্যারূপাণামপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপত্বং মানসগ্রহ-  
বদ উপপত্ততে । যথা দ্বাদশাহে অবিবাক্যে দশমেহহনি মানস-গ্রহস্য  
মনোনিষ্পাত্ত-গ্রহণাসাদন-স্তোত্র-শস্ত্র-প্রত্যাহরণ-ভক্ষণত্বেন বিদ্যারূপত্বাপি  
ক্রিয়াময়-ক্রত্বস্ততয়া ক্রিয়ারূপত্বম্ ; তথেষাপি ॥৩৥৩৪৪॥

## অতিদেশোচ্চ ॥৩৥৩৪৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অতিদেশাৎ (মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নি ধর্ম্মের অতিদেশ  
করায়) ৫ ( ৩ ) । ]

[ সরলার্থঃ—“তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” ইতি তেষু পূর্ব্বোক্তেষ্টকচিতাগ্নি-  
ধর্ম্মাতিদেশাদপি তেন সর্হৈতেষাং বিকল্পঃ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ।

‘সেই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নির যাহা  
পরিমাণ’ এইরূপে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত (যজ্ঞাঙ্গ) অগ্নি-ধর্ম্মের অতিদেশ করাতেও বুঝায়। ইতিহে  
যে, মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নিরই বিকল্প বা প্রকার-ভেদ মাত্র ॥৩৥৩৪৫॥ ]

ইতশ্চ ইষ্টক-চিতেনাগ্নিনা মনশ্চিতাদীনাং বিকল্পঃ ক্রিয়ারূপত্বং  
চাবগম্যতে ; “তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” ইতি

ক্রিয়ায়কই হইবে। মানস বা চিন্তাময় গ্রহের ত্রায় (\*) মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ জ্ঞানাত্মক হইলেও  
ক্রিয়ায়ক যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রিয়ারূপেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। যেমন দ্বাদশাহ  
( দ্বাদশদিন-নিষ্পাত্ত ) বাগে দশমদিবসীয় মানস গ্রহের ( হবনীয় দ্রব্যাদির পাত্রবিশেষের )  
কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও কেবল মনে মনেই উহার গ্রহণ, উৎপাদন, স্তোত্র, শস্ত্র ( স্ত্রু-  
বিশেষ ), প্রত্যাহরণ ও ভক্ষণ সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া, উহা বিদ্যাময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ  
হইলেও যেমন ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া ক্রিয়ায়ক হইয়াছে, এখানেও তেমনি প্রকরণীয়  
যজ্ঞের অঙ্গসম্বন্ধ হওয়ায় মনশ্চিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়ারূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৥৩৪৪॥

এই কারণেও মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বিকল্প ও ক্রিয়ায়ক  
বলিয়া বুঝায়। ইতিহে ; যেহেতু ‘সেই মনশ্চিতাদি অগ্নির এক একটিই সেই পরিমাণ, যাহা

(\*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ যজ্ঞ ক্রিয়ায় যে অগ্নির চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাকে ‘ইষ্টকচিত’ অগ্নি  
কহে ; আর কেবল মনে মনে যে অগ্নিচয়নের চিন্তা করিতে হয়, তাহাকে ‘সাম্পাদিক’ বা মানস অগ্নি কহে।  
এই মনশ্চিতাদি অগ্নিও সেই সাম্পাদিক অগ্নিরই অন্তর্ভূত। এখন পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল যে, ইহা এখন ক্রিয়ায়ক  
যজ্ঞেরই প্রকরণ, এবং যজ্ঞে যখন অগ্নিচয়নের ব্যবস্থা নিয়তই রহিয়াছে, তখন মনশ্চিতাদি অগ্নিগুলি মন-কল্পিত  
বিদ্যাত্মক হইলেও অগ্নিরূপে কল্পিত হওয়ায়, বৃত্তিতে হইবে যে, এ সমস্ত অগ্নি পূর্ব্বপ্রকরণস্থ যজ্ঞাগ্নিরই স্থানবর্তী—  
ক্রিয়াসম্বন্ধী, কেবলই বিদ্যারূপী নহে। সিদ্ধান্তে বলা হইবে যে, যদিও ক্রিয়াময় যজ্ঞপ্রকরণে মনশ্চিতাদি  
অগ্নির পাঠ থাকুক, তথাপি পূর্ব্বপ্রকরণীয় যজ্ঞাগ্নির ধর্ম্ম ইহাতে অতিদৃষ্ট হওয়ায় এবং স্বতন্ত্রভাবে নিদ্বারণও থাকায়  
বৃত্তিতে হইবে যে, ইহা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যারূপ অগ্নি, ক্রিয়ায়ক অগ্নি নহে ।

পূর্বশ্চেষ্টক-চিত্তাশ্রয়েবীৰ্য্যং মনশ্চিত্তাদিষতিদিশ্যতে ; তেন তুল্য-  
কার্য্যত্বাদ্বিকল্পঃ । ততশ্চেষ্টকচিত্তবৎ তৎক্রতু-নিবর্তনেন তদঙ্গভূতা মন-  
শ্চিত্তাদয়ঃ ( ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন (\*) ) ক্রিয়ারূপা এবৈতি ॥৩॥৩॥৪৫॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

**বিঠৈব তু নির্দারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥৩॥৩॥৪৬॥**

[ পদচ্ছেদঃ—বিষ্ঠা এব ( নিশ্চয়ই বিষ্ঠা স্বরূপ ) তু (পূর্বপক্ষনিবারক) নির্দারণাৎ ( যেহেতু  
নির্দারণ আছে ), দর্শনাৎ ( যেহেতু দেখিতেও পাওয়া যায় ) চ ( এবং ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—মনশ্চিত্তাদয়ঃ বিঠৈব জ্ঞানাত্মকক্রত্বঙ্গভূতা এব ;  
কৃতঃ ? নির্দারণাৎ,—স্বত এব তেষাং বিষ্ঠারূপত্বে সিদ্ধেইপি “তে হৈতে বিষ্ঠাচিত্ত এব”  
ইতি বিশেষ্য নির্দারণং হি তেষাং বিষ্ঠারূপত্বং স্থচয়তি ; দর্শনাচ্চ—“মনসৈসু গ্রহা অগ্ন্যন্তু”  
ইত্যাদৌ চ ক্রতোবিষ্ঠাময়ত্বমপি হি দৃশ্যতে ।

আলোচ্য মনশ্চিত্তাদি অগ্নি যে, নিশ্চয়ই বিষ্ঠাস্বরূপ—কেবলই জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াময়  
যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বৈকল্পিক নহে, তাহা ‘এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই বিষ্ঠাচিত্ত’ এই নির্দারণ-বাক্য  
হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াজ্ঞান নিবৃত্তির জগুই  
প্রকৃপে বিশেষ করিয়া অবধারণ করা হইয়াছে ; নচেৎ মনশ্চিত্তাদি অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ  
বিষ্ঠাত্মকতাসত্ত্বেও আবার বিষ্ঠারূপত্ব বলিবার আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ ‘মনে মনে  
গ্রহসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি স্থলে যেমন মানস যজ্ঞাঙ্গেরও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ; এখানেও  
তেমনি অগ্নির মানসত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৪৬॥ ]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । যদুক্তম্—মনশ্চিত্তাদয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনু-  
প্রবেশেন ক্রিয়ারূপা এবৈতি ; নৈতদন্তি । বিষ্ঠারূপা ঐবৈতে—বিষ্ঠারূপ-

সেই পূর্বোক্ত অগ্নির পরিমাণ’, এখানে মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতে পূর্ববর্তী যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বীৰ্য্য বা  
ফলসাধন-শক্তি অতিদৃষ্ট ( আরোপিত ) হইতেছে। অতএব, উভয়েরই কার্য্য যখন একরূপ,  
তখন অবজ্ঞাই বিকল্প হইবে। অতএব ইষ্টকচিত্ত অগ্নি যেকরূপ যজ্ঞনির্দাহক, মনশ্চিত্তাদি  
অগ্নিও তেমনি যজ্ঞনির্দাহক ; সুতরাং মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী  
বিষ্ঠাস্বরূপ ॥৩॥৩॥৪৬॥

স্বত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াময় ক্রতুর  
সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় যে, ক্রিয়া স্বরূপই হইবে, বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেরূপ হইতে পারে না ;

কৃত্ত্বয়িন ইত্যর্থঃ । কৃত্ত্বঃ ? নির্দ্বারিণাং দর্শনাচ্চ । নির্দ্বারিণং তাবৎ—  
 “তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিত্তা ভবন্তি” ইতি ;  
 বাঙ্গানশ্চক্ষুরাদি-ব্যাপারাগাম্য ইষ্টকাদিবৎ চয়নানুপপত্তের্মনসা সম্পাদিতা-  
 য়িত্বেন বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেহপি “বিদ্যাচিতা এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে” ইতি  
 চাবধারণং বিদ্যাময়-কৃত্ত্বয়িনে বিদ্যারূপত্ব-জ্ঞাপনার্থমিতি নিশ্চীয়তে ।  
 দৃশ্যতে চ—অত্রৈবৈবাং শেষী বিদ্যারূপঃ কৃত্ত্বঃ—“তে মনসৈবাধীযন্ত  
 মনসৈবাচীযন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কৰ্ম্ম  
 ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞীয়ং কৰ্ম্ম, মনসৈব তেষু মনোময়েষু মনশ্চিৎসু  
 মনোময়মক্রিয়ত” [ ? ] ইতি । ইষ্টকচিত্তেষু যৎ ক্রিয়াময়ং যজ্ঞীয়ং  
 কৰ্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ মনোনির্বর্ত্তেষু মনশ্চিত্তাত্ম্যেষু মনোময়মেবাক্রিয়তেতি  
 বচনাৎ কৃত্ত্বুরপি বিদ্যাময়োহত্র প্রতীয়তে ॥৩॥৩॥৪৬॥

নম্বত্র বিধিপদাশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ইষ্টক-চিত্তাত্ম্য পুস্ত্যাপিত-

পরন্ত সে সমস্ত অগ্নি বিদ্যাস্বরূপই—বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধই বটে । কারণ ? যেহেতু এইরূপই নির্দ্বারিণ  
 ( অবধারণ ) রহিয়াছে, এবং অন্তত্বও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । তদ্ব্যতীত নির্দ্বারিণ এই  
 যে, ‘সেই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিতই বটে ; কেন না, এসমস্ত অগ্নি এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-  
 কর্তৃক সমাহৃত হইয়া থাকে’ ইতি । বাক্য, মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহের  
 কখনই যজ্ঞীয় অগ্নির দ্বারা চয়ন করা সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং ঐ সমস্ত অগ্নিকে  
 মনঃকল্পিত ( মানস ) অগ্নিরূপেই বুঝিতে হয় ; অতএব উহাদের বিদ্যারূপতা নিশ্চিত  
 সত্ত্বেও যে, পুনর্বার বিদ্যারূপত্ব অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিসমূহের  
 বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্যারূপত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে । বিশেষতঃ এইপ্রকরণেই  
 উক্ত অগ্নিসমূহের অঙ্গীস্বরূপ বিদ্যাত্মক কৃত্ত্বুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,—  
 ‘তাহারা মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই চয়ন করিয়াছিলেন, মনের  
 সাহায্যেই গ্রহসমূহ ( হবনীয় দ্রব্যাদির সমূহ ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মনে মনেই শ্রব  
 করিয়াছিলেন, এবং মনে মনেই আশংসা করিয়াছিলেন, অধিক কি, যজ্ঞে যে কিছু কৰ্ম্ম  
 করিতে হয়, এবং যে কিছু যজ্ঞীয় কৰ্ম্ম আছে, মনোময় অর্থাৎ মানসিক চিন্তাত্মক সেই  
 সমস্ত মনশ্চিত্ত-যজ্ঞেও তৎ সমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল’ ইতি । এখানে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয়  
 অগ্নিতে ক্রিয়াত্মক যে কিছু কৰ্ম্ম করা হইয়া থাকে, মনঃসম্পাদিত মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতেও  
 তৎসমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল ; এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য যজ্ঞটিও  
 নিশ্চয়ই বিদ্যাময় যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥৩॥৩॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, এখানে যখন কোনও বিধিবোধক পদের উল্লেখ নাই, এবং স্বতন্ত্র  
 কলেরও নির্দেশ নাই ; অথচ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের প্রকরণেই পাঠিত হইয়াছে ; অতএব ক্রিয়া

ক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রকরণাদ্ বিজ্ঞাময়-ক্রতুদ্বয়েন বিজ্ঞারূপতৈবাং বাধ্যতে ।  
নেত্যাহ—

**শ্রুত্যাদি-বলীয়স্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩৥৩৥৪৭॥**

[ পদচ্ছেদঃ—শ্রুত্যাদিবলীয়স্বাৎ ( প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের বলবত্তা হেতু )  
চ ( ও ) ন ( না ), বাধঃ ( বিজ্ঞারূপত্বের বাধা ) । ]

[সরলার্থঃ—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদোর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষণং”  
ইতি প্রকরণাপেক্ষা শ্রুত্যাঙ্গীনাং বলীয়স্বাৎ—বলবন্তরত্বাদপি ন প্রকরণেন বিজ্ঞাময়-ক্রতু-সম্বন্ধস্ত  
বাধঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—“তে হৈতে বিজ্ঞাচিত্ত এব, বিজ্ঞা হৈবৈতে এবংবিদশিত্তা ভবন্তি”  
ইত্যাদি। ‘আদি’-শব্দেন বিজ্ঞারূপত্বগ্রাহিকে লিঙ্গ-বাক্যে অপি পরিগৃহীতে ইত্যর্থঃ।

‘শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান বা পাঠক্রম, সমাখ্যা ও যৌগিকার্থ, ইহাদের একই  
বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পরপরটি দুর্বল,’ এই নিয়মানুসারে  
প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির ( সাক্ষাৎ বাক্যার্থের ) বলবত্তা হেতু, ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণ দ্বারা  
সাক্ষাৎ শ্রুতিকথিত মনশ্চিত্তাদির বিজ্ঞারূপত্ব কখনই বাধিত হইতে পারে না। সুতরাং ‘আদি’  
শব্দে ‘লিঙ্গ’ ও ‘বাক্য’ নামক অপর হেতুদ্বয়ের গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩৥৩৥৪৭ ॥

**শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যানাং প্রকরণাদ্বলীয়স্বেন শ্রুত্যাগ্ধবগতঃ ক্রতুরেষাং  
তদন্বয়শ্চ দুর্বলেন প্রকরণেন বাধিতুং ন শক্যতে । শ্রুতিস্তাবৎ “তে**

সঙ্গেই উহার সম্বন্ধ হইতেছে ; সুতরাং তাহা দ্বারাই ত এ সমস্তের বিজ্ঞারূপতা বাধিত হইতেছে ?  
না—বাধিত হইতেছে না ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“শ্রুত্যাদি-বলীয়স্বাৎ” ইত্যাদি।

প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের সমধিক বলবত্তা হেতু, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ  
হইতে অবগত যজ্ঞত্ব ও মনশ্চিত্তাদির সহিত তৎসম্বন্ধ কখনই তদপেক্ষা দুর্বল ‘প্রকরণ’ দ্বারা  
বাধিত হইতে পারে না (\*) । তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, ‘নিশ্চয়ই তাহারা বিজ্ঞাচিত্ত বটে’ ইত্যাদি ;

(\*) তাৎপৰ্য্য—যে সমস্ত উপারে বাক্যের—বিশেষতঃ বেদবাক্যের তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিতে হয়, পূর্বসীমাঃসার  
একটি সূত্রে সে সমস্ত উপায়গুলি সংকলিত হইয়াছে। সূত্রটি এই—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং  
সমবায়ে পারদোর্বল্যম্, অর্থবিপ্রকর্ষণং ।” শ্রুতি অর্থ—প্রমাণাণ্ডের নিরপেক্ষ (শব্দার্থক) বাক্য, লিঙ্গ অর্থ—অর্থ-  
বিশেষ সমর্থনের ক্ষমতা ; বাক্য অর্থ—অর্থবোধক পদসমষ্টি ; প্রকরণ অর্থ—প্রসঙ্গ ; স্থান অর্থ—উল্লেখের ক্রম ;  
সমাখ্যা অর্থ—নাম বা প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযোগের শব্দসামর্থ্য । ইহাদের মধ্যে, পরবর্তী উপায়সমূহ কোন অর্থ  
প্রকাশ করিবার অগ্রাধিকার পূর্ববর্তী উপায়গুলি অর্থবিশেষ নিরূপণ করিয়া থাকে ; এই জন্য পূর্বাপেক্ষা পরবর্তী  
উপায়গুলি দুর্বল । মনে করুন, কোনও সন্ধিৎসু হলে বাণীর অন্তিমতঃ তাৎপৰ্য্যের অনুকূল লিঙ্গ অর্থও সমর্থনক্ষম  
কোনও চিত্ত আছে কি না, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে বহু সময় লাগে, তাহার বহুপূর্বেই অন্ত-নিরপেক্ষ ‘বাক্য’  
আপনার অন্তিমতঃ অর্থ জ্ঞাপন করিয়া ফেলে ; কাজেই লিঙ্গ ও প্রকরণ অপেক্ষা বাক্যের বলবত্তা অধিক ; অধিক  
বলিয়াই ভাব্যাকার লিঙ্গ ও প্রকরণানুবাগী অর্থ গ্রহণ না করিয়া সাক্ষাৎ বাক্যলব্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন ;  
সুতরাং তাহাই অভিপ্রেত ।

হৈতে বিদ্যাচিত্ত এব” ইতি । তাং বিব্রণোতি—“বিদ্যয়া হৈবৈতে এবং-  
বিদশ্চিত্তা ভবন্তি” [ ১ ] ইতি । বিদ্যয়া—বিদ্যাময়েন ক্রতুনা সম্বন্ধা  
মনশ্চিত্তাদয়শ্চিত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ । “তান্ হৈবৈতান্ এবংবিদে সৰ্বদা সৰ্ব্বাণি  
ভূতানি চিহ্নন্ত্যপি স্বপাতে” [ ১ ] ইতি লিঙ্গম্ । বাক্যং চ—“এবংবিদে  
চিহ্নন্তি” ইতি । সমভিব্যাহারো বাক্যম্ । এবংবিদে বিদ্যাময়-ক্রতুমতে  
সৰ্বদা সৰ্ব্বাণি ভূতানি চিহ্নন্তীত্যর্থঃ । সৰ্ব্বভূতকৰ্ত্তৃকং সৰ্ব্বকালব্যাপি চয়নং  
মনসা সম্পাদিতং পরিমিতকৰ্ত্তৃ-কাল-ক্রিয়াময়েম্বেকচিত্তকার্যদ্বাৰেণ ক্রত্ব-  
নুপ্রবেশসম্ভবমলভমানং বিদ্যাময়ক্রত্বনুপ্রবেশে লিঙ্গং ভবতি ॥৩৥৩৮৭॥

যচ্চেদমুক্তম্—বিধি-প্রত্যয়াশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ক্রিয়াময়াৎ  
ক্রাতোরন্তোহত্র বিদ্যাময়ঃ ক্রতুর্ন সম্ভবতি—ইতি ; তত্রাহ—

অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞাস্তর-পৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ ;

তদুক্তম্ ॥৩৥৩৮৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনুবন্ধাদিত্যঃ ( অনুবন্ধাদি হেতু বশতঃ ) প্রজ্ঞাস্তর-পৃথক্ত্ববৎ ( অপরাপর  
জ্ঞানময় যজ্ঞের পার্থক্যের জ্ঞান ) দৃষ্টঃ ( দেখাও গিয়াছে ) চ ( ও ), তদুক্তং ( সে কথা  
কথিত আছে ) । ]

এই কথাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ‘এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির। এ সমস্ত অগ্নিকে  
জ্ঞান দ্বারাই চয়ন করিয়া থাকেন’ । এ কথার অর্থ এই যে, বিজ্ঞান সহিত, অর্থাৎ জ্ঞানময়  
যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ মনশ্চিত্ত প্রভৃতি অগ্নিও উক্ত মানস চিন্তা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে ।  
উক্ত প্রকার অর্থের গ্রাহক ‘লিঙ্গ’ হইতেছে এই যে, ‘যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত, সমস্ত  
ভূতবর্গ সৰ্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করত নিদ্রা যায়’ ; [ অতিপ্রায় এই যে, এই শ্রুতিবাক্যও  
মনশ্চিত্ত প্রভৃতি অগ্নির জ্ঞান-সম্পাদিতাই জ্ঞাপন করিতেছে । ] “এবংবিদে চিহ্নন্তি” এই  
বাক্যটিও উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তেরই গ্রাহক বা অনুকূল । বাক্য অর্থ—পদসমষ্টি ; উক্ত শ্রুতি-  
বাক্যের অর্থ এই যে, এবংবিদের অর্থাৎ উক্তপ্রকার যজ্ঞবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে সমস্ত  
ভূতগণ সৰ্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করিয়া থাকে । এখানে, সৰ্বদা সৰ্ব ভূতকৰ্ত্তৃক যে, মনে মনে  
অগ্নি চয়ন করা, তাহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞাগ্নি হইতে পারে না ; কারণ, তাহার কর্তা,  
কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই পরিমিত অর্থাৎ নির্দিষ্টরূপে বিহিত ; কাজেই মনঃসম্পাদিত এই  
চয়নই মনশ্চিত্তাদির বিজ্ঞানরূপের লিঙ্গ বা গ্রাহক ॥৩৥৩৮৭॥

আরও যে, বলা হইয়াছিল, এখানে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় শ্রুত না থাকায় এবং  
ফল-বিশেষেরও উল্লেখ না থাকায় ইহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞের অতিরিক্ত বিজ্ঞানময় ক্রতু হইতে  
পারে না ; তদুক্তরে বলা হইতেছে,—“অনুবন্ধাদিত্যঃ” ইত্যাদি ।

[ সরলার্থঃ—ক্রিয়ান্বকাদিষ্টকচিতাং ক্রতোবিদ্যাময়শ্চ ক্রতোঃ অনুবন্ধাদিত্যঃ পৃথক্ত্ব-  
মবগম্যতে । অনুবন্ধাঃ—যজ্ঞসাধকাঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ ; আদি-শব্দেন পূর্বোক্তাঃ শ্রুত্যাঙ্গয়ো  
গ্রাহাঃ । প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বং—ইতি দৃষ্টান্তঃ ; যথাহি—প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাди क्रियामयां  
ক্রতোঃ পৃথক্, তথা অয়মপীত্যর্থঃ । দৃষ্টশ্চ—অনুবাদ-নমানরূপেহপি বিধিঃ ; যথা—“যদেব  
বিদ্যা করোতি” ইত্যাদৌ । তদুক্তম্ “বচনানি ত্বপূর্ব্বত্যাং” ইতি ॥

এই বিদ্যাময় ক্রতুটি যে, পূর্বোক্ত ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, তাহা অনুবন্ধাদি হেতু  
হইতেও বুঝা যাইতেছে । অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্পর্কিত গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি । যজ্ঞস্থ  
‘আদি’ পদে পূর্বোল্লিখিত ‘শ্রুতি’ প্রভৃতি হেতুগুলির গ্রহণ করিতে হইবে । ‘দহরবিদ্যা’  
প্রভৃতি অত্যাগ প্রজ্ঞা বা উপাসনা যেক্রপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, ইহাও ঠিক তক্রপ ।  
বিশেষতঃ ‘জ্ঞানপূর্ব্বক যাহা করা যায়, তাহাই বীর্ঘ্যবান্ হয়’ ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রত্যয় না  
থাকিলেও বিধি কল্পনা দৃষ্ট হয় ; একথা মীমাংসা শাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩৩৮॥ ]

ইষ্টকচিতান্বয়িনঃ ক্রিয়াময়াং ক্রতোবিদ্যাময়োহয়ং ক্রতুঃ পৃথক্ত্বেন  
অনুবন্ধাদিত্যঃ পৃথক্ত্বহেতুভ্যোহবগম্যতে । অনুবন্ধা যজ্ঞানুবন্ধিনঃ গ্রহ-  
স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ—“মনসৈষু গ্রহা অগৃহান্ত মনসাস্তবন্ত মনসাশংসন্”  
ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতাঃ । আদিশব্দেন শ্রুত্যাঙ্গয়ঃ পূর্বোক্তা গৃহ্যন্তে ।  
শ্রুত্যাঙ্গিভিঃ সানুবন্ধৈঃ ক্রিয়াময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগবগম্যতে ইত্যর্থঃ । প্রজ্ঞান্তর-  
পৃথক্ত্বং—যথা প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাди क्रियामयां ক্রতোঃ পৃথগ্ভূতং  
শ্রুত্যাঙ্গিভিরবগম্যতে, এবময়মপি । এবং চ অনুবন্ধাদিভিঃ পৃথগ্ভূতে  
বিদ্যাময়ে যজ্ঞেহবগতে সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে । দৃষ্টশ্চ অনুবাদস্বরূপেষু

ইষ্টকচিত ক্রিয়ান্বক যজ্ঞ হইতে এই বিদ্যাময় ক্রতু যে, পৃথক্, তাহা পার্থক্যজ্ঞাপক অনু-  
বন্ধাদি কারণনিচয় হইতেও জানা যাইতেছে । অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্বন্ধী গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র  
প্রভৃতি, যাহাদের কথা—‘মনে মনেই গ্রহসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, মনে মনেই স্তব করিয়াছিল ;  
মনের দ্বারাই আশংসা করিয়াছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ‘অনুবন্ধাদি’ এই  
‘আদি’ শব্দে পূর্বোল্লিখিত ‘শ্রুতি’ প্রভৃতি হেতু সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য্য  
এই যে, অনুবন্ধ ও শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু হইতে বিদ্যাময় ক্রতুর পার্থক্য জানা যাইতেছে ।  
প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ব ইহার দৃষ্টান্তস্থল । অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে দহর-  
বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর বিদ্যার যেক্রপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পার্থক্য জানা যায়, ইহাও তক্রপ ।  
এই প্রকারে অনুবন্ধাদি কারণে বিদ্যাময় যজ্ঞের পার্থক্য অবধারিত হইলে পর, তদ্বিষয়ে  
বিধিকল্পনাও করা যাইতে পারে (\*) ; অত্যাগ ও অনুবাদের সমানজাতীয় বাক্যে বিধিকল্পনা-

(\*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ‘কৃধ্যাং, ক্রিয়েত, যজ্ঞেত, কর্তব্যাম্’ ইত্যাদি কর্তব্যভাবিধায়ক বাক্যকেই  
বিধিবাক্য বলে ; এবং তাদৃশ বাক্যানুযায়ী কার্য্য হইতেই লোকের অপূর্ব্ব বা পুণ্যাদি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কল্প্যমানো বিধিঃ । তদুক্তং “বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ” [পূর্ব্ব মীমাং ৩।৫।২১]  
ইতি । ফলঞ্চ “তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” [১]  
ইত্যতিদেশাৎ স্বকৃতদ্বারেণৈকৈকচিত্তাত্ম্যেৰ্ঘৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিত্তাদী-  
নামপি স্বকৃতদ্বারেণ ফলমিত্যবগম্যতে ॥৩॥৩৪৮॥

যৎ পুনরতিদেশেন তুল্যকার্য্যত্বাবগমাৎ (\*) ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশো-  
হবগম্যত ইত্যুক্তম্, তত্রাহ—

ন, সামান্যাদপ্যপলঙ্ঘ্যত্বাবম্‌হি

লোকাপত্তিঃ ॥৩॥৩৪৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন ( না ) সামান্ত্যং ( সজাতীয়তানিবন্ধন ) অপি ( ও ) উপলঙ্ঘ্যে ( যেহেতু  
উপলঙ্ঘি হয় ), মৃত্যবৎ ( যেমন মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ ), নহি ( নিশ্চয়ই নহে ) লোকাপত্তিঃ  
যথার্থ মৃত্যু স্থান প্রাপ্তি ) । ]

দেখিতে পাওয়া যায় । মীমাংসা শাস্ত্রে সে কথাও উক্ত হইয়াছে—‘অপূর্ব্ব বা প্রমাণান্তরা-  
সিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্ত বচনও বিধিরূপে কল্পিত হয়’ ইতি । ‘সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রতু  
যে পরিমাণে ফলদায়ক, এই মনশ্চিত্তাদির এক একটিই সেই পরিমাণে ফলপ্রদান করে’,  
এই ঋতিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রতুফলের অতিদেশ করাতেও বুঝা যাইতেছে যে, ইষ্টকচিত্ত অগ্নি স্বকীয়  
বজ্র দ্বারা যে পরিমাণে ফলপ্রদান করে, মনশ্চিত্তাদি অগ্নিও তৎসম্পর্কিত ক্রতু দ্বারা সেই  
পরিমাণেই ফল প্রদান করে,’ ইহাও মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ইষ্টকচিত্ত অগ্নি হইতে পার্থক্যেরই  
জ্ঞাপক ॥৩॥৩৪৮॥

আর যে, বলা হইয়াছে,—অতিদেশের ফলে উভয়ের তুল্যকার্য্যকারিত্ব প্রতীত হওয়ার  
মনশ্চিত্তাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধই প্রতীতি হইতেছে; তদন্তরে বলা হইতেছে—“ন,  
সামান্তাদপি” ইত্যাদি ।

কিন্তু যে সমস্ত বাক্য বিধিপ্রত্যয় রহিত, কেবল প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশকমাত্র; সে সমস্ত বাক্য অনুবাদ মাত্র; ঐ  
জাতীয় বাক্যের সাহায্যে কাহারো কোন বিষয়ে প্রযুক্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে না । এখানে মনশ্চিত্তাদি  
বাক্যও কোনপ্রকার বিধিপ্রত্যয় নাই, কেবল প্রসিদ্ধার্থের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র, এমনত অবস্থায় ঐ বাক্যানু-  
সারে কাহারো প্রযুক্তি হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা অপনমনের নিমিত্ত ভাব্যকার ‘বিধিঃ পরিকল্প্যতে’  
বলিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে অনুবাদের  
তুল্যজাতীয় বাক্যও বহন বিধি কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মনশ্চিত্তাদি বাক্যও অনুবন্ধাদি হেতুর সাহায্যে  
বিধি কল্পনা করা দোষাবহ হইতে পারে না ॥

(\*) তুল্যবীৰ্য্যত্বাবগমাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[ সরলার্থঃ—অতিদেশমাত্রেণ মনশ্চিতাদীনাং ক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রবেশো ন যুক্তঃ ; কৃতঃ ? সামান্যাদপি—যতঃ কৃতশ্চিং সামান্যধর্মাদপি অতিদেশোপলব্ধেঃ । মৃত্যুবৎ—ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্ ; যথা হি “স এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইত্যাদিষু হি সংহর্ত্ত্বাদি-সামান্যধর্মমাত্রাদতিদেশঃ ; ন হি তত্র লোকাপত্তিঃ—মৃত্যুস্থানপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ; অত্রাপি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, শুধু অতিদেশের বলেই মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ ? যে কোনরূপ সামান্য-ধর্ম লইয়াও ঐরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে । ‘এই যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ উদয়ান্ত ক্রিয়া দ্বারা জগৎসংহারক’ ; ইত্যাদি স্থলে যেক্ষেপ কেবল সংহারকর্ত্ত্বরূপ সাধারণ ধর্মটি লইয়াই সূর্য্যমণ্ডলগত পুরুষে মৃত্যু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ পুরুষ মৃত্যু-লোকে অধিকার লাভ করেন না, ইহাও তদ্রূপ ॥৩৩৭৮৯॥ ]

নাবশ্যমতিদেশাদবাস্তুর-ব্যাপারস্তাপি তুল্যতয়া ভবিতব্যম্, যেন ক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রবেশ এযাং স্মাৎ । যস্মাৎ কস্মাচ্চিং সামান্যমাত্রাদতি-দেশোপলব্ধেঃ । উপলভ্যতে হি “স এষ এব মৃত্যু র্য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইত্যাদিষু সংহর্ত্ত্বাদি-সামান্যমাত্রাদতিদেশঃ । নহি তত্র মণ্ডলপুরুষস্ত মৃত্যুবৎ তল্লোকাপত্তিঃ—তদ্দেশপ্রাপ্তিরপি ভবতি ; এব-মিহাপি মনশ্চিতাদীনামিষ্টকচিতাগ্নিদেশরূপ-ক্রিয়াময়ক্রতুপ্রবেশেনাপি ন ভবিতব্যম্ । অত ইষ্টকচিতাগ্নেঃ স্বক্রতুদ্বারেণ যৎ ফলম্, তদেব-মনশ্চিতা-দীনামপি বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যতিদেশাদবগম্যতে ॥৩৩৭৮৯॥

অতিদেশের ফলে প্রধান কার্যেরই তুল্যতা হইতে পারে, কিন্তু তা’ বলিয়া তদন্তত্বত কার্যেরও যে, নিশ্চয়ই তত্বত্বতা হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, বাহার দরূপ এই মনশ্চিতা-দিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে । কেন না, যেহেতু যে কোনও সামান্য বা সাদৃশ্যানুসারেই অতিদেশ ( একের ধর্ম অত্র আরোপ ) হইতে পারে । দেখিতে পাওয়া যায়, ‘এই যে, আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু’ ইত্যাদি স্থলে কেবল সংহারকর্ত্ত্ব ধর্মেরই সাদৃশ্য লইয়া মৃত্যুরূপের অতিদেশ করা হইয়াছে ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, মৃত্যুর বাহা দেশ বা কাল, মণ্ডল-পুরুষের তৎপ্রাপ্তি হয় না । ঠিক তদ্রূপ এখানেও মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নির সাধর্ম্যমাত্রের অতিদেশ করাতেই যে, ইষ্টকচিত অগ্নি যে স্থানে আশ্রিত, সেই স্থানীয় ক্রিয়াময় ক্রতুরও অন্তত্ব হইয়া যাইবে, তাহা নহে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রসিদ্ধ অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞের বাহা ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও বিজ্ঞাময় ক্রতু সম্বন্ধ দ্বারা সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত অতিদেশের উদ্দেশ্য, ( কিন্তু ক্রিয়াময় ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করা উদ্দেশ্য নহে ) ॥৩৩৭৮৯॥



পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যাম্, ভূয়স্বাং ত্বনুবন্ধঃ ॥৩৥৩৥৫০॥

[ পদচ্ছেদঃ—পরেণ ( পরবর্তী ব্রাহ্মণ দ্বারা ) চ ( ও ) শব্দস্য ( মনশ্চিত প্রভৃতি শব্দের ) তাদ্বিধ্যাং ( তথাবিধ ভাব—বিজ্ঞানময়ক্রতুশব্দ ), ভূয়স্বাং ( ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য হেতু ) অনুবন্ধঃ ( নির্দেশ ) । ]

[ সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পরেণ ব্রাহ্মণেন “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিৎ, তস্তাপ এব” ইত্যাদিনা ফলবিধায়কেন বাক্যেন শব্দস্য মনশ্চিত্তাদিবাচকস্য পদস্য তাদ্বিধ্যাং তথাবিধার্থত্বং বিজ্ঞানময়-ক্রতুবোধকত্বং চেদবগম্যতে, তর্হি ক্রিয়াময়প্রকরণে কথমেবাং সন্নিবেশঃ ? ইত্যত আহ—ভূয়স্বাং ক্রিয়াময়াধ্যক্ষানামত্র বাহুল্যাৎ তু অনুবন্ধঃ তথা নির্দেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

অপি চ, পরবর্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় ক্রতুর ফল হইতে ইহার পৃথক ফলের নির্দেশ থাকাতোও মনশ্চিত্তাদিপ্রতিপাদক শব্দগুলিরও তাদৃশ বিজ্ঞানময় যাগাঙ্গত্বই বুঝিতে হইবে। কেবল ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য থাকায় এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে মনশ্চিত্তাদির উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র ॥৩৥৩৥৫০॥ ] [ বিংশতিতমম্ পূর্ববিকল্পাধিকণ ॥২০॥ ]

পরেণ চ ব্রাহ্মণেন অস্ত্যপি মনশ্চিত্তাদ্যভিধায়িনঃ শব্দস্য তাদ্বিধ্যাম্—তথাবিধত্বম্—বিজ্ঞানময়প্রতিপাদিত্ত্বমবগম্যতে। পরেণ হি ব্রাহ্মণেন “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিৎ, তস্তাপ এব পরিশ্রিতাঃ” [ ১ ] ইত্যাদিনা “স যো হৈতদেবং বেদ, লোকং পৃণানামেনং ভূতমেতৎ সর্ব-মাভিসম্পদ্যতে” [ ১ ] ইতি পৃথক্ফলা বিদ্যেব বিধীয়তে ; তথা বৈশ্বানর-বিদ্যাদৌ বিদ্যেব বিধীয়তে। অতোহগ্নিরহস্তস্য ক্রিয়ৈকবিষয়ত্বং নাস্তি। এবং তর্হি বিজ্ঞানময়া মনশ্চিত্তাদয়ো বৃহদারণ্যকেহনুবন্ধব্যাঃ, কিমর্থমিহানু-

পরবর্তী ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারাও এই মনশ্চিত্তাদিবোধক শব্দের তাদ্বিধ্যা—তথাবিধত্ব, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় ক্রতুপ্রতিপাদকত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, ‘এই লোকই অগ্নিচিৎ, জল তাহাকে বেষ্ঠন করিয়া রহিয়াছে’ ইত্যাদি পরবর্তী ব্রাহ্মণ—‘সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে উক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনি জগৎতৃপ্তিকারীদিগের সমস্ত-লোক সম্পদ লাভ করেন’, এইরূপ পৃথক্ ফলজনক বিচারই বিধান করিতেছে, ( ক্রিয়ার নহে )। এইরূপ ‘বৈশ্বানর বিজ্ঞা’ প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র বিজ্ঞাই বিহিত হইতেছে ( ক্রিয়া নহে )। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ক্রিয়ানুষ্ঠানই যে, আলোচ্য অগ্নিরহস্ত কাণ্ডের একমাত্র বিষয়, তাহা নহে, [ বিজ্ঞাও তাহার বিষয়। ] ভাল কথা, তাহা হইলে ত বিজ্ঞানময় মনশ্চিত্তাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকাণ্ড—বৃহদারণ্যকেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, এখানে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইতেছে কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—

বধ্যস্তে ? তত্রোচ্যতে—‘ভূয়স্বাং তু অনুবন্ধঃ’ ইতি । মনশ্চিত্তাদিষু সম্পাদনীয়ানাম্ অগ্ন্যাঙ্গানাং ভূয়স্বাং সন্নিধাবিহানুবন্ধঃ কৃতঃ ॥৩৥৩৫০॥

[ ইতি বিংশং পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥ ]

শরীরে ভাবাধিকরণম্ । এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাং ॥৩৥৩৫১॥

[ পদচ্ছেদঃ—একে ( কেহ কেহ ), আত্মনঃ ( আত্মার ) শরীরে ( শরীরে ) ভাবাং ( সম্ভাব হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—পরমাত্মা হি উপাসকস্ত আত্মস্বরূপতয়া উপাস্তঃ, উপাসকস্ত স্বরূপমপি পরমাত্মবদেবোপাস্তমিতি উক্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিং শরীরে বর্তমানস্তাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-  
বিশিষ্টং স্বরূপমুপাস্তম্ ? অথবা অপহতপাপ্যত্বাদিশিষ্টং যথার্থরূপম্ ? ইতি । তত্র একে  
মত্রে—কর্তৃত্বাদিবিশিষ্টমেব আত্মনঃ স্বরূপমনুসন্ধেয়ম্ ; কুতঃ ? শরীরে ভাবাং—শরীরে  
বর্তমানস্ত উপাসিতুরাত্মনঃ তদ্বাবাং—কর্তৃত্বাদিবিশিষ্টরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥

উপাসক জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে, এবং আপনার স্বরূপও  
জ্ঞানিতে হইবে, বলা হইয়াছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবের কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট  
রূপই কি চিন্তনীয় ? অথবা অপহতপাপ্যত্বাদিবিশিষ্ট প্রকৃত স্বরূপই চিন্তনীয় ? এ বিষয়ে কেহ  
কেহ মনে করেন যে, শরীরে অবস্থিত জীবাত্মার যখন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিই যথার্থ রূপ,  
তখন তদ্রূপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে ॥৩৥৩৫১॥ ]

সর্ববাস্তু পরবিচ্ছাসূপাস্তোপাসনস্বরূপকদ্ উপাসকস্বরূপস্তাপি জ্ঞাতব্যত্ব-  
মুক্তম্—“ত্রয়াণামেব চৈবমুপভাসঃ প্রশস্ত” ইতি । বক্ষ্যতি চাস্ত্র প্রত্য-  
গাত্মনঃ পরমাত্মাত্মকত্বেনানুসন্ধানম্—“আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ”  
ইতি । কিময়ং প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা কৰ্ত্তা ভোক্ত্রেহামুত্র সঞ্চারক্ষমোহনু-

“ভূয়স্বাং তু অনুবন্ধঃ” ইতি, অর্থাৎ মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতেও যাগাঙ্গ অগ্নির বহলাংশ বিদ্যমান  
থাকায় তাহার সন্নিধানে অর্থাৎ সেই প্রকরণেই মনশ্চিত্তাদিরও উল্লেখ করা আবশ্যক  
হইয়াছে মাত্র ॥৩৥৩৫০॥ [ বিংশতিতমম্ পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥ ]

সমস্ত পরবিচ্ছান্তে উপাস্ত ও উপাসনার স্বরূপ চিন্তার কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি  
উপাসকের স্বরূপ চিন্তার কথাও উক্ত হইয়াছে ; যথা “ত্রয়াণামেব চৈবমুপভাসঃ প্রশস্ত” ইতি ।  
পরবর্তী “আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ” এই সূত্রেও পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মারও স্বরূপ-  
চিন্তার কথা বলিবেন । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই চিন্তনীয় আত্মা কি কৰ্ত্তা, ভোক্তা এবং

সন্ধেয়ঃ, উত প্রজাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপুত্বাদিস্বরূপঃ ? কি যুক্তম্ ? জাতৃত্বাভ্যাকারমাত্র ইত্যেকে মন্যন্তে ; কৃতঃ ? অস্ত্রোপাসকস্তাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ; শরীরে বর্তমানস্ত তাদৃশমেব রূপম্ ; তাবতৈবানুসন্ধানে তৎফলসিদ্ধ্যুপপত্তেশ্চ । ন হি কৰ্ম্মস্বধিকৃতানাং স্বর্গাদিফলার্থিনাং জাতৃত্বা-  
ভ্যতিরেকেণ, ফলানুভবদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃশং রূপং সাধনানুষ্ঠান-  
দশায়ামনুসন্ধাতব্যম্ ; তাবতৈব সাধনানুষ্ঠান-তৎফলয়োঃ সিদ্ধেরতি-  
রিত্তানুসন্ধানে প্রয়োজনাভাবাৎ ; তদবিশেষাদিহাপি তথৈব ।

ননু চাত্র “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি” ইতি বিশেষবচনাদপহতপাপুত্বাভ্যাকার এবানুসন্ধাতব্য ইত্যবগম্যতে ; নৈবম্, “তং যথাযথোপাসতে” ইত্যুপাস্তবিষয়ত্বাৎ তস্ত ॥৩৥৩৥৫১॥

ইহলোক-পরলোকসংস্করণক্ষম জীবাত্মা ? অথবা প্রজাপতির কথিত অপহত-পাপুত্বাদি স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?

[ এতদন্তরে ] কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যক্-আত্মা এখানে জাতৃত্বাদি বিশিষ্টরূপেই বিবক্ষিত ; কেন না, এই উপাসকের শরীরে তাহারই সন্ধান রহিয়াছে ; অর্থাৎ শরীরে বর্তমান জীবের স্বরূপটি ঐ প্রকারই বটে ; এবং সেই জাতৃত্বাদি ধর্মের অনুসন্ধানেই তাদৃশ ফলসিদ্ধিও উপপন্ন হইতে পারে । কারণ, যাহারা কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং স্বর্গাদি-ফলাভিলাষী, তাহাদের পক্ষে জাতৃত্বাদি ধর্ম ছাড়া,—ফলানুভবকালে যাদৃশ স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সাধনানুষ্ঠানকালে তাদৃশ স্বরূপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না ; কেন না, ঐ পরমা চিন্তা দ্বারাই যখন তাহাদের সাধনানুষ্ঠান ও তাহার ফল লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; আর এখানেও যখন তদপেক্ষা কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন এখানেও সেই প্রকারই, অর্থাৎ কেবল জাতৃত্বাদি বিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ চিন্তাই করিতে হইবে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘পুরুষ ( সাধক ) ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হন, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ অবস্থাই প্রাপ্ত হন’, এই শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপহত-পাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে হইবে । না,—এরূপও হইতে পারে না ; কেন না, ‘তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে’, এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, উপাস্ত-বিষয়ক সংকল্পই ঐ শ্রুতির বিষয়, ( কিন্তু উপাসকবিষয়ক সংকল্প নহে ) (\*) ॥৩৥৩৥৫১॥

(\*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘শরীরে ভাষ্যধিকরণ’টি ৫১-৫২ পর্যন্ত দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উপাস্তের দ্বারা তদভিন্ন উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তা । (২) সংশয়—উপাসককেও কি কর্তৃ ভোক্তাপ্রভৃতি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা উপাস্তের দ্বারা অপহতপাপুত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

ব্যতিরেকস্তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ, ন তুপলন্ধিবৎ ॥৩৥৩৥৫২॥

[ পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ ( পার্থক্য ) তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ ( যেহেতু পরমেষ্ঠের সত্ত্বাবে তাহার সত্ত্বাব ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—“ব্যতিরেকঃ” ইত্যাদিনা । নতু এতৎ সম্ভবতি, যং জ্ঞাতৃত্বাচ্চাকার এবানুসন্ধেয় ইতি ; যতঃ অস্ত্রাত্মনঃ সংসারাবস্থাতো মোক্ষাবস্থায়ঃ যো ব্যতিরেকঃ—অপহতপাপুত্বাদিলক্ষণঃ বিলক্ষণভাবঃ, স এব মোক্ষার্থিত্তিরূপান্তঃ, নতু জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টাকারঃ । কুতঃ ? তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ—যো হি যেন ভাবেন ভাবিতঃ ভবতি, স হি তদ্ব্যবমেব আপত্ততে ; “তং যথায়থোপাসতে, তথৈব ভবতি” ইতি হি যথোপাসনমেব রূপাপত্তিঃ শ্রয়তে । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপলন্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলন্ধিবৎ ; ব্রহ্মোপলন্ধিবৎ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ঃ, তথা আত্মোপলন্ধিবৎ যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েব ইত্যর্থঃ ॥

না—এরূপও হইতে পারে না যে, জ্ঞাতৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই আত্মার চিন্তা করিতে হইবে, অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্ট রূপে নহে । কেন না, সংসার দশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, অপহতপাপু-ত্বাদিবিশিষ্ট রূপ, সেইরূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে ; কারণ, ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই ভাবেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে উপাসনানুরূপ ফল-প্রাপ্তিরই উপদেশ রহিয়াছে । ব্রহ্মোপলন্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; অর্থাৎ ব্রহ্মোপলন্ধির উপদেশ যেমন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপবিষয়ক । আত্মোপলন্ধিব বিধিকেও তেমনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩৥৩৥৫২॥ ]

নহেতদন্তি—যং জ্ঞাতৃত্বাচ্চাকার এবানুসন্ধেয় ইতি ; অস্ত্রাত্মনঃ সংসারদশায়া মোক্ষদশায়াং যো ব্যতিরেকঃ, সোহপহতপাপুত্বাদিকোহনু

না, এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; কারণ, ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে’ এই শ্রুতিট উপাস্ত্র বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উপাসক-বিষয়ে নহে ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘ব্যতিরেকঃ’ ইত্যাদি ।

না, এরূপ কথা নাই যে, জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ; পরন্তু এই আত্মার সংসারদশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, মোক্ষকালীন বিশেষ ভাবে—অপহতপাপুত্বাদি ধর্ম,

হইবে ? (২) পূর্বপক্ষ—কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ই যখন উপাসকের প্রকৃত স্বরূপ, এবং তাহার অধিক চিন্তা করা যখন অনাবশ্যকও বটে, তখন কর্তা ভোক্তা প্রভৃতিরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে । (৪) উত্তর—না—কর্তৃত্বাদি বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হইবে না ; পরন্তু অপহতপাপুত্বাদি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে । (৫) নির্ণয় স্ততএব উপাসকের পক্ষে আপনাকেও উপাস্তব্যং চিন্তা করিতে হইবে না ॥

সন্ধেয়ঃ ; অশ্ব মোক্ষদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃগ্ৰূপ এবোপাসন-  
বেলায়ামাত্মা অনুসন্ধেয় ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তদ্রূপাপত্তেঃ,  
“যথাক্রতুরশ্বিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি” “তং যথা-  
যথোপাসতে তথৈব ভবতি” ইতি যথোপাসনমেব হি প্রাপ্তিঃ শ্রীতে ।  
ন চ পরস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেদমিতি বক্তুং শক্যতে, প্রত্যগাত্মানোহুপ্যপাস্ত-  
ভূত-পরব্রহ্মশরীরতয়োপাস্তকোটিনিষ্কিশিষ্টত্বাৎ । অতঃ প্রজাপতিবাক্যো-  
দিতাপহতপাপুত্বাদিগুণক-প্রত্যগাত্মশরীর-পরমাত্মোপাসনস্য তথারূপমেব  
প্রাপ্যম্—ইত্যুক্তং ভবতি । অতএব “এবংক্রতুর্হামুং (\*) লোকং প্রেত্যাভি-  
সম্ভবিতাম্শি” ইত্যুচ্যতে, তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা প্রাপ্যাকার এবানুসন্ধেয়ঃ ।

উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ ; যথা ব্রহ্মোপলব্ধিবিহিতা যথাবস্থিত-  
ব্রহ্মস্বরূপবিষয়া, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েত্যর্থঃ ।  
কর্ণাস্বাত্মস্বরূপানুসন্ধানং কৰ্ম্মাস্তম্ ; “যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” ইতি কৰ্ম্মানুষ্ঠান-

তদ্রূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মার মুক্তিকালে ষাদৃশ-  
রূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, উপাসনাকালেও তাদৃশ রূপবিশিষ্ট আত্মারই অনুসন্ধান ( চিন্তা )  
করিতে হইবে । কারণ ? যেহেতু ঐরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তার সদ্ভাবেই সেই অপহতপাপুত্বাদি  
রূপ লব্ধ হইয়া থাকে ; কেন না, ‘পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্প সম্পন্ন হয়, এখান হইতে  
প্রয়াণের পরও তাদৃশ ভাবই প্রাপ্ত হয় ।’ ‘তঁাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই  
সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ এই সমস্ত শ্রুতিতে উপাসনার অম্বরূপ ফলই শ্রুত হইতেছে ।  
আর উক্ত বাক্য যে, কেবল পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, ( জীব বিষয়ে নহে ), এ  
কথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, প্রকৃতপক্ষে জীবাশ্মাও ত উপাসনীয় পরমাত্মারই শরীর ;  
সুতরাং তাহাকেও উপাস্ত্রশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে । অতএব [ বলিতে হইবে যে, ]  
প্রজাপতিবাক্যে যাহার অপহতপাপুত্বাদিগুণগণ অভিহিত হইয়াছে, এবং জীবাশ্মা যাহার শরীর,  
সেই পরমাত্মার উপাসনার তাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাই প্রতিপাদিত হইল ।  
এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, ‘আমি এখানে যে রূপ সংকল্প সম্পন্ন ; পরলোকে যাইয়াও  
সেইরূপই হইব’ । অতএব বুঝিতে হইবে যে, জীবাশ্মা উপাসনাফলে ভবিষ্যতে যে রূপটি লাভ  
করিবে, শ্রুতিতে সেই রূপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ।

‘উপলব্ধি’ অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মোপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের  
যথাযথ স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি আলোচ্য আত্মোপলব্ধিও আত্মার যথাযথ  
স্বরূপ বিষয়েই প্রযোজ্য হইবে । আর ক্রিয়াবিধিতে যে, আত্মার স্বরূপ নির্দেশ রহিয়াছে,  
তাহাও কৰ্ম্মেরই অঙ্গ স্বরূপ ; এবং ‘স্বর্গাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে’ এই হলে শুদ্ধ কৰ্ম্মানুষ্ঠানই

মেব হি ফলায় চোত্ততে । দেহাতিরিক্ত-জাতৃত্বাদ্যাকারাত্মাবগতিঃ  
কালান্তরভাবিকল-সাধনকৰ্ম্মাধিকারার্থেতি তাবন্মাত্রমেব তত্রাপেক্ষিতমিতি  
ন কিঞ্চিদপহীনম্ ॥৩৥৩৥৫২॥

[ ইতি একবিংশম্ শরীরেভাবাধিকরণম্ ॥২১॥ ]

অঙ্গাববন্ধাধিকরণম্ । ]

## অঙ্গাববন্ধাস্তু ন শাখাস্থ হি প্রতিবেদম্ ॥৩৥৩৥৫৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—অঙ্গাববন্ধাঃ ( যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত ) তু ( পুনঃ ) ন ( না ) শাখাস্থ  
( বহু শাখায় ) হি ( সেইরূপই ) প্রতিবেদম্ ( প্রত্যেক বেদে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” “লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত” ইত্যেব-  
মাত্ৰা যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়া বহবা উপাসনাঃ সন্তি ; তাঃ কিং যাস্থ শাখাস্থ শ্রয়ন্তে, তাস্থেব ব্যবস্থিতাঃ ?  
উত সৰ্ব্বাস্থ শাখাস্থ উপসংহর্তব্যাঃ ? এবমশঙ্কায়ামাহ—“অঙ্গাববন্ধাস্তু” ইত্যাদি ।

অঙ্গাববন্ধাঃ যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়াঃ উদগীথাভ্যুপাসনাঃ ন শাখাস্থ ন তত্তচ্ছাখাস্থ নিয়মিতাঃ, অপিতু  
প্রতিবেদং সৰ্ব্বাস্থ শাখাস্থিতার্থঃ । হি যস্মাৎ উদগীথাভ্যুপাসনাত্ৰাশ্রিতাঃ তা উপাসনাঃ, তস্মাৎ  
যত্র যত্র উদগীথাদীনি অঙ্গানি, তত্রৈব তত্ত্ৰুপাসনা অমুসর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘ওঁম্’ এই উদগীথাক্ষরের উপাসনা করিবে’। ‘লোকবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে’  
যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত এইরূপ বহু উপাসনার কথা আছে । এখন শঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত উদগীথা-  
কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ যে যে শাখাতে উল্লিখিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই  
কি নিবন্ধ থাকিবে ? অথবা সমস্ত বেদশাখার উদগীথাদিস্থলেই অমুসৃত হইবে ? এই আশঙ্কার  
উত্তরে বলিতেছেন—“অঙ্গাববন্ধাস্তু” ইত্যাদি ।

কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদগীথাদি উপাসনাগুলি যে যে শাখায় পঠিত আছে, কেবল সেই সেই  
শাখাতেই নিবন্ধ থাকিবে না, পরন্তু সমস্ত শাখাতেই অমুসৃত হইবে ; অর্থাৎ যেখানে যেখানে  
উদগীথাদির উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানেই উদগীথাদির উপাসনা করিতে হইবে । যেহেতু  
ঐসমস্ত উপাসনা কোন কৰ্ম্মবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হয় নাই, পরন্তু কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি  
অবলম্বন করিয়াই বিহিত হইয়াছে । অতএব সৰ্ব্বত্রই উপসংহারযোগ্য ॥৩৥৩৥৫৩॥ ]

কলোৎপাদনার্থ বিহিত হইতেছে ; আর দেহাতিরিক্ত জাতৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার যে, অবগতি  
বা অমুভূতির কথা আছে, তাহাও কালান্তরভাবী ফলেরই সাধন বা উপায় স্বরূপ কৰ্ম্মাধি-  
কারের ত্রোতক মাত্র ; কারণ, সেখানে ঐটুকুই কেবল অপেক্ষিত রহিয়াছে ; [ স্মরণ্য  
সেইটুকু জ্ঞাপন করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে ; ] অতএব এ পক্ষে কিছুমাত্র নূনতা  
হইতেছে না ॥৩৥৩৥৫২॥ [ একবিংশতিতম শরীরে ভাবাধিকরণ ॥২১॥ ]

“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথম্ উপাসীত”, “লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত”, “উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি, তদ্বিদম্বেবোক্তম্, ইয়মেব পৃথিবী” “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিতিঃ” ইত্যেবমাঢ়াঃ ক্রত্বঙ্গাশ্রয়া উপাসনা ভবন্তি ; তাঃ কিং যাস্থ শাখাস্থ শ্রয়ন্তে, তাস্থেব নিয়তাঃ, উত সর্বাস্থ শাখাসূদগীথাদিষু সম্বধ্যন্তে ? ইতি বিচারঃ ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ন্তে স্থিতেহপি প্রতিবেদং স্বরভেদাত্মদগীথাদয়ো ভিগন্তে, ইতি তত্র তত্র ব্যবতিষ্ঠেরন ইতি যুক্তা শঙ্কা । কিং যুক্তম্ ? ব্যবতিষ্ঠেরমিতি । কূতঃ ? “উদগীথমুপাসীত” ইতি সামান্যেনোদগীথ-সম্বন্ধিতয়া শ্রুতায়ান্তান্ত্র্যামেব শাখায়াং স্বরবিশেষযুক্তশ্রোদগীথবিশেষস্ত সন্নিধানাৎ তস্মিন্নেব বিশেষে পর্য্যবসানং যুক্তমিতি । এবমাঢ়ান্তান্ত্র্যামেব শাখাস্থ ব্যবতিষ্ঠেরমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

‘ওম্’ এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে’, ‘লোকে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে’, ‘প্রজাগণ ‘উক্থ উক্থ বলিয়া থাকে, ইহাই উক্থ, ইহাই পৃথিবী, ইহাই লোক, এবং অগ্নিচিতি’ ইত্যাদি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ-উদগীথাদি অবলম্বনে বহুতর উপাসনা বিহিত আছে । এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, ঐ সমস্ত উপাসনা, যে সকল বেদশাখায় পঠিত আছে, কেবল সেইসমস্ত শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে শাখাতে উদগীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে ।

যদিও [ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রেই ] সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ন্ত, অর্থাৎ একস্থানে উক্ত উপাসনার অন্তর্ভুক্ত উপসংহারের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক বেদে উচ্চারণ ও স্বরগতভেদ থাকায় যেখানে যাহার উল্লেখ, ঠিক সেখানেই তাহার প্রয়োগ হইতে পারে ; এই কারণে এখানে ঐ প্রকার আশঙ্কা করা অসঙ্গত হইতেছে না । কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? নির্দিষ্ট স্থলে নিবদ্ধ থাকিবে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু ‘উদগীথের উপাসনা করিবে’ এইরূপে যদিও সামান্যতঃ উদগীথের সম্বন্ধানুসারেই উপাসনা শ্রুত হউক, তথাপি সেই শাখাতেই আবার যখন বিভিন্ন প্রকার স্বরসংযুক্ত স্বতন্ত্র উদগীথেরও উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সারণ্য বশতঃ সেই শাখাগত সেই উদগীথবিশেষেই উপাসনার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ; এইরূপ অপরাপর উপাসনারও নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকা সম্ভব । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি (\*)--

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘গঙ্গাববদ্ধাধিকরণ । ৫৩ ও ৫৪ সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্মান্ন উদগীথাদি বিষয়ক উপাসনা । (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনা কি কেবল নির্দিষ্ট শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে বেদশাখায় উদগীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে ? (৩) পূর্বপক্ষ—যে শাখায় যাহার উল্লেখ আছে, সেই শাখাতেই তাহার ব্যবহার

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

“অঙ্গাববন্ধাস্তু”—ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; নহ্যদগীথাঙ্গা-  
ববন্ধা উপাসনাঃ তাস্থেব শাখাস্থ ব্যবতিষ্ঠেরন ; অপি তু প্রতিবেদং  
সম্বোধেরন, সর্বাস্থ শাখাস্থিত্যর্থঃ । হি-শব্দো হেতৌ । যস্মাৎ  
শ্রুত্যেবোদগীথাঙ্গমাত্রাববন্ধাঃ, তস্মাদ্ যত্রোদগীথাদয়ঃ, তত্র সর্বত্র  
সম্বোধেরন । যতপি স্বরভেদেন উদগীথ-ব্যক্তয়ো ভিद्यন্তে ; তথাপি  
সামান্যেন উদগীথশ্রুত্যা সর্বা ব্যক্তয়ঃ সন্নিহিতাঃ, ইতি ন কচিৎ ব্যবস্থায়ান্  
প্রমাণমস্তি । ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ন্যায়েন চ সর্বাস্থ শাখাস্থ ক্রতুরেকঃ ;  
অতঃ সর্বাস্থ শাখাস্থ একস্ম ক্রতোঃ সন্নিধানাৎ ক্রত্বঙ্গভূতোদগীথাদয়োহপি  
সন্নিহিতাঃ, ইতি নৈকস্ম সন্নিধিবিশেষোহস্তুতি ন ব্যবস্থা ॥৩৥৩৫৩॥

### মন্ত্রাদিবদ্ধাবিরোধঃ ॥৩৥৩৫৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—মন্ত্রাদিবৎ ( মন্ত্রপ্রভৃতির জায় ) বা ( এবং ) অবিরোধঃ ( বিরোধ নাই ) । ]

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

“অঙ্গাববন্ধাস্তু ইতি ।” ইত্যস্থ তু-শব্দটি পূর্বপক্ষের বারণ করিতেছে । কেন না, কর্ম্মাঙ্গ  
উদগীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত উপাসনা কেবল নিজ নিজ  
শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না; পরন্তু প্রত্যেক বেদে অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখাতেই অনুসৃত  
হইবে । হি-শব্দটি হেতু বোধক ; যে হেতু শ্রুতিই ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদগীথাদি  
অঙ্গমাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেই হেতু [ বুঝিতে হইবে, ] যেখানে যেখানে উদগীথাদির  
উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই ঐ সমস্ত উপাসনার সম্বন্ধ হইবে । যদিও স্বরগত প্রভেদ থাকায়  
প্রত্যেক শাখাগত উদগীথই ভিন্ন ভিন্ন হউক, তথাপি সামান্যাকারে ( সাধারণভাবে ) কেবল  
উদগীথ-শব্দের শ্রুতি থাকায় প্রত্যেক উদগীথই উপাসনার সন্নিহিত হইতেছে; সুতরাং উপাসনার  
ব্যবস্থা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ ‘সর্ব-শাখাপ্রত্যয়’ নিয়মানুসারে জানা যায়  
যে, সমস্ত শাখাগত যজ্ঞই এক ; অতএব সমস্ত বেদশাখাতে একই ক্রতুর সান্নিধ্য থাকায়  
সেই ক্রতুরই অঙ্গস্বরূপ উদগীথাদিও স্বভাবতই সন্নিহিত বা উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং  
স্বতন্ত্র অপর কোনও উপাসনার যে, সান্নিধ্য আছে, তাহাও নহে ; কাজেই শাখাভেদেও উপা-  
সনার প্রভেদ হইতে পারে না ॥৩৥৩৫৩॥

হওয়া উচিত, সর্বশাখাতে অনুসরণ করা উচিত হয় না । (৪) উত্তর—না, কোনও নির্দিষ্ট শাখায় ঐ সমস্ত  
উপাসনা আবদ্ধ থাকিতে পারে না ; কারণ, সামান্ত্রিকতঃ যেখানে উদগীথাদি কর্ম্মাঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সর্বত্রই  
ঐ জাতীয় উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব সর্বশাখাতেই কর্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি উপাসনা  
প্রযোজ্য হইবে ।



[ সরলার্থঃ—যথা খলু শাখাবিশেষে পঠিতানামপি কৰ্ম্মাঙ্গভূতানাং মন্ত্রাদীনাং তদঙ্গিনঃ ক্রতোঃ একত্বে সৰ্ব্বাশ্বেষ শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুদ্ধাভে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ । মন্ত্রাদীত্যাদি-পদেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্য-কৰ্ম্মণাং পরিগ্রহঃ ।

মন্ত্র প্রভৃতি যেমন কোন এক শাখাবিশেষে পঠিত হইলেও প্রধানভূত যজ্ঞের ঐক্যনিবন্ধন সমস্ত শাখাতেই বিনিয়ুক্ত হইয়া থাকে, তেমন এখানেও উদগীথাদির একত্ব নিবন্ধন তন্মূলক উপাসনারও সৰ্ব্ব-শাখায় উপসংহার করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না । ॥৩॥৩॥৫৪॥ ]

[ ইতি দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥ ]

বা-শব্দশ্চার্থে; আদিশব্দেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্যকৰ্ম্মাণি গৃহ্যন্তে; যথা মন্ত্রাদীনামেকৈকশাখাস্বান্নাতানামপি শেষিণঃ ক্রতোঃ সৰ্ব্বশাখাস্বেকত্বেন যথাযথং শ্রুত্যাদিভিঃ সৰ্ব্বাসু শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুদ্ধাভে; তদ্বদিহাপ্যবিরোধঃ ॥৩॥৩॥৫৪॥

[ ইতি দ্বাবিংশম্ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥ ]

ভূম্যঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং, তথাহি  
দর্শয়তি ॥৩॥৩॥৫৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—ভূম্যঃ ( ভূমার ) ক্রতুবং ( কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞের জায় ) জ্যায়স্বং ( প্রাপ্যন্ত ), তথাহি ( সেইরূপই ) দর্শয়তি ( প্রদর্শন করিতেছেন ) । ]

[ সরলার্থঃ—বৈশ্বানরবিজ্ঞায় স্বর্লোক-বায়ুকাশাগ্রবয়বো বৈশ্বানর আত্মা উপাত্তয়েন শ্রুতঃ । তত্র কিং সমস্তস্ত ব্যস্তস্ত বা অবয়বশ উপাসনং কার্যম্, ইতি সংশয়ে আহ—“ভূম্যঃ” ইত্যাদি ।

ভূম্যঃ সমস্তস্ত স্বর্লোকাগ্রবয়বোপেতস্ত বৈশ্বানরস্ত উপাসনং কার্যম্ । কৃতঃ ? যতঃ ক্রতুবং তশ্চৈব জ্যায়স্বং শ্রেষ্ঠত্বম্ । ক্রতুবচৈতদ্ দ্রষ্টব্যম্,—যথা “বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে” ইতি বিহিতশ্চৈব “যদষ্টাকপালো ভবতি” ইত্যেনে অম্ববাদঃ কৃতঃ, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ । তথাহি সমস্তস্তোপাসনং ক্রবতী শ্রুতিরপ্যেবমেবাহ—“মূর্খা তে ব্যপতিষ্ঠ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্ঠ্যঃ” ইত্যাত্মা ।

বৈশ্বানরবিজ্ঞায় যে, হ্যালোক ও বায়ু প্রভৃতি অবয়বসম্বিত বৈশ্বানরের উপাসনা পঠিত আছে, সেখানে হ্যালোকাদি অবয়ববিশিষ্ট সমস্তের উপাসনাই কর্তব্য, কিন্তু এক একটি অংশের নহে । কেন না, ‘পুত্র জন্মিলে দ্বাদশকপালে সম্পাদিত বৈশ্বানর যাগ করিবে,’ এই প্রসঙ্গে পঠিত “অষ্টাকপাল” যাগ স্থলে যেমন সমস্ত অঙ্গেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তেমন এখানেও সমস্ত অবয়বেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ‘তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত,’ ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩॥৩॥৫৫॥ ] [ ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ ॥২৩॥ ]

“প্রাচীনশাল ঔপমন্তব্যঃ” [ ছান্দো ০ ৫।১১।১ ] ইত্যারভ্য বৈশ্বানর-  
বিজ্ঞা আন্বাতা ; তত্র বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ত্রৈলোক্যশরীর উপাস্ত্যঃ ঋতঃ  
স্বর্লোকাদিত্যবায়ুাকাশপৃথিব্যবয়বঃ ; তত্র চ ত্রৌমূর্দ্ধা, আদিত্যচক্ষুঃ,  
বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশঃ সন্দেহঃ, মধ্যাকায় ইত্যর্থঃ ; আপো বস্তিঃ, পৃথিবী  
পাদাবিত্যবয়ববিশেষাঃ । তত্র সংশয়ঃ—কিমন্তু ত্রৈলোক্যশরীরন্ত  
ব্যস্তস্তোপাসনং কর্তব্যম্, উত ব্যস্তন্ত সমস্তন্ত চ, অথ সমস্তস্তেবেতি ।  
কিং যুক্তম্ ? ব্যস্তস্তেতি ; কুতঃ ? উপক্রমে ব্যস্তোপাসনোপদেশাৎ ।  
তথাহি উপদিশ্যতে—ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ কিলোদালকমষ্ঠাঃ কেকয়মথপতি-  
মুপসন্ত “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যোষি, তমেব নো ক্রহি”  
[ ছান্দো ০ ৫। ১।৬ ] ইতি পপ্রচ্ছুঃ । স চ তেভ্যঃ প্রত্যেকং স্তোপাস্তান্  
হ্যপ্রভৃতীন্ উক্তবন্ত্যো মূর্দ্ধাদিষু ব্যস্তেষু পাসনং তত্র তত্র ফলক্ষোক্তবান্—

স্বত্রের বা-শব্দটি চ-কারের অর্থে প্রযুক্ত । স্বত্রস্থ ‘আদি’পদে জাতি, গুণ, সংখ্যা, সাদৃশ্য,  
ক্রম ( পৌর্কপাৰ্ধ্য, ) দ্রব্য ও কৰ্ম্মের গ্রহণ করা হইয়াছে । মন্ত প্রভৃতি যেমন শাখাবিশেষে  
পঠিত হইলেও তাহাদের অঙ্গী বা প্রধানভূত কৰ্ম্ম ( ক্রতু ) সমস্ত শাখাতে এক হওয়ায়  
ঋতাদি প্রমাণের বলে সমস্ত শাখাতেই সে সমুদয়ের বিনিয়োগ করা বিরুদ্ধ হয় না,  
এখানেও ঠিক সেইরূপই অবিরোধ বুঝিতে হইবে । ৩৥৩৥৫৪॥

[ দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥ ]

[ ছান্দোগ্যোপনিষদে ] “প্রাচীনশাল ঔপমন্তব্যঃ” এই হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশ্বানর  
বিজ্ঞানামে একটি বিজ্ঞা বা উপাসনাপদ্ধতি পঠিত আছে । সেখানে স্বর্গলোক, আদিত্য,  
বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী যাহার শরীরাবয়ব এবং ত্রিজগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর-  
সংজ্ঞক পরমাত্মা উপাস্তরূপে ঋত হইয়াছে । তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে, ছালোক তাহার  
মস্তক, আদিত্য তাহার চক্ষু, বায়ু, তাহার প্রাণ, আকাশ তাহার সন্দেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ,  
জল তাহার বস্তি ( মূত্রাশয় ), এবং পৃথিবী তাহার পাদদ্বয় । এখানে সংশয় এই যে, ত্রৈলোক্য-  
শরীরাত্মক এই বৈশ্বানরের প্রত্যেক অংশেরই কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা  
ব্যস্ত সমস্ত—উভয় রূপের ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যেক অংশের উপাসনা পক্ষই ।  
কারণ ? যেহেতু বাক্যের উপক্রমে ব্যস্তোপাসনারই কথা রহিয়াছে । দেখ, সেইরূপই উপদেশ  
আছে ;—উদালক ঋষিকে লইয়া ঔপমন্ত্যাদি ছয় জন ঋষি কেকয়াধিপতি অশ্বপতিনামক  
রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“সম্প্রতি আপনিই বৈশ্বানর আত্মাকে  
জানেন, আমাদিগকে তাহারই স্বরূপ উপদেশ করুন” ইতি । অনস্তর তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের  
উপাস্ত ছালোক প্রভৃতির উল্লেখ করিলে পর, তিনিও ঐ সমস্ত উপাসনাকে বৈশ্বানরের মস্তকাদি  
এক একট অংশাবলম্বী উপাসনা এবং সেই সেই উপাসনার ফলও বলিয়াছিলেন,—“তিনিও

“অভ্যন্নং পশ্চতি প্রিয়ং ভবত্যশ্চ ব্রহ্মবচসং কুলে, য এতমেবমাত্মনং  
বৈশ্বানরমুপাস্তে, মুর্দ্ধা হ্রেষ আত্মন ইতি, এষ বৈ স্মৃতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ”  
[ ছান্দোঃ ৫।১২।১ ] ইত্যাদিনা । তেষু তেষু পাসনেষু পাস্তশ্চ বৈশ্বানরত্বং  
চাহ । অতো ব্যস্তশ্চোপাসনং কর্তব্যম্ । পরত্র “যস্তুতমেবং প্রাদেশমাত্র-  
মভিবিমানমাত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ ছান্দোঃ ৫।১৮।১ ] ইতি দ্ব্যপ্রভৃতি-  
প্রাদেশাবচ্ছিন্নমাত্রে বৈশ্বানরে উক্তশ্চ মুর্দ্ধাদ্যুপাসনশ্চ সমাসেনোপসংহার  
ইত্যবগন্তব্যম্ ।

অপর আহ—এবমেব সমস্তশ্চাপ্যুপাসনং কার্য্যমিতি ; পৃথক্ফল-  
নির্দেশাৎ—“যস্তুতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে,  
স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বমমতি” [ ছান্দোঃ ৫।১৮।১ ]  
ইতি । নৈচতাভবতা বাক্যভেদঃ ; যথা ভূমবিজ্ঞোপক্রমে নামাদ্যুপাসনং  
তত্তৎফললক্ষ্যভিধায় “এষ তু বা অতিবদতি” [ ছান্দোঃ ৭।১৬।১ ] ইত্যাদিনা  
ভূমবিজ্ঞামুপদিশ্য “স স্বরাড্ ভবতি, তস্মৈ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো  
ভবতি” [ ছান্দোঃ ৭।২৫।২ ] ইতি তৎফললক্ষ্য ব্যপদিশতি ; তত্র ভূম-

( উপাসকও ) অন্ন ভোগ করেন, প্রিয়দর্শন করেন এবং তাহার বংশে ব্রাহ্মণ্যভেজঃসম্পন্ন  
লোক জন্মধারণ করেন, যিনি এইরূপ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন ; প্রকৃতপক্ষে কিম্ব  
ইহা হইতেছে আত্মার মন্তক মাত্র ‘স্মৃতেজা’ নামক বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত  
বৈশ্বানর আত্মা নহে, তাহার অংশমাত্র ইত্যাদি । বিশেষতঃ ঐ প্রত্যেক অংশের উপাসনা  
যিনি উপাস্ত, তাহারও বৈশ্বানরত্ব বলিয়াছেন । অতএব ব্যস্তের ( ভিন্ন ভিন্ন অংশের ) উপাসনা  
করাই কর্তব্য । ইতঃ পরেও, ‘কিম্ব যিনি প্রাদেশমাত্র প্রদেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই বৈশ্বানর  
আত্মার উপাসনা করেন’ ইত্যাদি বাক্যে ছালোকাদি প্রদেশ-পরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানরের সন্মুখে যে,  
উপাসনা উক্ত আছে, তাহারই সংক্ষেপে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র ।

অপরে বলেন—ব্যক্তি উপাসনার আশ্রয় সমষ্টির উপাসনাও করিতে হইবে ; কারণ, ‘যে ব্যক্তি  
প্রাদেশপরিমিত প্রদেশে অর্থাৎ হৃদয়-ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বৈশ্বানর আত্মার এইরূপ উপাসনা  
করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞগতে, সর্ব্বভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করে,’ এই শ্রুতিতে  
স্বতন্ত্র ফলের নির্দেশ রহিয়াছে, [ পৃথগ্ভাবে সমস্তের উপাসনা বিহিত না হইলে, পৃথক্  
পৃথক্ ফল নির্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না । ] আর সমস্ত ও ব্যস্ত উভয়ের উপাসনা  
স্বীকার করিলে যে, বাক্যভেদের সম্ভাবনা আছে, তাহাও নহে ; কেন না, ‘ভূমবিজ্ঞার’  
প্রকরণে যেমন নাম প্রভৃতির স্বতন্ত্র উপাসনা ও তাহার ফল কথনের পর ‘যিনি সত্য-  
বাদী, তিনিই ‘অতিবাদী’ ইত্যাদি বাক্যে ভূমবিজ্ঞার উপদেশ করিয়া ‘তিনি স্বরাড্ হন, এবং  
সর্ব্বজ্ঞগতে তাহার কামচার বা স্বাধীনবৃত্তি হয়’ এইরূপে ভূমবিজ্ঞার স্বতন্ত্র ফলও নির্দেশ

বিজ্ঞাপনত্বেহপি বাক্যস্ত নামাত্তবাস্তরোপাসনং তৎফলক্ষাঙ্গীক্রিয়তে, তথা ইহাপীতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

ভূম্নো জ্যায়স্বমিতি । ভূম্নঃ বিপুলস্ত সমস্তশ্চৈব, জ্যায়স্বং প্রামাণিকত্ব-  
মিত্যর্থঃ ; একবাক্যত্বাবগতেঃ । তথা হি “প্রাচীনশাল ঔপমন্তব্যঃ” ইত্যুপ-  
ক্রম্য “উদ্বালকো হ বৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানর-  
মধ্যেতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম” [ছান্দোঃ ৫।২।১৬] ইতি বৈশ্বানরাত্ম-বুভুৎসয়া  
ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ পঞ্চ মহর্ষয়ঃ তমুদ্বালকমুপেত্য তত্র বৈশ্বানরাত্মবেদনমলভ-  
মানাঃ তেন চ সহাস্থপতিং কেকয়ং বৈশ্বানরাত্মবেদিনমুপনঙ্গম্য “আত্মানমে-  
বেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোষি, তমেব নো ব্রুহি” [ছান্দোঃ ৫।১।১৬] ইতি

করিয়াছেন । সেখানে ভূমবিজ্ঞা নিরূপণে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও যেমন তদানুসঙ্গিক  
নামাদিরও পৃথক্ উপাসনা ও তাহার পৃথক্ ফল স্বীকৃত হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক তেমনই  
হইবে, ( কিছুমাত্র বিশেষ নাই ) । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (\*)—

[ সিদ্ধান্ত :— ]

‘ভূম্নো জ্যায়স্বম্’ ইতি । ‘ভূম্নঃ’ অর্থ বিপুলের, অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বাপর সমস্ত বাক্যের মধ্যে  
একবাক্যতা ( একার্থবোধকতা ) বুঝা যাইতেছে, সেই হেতু সমস্তেরই ( মূর্ত্তাদি সর্কীব্যবেরই )  
জ্যায়স্ব অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধত্ব প্রতীত হইতেছে । দেখ, ‘উপমন্ত্যনন্দন প্রাচীনশাল’ ইত্যাদি  
বাক্যোপক্রমের পর, ‘হে পূজনীয়গণ, সম্প্রতি অরুণনন্দন সেই উদ্বালক ঋষিই এই বৈশ্বানর  
আত্মাকে জানেন ; ভাল, আমরা তাঁহার নিকটই গমন করি’, এইরূপে সেই ঔপমন্ত্যব প্রভৃতি  
পাঁচ জন ঋষি বৈশ্বানর আত্মবিজ্ঞা লাভের আশায় উদ্বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু  
তাঁহার নিকটও বৈশ্বানরাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না ; তখন তাঁহারা উদ্বালককে সঙ্গে  
লইয়া বৈশ্বানর-আত্মতত্ত্বজ্ঞ অথপতিনামক কেকয়রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-  
লেন যে, ‘বর্ত্তমান সময়ে আপনিই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, আমাদেরকে তাহাই

(\*) তাৎপর্য্য—এই ‘ভূমজ্যায়স্ব’অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—‘বৈশ্বানর বিজ্ঞা’ প্রকরণে  
দ্রালোকাদি অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরোপাসনা । (২) সংশয়—এখানে কি প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা,  
অথবা সমস্ত অবয়বসম্পন্ন একের উপাসনা করিতে হইবে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—দ্রালোকাদি প্রত্যেক অবয়বের বহন  
পৃথগভাবে উপাসনা ও তাহার ফলোল্লেখ আছে, তখন সমস্তের স্থায় ব্যস্তির উপাসনাও বিহিত বলিয়া মনে হয় ।  
(৪) উত্তর—না, এখানে ভূম্নার অর্থাৎ সমস্ত অবয়বসম্পন্ন বৈশ্বানরের উপাসনাই অভিপ্রেত ; তদবয়বের যে, উপাসনা  
ও তাহার ফলোল্লেখ, তাহা উহারই অন্তর্গত আনুবঙ্গিকমাত্র । (৫) নির্ণয়—অতএব এখানে সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট  
বৈশ্বানরের উপাসনাই কৰ্ত্তব্যরূপে বিহিত ।

পৃষ্ঠা, তৎসকাশাৎ পরমাত্মানং বৈশ্বানরং স্বর্লোকাদি-পৃথিব্যন্তশরীরমুপাস্ত-  
মবগম্য, তৎফলং চ সর্বলোক-সর্বভূত-সর্বাত্মামভূত-ব্রহ্মানুভবমবগতবন্তঃ,  
ইতু্যপসংহারতো। বাক্যৈশ্বকত্বমবগম্যতে। এবমেকবাক্যত্বেহবগতে  
সত্যবয়ববিশেষেষুপাস্তিবচনং ফলনির্দেশশ্চ সমস্তোপাসনৈকদেশানুবাদমাত্র-  
মিতি নিশ্চীয়তে। ক্রতুবৎ—যথা “বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালাং নির্বাপেৎ  
পুত্রে জাতে” [ যজুঃ ২।২।৫ অনুঃ ] ইতি বিহিতশ্চৈব ক্রতোরেকদেশাঃ  
“যদষ্টাকপালো ভবতি” [ যজুঃ ২।২।৫ অনুঃ ] ইত্যাদিভিন্ননৃগুণ্ডে, তথা  
সমস্তোপাসনমেব গ্ৰাহ্যম্, ন ব্যস্তোপাসনম্। তথাহি দর্শয়তীয়েং শ্রুতিঃ  
ব্যস্তোপাসনেহনর্থং ব্রুবতী—“মূর্ধ্বা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্যঃ”  
[ ছান্দোগ্য ৫।১২।২ ] ইতি, “অন্ধোহভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্যঃ” [ ছান্দোগ্য  
৫।১৩।২ ] ইত্যাদিকা।

অত ইদমপ্যপাস্তম্,—যন্মাত্ম্যোপাসনস্যাম্যুক্তম্। তত্র হি নামাত্ম্যোপা-  
সনেষ্বনর্থো ন শ্রুতঃ, নামাত্ম্যোপাসনেভ্যো ভূম্যোপাসনস্বাতিশয়িতফলত্বং

বলুন’। তাহার পর, সেই অশ্বপতির নিকট হইতে, স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী  
পর্যন্ত সমস্ত জগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর পরমাত্মাকে উপাস্তরূপে অবগত হইয়া, তাহান  
ফলস্বরূপ—সর্বলোক, সর্বভূত ও সর্বাত্মাতে অন্তঃস্থরূপ ( ভোগ্য ) ব্রহ্মানুভূতিও অবগত  
হইয়াছিলেন ; প্রকরণের এইপ্রকার উপসংহার হইতেও বাক্যের একত্ব ( একবাক্যতা ) জানা  
যাইতেছে। এইরূপে একবাক্যত্ব অবধারিত হইলে পর, প্রধানভূত বৈশ্বানরের অবয়বসমূহের যে,  
পৃথক উপদেশ ও ফলবিশেষ নির্দেশ, তাহাও কেবল সমস্ত বৈশ্বানরোপাসনারই একাংশ মাত্রের  
অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। বৈশ্বানর ক্রতু ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; ‘পুত্র  
জন্মিলে পর, দ্বাদশ পাত্রে কৃতসংস্কার বৈশ্বানর যাগ অনুষ্ঠান করিবে’, এই পূর্ববিহিত ক্রতুরই  
একদেশ সমূহ যেমন “যদষ্টাকপালো ভবতি” ইত্যাদি বাক্যে অনুদিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও  
সমস্তের উপাসনাই গ্ৰাহ্য, কিন্তু ব্যস্তের উপাসনা সঙ্গত নহে। ব্যস্তোপাসনে অনিষ্ট-প্রকাশক  
বক্ষ্যমাণ শ্রুতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছেন—‘তুমি যদি আমার নিকট না  
আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত’ ইতি, এবং ‘যদি আমার নিকট না  
আসিতে, তাহা হইলে তুমি অন্ধ হইয়া পড়িতে’ ইত্যাদি।

পূর্বে যে, নামাদি উপাসনার’ সহিত সাম্য কথিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত  
হইল। কারণ, সেখানে যে, নামাদির উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার  
অনিষ্ট ফল শ্রুত হয় নাই, পরন্তু নামাদির উপাসনা অপেক্ষা ভূমার উপাসনায় ফলাধিকোর

শ্রুতম্—“এষ তু বা অতিবদতি” [ ছান্দো ৭।১৩।১ ] ইতি । তত্  
এব তত্র ভূমবিদ্যাপরত্বেহপি বাক্যস্ত নামাভ্যুপাসনানাং সফলানাং  
বিবক্ষিতত্বম্ ; অন্যথা অতিশয়িতফলত্বনিমিত্তাতিবাদেন ভূমবিদ্যাস্ত্য-  
নুপপত্তেঃ ; অতঃ সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্ ॥৩৥৩৥৫৫॥

[ ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্বাধিকরণম্ ॥২৩॥ ]

শব্দাদিভেদাধিকরণম্ । ] নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩৥৩৥৫৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—নানা ( বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন ), শব্দাদিভেদাৎ ( যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শব্দ  
প্রভৃতি এক নহে ) । ]

[ সরলার্থঃ—একশ্রেণ ব্রহ্ম উপাস্ত্বে তৎপ্রাপ্তেরেব চ ফলত্বেহপি তদ্বিষয়কাঃ সন্নিহা-ভূম-  
বিদ্যাদয়ো বিদ্যাভেদাঃ নানা—ভিন্না এব ; কুতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ ;—সদ-ভূমাপহতপাপুত্বাদি-  
শব্দভেদাদিত্যর্থঃ । শব্দভেদাচ্চ উপাস্ত্ব প্রকারভেদঃ, প্রকারভেদেচ সতি উপাসনাভেদঃ  
প্রতীয়তে । আদি-শব্দাৎ অভ্যাস-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়াদিভেদাঃ পরিগৃহ্যন্তে ॥

একই ব্রহ্ম উপাস্ত্ব হইলেও এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তিই সমস্ত উপাসনার ফল হইলেও সৎ, ভূমা ও  
অপহতপাপুত্ব প্রভৃতি শব্দভেদ থাকায় সন্নিহা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যার নানা বা ভেদ  
সিদ্ধ হইতেছে । আদিশব্দে অভ্যাস, গুণ, প্রক্রিয়া ও নাম প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে ॥৩৥৩৥৫৬॥ ]

[ চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥ ]

ইহ ব্রহ্মবিদ্যাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-মৌলিকফলাঃ সন্নিহা-ভূমবিদ্যা-  
দহরবিদ্যোপকোসলবিদ্যা--শাণ্ডিল্যবিদ্যা--বৈশ্বানরবিদ্যানন্দময়বিদ্যাক্ষরবিদ্যা-  
দিকা একশাখাগতাঃ শাখান্তরগতাশ্চাদাহরণম্ ; অন্যথাঃ প্রাণাত্মকবিষয়-  
ফলাশ্চ । কিমত্র বিদ্যেক্যম্, উত বিদ্যাভেদঃ, ইতি সংশয়াতে । অত্রৈবাসাং

কথামাত্র শ্রুত হইয়াছে । যথা,—‘ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্য বলেন’ ইতি । সেই কারণেই  
সেখানে ভূমবিদ্যা প্রতিপাদনে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও নামাদির উপাসনা ও উপাসনা-ফলই  
বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত ; নচেৎ অত্মাপেক্ষা অধিকতর ফলের নিমিত্তীভূত ‘অতিবাদ’  
দ্বারা যে, ভূমবিদ্যার স্তুতি সম্পাদন, তাহা ত সঙ্গত হয় না ; অতএব সমস্তের উপাসনাই যুক্তি-  
যুক্ত, ব্যস্তোপাসনা নহে ॥৩৥৩৥৫৫॥ [ ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ ॥২৩॥ ]

সন্নিহা, ভূমবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোসলবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা  
ও অক্ষরবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যার একমাত্র ফল হইতেছে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মৌলিক, সেই  
সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা এক শাখাগতই হউক, আর ভিন্ন শাখাগতই হউক, সে সমুদয়কে এই হৃদয়ের  
উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; তদ্বিত্ত একই বিষয়ে একই ফলের অর্থ বিহিত প্রাণবিদ্যা  
প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে হইবে । এই স্থলে, প্রমাণান্তর দ্বারা উক্ত বিদ্যাসমূহের পরস্পর ভেদ

পরস্পারভেদে সমর্থিতে সত্যেকশ্চ। দহরবিজ্ঞাদিকার্যাঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়-  
ন্যায়ঃ। কিং যুক্তম্ ? বিদ্বৈক্যমিতি। কুতঃ ? বেদশ্চ ব্রহ্মণ  
একত্বাৎ ; বেদাং হি বিজ্ঞায়ারূপম্ ; অতো রূপৈক্যাদ্বিদ্বৈক্যমিতি। এবং  
প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নানা ইতি। নানাভূতা বিদ্যাঃ ; কুতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ—আদি-  
শব্দেন অভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়ানি গৃহ্যন্তে ; শব্দান্তরাদিভিরত্র  
বিধেয়-ভেদহেতবোহনুবন্ধভেদা দৃশ্যন্তে। যद्यপি বেদোপাসীতেত্যাদয়ঃ  
শব্দাঃ প্রত্যয়ারূপাভিধায়িনঃ ; প্রত্যয়াশ্চ ব্রহ্মৈকবিষয়াঃ ; তথাপি তত্তৎ-  
প্রকরণোদিত-জগদেক-কারণত্বাপহত-পাপুত্বাদি-বিশেষণবিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়-  
প্রত্যয়ারূপাবোধিনঃ প্রত্যয়ারূপিতরূপা বিদ্যা ভিন্দন্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-ফল-

সমর্থিত হইলে, দহরবিজ্ঞা প্রভৃতি প্রত্যেক বিজ্ঞার সম্বন্ধেই [ প্রথম সূত্রোক্ত ] ‘সর্ববেদান্ত-  
প্রত্যয়’ জ্ঞানটি প্রযোজ্য হইতে পারে। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, বিজ্ঞার একত্ব পক্ষই।  
কারণ ? যেহেতু উপাস্ত ব্রহ্ম সর্বত্রই এক ; কেন না, বেদ বা উপাস্তই হইতেছে বিজ্ঞার প্রকৃত  
স্বরূপ ; অতএব স্বরূপের ঐক্য থাকায় বিজ্ঞারও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত  
সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (\*) “নানা” ইত্যাদি।

বিজ্ঞা নানা—ভিন্নই বটে ; কারণ ? যেহেতু শব্দাদির ভেদ রহিয়াছে। ‘শব্দাদি’  
এই ‘আদি’ শব্দে অভ্যাস, সংখ্যা, গুণ, প্রক্রিয়া (উপাসনা প্রণালী) ও নামের গ্রহণ  
হইয়াছে। শব্দভেদাদি কারণেও উপাস্তের ভেদ-গ্রাহক অনুবন্ধভেদ (ভেদ-গ্রাহক  
ধাত্বর্থাভেদ) দেখিতে পাওয়া যায়।

‘বেদ’ (জানিবে) ও ‘উপাসীত’ (উপাসনা করিবে) প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও জ্ঞানাত্মক  
উপাসনারই পোনঃপূর্ববোধক হউক, এবং যদিও ব্রহ্মই উক্ত জ্ঞানসমূহের একমাত্র বিষয়  
(উপাস্ত) হউক, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রকরণোক্ত জগদেককারণত্ব ও অপহতপাপুত্ব  
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানানুশীলনবোধক জ্ঞানারূপিত্বরূপ বিজ্ঞার ভেদ  
জন্মাইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল-সম্পাদক উপাসনার বোধক যে সমস্ত বাক্য

(\*) তাৎপর্য—এই শব্দাদিভেদাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—একই ব্রহ্মবিষয়ে এবং  
একই মুক্তি কালের উদ্দেশ্যে বিহিত বিভিন্ন নামীয় সধিষ্ঠা ও দহরবিজ্ঞা প্রভৃতি। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাই  
কি এক ? না—ভিন্ন ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—উপাস্ত ও ফল বর্ধন সর্বত্রই এক, তখন ঐ সমস্ত বিজ্ঞাও এক।  
(৪) উত্তর—না, এক হইতে পারে না ; কারণ ; বিজ্ঞাবিষয়ক শব্দ, গুণ ও প্রকরণাদি বর্ধন এক নহে, তখন ঐ  
সমস্ত বিজ্ঞাও এক হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রকরণগত ঐ সমস্ত বিজ্ঞাকে  
পৃথক পৃথক রূপেই চিন্তা করিতে হইবে।

সম্বন্ধ্যুপাসনবিশেষাভিধায়ীনি চ নিরাকাজ্ঞাণি বাক্যানি প্রতিপ্রকরণং  
বিলক্ষণবিদ্যাভিধায়ীনীতি নিশ্চয়তে । অস্মিন্নর্থ “শব্দান্তরে কৰ্ম্মভেদঃ”  
[ পূর্ব্বমো ১।১।২ ] ইত্যাদিভিঃ পূর্ব্বকাণ্ডোদিতৈঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধেহপি  
পুনরিহ প্রতিপাদনং বেদান্তবাক্যানি অবিধেয়-জ্ঞানপরাণীতি কুদৃষ্টি-  
নিরসনায় । অতো বিদ্যাভেদ ইতি স্থিতম্ ॥৩॥৩॥৫৬॥

[ ইতি চতুর্বিংশং শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥ ]

বিকল্পাধিকরণম্ ।] বিকল্পোপাধিবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩॥৩॥৫৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—বিকল্পঃ ( পাক্ষিক অনুষ্ঠান ) অবিশিষ্টফলত্বাৎ ( য়েহেতু উভয়েরই ফল এক  
অভিন্ন ) । ]

[ সরলার্থঃ—সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যা-দহরবিদ্যাদিনামকা বহব্যঃ বিদ্যাঃ সন্তি ; একস্মিন্বেব পুরুষে  
তাসাং সমুচ্চয়ঃ ( সহানুষ্ঠানং ) অস্তি, নাস্তীতি বিচার্যতে ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপৈকফলজনকতয়া বিহিতানাং সদ্বিদ্যাপ্রভৃতীনাং একস্মিন্ পুরুষে বিকল্পঃ—  
পৃথগনুষ্ঠানমেব জ্ঞায্যঃ, নতু সমুচ্চয়ঃ ; কৃতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—যতঃ সৰ্ব্বাসামেব হি সদ্বিদ্যা-  
দীনাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপং ফলং অবিশিষ্টম্ একরূপমেব ; তচ্চেৎ একস্মৈব বিদ্যায়া নিষ্পত্ততে, তর্হি  
তদর্থং পুনর্বিদ্যাস্তরানুষ্ঠানং নোপযুক্ত্যতে ইতি ভাবঃ ॥

সদ্বিদ্যা ও ভূমবিদ্যা প্রভৃতি বহুতর ব্রহ্মবিদ্যা আছে ; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি সেই সমস্ত  
গুলির অনুশীলন করিতে হইবে ? অথবা না ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় সমস্ত  
উপাসনারই যখন ফল অবিশিষ্ট, অর্থাৎ একই প্রকার, অথচ একটি মাত্র উপাসনা দ্বারাই যখন  
সেই ফল সিদ্ধ হইতে পারে, তখন সেই একই ফলের জন্য সমস্ত বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন  
নাই ; কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে না ॥৩॥৩॥৫৭॥ ]

আছে, প্রত্যেক প্রকরণেই সে সমস্ত বাক্য যখন নিরাকাজ্ঞ অর্থাৎ অপর কোনও বিদ্যার  
অপেক্ষা রাখে না, তখন সে সমস্ত বাক্য যে, বিলক্ষণ বা সর্ব্বতোভাবে নূতন স্বতন্ত্রভূত  
বিদ্যার বিধায়ক, তাহাই নিশ্চিত হয় । যদিও কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত ‘শব্দভেদে কৰ্ম্মভেদ হয়’  
ইত্যাদি শূত্র দ্বারাই এই বিষয়টি সিদ্ধান্তিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি, বেদান্তবাক্যসমূহ বিধিপার  
বা বিধায়ক নহে, এইরূপ অসদ্বুদ্ধি নিরাকরণের জন্য এখানে পুনশ্চ তাহারই প্রতিপাদন করা  
আবশ্যক হইয়াছে । অতএব আলোচ্য বিদ্যা সকল যে, এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তাহা স্থির  
হইল (\*) ॥৩॥৩॥৫৬॥ [ চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥ ]

(\*) তাৎপৰ্য্য—এই তৃতীয় পাদের প্রথম শূত্রে ‘সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়’ জ্ঞায় দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে যে,  
কোন এক শাখায় বিহিত উপাসনার অন্ত্র সমস্ত শাখাতেও উপসংহার করিতে হয় । আর এখানে স্থাপন করা  
হইতেছে যে, যেখানে নাম, রূপ ও শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে, সেখানে উপাস্ত ও উপাসনার ফল এক হইলেও সেই  
সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনা বস্তুতঃ পৃথক্ ; হুতরাং পৃথক্ভাবেই সে সমুদয়ের অনুশীলন করিতে হইবে ॥



ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলানাং সদ্ধিতা-দহরবিজ্ঞাদীনাং নানাভ্রমুক্তম্ ; ইদানীমাংসাং  
বিজ্ঞানামেকস্মিন্ পুরুষে প্রয়োজনবন্ধেন সমুচ্চয়োহপি সম্ভবতি, উত  
প্রয়োজনাভাবাৎ বিকল্প এব,—ইতি বিষয়ে—কিং যুক্তম্ ? সমুচ্চয়োহপি  
সম্ভবতীতি ; কুতঃ ? একফলানাং ভিন্নশাস্ত্রার্থানামপি সমুচ্চয়দর্শনাৎ ।  
দৃশ্যতে হি একশ্চৈব স্বর্গাদেঃ সাধনানামগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং তশ্চৈব  
স্বর্গস্তা ভূয়স্তাপেক্ষ্যৈকত্র পুরুষে সমুচ্চয়ঃ ; এবমিহাপি ব্রহ্মানুভব-  
ভূয়স্তাপেক্ষয়া সমুচ্চয়োহপি সম্ভবতীতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

বিকল্প এব ; ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতীতি । কুতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—  
সর্বাসাং হি ব্রহ্মবিজ্ঞানামনবধিকাতিশয়ানন্দ-ব্রহ্মানুভবফলম্ অবিশিষ্টং

ইতঃপূর্বে একই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসাধক সদ্ধিতা, দহরবিজ্ঞা প্রভৃতির নানাত্ব বা স্বরূপগত  
পার্থক্য উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয় হইতেছে যে, একই ব্যক্তির পক্ষে ঐ সমস্ত বিজ্ঞার  
সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে প্রয়োজন আছে কি না ; প্রয়োজন থাকিলে অনুষ্ঠান করিতে হইবে,  
আর না থাকিলে করিতে হইবে না । কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, সমুচ্চয় পক্ষই ;  
কারণ ? যেহেতু বিভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট এক-ফলসাধন বিষয়েও সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান দেখিতে  
পাওয়া যায় । যেমন, একই স্বর্গাদি ফল-সাধন ‘অগ্নিহোত্র’ ও ‘দর্শ-পূর্ণমাস’ প্রভৃতি যজ্ঞ-  
সমূহেরও স্বর্গফলের প্রাচুর্য সম্পাদনের প্রত্যাশায় একই পুরুষকে বারংবার অনুষ্ঠান করিতে  
দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মানুভূতিরূপ ফলের আধিক্য সাধনেও জ্ঞাত ঐ সমস্ত বিজ্ঞারও  
সহানুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে । এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (\*)—

এখানে বিকল্পেরই সম্ভব হয় সমুচ্চয়ের সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু ফলের কিছুমাত্র  
বৈলক্ষণ্য নাই । কেন না, তারতম্যবিহীন নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দানুভূতিরূপ ফল যে, ঐ জাতীয়

(\*) তাৎপর্য—এই বিকল্পাধিকরণটি ৫৭—৫৮—এই দুইটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি  
অবয়ব এইরূপই (১) বিষয়—সদ্ধিতা, ভূমবিজ্ঞা ও দহর-বিজ্ঞা প্রভৃতি ব্রহ্ম-প্রাপ্তিকলক বিজ্ঞাসমূহ । (২) সংশয়—  
উক্ত বিজ্ঞাগুলি কি একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় ? অথবা প্রয়োজন না থাকায় এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় নহে ?  
(৩) পূর্বপক্ষ—একই স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত বিহিত ‘দর্শপূর্ণমাস’ ও ‘অগ্নিহোত্র’ প্রভৃতি যাগের যখন একই  
ব্যক্তি সমুদ্রয়ে অনুষ্ঠান করিতে পারে, তখন উক্ত বিজ্ঞাসমূহেরই বা সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে না কেন ? (৪) উত্তর—না,  
সমুচ্চয় হইতে পারে না ; কারণ, যাগ-কল স্বর্গাদির তারতম্য আছে ; ইত্যরাং ক্রিয়ার আধিক্য কলেরও  
আধিক্য হইতে পারে ; কিন্তু বিজ্ঞাফল ব্রহ্মানুভব যখন সকলের পক্ষেই সমান, এবং ভ্রাস-বুদ্ধিবিহীন, তখন  
বহুবার অনুষ্ঠানেও ফলাধিক্যের সম্ভাবনা না থাকায় সমুচ্চয়ানুষ্ঠান নিপ্রয়োজন—অনাবশ্যক । (৫) নির্ণয়—  
অতএব যে কোন ব্যক্তি উক্ত বিজ্ঞাসমূহের মধ্যে যে কোন একটি বিজ্ঞাগ্রহণ করিলেই হইবে, উহাদের  
সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ।

শ্রীযতে—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ ১ ] “স  
একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য” [ তৈত্তিঃ আনঃ ৮ অনুঃ ]

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[ মুণ্ডঃ ৩।১।৩ ] ইত্যাদিভ্যঃ । ব্রহ্ম হি স্বস্ত পরস্ত চ স্বয়মনুভূয়মানমন-  
বধিকৃতিশায়ানন্দং ভবতি । স চ তাদৃশো ব্রহ্মানুভব একয়া বিদ্যয়া  
অবাপ্যতে চেৎ, কিমত্যা ? ইতি ন সমুচ্চয়সম্ভবঃ । স্বর্গাদিহি দেশতঃ  
কালতঃ স্বরূপতঃ পরিমিতত্বেন তত্র দেশাধ্যাপেক্ষয়া ভূয়স্ত্বসম্ভবাৎ তদর্থিনঃ  
সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ; ইহ তু তদ্বিপরীতস্বরূপে ব্রহ্মণি তন্ন সম্ভবতি । সর্ব্বাশ্চ  
বিদ্যা ব্রহ্মানুভববিরোধানাদিকস্ম্যবিদ্যা-নিরসনমুখেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলা,—  
ইত্যবিশিষ্টফলত্বাৎ সর্ব্বসাং বিকল্প এব ॥৩।৩।৫৭॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ব্যতিরিক্তফলাস্তু বিদ্যাঃ স্বর্গাদিফল-কস্ম্যবদ্ যথেষ্টং  
বিকল্পেরন্, সমুচ্চীয়েয়ন্ বা, তাসাং পরিমিতফলত্বেন ভূয়স্ত্বাপেক্ষাসম্ভবাৎ ।  
তদাহ—

সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধেই তুল্য ; তাহা ‘ব্রহ্মবিদ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’ ‘তাহা আবার ব্রহ্মজ্ঞ  
ও অকামহত অর্থাৎ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষে একই আনন্দ’ । ‘দিব্যদর্শী পুরুষ যখন  
সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা ও বেদ প্রমু পুরুষ জগদীশ্বরকে ( ব্রহ্মকে ) দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্  
পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দোষ হইয়া অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন’  
ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতেও জানা যায় । নিজে অথবা অপরেই ব্রহ্মবস্ত অনুভব করুক না  
কেন, অনুভবসময়ে সকলের নিকটই ব্রহ্ম নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন ; যদি  
একই বিদ্যার সাহায্যে সেই ব্রহ্ম বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর অপরাপর  
বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন কি ? কাজেই সমুচ্চয় পক্ষ সম্ভব হইতেছে না । আর স্বর্গাদি  
ফল যখন দেশ, কাল এবং স্বরূপতঃ পরিমিত বা সীমাবদ্ধ ; তখন দেশ কালাদির তুলনায়  
তাহার পরিমাণেও হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে ; কাজেই স্বর্গাদি ফলার্থীর পক্ষে ক্রিয়াসমুচ্চয়  
সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে স্বর্গাদির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ দেশ-কালাদি দ্বারা  
অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ ফলে ত কখনই ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না । বিশেষতঃ  
উল্লিখিত বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকটিই যখন ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধক অজ্ঞান-সমুৎসারণপূর্ব্বক  
ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ফলের সাধক, তখন ফলগত কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকায় উক্ত বিদ্যাসমূহের কখনই  
সমুচ্চয় হইতে পারে না, পরস্তু বিকল্পই ॥৩।৩।৫৭॥

## কাম্যাস্ত যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন ন বা

### পূর্বহেতুভাবাৎ ॥৩॥৩॥৫৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—কাম্যাঃ ( কাম্য বিদ্যা সকল ) তু ( কিন্তু ) যথাকামং ( ইচ্ছানুসারে ) সমুচ্চীয়েন্ন ন বা ( সমুচ্চিতও হইতে পারে, নাও হইতে পারে ), পূর্বহেতুভাবাৎ ( যেহেতু পূর্বোক্ত কারণ সেখানে নাই ) । ]

[ সরলার্থঃ—কাম্যাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তীতরফলা বিদ্যাঃ পুনঃ যথাকামং কাম্যানুসারেণ সমুচ্চীয়েন্ন, বিকল্পোন্ন বা ; কৃতঃ ১ পূর্বহেতুভাবাৎ—তৎফলস্ত অবিশিষ্টত্বাভাবাৎ পরিমিতত্বাদিত্যর্থঃ ।

যে সমস্ত বিদ্যা কাম্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিভিন্ন ফলসাধক, ইচ্ছানুসারে সে সমস্ত বিদ্যা সমুচ্চিতও হইতে পারে, আর বিকল্পিতও হইতে পারে ; কেন না, সে সবস্থলে, পূর্বোক্ত ফলগত অপরিমিতত্ব হেতু নাই । অভিপ্রায় এই যে, যদি অধিক ফলের আশা থাকে, তবে কাম্যবিদ্যার সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করিবে, নচেৎ করিবে না ॥৩॥৩॥৫৮॥ ]

[ পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ ॥২৫॥ ]

অপরিমিতফলত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥৩॥৩॥৫৮॥

[ ইতি পঞ্চবিংশং বিকল্পাধিকরণম্ ॥২৫॥ ]

যথাকাম্য-ভাবাধিকরণম্ । ] অঙ্গেষু যথাকাম্যভাবঃ ॥৩॥৩॥৫৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—অঙ্গেষু ( যাগান্ধ্রাশ্রিত উপাসনাতে ) যথাকাম্যভাবঃ ( ঐশ্বর্যানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে ) । ]

[ সরলার্থঃ—উদগীথাত্মঙ্গেষু আশ্রিতানাং “উদগীথমুপাসীত” ইত্যাদীনাং বিদ্যানাং যথাকাম্য-ভাবঃ—উদগীথাদিবৎ ক্রত্বভাবঃ প্রতিপত্তব্য ইত্যর্থঃ ।

কর্তব্য উদগীথাদি অবলম্বনে, যে সমস্ত উপাসনা-বিহিত আছে, সে সমস্ত উপাসনা তদা-শ্রয়ভূত-উদগীথাদির দ্বারা, অর্থাৎ উদগীথাদি যেরূপ যাগান্ধ্র, ঐ সমস্ত উপাসনাও তদ্রূপ যাগান্ধ্র বলিয়া গৃহীত হইবে ॥৩॥৩॥৫৯॥ ]

উদগীথাদি-ক্রত্বঙ্গেষু আশ্রিতাঃ “ওমিত্যেতদঙ্গরমুদগীথমুপাসীত” [ ছান্দো ১।১।১ ] ইত্যাদিকা বিদ্যাঃ কিমুদগীথাদিবৎ ক্রত্বত্বতয়া ক্রতুসু নিয়মে-

[ কাম্যবিদ্যাগুলির ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয় বা বিকল্পানুষ্ঠান করিবে ; ] কারণ, [ উহাদের সম্বন্ধে ] অপরিমিতফলত্ব রূপ পূর্বোক্ত হেতু বিদ্যমান নাই ॥৩॥৩॥৫৮॥

[ ইতি পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ ॥২৫॥ ]

যজ্ঞান্ধ্র উদগীথাদি অবলম্বনে ‘ওম্’ এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি বহু উপাসনা বিহিত আছে ; সেখানে সংশয় এই যে, উদগীথাদির দ্বারা ঐ সমস্ত উপাসনাগুলিও কি

নোপাদেয়াঃ, উত গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থতয়া যথাকামম্,—ইতি বিশয়ে—নিয়মেনোপাদেয়া ইতি যুক্তম্ ।

ননু চাসাং পুরুষার্থত্বেনানিয়মঃ প্রতিপাদিতঃ “তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদৃষ্টেঃ পৃথগ্ হু প্রতিবন্ধঃ ফলম্” [ ব্রহ্মসূ. ৩.৩.৪১ ] ইত্যত্র । সত্যম্ ; তদেব দ্রষ্টয়িতুং কৈশ্চিৎ লিঙ্গদর্শনৈযুক্ত্যা চাক্ষিপ্যাতে । তত্র হি “তেনোভৌ কুরুতঃ” [ ছান্দো. ১।১।১০ ] ইত্যনিয়মদর্শনাৎ পৃথক্ফলত্বমুক্তম্ ; উপাসনাশ্রয়ভূতোদগীথাদিবত্পাসনানামপ্যস্ততয়া উপাদাননিয়মে বহবো হেতব উপলভ্যন্তে ; নহত্র “গোদোহনেন পশুকামস্ত প্রণয়েৎ” [—০ ?] ইত্যাদিবত্পাসনাবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধঃ শ্রীতে ; “উদগীথমুপাসীত” [ ছান্দো. ১।১।১ ] ইত্যুদগীথাদিসম্বন্ধিত্যৈবোপাসনাং প্রতীয়তে । “যদেব বিদুয়া কুরোতি শ্রদ্ধাযোগনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরম্” [ ছান্দো. ১।১।১০ ]

যজ্ঞোপকারকরূপে প্রত্যেক যজ্ঞেই গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদির জ্ঞায় ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয় স্থলে সর্বত্র গ্রহণকরাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় (\*) ।

ভাল কথা, পুরুষার্থ সাধনে যে, সমস্ত বিচারই নিয়ত আবশ্যক হয় না, তাহা ত “তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ” “তদৃষ্টেঃ পৃথগ্হু প্রতিবন্ধঃ ফলম্” এই দুই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; [ তবে আর এখানে তাহা প্রতিপাদনের আবশ্যক কি ? ], হাঁ, যদিও সেখানেই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই পূর্বোক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ এই অধিকরণে আরও কতিপয় বিরুদ্ধ হেতু দর্শনে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে মাত্র । সেখানে কেবল “তেনোভৌ কুরুতঃ” এই শ্রুতির সাহায্যেই উপাসনার অনিয়ম বা নিয়ত আবশ্যকতার অভাব দর্শনে পৃথক্ পৃথক্ ফলসাধকতা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ; কারণ, উপাসনার আশ্রয় বা অবলম্বন স্বরূপ উদগীথাদির জ্ঞায় উপাসনাগুলিও যখন অঙ্গ, তখন উহাদেরও অবশ্য-গ্রহণ পক্ষে বহুতর হেতু দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ পশু-সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি গোদোহনপূর্বক চরু পাক করিবে’ ইত্যাদি স্থলে যেমন কাম্য পশুরূপ ফলবিশেষের উল্লেখ শ্রুত আছে, এখানে ত সে রূপ কোনও ফলবিশেষের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না । ‘উদগীথের উপাসনা করিবে’, এই বাক্য হইতে ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদগীথ সম্পর্কিত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে মাত্র ।

‘বিজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও বিজ্ঞানসহকারে যাহা করা হয়, তাহাই সমাধিক বীৰ্য্যশালী হয়,’ বর্তমানতা-

(\*) তৎপার্থ্য—এই যথাশ্রয়ভাবাধিকরণটি ৫২—৬০—পর্যন্ত ছয় সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ক্রিয়াজ্ঞ উদগীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদগীথাদি-উপাসনা । (২) সংশয়—গোদোহনাদির জ্ঞায় ঐ সমস্ত উপাসনারও সর্বত্র উপসংহার করা আবশ্যক হয় কি না । (৩) পূর্বপক্ষ—সর্বত্র উপাদান করা আবশ্যক হয় না । (৪) উত্তর—না, - এসমস্ত উপাসনার উপসংহার অবশ্যকর্তব্য হইতে পারে না ; কারণ, “যদেব বিদুয়া কুরোতি” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ক্রতুর বীৰ্য্যাধিক্য সাধনই উপাসনার সাক্ষাৎ ফল ; সেই উপাসনার কেবল অবলম্বনরূপেই সম্বিহিত উদগীথ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘটয়াছে । (৫) নির্ণয়—অতএব উদগীথের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই যে, উপাসনাও করিতে হইবে, তাহা নহে ; পরন্তু যেখানে ক্রতুর বীৰ্যাধিক্য-সাধনে ইচ্ছা থাকে, কেবল সেই সমস্ত স্থানেই ঐরূপ উপাসনার আবশ্যক হয়, অন্তত্ব নহে ।

ইতি বর্তমানাপদেশরূপ-বাক্যান্তরাঙ্কি ফলসম্বন্ধো জ্ঞায়তে ; স্ববাক্যোনৈবা-  
ব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধ্যুদগীথাদিসম্বন্ধেন নির্জাত-ক্রত্বঙ্গতাবশ্য বাক্যান্তরস্ব-  
বর্তমানফল-সম্বন্ধনির্দেশোহর্থবাদমাত্রং স্ম্যৎ, অপাপশ্লোকশ্রবণাদিবৎ ।  
অতো যথা উদগীথাদয় উপাসনাশ্রয়াঃ ক্রত্বঙ্গতয়া প্রয়োগ-বিধিনা নিয়মেনো-  
পাদীয়ন্তে ; তথা তদাশ্রিতাশ্চোপাসনাস্তন্মুখেন ক্রত্বঙ্গভূতাঃ, ইতি  
নিয়মেনোপাদেয়া এব ॥৩।৩।৫৯॥

## শিষ্টেচ্চ ॥৩।৩।৬০॥

[ পদচ্ছেদঃ—শিষ্টেঃ ( শাসন—বিধান হেতু ) চ ( ৩ ) । ]

[ সরলার্থঃ—শিষ্টিঃ—শাসনম্—বিধানমিত্যর্থঃ । “উদগীথমুপাসীত” ইতি বিধানাচ্চ হেতোঃ  
—“যদেব বিদুয়া করোতি” ইতি বর্তমান-নির্দেশাবগত-ফলসম্বন্ধলাভাৎ প্রাগেব উপাসনস্ত  
উদগীথসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে ; তন্মাদপি হেতোঃ তদঙ্গতয়া উপাদাননিয়মঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ ‘উদগীথের উপাসনা করিবে’ এইরূপ বিধি থাকায়, বিধিরহিত কেবলই বর্ত-  
মানতাবোধক “যদেব বিদুয়া করোতি”, এই বাক্যাবগত ফল প্রতীতির পূর্বেই ইহার উপাসনা-  
ঙ্গতা সিদ্ধ হইতেছে ; কাজেই তাহার উপসংহারেরও আবশ্যকতা হইতেছে ॥৩।৩।৬০॥ ]

শিষ্টিঃ শাসনম্, বিধানমিত্যর্থঃ । “উদগীথমুপাসীত” [ ছান্দোঃ  
১।১।১ ] ইতুদগীথাস্ততয়োপাসনবিধানাচ্চোপাদাননিয়মঃ । “গোদোহনেন

মাত্রাবোধক এই বাক্যান্তর হইতেও উপাসনার সফলতা জানা যাইতেছে ; অতএব, উপাসনা-  
বিধায়ক বাক্যে কেবল ক্রতুসম্বন্ধ ঋত থাকাতাই, ঐ উপাসনার ক্রত্বঙ্গ জ্ঞানা যাইতেছে ;  
সুতরাং অগ্ণবাক্যে যে, বর্তমানকালীন ফল সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা নিশ্চয়ই অপাপ-  
শ্লোক-শ্রবণের দ্বারা শুধুই ‘অর্থবাদ’ মাত্র হইবে, [ কখনও ফলবিধায়ক হইবে না । ] অতএব,  
উপাসনার আশ্রয় বা আলম্বনস্বরূপ উদগীথ প্রভৃতি যেমন প্রয়োগবিধি অনুসারে ( - )  
যজ্ঞাস্বরূপে নিয়তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তেমনি সেই উদগীথাস্রিত উপাসনাস্তুলিও  
উদগীথের সহযোগে নিয়তই যজ্ঞাঙ্গভাব প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং কৰ্ম্মাঙ্গরূপে সে সমুদয়ের  
গ্রহণকরাও অবশ্যই উচিত ॥৩।৩।৫৯॥

শিষ্টি অর্থ—শাসন অর্থাৎ বিধান। ‘উদগীথের উপাসনা করিবে’ এই শ্রুতিতে উদগীথাস্ররূপে  
উপাসনার বিধান থাকায়, উপাসনারও আবশ্যকতা প্রতীতি হইতেছে। বিশেষতঃ ‘পশুকাম  
ব্যক্তি গোদোহন দ্বারা চক্ৰ প্রস্তুত করিবে’, এই শ্রুতিতে যেরূপ অগ্নি ক্রিয়ায় অধিকারী

(\*) তাৎপৰ্য—বিধি অনেকপ্রকার আছে, বিনিয়োগ বিধি তাহার মধ্যে অঙ্গতম। যে বিধির সাহায্যে  
মন্ত্রাদির ক্রিয়া-বিশেষে ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিনিয়োগ-বিধি বলে।

পশুকামস্ত প্রণয়েৎ” ইত্যাদিবৎ বিধিবাক্যেহধিকারান্তরাশ্রবণাদুদগীথাস্ত-  
ভাব এব হি বিধেয় ইতি গম্যতে ॥৩৥৩৬০॥

### সমাহারাৎ ॥৩৥৩৬১॥

[ পদচ্ছেদঃ—সমাহারাৎ [ উদগীথ দৃষ্ট হইলে ] অগ্নি দ্বারা সমাধানের উপদেশ (হেতু) । ]

[ সরলার্থঃ—“হোতৃ-ষদনাদ্ হৈব দ্রুদগীথমনুসমাহরতি” ইত্যত্র উপাসনস্ত সমাহারনিয়মো  
দৃশ্যতে, তস্মাদপি উপাসনস্ত নিয়মেনোপাদানং প্রতীয়তে । দ্রুদগীথং—বেদনবিহীনম্ উদগীথম্ ;  
বেদনহানৌ চ অন্তেন তৎসমাধানং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

“হোতৃ-ষদনাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত আছে যে, উদগীথ যদি দৃষ্ট হয় অর্থাৎ উপাসনা-  
বিহীন হয়, তাহা হইলে অগ্নি ক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে হইবে । এইরূপ বিধান  
হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই উপাসনার আবশ্যকতা আছে ॥৩৥৩৬১॥ ]

“হোতৃ-ষদনাক্লেবাপি দ্রুদগীথমনুসমাহরতি” [ ছান্দো ০ ১।৫।৫ ]  
ইতুপাসনস্ত সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে । দ্রুদগীথং বেদনবিহীনমদগীথম্ ।  
বেদনহানাবন্তেন সমাধানং ক্রবৎ তস্ত নিয়মেনোপাদানং দর্শয়তি ॥৩৥৩৬১॥

### গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩৥৩৬২॥

[ পদচ্ছেদঃ—গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ ( উপাসনার অঙ্গভূত গুণের সাধারণভাব শ্রুতি হইতে )  
চ ( ৩ ) । ]

[ সরলার্থঃ—“তেনৈয়ং ত্রয়ী বিত্তা বর্ততে, তুঁম্ ইতি আশ্রাবয়তি” ইত্যাদৌ গুণস্ত প্রণবাস্তো-  
পাসনস্ত সাধারণ্যেন শ্রুতেরপি উপাসনোপাদাননিয়মোহবগম্যতে ইত্যর্থঃ । সোপাসনশ্চৈব প্রণ-  
বস্ত সর্বত্র অনুবৃত্তিদর্শনাৎ তৎসহচরশ্চোপাসনস্তাং উপাদাননিয়মঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

‘এই প্রণবসহযোগেই সমস্ত বেদবিত্তা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনাসম্বন্ধিত  
প্রণবের সাধারণ্য বা সর্বত্রানুবৃত্তির শ্রুতি থাকায় প্রণবাস্ত উপাসনারও সর্বত্র গ্রহণের  
আবশ্যকতা অবধারিত হইতেছে ॥৩৥৩৬২॥ ]

সম্বন্ধেই গোদোহনাধিকার শ্রুত আছে, এখানেত সেরূপ কোনও অধিকারাস্তরের উল্লেখ  
শোনা যাইতেছে না ; অতএব এখানে বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত উপাসনায় উদগীথাস্তই  
বিধেয় বা বিধির বিষয়, ( অতএব তাহাই প্রধান ) ॥৩৥৩৬০॥

‘হোতৃ-ষদন হইতে দ্রুদগীথের পরিপূরণ করিবে’ এই শ্রুতিতে উপাসনা-গ্রহণের আবশ্য-  
কতা পরিপূর্ণিত হইতেছে । দ্রুদগীথ অর্থ—উপাসনাবিহীন উদগীথ । উক্ত শ্রুতিটি উপাসনার  
অভাবে অগ্নি দ্বারাও তাহার পরিপূরণের উপদেশ দিয়া, সেই উপাসনার অবশ্য-গ্রহণীয়তাই  
জ্ঞাপন করিতেছেন ॥৩৥৩৬১॥

উপাসনগুণস্য উপাসনাশ্রয়স্য প্রণবস্য সোপাসনস্য “তেনেয়ং ত্রয়ী  
বিদ্যা বর্ততে, ওমিত্যাশ্রয়তোমিতি শংসত্যোমিত্যুদগায়তি” [ ছান্দো.  
১।৩।৯ ] ইতি সাধারণ্যশ্রুতেশ্চোপাসন-সমাহারো গম্যতে । “তেন”  
ইতি প্রকৃতপরামর্শাৎ সোপাসন এব প্রণবঃ সর্বত্র সঞ্চরতি । অত  
উপাসনস্য প্রণবসহভাব-নিয়মদর্শনাচ্চ উদগীথাহ্যুপাসনানামুদগীথাদিবৎ  
নিয়মেনোপাদনম্ ॥৩।৩।৬২॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নবা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩।৬৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—নবা ( নিশ্চয়ই নহে ) তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ( যেহেতু তাহার সহিত ইহার  
অঙ্গভাব-শ্রুতি নাই ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—নবা নৈব উপাদাননিয়মঃ ; কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ  
—উদগীথাগুণভাবাশ্রবণাদিত্যর্থঃ । ক্রত্বঙ্গভাবো হি অঙ্গভাবঃ, “যদেব বিদ্যা করোতি, \* \* \*  
তদেব বীর্ঘ্যবত্তরম্” ইতি বীর্ঘ্যবত্তরত্ব-সাধনতয়া শ্রুত্যা বিদ্যায়াঃ ক্রত্বঙ্গরূপতয়া বিনিয়োগা-  
সম্ভবাৎ তদঙ্গভাবো নৈব শ্রু্যতে । যত্র সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বং প্রতিপাণ্ডতে, তত্র ফলসাধনত্বস্য  
প্রাক্প্রতিপাদিতত্বাৎ ক্রত্বঙ্গতয়া তস্মৈ বিনিয়োগো নৈব সম্ভবতীত্যশয়ঃ ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—যেহেতু শ্রুতিতে তৎসহভাব অর্থাৎ উদগীথাগুণভাবের উল্লেখ  
নাই, সেই হেতু নিশ্চয়ই উপাদানেরও নিয়ম হইতে পারে না । সহভাব অর্থ—ক্রতুর অঙ্গভাব ;  
‘বিদ্যার সহিত যাহা করা হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যার কেবল বীর্ঘ্যবত্তরত্ব-সাধনতাই  
প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং ক্রতুর অঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না বলিয়া  
ক্রত্বঙ্গতাও তাহার সিদ্ধ হইতেছে না । অতএব সর্বত্র উপাদানের আবশ্যকতা  
নাই ॥৩।৩।৬৩॥ ]

‘তাহা ( তেন ) ঘারাই এই বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হয় ; ওঁম্ বলিয়া শ্রবণ করে, ওঁম্ বলিয়া  
আশংসা করে, ওঁম্ বলিয়া উদগান করে’, এখানে উপাসনাযিত—উপাসনার আশ্রয়ভূত অর্থাৎ  
উপাসনাসহকৃত প্রণবের সামান্যধিকরণ্য ( সর্বত্র সম্বন্ধ ) শ্রুতি থাকায় উপাসনারও অমুভূতি  
বুঝা যাইতেছে । শ্রুতির ‘তেন’ শব্দে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় উপাসনাসহকৃত প্রণবেরই  
সর্বত্র অমুভূতি বুঝাইতেছে, কেবলই প্রণবের নহে । অতএব প্রণবের সহিত উপাসনার  
সাহচর্য্য নিয়ম দর্শনেও বুঝা যাইতেছে যে, উদগীথাতির ত্রয় উদগীথা-উপাসনারও সর্বত্র  
গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।৩।৬২॥

ন চৈতদন্তি—যদুদগীথাদ্যুপাসনানাং ক্রতুৰ্ভূ উদগীথাদিবদুপাদাননিয়ম ইতি । কৃতঃ ? তৎসহভাবাশ্রয়তঃ—উদগীথাস্তভাবাশ্রয়তেরিত্যর্থঃ । অস্তভাবে হি সহভাবনিয়মো ভবতি । যদ্যপি “উদগীথমুপাসীত” [ছান্দোঃ ১।১।১] ইত্যগ্নিন্ পদসমুদায়েহধিকারান্তরং ন প্রতীয়তে ; তথাপি তদনন্তরমেব “যদেব বিদ্যা কৰোতি শ্রদ্ধাযোগনিষদা, তদেব বীৰ্য্য-বন্তরং ভবতি” [ ছান্দোঃ ১।১।১০ ] ইতি বিদ্যায়াঃ ক্রতুবীৰ্য্যবন্তরত্বং প্রতি সাধনভাবঃ প্রতিপাদ্যতে । তেন ক্রতুফলাৎ পৃথগ্ভূতফল-সাধনভূতা বিদ্যা “উদগীথম্ উপাসীত” ইতি কর্তব্যতয়া বিধীয়তে । ক্রতুফলাৎ পৃথগ্ভূত-ফলসাধনতয়াবগতশ্রোপাসনশ্চ ক্রত্বস্তভূতোদগীথাস্ততয়া বিনিয়োগো

এইরূপ সিদ্ধান্ত-প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—‘নবা’ ইত্যাদি । ক্রতুতে উদগীথাদি ক্রিয়ার যেকোন অবস্থা গ্রহণের নিয়ম আছে, উদগীথাদি-উপাসনাতেও যে, সেইরূপই গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে ; কারণ ? যেহেতু, তৎসহভাব শ্রুতি হয় হয় নাই, অর্থাৎ উপাসনাও যে, উদগীথাতির অঙ্গ, এরূপ কথা শ্রুতিতে নাই । অঙ্গভাব থাকিলেই সহভাব—একসঙ্গে সর্বত্র অনুবৃত্তির নিয়ম হইতে পারে । যদিও “উদগীথমুপাসীত” এই শ্রুতিতে অগ্নাধিকার ( অপর কোনও বিষয়ের ) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না সত্য, তথাপি অব্যবহিত পরেই ‘বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহযোগে বাহাই করা যায়, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যবান্ হয়’ এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে ক্রতুর বীৰ্য্যবন্তরত্বসাধন বলিয়াই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সেই জন্যই “উদগীথমুপাসীত” এই শ্রুতিতে আবার ক্রতু-ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভূত ফলের সাধনভূত বিদ্যাটীও উহারই অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে ।

যজ্ঞে উদগীথাতির দ্বায় উদগীথাদি বিষয়ক উপাসনারও যে, অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, সেরূপ কোনও নিয়ম নাই ; কারণ ? যেহেতু তৎসহভাবের শ্রুতি নাই, অর্থাৎ উদগীথ যেমন যজ্ঞাঙ্গ, তেমনি উপাসনাও যে, উদগীথাতির অঙ্গ, তদ্বোধক কোনও শ্রুতি নাই । অঙ্গভাব হইলেই ( উদগীথাতির সহিত ) সাহচর্য্য নিয়ম সম্ভবপর হইতে পারে, ( নচেৎ নহে ) । যদিও “উদগীথম্ উপাসীত” এই বাক্যে অপর কোনও বিষয়ের অধিকার বা সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না, ( কেবল উদগীথাধিকারই প্রতীত হইতেছে সত্য ), তথাপি ইহার অব্যবহিত পরেই যখন ‘বিদ্যাপূরক বাহা কিছু করা যায়, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যশালী হয়,’ এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে যজ্ঞের সমধিক বীৰ্য্যসাধক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, “উদগীথম্ উপাসীত” শ্রুতিতে যজ্ঞফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ফলসাধনার্থই বিদ্যার কর্তব্যতা বিহিত হইতেছে । অতএব ক্রতু-ফল হইতে পৃথক্ ফলের সাধনরূপেই যখন উপাসনার প্রতীতি হইতেছে, তখন উদগীথাস্তরূপে সেই উপাসনার প্রয়োগ কখনই সম্ভব হইতে পারে



নোপপত্ততে । অতঃ (\*) উপাসনশ্রায়াপেক্ষায়াঃ সন্নিহিত উদগীথ  
আশ্রয়মাত্রং ভবতি ।

উদগীথশ্চ ক্রতুঙ্গভূতঃ, ইতি ক্রতুপ্রযুক্তোদগীথাত্মশ্রয়ে উপাসনে  
ক্রতুধিকারিণ এব ক্রতোবীৰ্য্যবত্তরত্বেচ্ছানিমিত্তমিদমধিকারান্তরম্, ইতি ন  
ক্রতুযু তদুপাদাননিয়মঃ । বীৰ্য্যবত্তরত্বক্ ক্রতুফলশ্চ প্রবলকৰ্ম্মান্তরফলেনা-  
প্রতিবন্ধ ইত্যুক্তম্ ; ক্রতোরবিলম্বিতফলত্বমিত্যর্থঃ । পৰ্ণতাদীনাস্তু  
“যদেব বিদ্যা কৰোতি, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি” [ ছান্দো ০ ১।১।১০ ]  
ইতি বিদ্যায়াঃ ফলসাধনত্ববদ্ অপাপল্লোকশ্রবণাদিফলং প্রতি সাক্ষাৎ সাধন-  
ভাবো ন শ্রুতঃ, ইতি ক্রতুঙ্গভূত-জুহ্বাতঙ্গতয়া বিনিয়োগাবিরোধাৎ তদঙ্গ-  
ভূতানাং ফলান্তর-সাধনভাবকল্পনানুপপত্তে: তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রং  
শ্রাৎ ॥৩॥৩॥৬৩॥

না । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, উপাসনা মাত্রই একটি আশ্রয় বা আলম্বনের অপেক্ষা করে ;  
সুতরাং উদগীথোপাসনাতেও একটি আশ্রয় বা আলম্বনের আবশ্যক আছে ; এইজন্য সন্নিহিত  
‘উদগীথই’ উপাসনার সেই আশ্রয়ভাব বা আলম্বনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র ; ( কিন্তু অঙ্গরূপে  
উদগীথের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই ) ।

উদগীথ ক্রিয়াটিও যজ্ঞেরই অঙ্গ ; সুতরাং যজ্ঞে যাহার অধিকার আছে, উদগীথামুষ্ঠানেও  
তাহারই অধিকার আছে ; কিন্তু উদগীথাপ্রতি উপাসনায় সেরূপ অধিকারের নিয়ম নাই ; পরন্তু  
সেই যজ্ঞাধিকারী পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে, আমার ক্রতু অধিক বীৰ্য্য সম্পন্ন হউক, তাহা  
হইলেই অর্থাৎ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেই তিনি উপাসনার অধিকারী হন, নচেৎ হন না ; অতএব  
উদগীথ ও উপাসনা, উভয়ের অধিকারী এক নহে ; এইরূপ অধিকারের পার্থক্য থাকায়  
যজ্ঞে উদগীথাদি উপাসনার নিয়ম বা অবশ্য-কর্তব্যতার ব্যবস্থা হইতে পারে না । ‘বীৰ্য্যবত্তরত্ব’  
অর্থ যে, অপর কোনও প্রবল কৰ্ম্মফল দ্বারা উপস্থিত কৰ্ম্ম-ফলের বাধা না হওয়া, তাহা পূর্বেই  
বলা হইয়াছে ; ফলকথা, অমুষ্ঠিত যজ্ঞফললাভে বিলম্ব না হওয়াই বীৰ্য্যবত্তরত্ব । তাহার পর,  
যজ্ঞাঙ্গ ‘জুহু’ পৰ্ণময়তার সহিতও বিচার সাম্য হইতে পারে না ; কারণ, “যদেব বিদ্যা  
কৰোতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনায় যেরূপ বীৰ্য্যবত্তরত্বরূপ পৃথক্ ফল-সাধনতা প্রতিপন্ন  
হইতেছে, জুহু পৰ্ণময়তা ধর্ম্মটি কিন্তু সেরূপ পাপল্লোক শ্রবণাভাব-ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া  
শ্রুত হয় নাই ; সুতরাং যজ্ঞাঙ্গ জুহু অঙ্গরূপে পৰ্ণময়তার বিনিয়োগে কোনরূপ বাধা না  
থাকায়, যজ্ঞাঙ্গভূত পৰ্ণময়তা প্রভৃতির ফলান্তর-সাধনতা কল্পনা সম্ভবপর হয় না ; কাজেই  
তৎসম্বন্ধে উক্ত ফলশ্রুতিকে কেবলই ‘অর্থবাদ’ বলিতে হয়, [ কিন্তু এখানে স্বতন্ত্রভাবে ফল-  
প্রতিপাদক শ্রুতিকে ত আর ‘অর্থবাদ’ বলা যাইতে পারে না ] ॥৩॥৩॥৬৩॥

## দর্শনাচ্চ ॥৩॥৩॥৬৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—দর্শনাং (যেহেতু দেখা যায়) চ (ও) । ]

[ সরলার্থঃ—“এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞঃ যজ্ঞমানঃ সর্বাংশ্চ ঋত্বিজোহভিরক্ষতি” ইতি হি ঋতিঃ কেবলং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানেনৈব যজ্ঞমানপ্রভৃतीনাং রক্ষণং ক্রবতী তদন্তেষাং বিজ্ঞানেহ-  
নাদরং দর্শয়তি । উদগীথোপাসনস্থানদ্বয়ে সত্যেব তুপপত্ততে । অতশ্চ উদগীথোপাসনস্তো-  
পাদানানিয়মঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

‘এবংবিৎ (উদগীথোপাসনাসম্পন্ন) ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও অপর সমস্ত ঋত্বিককে রক্ষা করেন’ এই ঋতি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাই উপাসনালব্ধ স্বীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর সমস্ত ঋত্বিককে রক্ষা করিয়া থাকেন ; সুতরাং অপরপর ঋত্বিকের উপাসনা-বিজ্ঞানে অনাবশ্যক-  
তাই বুঝা যাইতেছে ; কাজেই বলিতে হইবে যে, সর্বত্র উপাসনা গ্রহণের নিয়ম হইতে পারে  
না ॥৩॥৩॥৬৪॥ ] [ ইতি ষড়্-বিংশ যথাক্রমভাবাধিকরণ ॥২৬॥ ]

ইতি শ্রীদুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতারাং ব্রহ্মসূত্রব্যাক্ষ্যারাং সরলার্থায়াং  
তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥৩॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিরূপাসনোপাদানানিয়মঃ—“এবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞঃ  
যজ্ঞমানঃ সর্বাংশ্চর্ন্তিজোহভিরক্ষতি” [ ছান্দোঃ ৪।১৭।১০ ] ইতি ব্রহ্মণো  
বেদনেন সর্বেষাং রক্ষণং ক্রবতী । উদগাতৃপ্রভৃतीনাং বেদনস্থানিয়মে  
সত্যেততুপপত্ততে । অনেন লিঙ্গেন পূর্বোক্তানাং সমাহারাদিলিঙ্গানাং  
প্রায়িকত্বমবগম্যতে ; অতোহনিয়ম এবোতি স্থিতম্ ॥৩॥৩॥৬৪॥

[ ইতি ষড়্-বিংশ যথাক্রমভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥ ]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতো শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে  
তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥৩॥

এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও সমস্ত ঋত্বিকগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন’  
এই ঋতি [ঋত্বিকগণের মধ্যে কেবল] ব্রহ্মার জ্ঞান দ্বারাই অপর সকলের রক্ষাবিধানের কথা  
বলিয়া যজ্ঞে উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই প্রদর্শন করিতেছেন । উদগাতা প্রভৃতি ঋত্বিকগণের  
যদি উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়ম (অবশ্যকর্তব্যতার অভাব) থাকে, তাহা হইলেই এই কথার  
সঙ্গতি হয়, নচেৎ হয় না । এই হেতু-বাক্যের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বে যে সমাহারাদি  
হেতুগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে গুলি প্রায়িকমাত্র, (নিয়ত আবশ্যক নহে) ; অতএব  
উপাদানের অনিয়ম সিদ্ধান্তই স্থির রহিল, অর্থাৎ প্রমাণিত হইল ॥৩॥৩॥৬৪॥

[ ইতি ষড়্-বিংশ যথাক্রমভাবাধিকরণ ॥২৬॥ ]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যানুবাদে  
তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥৩॥৩॥

## তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থঃ পাদঃ ।

[ পুরুষার্থাধিকরণম্ । ]

### পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি

#### বাদরায়ণঃ ॥৩॥৪॥১॥

[ পদচ্ছেদঃ—পুরুষার্থঃ ( মোক্ষ ) অতঃ ( ইহা হইতে—বিজ্ঞা হইতে ) শব্দাৎ ( শ্রুতি বাক্য হেতু ) ইতি ( ইহা ) বাদরায়ণঃ ( বাদরায়ণনামক আচার্য্য [ মনে করেন ] ) । ]

[ সরলার্থঃ—গুণোপসংহারচিন্তানস্তরম্, পরমপুরুষার্থোপায়-নিরূপণায় ইদানীং চতুর্থঃ পাদ আরভাতে । তত্র কিং বিজ্ঞায়াঃ ? বিজ্ঞান্সকাং কৰ্ম্মণো বা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—“পুরুষার্থঃ” ইত্যাদি ।

অতঃ অস্তাঃ পূৰ্ণপাদোক্তায়া বিজ্ঞায়া এব পুরুষার্থঃ সিধ্যতি, ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্ততে । কৃতঃ ? শব্দাৎ—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্” “তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি ; নাভ্যঃ পস্থা বিত্তেহন্নয়নায়” ইত্যাদেবিতার্থঃ ।

তৃতীয় পাদে গুণোপসংহারের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া এখন চতুর্থ পাদে বিচারিত হইতেছে যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞাসহকৃত কৰ্ম্ম হইতে হয় ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“পুরুষার্থঃ” ইত্যাদি ।

বাদরায়ণ-নামক আচার্য্য মনে করেন যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে ; কারণ, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,’ “তাহাকে ( ব্রহ্মকে ) জানিলে পর, সেই জ্ঞানীপুরুষ ইহলোকেই অমৃত হইয়া থাকেন ।’ ইত্যাদি শব্দ হইতে—শ্রুতি বাক্য হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৩॥৪॥১॥ ]

গুণোপসংহারানুপসংহারফলা বিদ্বৈকত্ব-নানাত্বচিন্তা কৃতা ; ইদানীং বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিজ্ঞান্সকাং কৰ্ম্মণঃ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? অতঃ—বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থঃ ইতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে ; কৃতঃ ? শব্দাৎ—দৃশ্যতে হৌপনিষদঃ শব্দো বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থঃ ক্রবন্—

উপাস্তগুণের কোথায় উপসংহার করিতে হইবে, আর কোথায় করিতে হইবে না, তন্নিরূপণার্থ তৃতীয় পাদে বিজ্ঞার একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে বিচার শেষ করা হইয়াছে ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কৰ্ম্ম হইতে হয় ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? [ এতদ্বত্তরে ] ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন যে, ইহা হইতে অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ? ইহার হেতু ? শব্দই ইহার হেতু ; কেননা, বিজ্ঞা হইতে যে, পুরুষার্থ লাভ হয়, উপনিষদে তদ্বোধক শব্দ (শ্রুতি-

“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [ তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ ],

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।”

“তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥”

[ পুরুষসূঃ ],

“যথা নতঃ শ্রুদ্দমানাঃ সমুদ্রে অন্তঃ গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[ মুণ্ডঃ ৩২।৮ ] ইত্যাদিঃ ॥৩৮৪১১॥

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যোষ্বিতি  
জৈমিনিঃ ॥৩৮৪২২॥

[ পদচ্ছেদঃ—শেষত্বাৎ ( যাগাঙ্গত্ব হেতু ) পুরুষার্থবাদঃ ( পুরুষার্থ প্রাপ্তির কথা অর্থবাদ মাত্র ) যথা ( যেমন ) অত্রেষু ( অত্ৰত্ব—যাগাঙ্গদ্রব্যাদিতে ) ইতি ( ইহা ) জৈমিনিঃ ( জৈমিনি-নামক আচার্য্য ) [ মনে করেন ] । ]

[ সরলার্থঃ—যেয়ং বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-প্রাপ্তিশ্রুতিঃ, ন সা বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-সাধনত্ববোধিকা, অপিতু ক্রতুশেষত্বাৎ অর্থবাদমাত্রম্ ; যথা অত্রেষু দ্রব্যাদিষু পৃথক্ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদমাত্রম্, তথা অত্রাপীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মত্ততে ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যপ্রভৃতিতে উক্ত ফলশ্রুতি মাত্রই অর্থবাদ ; উপনিষদের বিদ্যামাত্রই যখন যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাতে যে, ফলশ্রুতির কথা আছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র ( প্রশংসাবাক্য মাত্র ) ॥৩৮৪২২॥ ]

বাক্য) দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—‘ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন’, ‘তমঃ বা অজ্ঞানের অগীত আদিত্য বর্ণ ( জ্যোতির্গয় ) এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি । তাঁহাকে ( ব্রহ্মকে ) যে জানে, সে ইহলোকেই অমৃত হয়, মুক্তিলাভের অল্প উপায় নাই,’ ‘শ্রুদ্দমান ( প্রবহমান ) নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি বিদ্বান্ পুরুষও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাংপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি ( \* ) ॥৩৮৪১১॥

এতদ্বৃত্তরে পূর্বপক্ষবাদী আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—“শেষত্বাৎ” ইত্যাদি ।

( \* ) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘পুরুষার্থাধিকরণ’ । প্রথম হইতে বিংশটি পুত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে । ইহার অবশেষ পাঁচটি এই প্রকার—(১) বিষয়—জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় চিন্তা । (২) সংশয়—কর্ষসহকৃত বিদ্যা, অথবা কেবলই বিদ্যা পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় ? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্ষসহকৃত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় ; কারণ, কর্ণাঙ্গরূপেই বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না, বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কেবল বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ—মুক্তি সিদ্ধ হয় ; মুক্তিতে কর্ণের সাক্ষাৎ সাধনতা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব যমুক্ষু ব্যক্তিকে পুরুষার্থ লাভের অল্প কেবল বিদ্যাই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ॥

নেতদেবম্—যৎ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থাপ্তিঃ শব্দাবগম্যাতে—ইতি ।  
 ন হ্যেষঃ “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তিঃ পরম্” ইত্যাদিশব্দো বেদনাৎ পুরুষার্থ-  
 বাপ্তিমবগময়তি, কৰ্ম্মস্ব কৰ্ত্তৃত্বতত্ত্বাত্মনো যথাত্ম্য-বেদনপ্রতিপাদনপরত্বাৎ ।  
 অতঃ কৰ্ত্তুঃ সংস্কারদ্বাৰেণ বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদ-  
 মাত্রম্ ; যথাত্ম্যেষু দ্রব্যাদিসু—ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । তদুক্তম্  
 “দ্রব্যগুণসংস্কারকৰ্ম্মস্ব পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্তাৎ ।” [ পূর্বমীঃ  
 ৪।৩।১ ] ইতি ।

ননু চ কৰ্ম্মস্ব কৰ্ত্তুর্জীবাদন্তো মুমুক্শুভিঃ প্রাপ্যতয়া বেদান্তেষু বেদ  
 উপদিশ্যতে, ইতি প্রাগেবোপপাদিতং “নেতরোহনুপপত্তেঃ” [ ব্রহ্মসূঃ  
 ১।১।১৭ ], “ভেদব্যপদেশাচ্চ” [ ব্রহ্মসূঃ ১।১।১৮ ], “অনুপপত্তন্তু ন শারীরঃ”  
 [ ব্রহ্মসূঃ ১।২।৩ ], “ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎমানস্তবাৎ” [ ব্রহ্মসূঃ  
 ১।৩।১৭ ] ইত্যেবমাদিভিঃ সূত্রৈঃ ; তদেব ব্রহ্ম তত্ত্বমস্তাদিসামান্য-  
 করণ্যেন জীবাদনতিরিক্তমিত্যেতদপি “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” [ ব্রহ্মসূঃ  
 ২।১।২২ ] ইত্যেবমাদিভির্নিরন্তম্ ; সামান্যাদিকরণ্যনির্দেশশ্চ “ঐতদাত্ম্যমিদং

শব্দ প্রমাণ অনুসারে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ-প্রাপ্তি জানা যাইতেছে, বলা হইয়াছে; তাহা  
 সত্য নহে; কেননা, ‘ব্রহ্মবিদ্যঃ পুরুষ পবমান্যাকে প্রাপ্ত হন’ ইত্যাদি শব্দ প্রমাণ যে, বাস্তবিকই  
 বেদন বা উপাসনা হইতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু কৰ্ম্মের কৰ্ত্তৃত্ব  
 আত্মার যথার্থস্বরূপ জ্ঞাপন করাই ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের অভিপ্রেত—তাৎপর্য্য । অতএব,  
 কৰ্ত্তার সংস্কার বা গুণাতিশয় সম্পাদন দ্বারা বিদ্যা যখন ক্রতুশেষত্ব অর্থাৎ যজ্ঞেরই অঙ্গস্বরূপ,  
 তখন ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিদ্যাসাধ্য মোক্ষফলপ্রাপ্তির কথাও যজ্ঞান্ত্র অত্যাগ্র দ্রব্যের ফলশ্রুতির  
 ত্রায় অর্থবাদমাত্র বলিয়া জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন । পূর্বমীমাংসায় একথা উক্তও আছে—  
 ‘যজ্ঞীয় দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার কার্য্যে যে, ফলশ্রুতি আছে, তাহা পরার্থ বলিয়া অর্থাৎ যজ্ঞেরই  
 উপকারসাধক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র’ ইতি ।

ভাল কথা, বেদান্ত শাস্ত্র যে, কৰ্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থকেই মুমুক্শুগণের  
 প্রাপ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, ইহা ত ইতঃপূর্বেই “নেতরোহনুপপত্তেঃ ।” “ভেদব্যপদেশাচ্চ”  
 “অনুপপত্তন্তু ন শারীরঃ ।” “ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, নাস্তবাত্ ।” ইত্যাদি সূত্র সমূহে  
 প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহারপর অভেদসূচক “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যানুসারেও, সেই  
 ব্রহ্মের যে, জীব হইতে অনতিরিক্ততা বা জীবস্বরূপত্ব সম্ভাবনা, তাহাও “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ”  
 ইত্যাদি সূত্রসমূহ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে; কারণ, ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ‘এ সমস্তই  
 ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐ জাতীয় সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশ চেষ্টনাতেন-

সর্বম্” [ ছান্দো০ ৬।৮।৭ ] “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” [ ছান্দো০ ৩।১৪।১ ] ইতি চেতনাচেতনসাধারণঃ “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [ বৃহদা০ ৫।৭।৩ ] “য আত্মনি” তিষ্ঠন্” [ বৃহদা০ ৫।৭।২২ ] ইত্যাদিনাহবগত-তত্তদাত্ম-তয়াবস্থিতিবিবক্ষনঃ, ইতি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” [ ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২২ ] ইত্যাদিভিরূপপাদিতম্ ; তৎ কথং কৰ্ম্মস্ব কৰ্ত্তুরাত্মনো যাথাহ্যোপদেশপরা বেদান্তশব্দা ইতি বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মান্ধত্বং প্রতিপাদ্যতে ? উচ্যতে—বেদান্তবাক্যেষেব বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মপ্রাধান্যং সূচয়ন্তিনিগৈস্তদুপ-বৃংহিত-সামান্যাদিকরণ্যনির্দেশেন চ বেদান্তশব্দা দেহাতিরিক্ত-জীবস্বরূপ-যাথাহ্যোপদেশপরা ইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি পূৰ্ব্বপক্ষিণোহভিপ্রায়ঃ ।

ননু চ কৰ্ত্তৃসংস্কারমুখেন বিদ্যায়াঃ ক্রত্বনুপ্রবেশো ন শক্যতে বক্তুম্, কৰ্ত্ত্বলৌকিক-বৈদিকসাধারণত্বেন অব্যভিচারিত-ক্রত্বসম্বন্ধিত্বাভাবাৎ । নৈবম্, লৌকিকস্ব কৰ্ম্মাঃ কৰ্ত্ত্বদেহাদব্যতিরিক্তত্বেহুপ্যুপপত্তেদেহাতিরিক্ত-

সাধারণ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সকলের পক্ষেই সমান এবং ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ ইত্যাদি ঋতি-কথিত তাহার তত্ত্ববিশেষাকারে অবস্থানই যে, ঐরূপ অভেদনির্দেশের কারণ, তাহাও “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” ইত্যাদি শব্দে সমর্থিত হইয়াছে ; তবে এখন আবার কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কৰ্ত্ত্বভূত জীবাত্মার যথার্থস্বরূপোদেশে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য প্রদর্শন করত বিচার কৰ্ম্মান্ধতা প্রতিপাদন করা হইতেছে কি কারণে ? ইহা, বলিতেছি—এখানে পূৰ্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত-বাক্যের মধ্যেই এরূপ কতকগুলি লিঙ্গ বা গ্রাহক চিহ্ন রহিয়াছে, যাহারা কৰ্ম্মাপেক্ষাও বিচার প্রাধান্য সূচনা করিয়া দিতেছে ; সুতরাং তাদৃশ হেতু দ্বারা সমর্থিত পূৰ্ব্বোক্ত সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশ দর্শনে অনিচ্ছাপূৰ্ব্বকও স্বীকার করিতে হয় যে, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্দেশই ঐ সমস্ত বেদান্তবাক্যের মুখ্য তাৎপর্য ।

আপত্তি হইতেছে যে, কৰ্ত্তা যখন লৌকিক ও বৈদিক সৰ্বক্ৰিয়া-সাধারণ, অর্থাৎ যজ্ঞাদির কৰ্ত্তা যেমনি বেদোক্ত ক্রিয়া নির্বাহ করে, তেমনি ব্যবহারিক ক্রিয়াও ত নির্বাহ করিয়া থাকে ; সুতরাং যজ্ঞের সহিত তাহার অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই ; অব্যভিচারী সম্বন্ধ না থাকায় কৰ্ত্তৃসংস্কাররূপে বিচারকে ত ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় না ? না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা দেহাতিরিক্ত না হইলেও অর্থাৎ জীব দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও লৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কৰ্ত্তা হইতে পারে ; [ কারণ, লৌকিক ক্রিয়ার ফল এই দেহেই ভোগ করা সম্ভবপর হয়, ] কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্ম-প্রত্যয় না থাকিলে কখনই পারলৌকিক ফলসাধক বেদোক্ত ক্রিয়ায় কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক হয় ; সুতরাং তাদৃশ

নিত্যাস্বরূপস্ত ক্রতাবেবোপযোগাৎ-তৎস্বরূপপ্রতিপাদনমুখেন ক্রতু-  
প্রবেশো ন বিরূধ্যতে । অতো বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ নাতঃ  
পুরুষার্থঃ ॥৩৥৪৥২॥

কানি পুনস্তানি লিঙ্গানি ; যদুপবৃংহিত-সামান্যধিকরণ্যনির্দেশেন  
বেদান্তশব্দা জীবস্বরূপপরা ইতি নির্ণায়ন্তে । তত্রাহ—

### আচার-দর্শনাৎ ॥৩৥৪৥৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—আচার-দর্শনাৎ (যেহেতু ব্যবহারেও বিদ্যা ও কর্মের সাহচর্য দেখা যায়) । ]

[ সরলার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যাম্ আচারদর্শনাদপি বিদ্যায়াঃ কর্মসঙ্গত্বং প্রতীয়তে । দৃশ্যতে হি ব্রহ্ম-  
বিদ্যাং কর্মপ্রধান আচারঃ ; যথা, “যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোহহমস্মি” ইত্যত্র ব্রহ্মবিদগ্রেসরস্ত  
অশ্বপতেঃ কেকয়স্ত যজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তিঃ, “কস্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

ব্রহ্মবিদগণের কর্মপ্রধান আচার দর্শনেও তানা যায় যে, উক্ত বিদ্যাসমূহ কর্মসঙ্গই বটে ;  
দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মজদিগের মধ্যে প্রধানতম অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ যজ্ঞানুষ্ঠান  
করিয়াছিলেন ; এবং রাজর্ষি জনক প্রভৃতিও যে, কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,  
একথাও ভগবদগীতাতে উক্ত আছে ; অতএব, বিদ্যাগুলি কর্মসঙ্গই বটে ॥৩৥৪৥৩॥ ]

ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাধান্যেন কর্মস্বৈবাচারো দৃশ্যতে—অশ্বপতিঃ কেকয়ঃ  
কিল আত্মবিন্ধ্যমস্তদ্বিজ্ঞানায়োপগতান্ তানুযীন্ প্রত্যাহ—“যক্ষ্যমাণো হ বৈ  
ভগবন্তোহহমস্মি” [ ছান্দো০ ৫।১।১৫ ] ইতি । তথা জনকাদয়ো ব্রহ্ম-  
বিদগ্রেসরাঃ কর্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিষু দৃশ্যন্তে—

“কস্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।” [ গীতা০ ৩২০ ]

“ইয়াজ সোহপি স্রবহুন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ ।” [ বিষ্ণু০ পুঃ

আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন দ্বারা তাহার যজ্ঞান্তর্ভাব সিদ্ধ করা বিরুদ্ধ হইতেছে না ; অতএব  
যজ্ঞসঙ্গ হইলেও শুধু বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না ॥৩৥৪৥২॥

যে সমস্ত অনুকূল বাক্যের সাহায্যে বেদান্ত-বাক্যসমূহের জীবস্বরূপ-পরত্ব অবধারিত  
হইতেছে, সেই সমস্ত লিঙ্গ বা অনুকূল বাক্য কি কি, এখন তাহা বলিতেছেন -

সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদগণের আচারের মধ্যে কর্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, -  
‘আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ, তাহার নিকট আত্ম-বিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সমাগত  
ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন ‘হে পুজনীয়গণ, সম্প্রতি আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব’ ইতি । এই  
রূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদগণের জনক প্রভৃতিকে কর্মানুষ্ঠানে নিরত দেখিতে পাওয়া যায় ;  
যথা—‘জনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কর্ম দ্বারাই সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,’ ‘তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ

৬।৬।১২ ] ইতি । অতো ব্রহ্মবিদ্যাং কৰ্ম্মপ্রধানত্বদৰ্শনাদ্ বিদ্যায়াঃ  
কৰ্ত্তৃস্বরূপবেদনরূপত্বেন কৰ্ম্মাঙ্গত্বমেবেতি ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩॥৪॥৩॥

লিঙ্গমিদম্ ; প্রাপ্তিরূচ্যতাম্ ? (\*) ইত্যত্রাহ—

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩॥৪॥৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—তৎ ( তাহা ) শ্রুতেঃ ( শ্রুতি হইতে ) [ জ্ঞান যায় ] । ]

[ সরলার্থঃ—“যদেব বিদ্যায়া কৰোতি” ইত্যাদিকায়ঃ শ্রুতেঃ তৎ—বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বম্  
অবগম্যতে । প্রকরণাৎ শ্রুত্বেৰ্বলীয়াত্বাৎ “যদেব বিদ্যায়া কৰোতি” ইতি শ্রুতিঃ উদগীথমাত্র-  
বিষয়ে নিয়ন্তং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ ।

‘বিদ্যা সহযোগে যাহাই করা হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্বই প্রতীতি  
হইতেছে । বিশেষতঃ শ্রুতি যখন প্রকরণ অপেক্ষাও প্রবল ; তখন প্রকরণের অন্তরোধে ঐ  
শ্রুতিটিকে কেবলই বিদ্যাবিষয়ে সংকোচিত করিতে পারা যায় না ॥৩॥৪॥৪॥ ]

শ্রুতিরেব হি বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বমাহ—“যদেব বিদ্যায়া কৰোতি  
শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি” [ ছান্দোগ্যো ১।১।১০ ] ইতি ।  
নেয়ং শ্রুতিঃ প্রকরণাচ্ছ্রুতগীথমাত্রবিষয়েতি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যা ; যতঃ  
প্রকরণাৎ শ্রুতিৰ্বলীয়াসী ; “যদেব বিদ্যায়া কৰোতি” ইতি বিদ্যামাত্রবিষয়া  
হি ইয়ং শ্রুতিঃ ॥৩॥৪॥৪॥

সমন্বারন্তুণাৎ ॥৩॥৪॥৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—সমন্বারন্তুণাৎ ( মৃত ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞান ও কৰ্ম্মসংস্কারের অনুগমন হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—“তৎ বিদ্যা-কৰ্ম্মণী সমন্বারভেতে” ইতি বিদ্যা-কৰ্ম্মণোরেকপুরুষানুগমনং চ  
বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বং সত্যেব সংগচ্ছতে, নাত্থথা, ইত্যর্থঃ ।

বিদ্যা ও কৰ্ম্ম, উভয়ই সেই মৃতব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে’, এই শ্রুতিতে যে, একই  
মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও কৰ্ম্মের অনুগমন কথিত আছে, তাহা কিন্তু বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব  
ব্যতীত কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না ; অতএব ইহা দ্বারাও বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্বই প্রমাণিত  
হইতেছে ॥৩॥৪॥৫॥ ]

যাকিয়াও বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্মবিদগণের মধ্যেও কৰ্ম্মপ্রাধান্ত  
দৰ্শনে জানা যায় যে, কৰ্ত্তার স্বরূপানুভূতিরূপ বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গই বটে ; সুতরাং শুধু বিদ্যা হইতে  
পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় না ॥৩॥৪॥৫॥

(\*) তাৎপৰ্য্য—প্রাপ্তিঃ—প্রমাণতঃ সিদ্ধিঃ ; অনুগ্রাহকমূল্য, অনুগ্রাহ্যমভিধীয়তামিত্যৰ্থঃ । আগমপ্রমাণতঃ  
শ্রুতিলিঙ্গাদয়োহনুগ্রাহকাঃ । ( ইতি শ্রুতপ্রকাশিতা ) ।



“তং বিদ্যা-কৰ্ম্মণী সমস্বারভেতে” [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ সাহিত্যং চ দৃশ্যতে । সাহিত্যং চোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বে সত্যেব ভবতি ॥৩৥৪৥৫॥

## তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩৥৪৥৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—তদ্বতঃ ( বিদ্যায়ুক্তের সম্বন্ধে ) বিধানাৎ ( কৰ্ম্মের বিধান হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—“আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য \* \* \* কুটুম্বে শুচৌ দেশে” ইত্যাদৌ বিদ্যাবতঃ—অধ্যয়নসম্পন্নস্ত কৰ্ম্মবিধানাৎ বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘আচার্য্য গৃহে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাপিত করিয়া অর্থাৎ সমাবর্তন করিয়া গৃহস্থাপ্রশ্নে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে [ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে ]’ ইত্যাদি শ্রুতিতে কৃত্যধায়ন অর্থাৎ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কর্তব্যতা বিধান করায়, বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাধর্ম্মটি কৰ্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ, ( স্বতন্ত্র নহে ) ॥৩৥৪৥৬॥ ]

বিদ্যাবতঃ কৰ্ম্মবিধানাদ্ বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গমিত্যবগম্যতে—“আচার্য্যকুলাদ্বেদ-মধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কৰ্ম্মাতিশেষোণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে” [ ছান্দো০ ৮।১৫।১ ] ইত্যাদৌ । “বেদমধীত্য” ইত্যধ্যয়নবতঃ

বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্বসম্বন্ধে বাহ্য প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ অনুকূল বাক্যমাত্র, এখন তদ্বিশয়ে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা উচিত ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“তচ্ছ্রুতেঃ” ইতি ।

বিশেষতঃ ‘বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ সহযোগে যাহাই করে, তাহাই বীৰ্য্যবত্তর হয়’ এই শ্রুতিও বিদ্যাকে কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতেছেন । উদগীথপ্রকরণে পঠিত বলিয়া উক্ত শ্রুতিটিকে কেবল উদগীথোপাসনাতেই আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না ; কেন না, প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির বল অধিক ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যাই “যদেব বিদ্যা করোতি” শ্রুতির বিষয়, কিন্তু কেবল উদগীথবিদ্যা নহে ॥৩৥৪৥৭॥

‘বিদ্যা ও কৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবদশায় সঙ্কিত জ্ঞান ও কৰ্ম্মসংস্কার ( পাপপুণ্য ) মৃতব্যক্তির অনুগমন করে’ এই শ্রুত্যুক্ত বিদ্যা ও কৰ্ম্মের সহগমনও, বিদ্যার যথোক্তপ্রকার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইলেই সিদ্ধ হইতে পারে ॥৩৥৪৥৮॥

আচার্য্যকূলে ( গুরুগৃহে ) যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এবং গুরুর সম্বন্ধে কর্তব্য কৰ্ম্মসমুদয় নিঃশেষে সমাপিত করিয়া ( সমাবর্তন করিয়া ) গৃহস্থাপ্রশ্নে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র দেশে [কৰ্ম্ম করিবে]’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কৰ্ম্মের বিধান থাকাতোও, বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে । ‘বেদ অধ্যয়ন করিয়া’ এই বাক্যটি অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে

কৰ্ম্মাণি বিদধদৰ্থাববোধপর্য্যন্তাধ্যয়নবত এব বিদধাতি । অৰ্থাববোধপর্য্যন্তং হি অধ্যয়নমিতি স্থাপিতম্ । অতো ব্রহ্মবিদ্যাপি কৰ্ম্মস্ব বিনিযুক্তেতি ন পৃথক্ফলায়াবকল্পতে ॥৩৥৪৥৬॥

## নিয়মাং ॥৩৥৪৥৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—নিয়মাং ( অনুষ্ঠানের নিয়ম হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—“কুৰ্ব্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ” ইত্যাদৌ সৰ্ব্বশ্রুপি পুরুষায়ুষ্মন্ত নিয়মেন কৰ্ম্মস্ব বিনিয়োগাৎ কৰ্ম্মণ এব পুরুষন্ত ফলপ্রাপ্তিঃ, ন তু বিদ্যায়াঃ, ইত্যবগম্যতে ; বিদ্যা তু কৰ্ম্মাঙ্গমিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ ‘মনুষ্য ইহ জগতে কৰ্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে’, অর্থাৎ মনুষ্যের সাধারণ আয়ুঃ শত বর্ষ, সেই সম্পূর্ণ জীবন কাল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কখনও বিরত হইবে না’ এই শ্রুতি জ্ঞানীর সমস্ত জীবিত কালকেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, কৰ্ম্ম হইতেই সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে ; কাজেই বিদ্যাকে কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতে হইবে ॥৩৥৪৥৭॥ ]

ইতশ্চ ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ ; “কুৰ্ব্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।” [ ঙ্গশাবাস্ত্র০২ ] ইত্যাত্মবিদঃ পুরুষায়ুষ্মন্ত সৰ্ব্বশ্রু কৰ্ম্মস্ব নিয়মেন বিনিয়োগাৎ কৰ্ম্মণ এব ফলমিত্যবগম্যতে ; বিদ্যা তু কৰ্ম্মাঙ্গ-মিতি ॥৩৥৪৥৭॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহ—

কৰ্ম্মের বিধান করিতে যাইয়া—বেদার্থাবগতি পর্য্যন্ত অধ্যয়নবিশিষ্ট ( যে ব্যক্তি গুরুমুখীকরণ দ্বারা বেদার্থ অনুভব করিয়াছেন, তাদৃশ ) ব্যক্তির সম্বন্ধেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিতেছেন বুঝিতে হইবে । কৰ্ম্মাবগতি পর্য্যন্তই যে, ‘অধ্যয়ন’ শব্দের অর্থ, ইহা [ প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্যেই ] সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । অতএব অপরাপর বিদ্যার ত্রায় ব্রহ্মবিদ্যাও কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই বিনিযুক্ত ( কৰ্ম্মাঙ্গ ) ; সুতরাং তাহা কখনই পৃথক্ভাবে ফল সমুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩৥৪৥৬॥

এই কারণেও বিদ্যা হইতে পুরুষাণ লাভ হইতে পারে না ; কেন না, ‘মনুষ্য ইহলোকে কৰ্ম্ম করিতে করিতেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে’ এই শ্রুতি আশ্রয় পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালকে নিয়মপূর্ব্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, যাহা কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা কৰ্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে ; অধিকন্তু বিদ্যা ত কৰ্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ ; [ সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে তাহার সামর্থ্যও নাই ] ॥৩৥৪৥৭॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“অধিকোপদেশাৎ” ইতি ।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

## অধিকোপদেশাতু বাদরায়ণশ্চৈবং তদর্শনাৎ ॥৩৪৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—অধিকোপদেশাৎ ( জীবতিরিক্ত উপাস্তুর উপদেশ হেতু ) তু ( কিন্তু ) বাদরায়ণশ্চ ( বাদরায়ণ আচর্য্যোর ) এবং ( এইপ্রকার মত ), তদর্শনাৎ ( যেহেতু সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তং বক্তৃমুপক্রমতে—“অধিকোপদেশাৎ” ইত্যাদিভিঃ ত্রয়োদশভিঃ শ্লোকৈঃ ।

‘তু’-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ । ন বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গম্, নাপি কৰ্ম্মাঙ্গা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ; অপি তু বিদ্যা ত এবৈতি বাদরায়ণশ্চাচার্য্য মতম্ ; কুতঃ ? অধিকোপদেশাৎ—কর্ত্ত্বুঃ জীবাদ্ অর্থান্তরভূতস্ত পরশ্চৈব বেদ্যতয়োপদেশাৎ । [ এতদপি কথম্ ? ইত্যাহ— ] তদর্শনাৎ—“বহু শ্রাং প্রজায়ের” “স কারণং করণাধিপাধিপঃ” ইত্যাদিষু বেদ্যস্ত জীবভিন্নতদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বসিদ্ধান্তের প্রতিষেধ সূচনা করিতেছে ; বুঝিতে হইবে, বিদ্যা যে, কৰ্ম্মাঙ্গ এবং কৰ্ম্ম হইতেই যে, পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, তাহাও নহে ; পরন্তু বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে ; ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত বা সিদ্ধান্ত । ইহা জানা যায় কিসে ? [ উত্তর— ] যেহেতু ‘আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনিই কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব হইতে পৃথক্ভূত পরমাত্মার জ্যেষ্ঠ উপদেশ দিতেছে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩৪৮॥ ]

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ ; বিদ্যাত এব পুরুষার্থঃ ; কুতঃ ? অধিকোপ-  
দেশাৎ—কৰ্ম্মস্থ কর্ত্ত্বু জীবাৎ হেয়প্রত্যনীকানবধিকার্শিয়ামশ্চৈয়কল্যাণ-  
গুণাকরত্বেন অধিকশ্রার্থান্তরভূতস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো বেদ্যতয়োপদেশাৎ  
ভগবতো বাদরায়ণশ্চ বিদ্যাতঃ (৯) ফলমিত্যেবমেষ মতম্ । লিঙ্গানি

‘তু’-শব্দে উক্ত সিদ্ধান্তের নিষেধ সূচনা করিতেছে । বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, ( কৰ্ম্ম হইতে নহে ) ; কারণ ? যেহেতু অধিকের উপদেশ রহিয়াছে—কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের কর্ত্তা জীবায়া হইতে অধিক—স্বতন্ত্র পদার্থ—যিনি হেয়প্রতিপক্ষ ( উত্তম ), সীমা ও সংখ্যাশূন্য এবং নিরতিশয় কল্যাণময় গুণগণের আকরস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে বেদ্য বা উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করায়, বিদ্যা হইতেই যে ফল সিদ্ধি হয়, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত । বিদ্যার

তিষ্ঠন্তু; বেদতয়োপদেশন্তু তাবৎ কর্তুঃ প্রত্যগাত্মানোহধিকশ্চৈব। কথম্? তদর্শনাৎ—প্রত্যগাত্ম্যশুদ্ধে শুদ্ধেইপি অসম্ভাবনীয়ানন্তগুণাকরস্য বেদস্য নিরন্তুনিখিলহেয়গন্ধস্য স্বসঙ্কল্পকৃতজগদুদয়-বিভব-লয়লীলস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তের্বীড়মনসাপরিচ্ছেদ্যানন্দস্য কুৎসস্য প্রশাসিতুঃ পরস্য ব্রহ্মণো বেদনোপদেশবাক্যেষু দর্শনাৎ—

“অপহতপাপ্যা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ ছান্দো. ৮।১।৫ ], “তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বজোহস্যজত” [ ছান্দো. ৬।২।৩ ], “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” [ মুণ্ডো. ১।১।৯ ], “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব ঐয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [ শ্বেতাশ্বো. ৬।৮ ] “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [ তৈত্তি. আন. ৮।৪ ] “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কূতশ্চেনতি” [ তৈত্তি. আন. ৪।১ ] “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ” [ বৃহদা. ৬।৪।২ ] “স কারণং করণাদিপিপাসো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ” [ শ্বেতাশ্বো. ৬।৯ ] “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ

কন্দাপ্তগ্রাহক প্রমাণ দূরে থাকুক, উপাস্তরূপে যে, উপদেশ, তাহাও কর্তৃত্ব জীবাশ্রয় হইতে অধিকার—পৃথগ্ভূত পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই রহিয়াছে। কি প্রকারে?—যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ( বদ্ধ ও মুক্ত ) জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, সর্ববিধ হেয়গুণের সম্বন্ধবর্জিত এবং নিজের ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা যাহার লীলা, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, বাক্য ও মনের অগোচর অসীম আনন্দসম্পন্ন, সর্বশাসক ও জীবাধিপতি পরব্রহ্মেরই উপাসনাবিষয়ক বাক্যসমূহে উপদেশ রহিয়াছে। যথা,—

‘যিনি সর্বপাপবিবর্জিত, মৃত্যু ও শোকরহিত, এবং ক্ষুধা-পিপাসাবিবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন,’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ববিষয় অবগত আছেন,’ ‘ইহার বিবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়া-সামর্থ্য শ্রুত হয়,’ ‘তাহা আবার ব্রহ্মের একটি আনন্দ’ ‘বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ ‘ব্রহ্মানন্দ অবগত হইলে কোথা হইতেও ভীত হয় না,’ ‘ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই লোকবিধারক সেতু স্বরূপ,’ ‘তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়স্বামী জীবেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই অধিপতিও নাই,’ ‘হে গার্গি, এই

( এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি ছাবাপৃথিব্যো বিধ্বতে তিষ্ঠতঃ ) ” ( \* )  
 বৃহদা০ ৫।৮।৯ ] “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্যঃ, ভীষাস্মা-  
 দগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, যুতুর্ধাবতি পঞ্চমঃ । ” [ তৈত্তি০ আন০ ৮।১ ] ইত্যাদিষু ।  
 তস্মাদ্বেদনোপদেশ-শব্দেষু কর্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ খণ্ডোতকল্পস্তাবিছাদি-হেয়-  
 সম্বন্ধযোগ্যস্ম গন্ধোহপি নাস্তীতি পরমপুরুষবিষয়ায়া বিদ্যাস্তংপ্রাপ্তি-  
 রূপমমৃতত্বং তত্র তত্র শ্রয়মাণং ফলমিতি বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি  
 সূচ্যুতম্ ॥৩৪৮॥

লিঙ্গান্যপি নিরস্তান্তে—

### তুল্যাং তু দর্শনম্ ॥৩৪৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—তুল্যাং ( সমান ) ( তু ) ( কিস্ত ) দর্শনং ( আচারদর্শন ) । ]

[ সরলার্থঃ—বিদ্যায়াঃ প্রধানত্বেনপি ব্রহ্মবিদ্যাং কস্মাচরণদর্শনং তু তুল্যাং—কস্মাণমনাচরণ-  
 দর্শনমপ্যস্মীতি ভাবঃ । যথা, “ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থ্য বয়মধোধ্যামহে, কিমর্থ্য বয়ং যক্ষ্যামহে”  
 ইত্যাদৌ । কস্মাচরণং তু ফলাভিসন্ধিরহিতস্ম কস্মণো বিদ্যাঙ্গত্বাৎ ; ত্যাগঃ পুনঃ ফলাভিসন্ধি-  
 যুক্তস্ম কস্মণঃ বিদ্যাবিরোধিত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিজ্ঞা স্বপ্রধান হইলেও ব্রহ্মবিদগণের যে, কস্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা তুল্যা, অর্থাৎ ব্যবহার  
 ক্ষেত্রে যেমন কস্মানুষ্ঠান দেখা যায়, তেমনি কস্মের অননুষ্ঠানও দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,—  
 ‘কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—আমরা কিসের জ্ঞান অধ্যয়ন করিব, কিসের জ্ঞানই বা যজ্ঞ  
 করিব’ ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিষ্কাম কস্ম বিজ্ঞারই অঙ্গ, এই জ্ঞান ব্রহ্মবিদগণ  
 তাহার অনুষ্ঠান করেন, আর কাম্য কস্মমাত্রই জ্ঞানবিরোধী ; তজ্জ্ঞান তাহা ত্যাগ করিয়া  
 থাকেন ॥৩৪৯॥ ]

অক্ষর (যাহার স্বরূপ হানি ঘটে না, সেই) ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে’,  
 ‘ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য উদিত হইতেছে, এবং ইহার ভয়েই অগ্নি,  
 ইন্দ্র ও যুতু নিজ নিজ কার্যে ধাবিত হইতেছে’ ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে,  
 উপাসনোপদেশক বাক্যসমূহ, কর্তৃ স্বরূপ জীবাত্মার—যিনি পরমাত্মার তুলনায় খণ্ডোতসদৃশ,  
 এবং অবিদ্যাদিদোষসংস্পর্শের যোগ্য, তাহার নামগন্ধও নাই ; সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা  
 হইতে যে, নানা স্থানে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকালের কথা শোনা যায়, তাহাই বিদ্যার ফল ; অতএব বিদ্যা  
 হইতে যে, পরম পুরুষার্থমোক্শপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥৩৪৮॥

এখন পূর্বপ্রদর্শিত লিঙ্গ সমূহেরও ( অনুকূল প্রমাণগুলিরও ) প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে—  
 “তুল্যাং তু” ইত্যাদি ।

যদুক্তং—ব্রহ্মবিদ্যাং কস্মানুষ্ঠানদর্শনাদ্ বিদ্যা কস্মাস্তম্—ইতি ; তন্ন ; বিদ্যায়া অনঙ্গত্বেহপি তুল্যাং দর্শনম্, ব্রহ্মবিদ্যাং কস্মানুষ্ঠানদর্শনম্ অনৈকান্তিকমিত্যর্থঃ, অনুষ্ঠানস্তাপি দর্শনাৎ । দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদ্যাং কস্মত্যাগঃ “ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থী বয়মধ্যোম্যামহে, কিমর্থী বয়ং যক্ষ্যামহে” ইত্যাদৌ । অতো ব্রহ্মবিদ্যাং কস্মত্যাগদর্শনাৎ ন বিদ্যা কস্মাস্তম্ ।

কথমিদমুপপত্ততে—ব্রহ্মবিদ্যাং কস্মানুষ্ঠানমনুষ্ঠানক ? ফলাভিসন্ধি-রহিতস্য যজ্ঞাদিকস্মণো ব্রহ্মবিদ্যাস্বাং তথাবিধস্য কস্মণোহনুষ্ঠানদর্শন-মুপপত্ততে । বক্ষ্যতি চ—“সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ”—[ ব্রহ্মসূ. ৩।৪।২৬ ] ইতি । ফলার্থস্য তস্মৈব যজ্ঞাদেঃ কস্মণো মোক্ষৈকফল-ব্রহ্মবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ তস্মানুষ্ঠানদর্শনমুপপন্নতরম্ । বিদ্যায়াঃ কস্মাস্তত্বে কস্মত্যাগঃ কথমপি নোপপত্ততে ॥৩॥৪॥৯॥

যদুক্তম্—শ্রুতৈব্য বিদ্যায়াঃ কস্মাস্তত্ত্বমবগম্যতে ইতি ; তত্রাহ—

পূর্বে যে, ব্রহ্মবিদ্যগণেরও কস্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখা যায়—বলিয়া বিদ্যাকে কস্মাস্ত বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে ; কারণ, বিদ্যার অনঙ্গতা বিষয়েও তুল্য আচারদর্শন রহিয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যগণের যে, কস্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ; কেন না, কস্মানুষ্ঠানের অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়,—‘কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, কিসের জ্ঞান আমরা অধ্যয়ন করিব, কিসের জ্ঞানই বা আমরা যজ্ঞ করিব’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মবিদ্যগণের কস্মত্যাগও দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব ব্রহ্মবিদ্যগণের যখন কস্মত্যাগও দৃষ্ট হয়, তখন বিদ্যা কখনই কস্মাস্ত নহে ।

ভাল, ব্রহ্মবিদ্যগণের কস্মানুষ্ঠান ও অনুষ্ঠান,—উভয়ই সম্ভব হয় কি প্রকারে ? [ উত্তর— ] ফলাকাজ্জারহিত যজ্ঞাদি কস্মণ্ডলি ব্রহ্ম-বিদ্যারই অঙ্গ, এই জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যগণেরও তাদৃশ কস্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় ; “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ” [ ব্রহ্মসূ. ৩।৪।২৬ ] এই শ্রুতে শ্রুতকারও একথা প্রতিপাদন করিবেন । পক্ষান্তরে, সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াই আবার ফলাকাজ্জাসম্বন্ধিত হইলে, একমাত্র মোক্ষফল-সাধক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী হওয়ায় তাহার অনুষ্ঠানাবদর্শনও সম্ভব হয় । বিদ্যা যদি নিশ্চয়ই কস্মাস্ত হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকারেই তাহার পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না ॥৩॥৪॥৯॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কস্মাস্ত জ্ঞান যাইতেছে, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“অসার্বত্রিকী” ইতি ।

## অসার্বত্রিকী ॥৩॥৪॥১০॥

[ পদচ্ছেদঃ—অসার্বত্রিকী ( সার্বত্রিক নিয়ম নহে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“যদেব বিদ্যা কৰোতি” ইত্যত্রোক্তা বিদ্যা ন সার্বত্রিকী—ন বিদ্যামাত্র-বোধিকা, অপিতু ‘উদগীথবিদ্যা’মাত্রবিষয়া । কিন্তু, ‘যৎ কৰোতি, বিদ্যা এব তৎ কৰোতি’ ইত্যেবং পদসম্বন্ধোহপি ন, অপিতু ‘যদেব বিদ্যা কৰোতি, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি’ ইত্যেবম্ ।

‘যাহাই বিদ্যার সহিত করা যায়,’ এই শ্রুতিতে যে, বিদ্যার উল্লেখ আছে, তাহা সার্বত্রিকী অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার বোধক নহে, পরন্তু ইহা কেবল উদগীথ-বিদ্যার বোধক মাত্র ; সুতরাং সামান্তভাবে বিদ্যাকে কৰ্ম্মাঙ্গ বলা যাইতে পারে না ॥৩॥৪॥১০॥ ]

ন সৰ্ববিদ্যাবিষয়েয়ং শ্রুতিঃ ; অপি তু উদগীথবিদ্যাবিষয়েব, “যদেব বিদ্যা কৰোতি” [ ছান্দো০ ১।১।১০ ] ইতি যচ্ছব্দস্তানির্দ্বারিতবিশেষস্ত “উদগীথমুপাসীত” [ছান্দো০ ১।১।১] ইতি প্রস্তুতোদগীথবিশেষনিষ্ঠত্বাৎ । নহি যৎ কৰোতি, তদ্বিদ্যয়েতি সম্বধ্যতে ; যদেব বিদ্যা কৰোতি, তদেব বীৰ্য্যবত্তরমিতি বিদ্যা ক্রিয়মাণং যচ্ছব্দেন নির্দিষ্ট্য তস্মা হি বীৰ্য্যবত্তরত্ব-মুচ্যতে ॥৩॥৪॥১০॥

যচ্ছেদমুক্তম্—“তং বিদ্যা-কৰ্ম্মণী সমন্বারভেতে” [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাৎ বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গম্—ইতি ; তত্রাহ—

উক্ত শ্রুতিটি সাধারণতঃ সৰ্ববিদ্যাবিষয়ক নহে ; পরন্তু কেবল উদগীথবিদ্যামাত্রবিষয়ক ; কেন না, “যৎ এব বিদ্যা কৰোতি” এই ‘যৎ’ শব্দটি যখন অবিশেষিতভাবে প্রযুক্ত, অর্থাৎ কোনও অর্থবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, অথচ নিকটেই উদগীথের কথা রহিয়াছে ; তখন সেই উদগীথার্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে । বিশেষতঃ ‘যাহা করে, তাহাই বিদ্যার সহিত করে’, এরূপও পদসম্বন্ধ নহে ; পরন্তু ‘বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যশালী হইয়া থাকে,’ এইরূপে বিদ্যা-সহকারে ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মকে ‘যৎ’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহারই অধিকবীৰ্য্যবত্তামাত্র প্রতিপাদন করা হইতেছে ; [ সুতরাং উক্ত শ্রুতির ‘বিদ্যা’ শব্দটি সাধারণতঃ বিদ্যামাত্রেরই বোধক হইতে পারে না ; কাজেই বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতেছে না ] ॥৩॥৪॥১০॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—“জ্ঞান ও কৰ্ম্মসংস্থার মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে’ এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা ও কৰ্ম্মের সাহচর্য্য দর্শন হেতু বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গই বটে ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“বিভাগঃ শতবৎ” ইতি ।

## বিভাগঃ শতবৎ ॥৩৪॥১১॥

[ পদচ্ছেদঃ—বিভাগঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে ভেদ) শতবৎ (যেমন শতকের)। ]

[সরলার্থঃ—“তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে” ইত্যত্র বিদ্যাপি স্বফলায় সমন্বারভতে, কর্ম্মাপি স্বফলায় সমন্বারভতে, ইত্যেব বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ ; বিদ্যা-কর্ম্মণৌবিলক্ষণফলসাধকত্বাৎ । শতবৎ—যথা ‘ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িং শতদ্বয়মশ্বতি’ ইত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থঞ্চ শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে, তথাত্রাপীত্যর্থঃ ।

‘বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে’ এইস্থলে বিভাগক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা তাহার নিজের ফল দিবার জন্ত সঙ্কে যায়, এবং কর্ম্মও নিজের ফল দিবার জন্তই তাহার সঙ্কে যায়। যেমন ‘ভূমি ও রত্নবিক্রয়কে দুইশত মুদ্রা অনুগমন করে’ বলিলে, ভূমির জন্ত একশত, আর রত্নের জন্ত একশত, এইরূপ পৃথগ্ভাবে শত-দ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হয়, এখানেও সেইপ্রকার ॥৩৪॥১১॥ ]

“তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে” [ বৃহদা০ ৬।৪।২ ] ইত্যত্রোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যা-কর্ম্মণৌভিন্নফলত্বাৎ বিদ্যা স্বস্মৈ ফলায় সমন্বারভতে, কর্ম্ম চ স্বস্মৈ ফলায়েতি বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ । শতবৎ—যথা ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িং শতদ্বয়মশ্বতীত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থং শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে ; তথা ইহাপি ॥৩৪॥১১॥

## অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩৪॥১২॥

[ পদচ্ছেদঃ—অধ্যয়নমাত্রবতঃ ( কেবল অধ্যয়ন কর্তার সম্বন্ধে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“বেদমধীতা” ইত্যত্র চ অধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারবিধানাৎ ন তেনাপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং সিধ্যাতীত্যর্থঃ ।

বিশেষতঃ ‘বেদ অধ্যয়ন করিয়া’ ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল অধ্যয়নমাত্র সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মাধিকার বিহিত থাকায়, উহা দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ॥৩৪॥১২॥ ]

‘বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে,’ এইস্থলে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বিদ্যা ও কর্ম্মের— ভিন্ন ফল দর্শন হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা নিজের ফলপ্রদানের জন্ত অনুগমন করে, এবং কর্ম্মও তাহার নিজের ফল প্রদান করিবার জন্তই অনুগমন করে, উভয়ের মধ্যে এইরূপ বিভাগ বা সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন ‘দুইশত মুদ্রা ক্ষেত্রবিক্রয়ী ও রত্নবিক্রয়ীর অনুগমন করে’ বলিলে, ক্ষেত্রের জন্ত একশত, আর রত্নের জন্ত একশত, এইরূপই বিভাগ প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেইপ্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে ॥৩৪॥১২॥



যুক্তং বিদ্যাবতঃ কৰ্মবিধানাৎ বিদ্যা কৰ্মাঙ্গম্—ইতি; নৈতদ্ যুক্তম্, “বেদমধীত্য” [ ছান্দো ০ ৮।১৫।১ ] ইত্যধ্যয়নমাত্রবতো বিধানাৎ । নচ অধ্যয়নবিধিরেবার্থবোধে প্রবর্তয়তি, আধানবদধ্যয়নশ্চ অক্ষররাশিগ্রহণ-মাত্রৈ পর্য্যবসানাৎ । গৃহীতশ্চ চ স্বাধ্যায়শ্চ ফলবৎ-কৰ্মাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ফলে তদর্থবিচারে পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ততে ; ততঃ কৰ্মার্থী কৰ্মজ্ঞানে প্রবর্ততে, মোক্ষার্থী চ ব্রহ্মজ্ঞানে, ইতি ন বিদ্যা কৰ্মাঙ্গম্ । যদ্যপি অধ্যয়ন-বিধিরেব অর্থাববোধে প্রবর্তয়তি ; তথাপি ন বিদ্যা কৰ্মাঙ্গম্, অর্থজ্ঞানাদর্থান্তরহাদ্ বিদ্যায়াঃ । যথা জ্যোতিষ্টোমাদিকৰ্ম-স্বরূপবিজ্ঞানাৎ ফলসাধনভূতং কৰ্মানুষ্ঠানং অর্থান্তরম্ ; তথা অর্থজ্ঞান-রূপাৎ ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ অর্থান্তরমেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যা পুরুষার্থসাধনভূতা বিদ্যা, ইতি ন তস্তাঃ কৰ্মসম্বন্ধগন্ধো বিঘতে ॥৩॥৪॥১২॥

### নাবিশেষাৎ ॥৩॥৪॥১৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন ( না ) অবিশেষাৎ ( যেহেতু জ্ঞানীকেই বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই ) । ]

বিদ্বানের সম্বন্ধে কৰ্মবিধান হেতু যে, বিদ্যাকে কৰ্মাঙ্গ বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কারণ, ‘বেদম্ অধীত্য’ বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিধিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কৰ্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র ; বস্তুতঃ অধ্যয়নবিধিই ত লোককে বেদার্থ-বোধে প্রবর্তিত করে না ; কেন না, অগ্নিপ্রভৃতি গ্রহণের জায় এই অধ্যয়ন একটাও কেবল অক্ষররাশি-গ্রহণেই পর্য্যবসিত, অর্থাৎ ‘অধ্যয়ন’ বলিতে কেবল গুণের নিকট হইতে বৈদিক অক্ষর লাভমাত্রই বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে যে, তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে, এরূপ ত বুঝা যায় না । অধীত বেদে কৰ্ম ও তাহার ফল-নির্দেশ দৃষ্ট হয়, তখন সেই কৰ্ম ও কৰ্মফল নির্ণয়ার্থ বেদার্থ-বিচারে লোকের আপনা হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে ; তাহার পর কৰ্মফলার্থী লোক কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মোক্ষার্থী লোক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয় ; সুতরাং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির কৰ্মবিধি হইতেই বিত্তার কৰ্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না ।

পক্ষান্তরে, অধ্যয়নবিধিকেই যদি বেদার্থবোধে লোকের প্রবর্তক বলিয়া মনে কর, তথাপি বিদ্যা কখনও কৰ্মাঙ্গ হইতে পারে না ; কেন না, অর্থজ্ঞান আর বিদ্যা (উপাসনা) ত এক পদার্থ নহে, পরস্তু ভিন্ন পদার্থ । জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কৰ্মের স্বরূপ-বিজ্ঞান হইতে ফলসাধনভূত সেই কৰ্মানুষ্ঠান যেরূপ পৃথক্ পদার্থ, তদ্রূপ কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানাত্মক বেদার্থ প্রতীতি হইতে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দ-বাচ্য পুরুষার্থ সাধনভূতা বিদ্যাও পৃথক্ পদার্থ ; সুতরাং তাহার সহিত কৰ্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ; [ অতএব বিদ্যা কখনই কৰ্মাঙ্গ হইতে পারে না ] ॥৩॥৪॥১২॥

[ সরলার্থঃ—“কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” ইতি ব্রহ্মবিদাম্ আয়ুষঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠাননিয়তত্বং দৃশ্যতে ; ইতি যত্নম্, তন্ন সংগচ্ছতে ; কৃতঃ ? অবিশেষাৎ,—‘বিদুষ্য এব’ ইতি বিশেষাভাবাৎ অবিদুষ্যোহপি তৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

পূৰ্বে যে, বলা হইয়াছে, “কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” শ্রুতিতে বিদ্বানের পক্ষে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্য-কর্তব্যতা দৃষ্ট হয় ; বস্তুতঃ সেরূপ নিয়মও সম্ভব হয় না ; কারণ, ‘বিদ্বান্ পুরুষই’ এইরূপ বিশেষ করিয়া অবধারণ না থাকায়, ঐ শ্রুতিটা বিদ্বানের কৰ্ম্মানুষ্ঠান-নিয়মক হইতে পারে না ॥৩৪॥১৩॥ ]

যচ্চোক্তম্ “কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” [ ঈশোঃ ২ ] ইত্যাব্রবিদং জ্ঞানাদ্ ব্যাবর্ত্য যাবজ্জীবং কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ময়তীতি ; তন্মোপপদ্যতে ; অবিশেষাৎ—নহয়ং নিয়মঃ ফলসাধনভূত-স্বতন্ত্রকৰ্ম্মবিষয়ঃ—ইতি বিশেষ-হেতুরস্তু, বিদ্যাঙ্গভূত-কৰ্ম্মবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ । “কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি-মাস্থিতা জনকাদয়ঃ” [ গীতাঃ ৩২০ ] ইতি চ বিদুষস্তু আ প্রয়াণাতুপাসন-শ্রানুবর্তমানত্বাৎ ॥৩৪॥১৩॥

এবমর্থস্বাভাব্যেন চোদ্যং পরিত্যজ্য “কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” [ ঈশোঃ ২ ] ইত্যস্মৈ বাক্যস্বার্থমাহ—

## স্তুতয়েহ্নুমতিৰ্হা ॥৩৪॥১৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্তুতয়ে ( প্রশংসার্থ ) অনুমতিঃ ( অনুমতি ) বা ( অবধারণে ) । ]

আরো যে, বলা হইয়াছে—“কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” এই শ্রুতি আত্মবিদকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে ; সে কথাও সম্ভব হইতেছে না ; কেন না, উপদেশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; উক্ত শ্রুতিতে এমন কোনও নিয়ম করা হয় নাই যে, যাহাতে ফল-সাধনভূত স্বতন্ত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহার নিয়োগ হইতে পারে ; কারণ, কৰ্ম্মকে বিচার অঙ্গ বলিলেও উহার উপপত্তিতে কোন বাধা হয় না । দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও উপাসনার অনুসরণ করিতে হয় ; স্তুতরাং তদঙ্গভূত কৰ্ম্মানুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় না ; অতএব “কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্রিতা জনকাদয়ঃ” ইত্যাদি বচনও এক্ষে অনুপপন্ন হয় না ॥৩৪॥১৩॥

এইরূপ অর্থ-স্বভাবানুসারে অর্থাৎ সহজসিদ্ধ শব্দার্থ-জ্ঞান হইতে বিচার পার্থক্য নিরূপণ এবং কৰ্ম্মের বিচারস্থ স্থাপন দ্বারা প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এখন “কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” শ্রুতির বাক্যার্থ বলিতেছেন—“স্তুতয়ে” ইত্যাদি ।

[ সরলার্থঃ—বা-শব্দোহবধারণে ; “ঈশাবাস্তমিদং সর্বম্” ইতি বিজ্ঞানঃ প্রকৃতত্বাৎ তৎস্বত্বার্থমেব তত্র কৰ্ম্মানুমতিঃ ক্রিয়তে ন তু বিধেয়ার্থম্ । অয়ং ভাবঃ,—বিদ্বান্ যাবজ্জীবং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নপি বিজ্ঞানমহাত্ম্যাং ন তেন লিপ্যতে, ইত্যেবং বিজ্ঞা স্তূয়তে ॥

স্বত্বের বা-শব্দটি অবধারণার্থক ; “ঈশাবাস্তমিদং সর্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানই স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ; “কুৰ্ব্বন্নবেহ কৰ্ম্মাণি” শ্রুতিটিও সেই প্রকরণেই পঠিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান প্রশংসার্থই কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে,—বিজ্ঞান এমনই মহিমা যে, বিদ্বান্ সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন কৰ্ম্মই তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না ॥৩৪॥১৪॥ ]

বা-শব্দোহবধারণার্থঃ ; “ঈশাবাস্তমিদং সর্বম্” ইতি বিজ্ঞাপ্রকরণাদ্ বিদ্যাস্তৃত্যে সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠানানুমতিরিয়ম্ । বিদ্যামাহাত্ম্যাং সৰ্বদা কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে কৰ্ম্মভিঃ—ইতি হি বিদ্যা স্তুতা ভবতি । বাক্যশেষ-শৈবমেব দর্শয়তি—“এবং ত্বয়ি নান্যথৈতোহস্তুি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে” [ ঈশো ০ ১২ ] ইতি ; অতো ন কৰ্ম্মাঙ্গং বিদ্যা ॥৩৪॥১৪॥

## কামকারেণ চৈকে ॥৩৪॥১৫॥

[ পরচ্ছেদঃ—কামকারেণ ( কামনাপূর্বক ) চ (ও) একে ( কোন কোন বেদশাখীরা ) । ]

[ সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ ব্রহ্মবিজ্ঞাবতঃ কামকারেণ স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগম্ অপি অধীয়তে—“কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ, যেষাং নোহয়মান্যায়ং লোকঃ” ইত্যাদৌ । অত্র হি বিদুষঃ কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগং কথয়ন্ত্যো বিজ্ঞানঃ কামানঙ্গত্বং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ ॥

অপিচ, কোন কোন শাখীরা বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন । যথা, ‘আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মলোক লাভ করা যায় না’ ইত্যাদি । এখানে কৰ্ম্মসংহচর গার্হস্থ্যত্যাগের উপদেশ থাকায়, বিজ্ঞা যে, কৰ্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥৩৪॥১৫॥ ]

স্বত্বের বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ । “ঈশা বাস্তমিদং সর্বম্” ( এ সমস্তই ঈশ্বরব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে ), এইরূপে বিজ্ঞান উপক্রম থাকায়, তৎপ্রকরণে পঠিত ঐ শ্রুতিটিও বিজ্ঞান প্রশংসার্থই সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে । বিজ্ঞান এমনই মহিমা যে, সৰ্বদা কৰ্ম্ম করিলেও বিদ্বান্ পুরুষ কৰ্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, এইরূপে বিজ্ঞান স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত । ঐ প্রকরণের বাক্য-শেষও এই প্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে—‘তুমি মনুষ্য হইলেও, এই প্রকারে যদি অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমাতে কোন কৰ্ম্ম লিপ্ত হইবে না ; ইহার অন্তথা হয় না’ ইতি । অতএব বিজ্ঞা কখনই কৰ্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥৩৪॥১৪॥

অপি চ, এবমেকৈ শাখিনঃ কামকারেণ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্য গার্হস্থ্যত্যাগ-  
মধীয়তে—“কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহয়মাত্মায়াং লোকঃ”  
[ বৃহদা০ ৬।৮।২২ ] ইতি । বিদুষো বিরক্তস্য কামকারেণ গার্হস্থ্য-  
কর্ম্মত্যাগং ব্রুবদিদং বচনং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বং দর্শয়তি । যজ্ঞাদি-  
কর্ম্মাঙ্গত্বে হি বিদ্যায়াঃ বিদ্যানিষ্ঠস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগো ন সম্ভবতি ।  
অতো ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্ ॥৩।৪।১৫॥

## উপমর্দং চ ॥৩।৪।১৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—উপমর্দং ( কর্ম্মের উপমর্দন ) চ ( ৩ ) । ]

[ সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পুণ্যাপুণ্যরূপস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপমর্দমপি স্বয়ং প্রতিরাহ—

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

ইত্যাত্মা । অতঃ কর্ম্মোপমর্দিকায়্য বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং কথমূপপত্তেত ইতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ ‘সেই পরাবর অর্থাৎ সর্বোত্তম ব্রহ্ম সাংক্ষাৎকৃত হইলে, হৃদয়গ্রন্থি (অভিমানাদি)  
নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার কর্ম্মরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি  
শ্রুতিও বিদ্যাকে কর্ম্মোপমর্দক বলিতেছেন । অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মোপমর্দক বিদ্যা কখনই  
কর্ম্মের অঙ্গ বা অধীন হইতে পারে না ॥৩।৪।১৬॥ ]

পুণ্যাপুণ্যরূপস্য সমস্তসাংসারিকদুঃখমূলস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপ-  
মর্দং চ প্রতিবেদান্তমধীয়তে—

আরও এক কথা, এইরূপ কোন কোন বেদশাখীরা ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য-  
শ্রম ত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন—‘আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের  
অভ্যুত্তি এই আত্মলোক লাভ করা যায় না’, এই বাক্যটি বৈরাগ্যসম্পন্ন বিদ্বানের গার্হস্থ্য-ত্যাগ  
এলাতে, ব্রহ্মবিদ্যা যে, কর্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছে, বুঝিতে হইবে । বিদ্যা যদি  
যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছামু-  
সারে কর্ম্মক্ষেত্র গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না; অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ  
হইতে পারে না ॥৩।৪।১৫॥

বিশেষতঃ বেদান্তের প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাংসারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলীভূত  
পুণ্যপাপাঙ্ক কর্ম্মের উচ্ছেদক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর,

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ম কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” [মুণ্ড০, ২।২।৮]

ইত্যাদিকম্ । তৎ বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গস্তে ন সঙ্গচ্ছতে ॥৩৥৪॥১৬॥

## উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥৩৥৪॥১৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—উর্দ্ধরেতঃসু ( উর্দ্ধরেতা—সন্ন্যাসাশ্রমে ) চ ( ও ) শব্দে ( প্রতি বাক্যে ) হি ( নিশ্চয়ে ) । ]

[ সরলার্থঃ—উর্দ্ধরেতঃসু চ আশ্রমেষু সন্ন্যাসাশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ, দর্শপূর্ণমাসাদিকৰ্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বম্ । উর্দ্ধরেতসামাশ্রমসদ্বাবে চ প্রমাণমাহ—‘শব্দে হি’ ইতি । হি সম্বন্ধে বৈদিকে এব শব্দে “ত্রয়ো ধর্ম্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদৌ উর্দ্ধরেতস আশ্রমাঃ প্রায়ন্তে, অতো নাপ্রামাণিকা ইত্যাপ্রয়ঃ ॥

উর্দ্ধরেতাঃ—সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব এবং কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অসদ্ভাব দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনই কৰ্ম্মাঙ্গ নহে । ‘ধর্ম্মের তিনটি স্বক্কা বা প্রধান বিভাগ’ ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেও উর্দ্ধরেতা আশ্রমের সদ্ভাব জানা যাইতেছে ॥৩৥৪॥১৭॥ ]

উর্দ্ধরেতঃসু আশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ তেষ্মগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকৰ্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গম্ । ননু উর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সন্ত্যেব, “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” [ আপস্তম্বশ্রৌতসূ০ ৩।১৪।৮ ] ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং যাবজ্জীবাবধিকারশ্রুতঃ ; শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং চাপ্রামাণ্যাৎ । অত আহ—“শব্দে হি” ইতি । বৈদিকে এব হি

হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার কৰ্ম্মরাশিও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি । বিদ্যা যদি কৰ্ম্মেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ত এ কথা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না ॥৩৥৪॥১৬॥

অপিচ, উর্দ্ধরেতা আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব হেতু এবং তাহাতে অগ্নিহোত্র ও ‘দর্শপূর্ণমাস’ প্রভৃতি কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অভাব হেতু জানা যায় যে, বিদ্যা কখনই কৰ্ম্মাঙ্গ নহে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উর্দ্ধরেতানামে ত কোন আশ্রমই নাই ; কারণ, ‘যাবজ্জীবন ‘অগ্নিহোত্র’ হোম করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কৰ্ম্মে পুরুষের যাবজ্জীবন অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে ; আর উর্দ্ধরেতা ( সন্ন্যাস ) আশ্রমের বিধায়ক যে সমস্ত স্মৃতিবাক্য আছে, তাহাও যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে

শব্দে তে দৃশ্যন্তে—“ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” [ ছান্দো ০ ২।২৩।১ ] “যে চেম-  
হরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতুপাসতে” [ ছান্দো ০ ৫।১০।১ ] “এতমেব প্রব্রাজিনো  
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [ বৃহদা ০ ৬।৪।২২ ] ইত্যাদৌ । যাবজ্জীবনশ্রুতিস্ব-  
বিরক্তবিষয়া ॥৩॥৪॥১৭॥

## পরামর্শং জৈমিনিরচোদন্যচাপবদতি হি ॥৩॥৪॥১৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—পরামর্শং ( অনুবাদমাত্র ) জৈমিনিঃ ( জৈমিনি নামক আচার্য ) [ মনে  
করেন । ] অচোদনাং ( বিধির অভাব হেতু ), অপবদতি ( নিন্দা করেন ) হি ( যেহেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—জৈমিনিস্ত আচার্য্যঃ “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদৌ যৎ উক্তরেত-আশ্রমকথনং,  
অচোদনাং—বিধিপ্রত্যয়াভাবং হেতোঃ তৎ খলু পরামর্শং—অনুবাদমাত্রং, ন পুনর্বিধানং  
মত্ততঃ ; হি যস্মাৎ “বীরহা বা এষ দেবানাং, যোহগ্নিমুদাসয়তে” ইত্যাদিকা হি শ্রুতিঃ সন্ন্যাসম্  
অপবদতি নিন্দতীত্যর্থঃ । অত উক্তরেতস আশ্রমা ন সত্ত্বীতি ভাবঃ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, সন্ন্যাসের কথা  
আছে, তাহা পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ মাত্র—কিন্তু বিধি নহে ; কারণ, তৎসম্বন্ধে কোথাও  
বিধিপ্রত্যয় নাই ; অধিকন্তু ‘যে লোক অগ্নি পরিত্যাগ করে, সে লোক দেবতাগণের বর্ষ্যহানি  
করে’ ; ইত্যাদি শ্রুতি সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিতেছে । অতএব উক্তরেতার আশ্রমসম্বন্ধে  
প্রমাণ নাই ॥৩॥৪॥১৮॥ ]

না ( ৩ ) । তদন্তরে বলিতেছেন যে, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, ‘ধর্মের স্কন্ধ  
( প্রধান বিভাগ ) তিনটি’, ‘এই বাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া  
থাকেন’ ‘প্রব্রাজিগণ ( সন্ন্যাসিগণ ) এই আত্মলোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা ( সন্ন্যাস ) গ্রহণ  
করিয়া থাকেন ।’ ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেই সন্ন্যাসাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,  
অতএব যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক যে, শ্রুতি আছে, তাহা বৈরাগ্যবিহীন লোকদিগের  
সম্বন্ধে প্রযোজ্য ; ( কিন্তু বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নহে ) ॥৩॥৪॥১৭॥

(\*) তাৎপর্য্য—“যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এই বাক্যে আজীবন ‘অগ্নিহোত্র’ যাগানুষ্ঠানের স্পষ্ট বিধান  
রহিয়াছে ; “অথচ প্রাজাপত্যং নিরূপোষ্টিং সর্ববেদস-দক্ষিণাম্ । আশ্রমশ্রুতিং সমাধায় ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ” ইত্যাদি  
শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসেরও বিধান রহিয়াছে ; কিন্তু নিয়ম হইতেছে যে, “শ্রুতি-স্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী”  
অর্থাৎ শ্রুতির সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন শ্রুতিই বলবতী হয় । অতএব যাবজ্জীবনবিধিকার-  
বোধক শ্রুতির বিরুদ্ধার্থক সন্ন্যাস-বোধক স্মৃতিবাক্য কখনই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কাজেই  
উক্তরেতার আশ্রমসম্বন্ধে সন্ধ্যাক্ষে আপত্তি হইতেছে । তদন্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যাহাদের হৃদয়ে ঐহিক  
ও পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে নাই, তাহাদের জন্মই ‘যাবজ্জীব’ শ্রুতি, আর যাহাদের হৃদয়ে তীব্র  
বৈরাগ্য উদ্ভিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সন্ন্যাসের বিধান হইয়াছে ; সুতরাং উত্তর বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে  
প্রামাণ্য থাকিতেছে ।

যদিদং “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” [ ছান্দো০ ২।২৩।১ ] ইত্যাদৌ বৈদিকে শব্দে উর্দ্ধরেতস আশ্রমা দৃশ্যন্তে ; অতন্তে সন্ত্যেবেতি ; নৈতদুপপত্ততে ; যতঃ “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদিষু বাক্যেষু তেষামাশ্রমাণাং পরামর্শমাত্রং ক্রিয়তে—অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ । কুত এতৎ ? অচোদনাৎ—অবিধানাদিত্যর্থঃ । ন হ্যত্র বিধিশব্দঃ ক্ষয়তে ; “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদিনা হি প্রকৃতং প্রণবেন ব্রহ্মোপাসনং সূর্যতে, “ব্রহ্ম-সংস্থোহমৃতত্বমেতি” ইত্যুপসংহারাৎ ; অতোহন্যার্থমনুবাদমাত্রমত্রক্রিয়তে তেষামাশ্রমাম্ । “যে চেমেহরণ্যে ব্রহ্মা তপ ইত্যুপাসতে” [ ছান্দো০ ৫।১০।১ ] ইতি চ দেবযান-বিধিপন্থাৎ তত্রাপি নাশ্রমাস্তরবিধিসম্ভবঃ । অপি চ, অপবদতি হি ঋত্বিতরাশ্রমাস্তরং “বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে” [ যজুঃ ১ কাণ্ডো ৫ প্রঃ ২ অনুঃ ] ইত্যাদিকা । অত উর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সম্ভৃতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ॥৩॥৪॥১৮॥

### অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩॥৪॥১৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনুষ্ঠেয়ং ( অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে ) বাদরায়ণঃ ( বাদরায়ণ নামক আচার্য্য ) [ মনে করেন ], সাম্যশ্রুতেঃ ( ঋত্বিতর তুল্যতা হেতু ) । ]

পূর্বে যে, বলা হইয়াছে, “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদি বৈদিক শব্দে যখন উর্দ্ধরেতা-আশ্রম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ আশ্রম নিশ্চয়ই আছে ; সে কথা উপপন্ন হইতেছে না । কারণ, “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদি বাক্যে ঐ আশ্রমের পরামর্শ—উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, ( বিধান করা হয় নাই ) । কি হইতে ইহা জানা যায় ? অচোদনা হইতে অর্থাৎ বিধির অভাব হইতে [ জানা যায় ] । এ বিষয়ে কোনপ্রকার বিধায়ক শব্দ শ্রুত হইতেছে না ; পরন্তু ‘ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ’ ইত্যাদি বাক্যে কেবল প্রস্তাবিত প্রণব-সাধ্য ব্রহ্মোপাসনারই স্তুতি করা হইতেছে ; কেন না, উপসংহারে আছে—‘ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন,’ এখানে কেবল অত্মার্থ—ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার্থই উহার অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র । তাহার পর, ‘অরণ্য মধ্যে এই যাহারা ব্রহ্মাকে তপোব্রহ্মে উপাসনা করিয়া থাকেন’ এই ঋত্বিরও ‘দেবযান’ পথ-প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য ; স্তুতরাং সেখানেও আশ্রমাস্তরবিধি কল্পনা করা সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ ‘যে লোক অগ্নিনির্ধীপিত করে, অর্থাৎ ‘অগ্নিহোত্র’ যাগ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি দেবতাগণের বীৰ্য্যহানি করিয়া থাকে’, ইত্যাদি ঋতি ও আশ্রমাস্তরের নিন্দাই করিতেছে । অতএব জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, উর্দ্ধরেতানামে কোনরূপ পৃথক আশ্রম নাই ॥৩॥৪॥১৮॥

[ সরলার্থঃ—গৃহস্থশ্রমবৎ আশ্রমাস্ত্রমপি অনুর্তেয়ং—প্রতিপালনীয়ম্, ইতি বাদরায়ণ আচার্যো মন্ততে ; কৃতঃ ? সাম্যশ্রুতেঃ—শ্রুতিসাম্যাদিত্যর্থঃ । যত্ন ব্রহ্মসংস্থ-স্বত্বার্থতয়া কীর্তনং, তত্ত্ব উর্দ্ধরেতস আশ্রমবৎ গৃহস্থশ্রমস্তাপি সমানম্ ; তত্র গৃহস্থশ্রমস্ত উপাদেয়তায়াঃ উর্দ্ধরেতস আশ্রমাণামপি উপাদেয়তা স্বত এব সিধ্যতীতি ভবঃ ।

বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থশ্রমের ত্রায় সন্ন্যাসাশ্রমও অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ; কারণ ? যেহেতু উভয়েরই সমান শ্রুতি রহিয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির স্বতির জন্ত যে, গুণকীর্তন, তাহা গৃহস্থশ্রমের ত্রায় উর্দ্ধরেতা আশ্রমের পক্ষেও তুল্য ; সুতরাং উভয়ই সমানরূপে গ্রহণীয় ॥৩৯॥১৯॥ ]

গৃহস্থশ্রমবদাশ্রমাস্ত্রমপ্যনুর্তেয়ং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে । কৃতঃ ? সাম্যশ্রুতেঃ—উপাদেয়তয়াহিভিমত-গৃহস্থশ্রমসাম্যং হি তেষাম-প্যাশ্রমাণাং শ্রুয়াতে । “ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ” ইত্যারভ্য ব্রহ্মসংস্থ-স্বত্বার্থতয়া সংকীর্তনং গৃহস্থশ্রমস্তোত্তরেবাং চ সমানম্ । অথ গৃহস্থশ্রমস্তানুবাদঃ প্রাপ্তৌ সত্যামেব সম্ভবতীতি তস্য প্রাপ্তিরবশ্যাভ্যুপেত্যেতি মতম্ ; তদিতরেষামপি সমানমন্তত্ৰাভিনিবেশাৎ (\*) ।

ন চ গৃহস্থ্যধর্ম্ম এব “যজ্ঞোহধ্যয়নং দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যম্” [ ছান্দো. ২।২৩।১ ] ইতি সর্কৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে, ব্রহ্মচর্য্য-তপসোগৃহস্থশ্রমৈব সম্ভবাদিতি যুক্তম্ ; ‘ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ’ ইতি ত্রিভেদে সংগৃহ “প্রথমো

পূজনীয় বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থশ্রমের ত্রায় আশ্রমাস্ত্রমও (সন্ন্যাসাশ্রমও) অবশ্য অনুর্তেয় ; কারণ ? শ্রুতিসাম্যই কারণ ; অভিমত গৃহস্থশ্রমের যেরূপ গ্রহণীয়তা-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে, আশ্রমাস্ত্রমের সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাদেয়তা শ্রুতি রহিয়াছে । আর “ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ” এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির স্বতিবাদ, তাহা ত গৃহস্থশ্রম ও আশ্রমাস্ত্রম (সন্ন্যাস, ) উভয়ের পক্ষেই তুল্য । আর যদি তোমার এইরূপ অভিপ্রায় থাকে যে, সেখানে গৃহস্থশ্রমের উল্লেখটাও অন্তর্ভুক্ত মাত্র ; কিন্তু প্রমাণাস্ত্রম প্রাপ্ত না হইলে যখন অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না ; তখন তাহার সম্বন্ধেও প্রমাণ-প্রাপ্তি (প্রমাণসিদ্ধত্ব) অবশ্যই সাক্ষ্য করিতে হইবে ; অপক্ষ-পাতে দেখিতে গেলে, সেখানে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্বন্ধেও সমান ।

আর যে, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্তা, এই দুইটা ধর্ম্ম কেবল গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভবপর হয় বলিয়া, এই শ্রুতির ‘যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্তা ও ব্রহ্মচর্য্য’ এই সমস্ত শব্দে কেবল গৃহস্থশ্রমের প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে বলিবে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেননা, “ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ” এই শ্রুতিতে যে, ত্রিভেদ-বোধক ‘ত্রয়ঃ’ পদে পূর্ব্বোক্ত তিনটি ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া ‘প্রথম, দ্বিতীয় ও

\*) কিমন্তাভিনিবেশাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।



দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ” [ ছান্দো ২।২৩।১ ] ইতি বিভাগবচনানুপপত্তেঃ ।  
 অতঃ “যজ্ঞোহধ্যয়নং দানম্” ইতি গৃহস্থাশ্রম উচ্যতে । অধ্যয়ন-শব্দো  
 বেদাভ্যাসপরঃ । তপঃশব্দেন বৈখানস-পারিত্রাজ্যযোগ্রহণম্, উভয়োঃ  
 তপঃপ্রধানত্বাৎ । তপঃশব্দো হি কায়ক্লেশে রূঢ়ঃ ; স চ দ্বয়োরপি  
 সমানঃ । ব্রহ্মচারিধর্ম্য এব ব্রহ্মচর্য্যশব্দেনাভিধীয়তে । “ব্রহ্মসংস্থা-  
 হমৃতত্বমেতি” ইতি পরত্রে শ্রীযমাণো ব্রহ্মসংস্থ-শব্দো যৌগিকঃ সর্ব্বাশ্রম-  
 সাধারণঃ ; সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং ব্রহ্মসংস্থাসম্ভবাৎ ।

ব্রহ্মণি সংস্থা—সংস্থিতিঃ ব্রহ্মসংস্থত্বম্ ; তচ্চ সর্ব্বেষাং সম্ভবত্যেব ।  
 ব্রহ্মনিষ্ঠাবিকলাঃ কেবলাশ্রমিণাঃ পুণ্যলোকভাজাঃ ; তেষেব ব্রহ্মনিষ্ঠো-  
 হমৃতত্বভাগ্ ভবতি । তদেতদ্বিস্পষ্টমুক্তং ভগবতা পরাশরেন—“প্রাজাপত্যং  
 ব্রাহ্মণানাম্” [ বিষ্ণু পুঃ ১।৬।৩৪ ] ইত্যারভ্য “ব্রাহ্মং সম্যাসিনাং স্মৃতম্”  
 [ বিষ্ণু পুঃ ১।৬।৩৭ ] ইত্যন্তেন বর্ণানামাশ্রমাণাং চ কেবলানাং ব্রহ্ম-  
 লোকপ্রাপ্ত্যন্তং ফলমভিধায়—

তৃতীয়, এইরূপে বিভাগ করা, তাহা ত তোমার মতে উপপন্নই হইতে পারে না । অতএব  
 বৃত্তিতে হইবে যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই তিনটি দ্বারা কেবল গৃহস্থাশ্রমই উক্ত হইতেছে ।  
 এখানে অধ্যয়ন-শব্দের তাৎপর্য্য বেদাধ্যয়নে, আর ‘তপঃ’ শব্দের তাৎপর্য্য—বৈখানস ( বাণ-  
 প্রস্থ ) ও পারিত্রাজ্য ( সন্ন্যাস ), এই উভয়ের গ্রহণে ; কারণ, তপস্তা উভয়েরই প্রধান ধর্ম্ম ;  
 ‘তপঃ’ শব্দটি কায়ক্লেশে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ কায়ক্লেশ-প্রধান কর্ম্মের বোধক ; ইহা উভয়ের পক্ষেই  
 তুল্য ; আর ‘ব্রহ্মচর্য্য’ শব্দেও ব্রহ্মচারীর যাহা ধর্ম্ম, তাহাই বুঝাইয়া থাকে । তাহার পর ‘ব্রহ্মসংস্থ  
 অমৃতত্ব লাভ করেন’ এই স্থলে যে, ‘ব্রহ্মসংস্থ’ শব্দের শ্রুতি আছে, সে শব্দটি যৌগিক অর্থাৎ  
 ব্রহ্মবিষয়ে সম্যকরূপে যাহার স্থিতি বা নিষ্ঠা আছে, তাহারই বোধক ; সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই  
 যখন ব্রহ্মসংস্থা ( ব্রহ্মনিষ্ঠা ) সম্ভব, তখন ঐ শব্দটি সর্ব্বাশ্রমসাধারণ, অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমেবই  
 বোধক ।

ব্রহ্মবিষয়ে যে, সংস্থা—সম্যক্ স্থিতি—ব্রহ্মসংস্থত্ব ( ব্রহ্মনিষ্ঠা ), তাহা ত সকলের  
 পক্ষেই সম্ভবপর । যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাবিহীন কেবলই আশ্রমমাত্রভাগী, তাহারা শুভলোক লাভের  
 অধিকারী ; আর তাহাদের মধ্যেই যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সে ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী  
 হয় ( মুক্ত হয় ) । এ কর্ত্তা ভগবান্ পরাশর অতি স্পষ্টাকরে বলিয়াছেন—‘ব্রাহ্মণগণের  
 প্রাজাপত্য লোক লাভ হয়’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়’, এই  
 পর্য্যন্ত বাক্যে শুধু বর্ণ ও আশ্রমনিষ্ঠদিগের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ ফল বলিয়া অবধারিত

একাস্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ।

তেষাং তৎ পরমং স্থানং যদৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥”

[ বিষ্ণু পুং ১।৬।৩৯ ]

ইতি তেষেব ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভিদধতা । অতো গৃহস্থাশ্রম-  
তুল্যা উর্দ্ধরেতস আশ্রমা অপি দৃশ্যন্ত ইতি তেহপ্যনুষ্ঠেয়াঃ । “যে  
চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে” [ ছান্দো ০ ৫।১০।১ ] ইতি চ  
‘অরণ্যে’ ইতি তপঃপ্রধানাশ্রমপ্রাপ্ত্যপেক্ষত্বাদেবযানবিধানস্ত তত্রাপি তৎ-  
প্রাপ্তিরঙ্গীকরণীয়া ॥৩॥৪॥১২॥

পরামর্শপক্ষে বিধানপক্ষে চ গৃহস্থাশ্রমতুল্যমেষামপ্যনুষ্ঠেয়ত্বমিত্যু-  
পপাদ্য বিধিরেবায়মাশ্রমাণাং সর্বেষাম্, নানুবাদ ইত্যুপপাদয়িতুমাহ—

### বিধির্বা ধারণবৎ ॥৩॥৪॥১২॥

[ পদচ্ছেদঃ—বিধিঃ ( বিধান ) বা (অবধারণ—নিশ্চয়) ধারণবৎ ( কস্ম কাণ্ডোক্ত ধারণ-  
শব্দের স্থান ) । ]

[ সরলার্থঃ—ইতঃপূর্বে অনুবাদপক্ষে বিধিপক্ষে চ উর্দ্ধরেতস আশ্রমস্ত গৃহস্থাশ্রমতুল্যতয়া  
অনুষ্ঠেয়ত্বমুক্তম্, ইদানীং তেষাং বিধিপরত্বমেব বক্তুমাহ—‘বিধির্বা’ ইত্যাদি ॥

বিধিরেবায়ম্ উর্দ্ধরেতস আশ্রমস্ত ; ন পুনরনুবাদঃ ; ‘ধারণবৎ’ ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্ ।  
বপা, অগ্নিহোত্রে “অধস্তাং সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপরিষ্ঠাং দেবেভ্যো ধারয়তি” ইত্যত্র  
‘ধারণতি’ ইতি অনুবাদ-সমানরূপাদপি বাক্যাৎ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাৎ উপরিধারণস্ত বিধিঃ  
কল্যতে, তথাত্রাপি প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাদাশ্রমাস্তরাণাং বিধিরেবাত্মীয়তে । “ব্রহ্মচর্যাং সমাপ্য  
গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ  
গৃহাচ্চ বনাচ্চ, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ” ইত্যাদিশ্রোতবিধিঃ অবিগম্যানমিব কৃত্বা  
প্রকারান্তরেণাপি আশ্রমাস্তরসম্ভাব উপপাদিত ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্বে বিধিপক্ষ ও অনুবাদপক্ষ অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধরেতস আশ্রমের সম্ভাব সমর্থিত  
হইয়াছে, এখন ঐ আশ্রমের বিধিবোধিতত্বও সমর্থন করিতেছেন—“বিধির্বা” ইত্যাদি ।

উর্দ্ধরেতস আশ্রমসম্ভাববোধক “ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” বাক্যটি বিধিই বটে, অনুবাদ নহে ।  
কস্মকাণ্ডোক্ত ‘ধারণ’ ইহার দৃষ্টান্তস্থল । অগ্নিহোত্র প্রকরণে “উপরিষ্ঠাং দেবেভ্যঃ ধারয়তি”  
এই বাক্যে ‘ধারণতি’ শব্দটি অনুবাদের অমুরূপ হইলেও, উহা হইতেই যেমন বিধির কল্পনা  
করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে ; কারণ, যে বিষয়ে বিধি নাই,  
তাহার কখনই অনুবাদ হইতে পারে না ; অতএব, আশ্রমাস্তর-সম্ভাবে, বিধিই আছে, বুঝিতে  
হইবে ॥৩॥৪॥১২॥ ]

বা-শব্দোহবধারণার্থঃ । বিধিরেবায়মাশ্রমাণাম্ ; ধারণবৎ—যথা-  
দিক্কাগ্নিহোত্রে “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নুদ্রবেদুপারি হি দেবেভ্যো  
ধারণতি” [ — ০ ? ] ইত্যত্রানুবাদ-সরূপাদপি বাক্যাদুপরিধারণশ্চ-  
প্রাপ্তত্বাদ্বিধিরাশ্রীয়তে ; তদুভয়ং শেষলক্ষণে “বিধিস্তু ধারণেহপূর্ববত্বাৎ”  
[ পূর্বমী০ ৩৪।১৫ ] ইতি ; তথাহিত্রাপ্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধিরেবাশ্রয়ণীয়ঃ ।

“ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূহা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা  
ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব  
প্রব্রজেৎ” [ জাবালো০ ৪ খ ] ইতি জাবালানামাশ্রমবিধিমসন্তমিব  
কুত্বৈতেষ্যন্তপরেষপি বাক্যেষাশ্রমপ্রাপ্তিরবশ্যশ্রয় য়েতু্যপপাদিতম্ ।

করিয়াছেন ; এবং ‘যে সমস্ত যোগী একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সৰ্বদা ব্রহ্মধ্যানে নিরত, তাহাদের  
সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়,—যাহা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।’ এই বাক্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ-  
দিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল নির্দেশ করিতেছেন । অতএব সৰ্বসম্মত গৃহস্থাশ্রমের ত্রায়, শাস্ত্রে  
উর্দ্ধরেতারও যখন আশ্রম সম্ভাব দৃষ্ট হয়, তখন সে আশ্রম মনুস্যের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় । বিশেষতঃ  
“যে চ ইমে অরণ্যে” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘অরণ্য’ শব্দটি থাকায় সেখানেও তপঃপ্রধান বাণপ্রস্থ ও  
সন্ন্যাসাশ্রমই পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং ‘দেবধান’ পথ বিধানের জন্ত উহার অনুবাদ হইলেও,  
অনুবাদমাত্রই যখন প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ, তখন তদ্বিষয়েও বিধির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে  
হইবে । [ অতএব সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রামাণিক হইতে পারে না ] ॥৩৪॥১২॥

সূত্রস্থ বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ ; কর্মকাণ্ডোক্ত ‘ধারণের’ ত্রায় এটিও আশ্রমান্তর সম্বন্ধে  
নিশ্চয়ই বিধি । আদিষ্ট অগ্নিহোত্র বাগে যেমন “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপবিষ্টাৎ  
দেবেভ্যো ধারণতি” বাক্যে ‘উপরি ধারণ’ কথাটি অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, বিধি না  
থাকিলে অনুবাদ হইতে পারে না বলিয়া ঐ ‘ধারণতি’ পদে বিধি (ধারণৎ) কল্পনা করিতে হয়,  
আলোচ্য স্থলেও তেমনি সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে বিধি প্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কল্পনা কারিতে  
হইবে ; কারণ, অপ্রাপ্ত বিষয়ে কখনই অনুবাদ সম্ভবপর হয় না । মৌমাংসার ‘শেষলক্ষণে’ও  
(যে লক্ষণ দ্বারা ক্রিয়ার ‘অঙ্গ’ নির্ণীত হইয়াছে, সেই লক্ষণেও) এ কথা উক্ত আছে,—  
‘[ উদাহৃত ‘ধারণ’ ক্রিয়াটি ] যখন অগ্নত্র কোথাও প্রাপ্ত নহে, তখন ঐ ‘ধারণে’ বিধি কল্পনা  
করিতে হইবে’ ইতি ।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহা (গৃহস্থ) হইবে, গৃহের পর বনী  
(বাণপ্রস্থাস্রমী) হইবে, বানপ্রস্থাস্রমী হইয়া তাহার পর প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অথবা  
সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাসী হইবে, অথবা গৃহ হইতে বা বন হইতে—যে দিনই বৈরাগ্যের  
সঞ্চার হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে’, এই জাবালশ্রুতিতে যদিও স্পষ্ট কথাতেই  
সন্ন্যাসের বিধি থাকুক, তথাপি তাহা যেন ‘নাই’ মনে করিয়াই পূর্বোক্ত অন্ত্যর্থবোধক বাক্য-  
সমূহেও আশ্রমান্তর প্রাপ্তির (সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্তির) অবশ্য স্বীকার্য্যতা উপপাদন করা হইল ।

এবমাত্মানুস্রবিধানাদ্ ঋণশ্রুতির্গাবজ্জীবশ্রুতিরপবাদশ্রুতিশ্চাবিরক্ত-  
বিষয়া এবেতি বেদিতব্য্য ; অন্যাশ্চ ব্রহ্মবিদঃ কৰ্ম্মণাম্ আ প্রয়াণাদবশ্য-  
কব্যৰ্ত্তিতাবিধায়িন্যঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ স্বস্বাত্মমধর্ম্মবিষয়াঃ । অত উর্দ্ধরেতঃস্ব  
চ ব্রহ্মবিজ্ঞাবিধানাদ্ বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থ ইতি সিদ্ধম্ ॥৩১১২০॥

[ ইতি প্রথমং পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১১ ]

স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ । ] স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ,  
নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥৩১১৪২১॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্তুতিমাত্রং ( প্রশংসাস্বক অর্থবাদমাত্র ), উপাদানং ( উল্লীখাদির গ্রহণ  
হেতু ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), ন ( না ) অপূর্ব্বত্ব ( যেহেতু প্রথম কথিত ) । ]

[ সরলার্থঃ—“স এষ রমাণাং রসতমঃ পরমঃ পরাক্রোহঃ” ইত্যেবংজাতীয়-  
কানি বহুনি বাক্যানি সন্তি, তানি কিং ক্রত্ববয়বোদলীখস্ততিপরানি ? আহোস্থিং উল্লীখাদিষু  
রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধায়কানি ! ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? স্তুতিমাত্রমুপপত্ততে ; কুতঃ ?  
অপূর্ব্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ প্রমাণাশ্রয়েণ ; নহি উল্লীখাদয়ো রসতমতয়া কচিদপি প্রমাণাস্তুরেণ  
প্রতিপত্তাঃ, যেন স্তুতিমাত্রত্বমেবামুপপাদ্যেত ইত্যর্থঃ ॥

‘এই যে, উল্লীখ, ইহাষ্ট হইতেছে সমস্ত রসের সারতম রস,’ ইত্যাদি যে সমস্ত উপাসনা-  
বিধায়ক বাক্য আছে, সে সমস্ত কি যজ্ঞাঙ্গ উল্লীখেরই স্তুতিমাত্রবোধক ? অথবা উল্লীখ-  
প্রভৃতিতে রসতমত্বাদিদৃষ্টি-বিধায়ক ? যদি বল, এ সমস্ত বাক্য স্তুতিবোধকই বটে ; কারণ,  
উল্লীখের সঙ্গে ইহাদের পাঠ রহিয়াছে ; তহত্বের বলি, না,—তাহা বলিতে পার না ;  
কারণ, অল্প কোনও প্রমাণ দ্বারা যখন উল্লীখাদির রসতমত্বাদি ধর্ম্মপ্রতিপন্ন হয় নাই, তখন  
এ সমস্ত বাক্যকে স্তুতিমাত্র বলা যাইতে পারে না ; পরন্তু উল্লীখাদি-দৃষ্টিবিধায়কই বলিতে  
হয় ॥৩১১৪২১॥ ]

এইরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্ভাব প্রমাণিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ঋণবোধক শ্রুতি,  
গাবজ্জীবশ্রুতি এবং অপবাদশ্রুতিও নিশ্চয়ই বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (\*) ;  
আরও যে সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে আমরণ কাল কৰ্ম্মাহুষ্ঠানবিধায়ক আছে ;  
বুঝিতে হইবে, সে সমস্তও বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । উর্দ্ধরেতাদের  
সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিজ্ঞার বিধান থাকায় প্রমাণিত হইল যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া  
থাকে, কৰ্ম্ম হইতে নহে ॥৩১১৪২০॥ [ ইতি প্রথম পুরুষার্থাধিকরণ ॥১১ ]

(\*) তাৎপর্য্য—ঋণ-শ্রুতি যথা—“জায়মানো বৈ বিশ্বঃ জিভিঃ ঋণবান্ জায়তে,” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সঙ্গে  
সঙ্গেই দৈব, পৈত্র ও আর্ষেয়, এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হইয়া জন্ম ধারণ করেন, ইত্যাদি । গাবজ্জীব শ্রুতি যথা,—

ইদমিদানীং চিস্ত্যতে—“স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ (\*) পরার্থো-  
হুটমো যদুদগীথঃ” [ ছান্দো ০ ১।১।৩ ] ইত্যেবংজাতীয়কানি বাক্যানি  
ক্রত্বয়বভূতোদগীথা-স্ততিমাত্রপরাণি, আহোশ্বিৎ উদগীথা-  
দৃষ্টিবিধানার্থানীতি । অত্র প্রতিপাদিতমুপাসন-পরত্বমঙ্গীকৃত্য উপাসনশ্চ  
পুরুষার্থত্বেন ক্রতুযুপাদানানিয়ম উক্তঃ । কিং যুক্তম্ ? স্ততিমাত্র-  
পরাণীতি । কূতঃ ? উদগীথাত্ম্যুপাদানাৎ । ক্রত্বস্বভূতানি উদগীথা-  
ন্যুপাদায় তেষাং রসতমাদিত্বং প্রতিপাদিতম্ ; যথা জুহ্বাদীনাং পৃথিব্যা-  
দিত্বং প্রতিপাদয়তো বচনশ্চ “ইয়মেব জুহুঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ”  
[ —০ ? ] ইত্যাদিকশ্চ তৎস্ততিমাত্রপরত্বম্, তথেষাপি । তদ্বিদ্ভাষ্যে  
—স্ততিমাত্রমুপাদানাদিত্যে চেৎ—ইতি । উদগীথাত্ম্যুপাদানাৎ তৎস্ততি-  
মাত্রমেবৈষাং বাক্যানাং বিবক্ষিতমিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে এই যে,—‘সেই ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারভূত  
সর্বোৎকৃষ্ট অষ্টম রস, যাহা ‘উদগীথ’ নামে পরিচিত’; এবংবিধ বাক্যাগুলি কি ক্রতুর অবয়ব ভূত  
উদগীথাদির প্রশংসাপর ? অথবা উদগীথ প্রভৃতিতে রসতমাদি দৃষ্টিবিধায়ক ? পূর্বেইত উপাসনা-  
পরত্ব অঙ্গীকারপূর্বক বলা হইয়াছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উপাসনাই পুরুষার্থসাধক, যজ্ঞেতে উপা-  
সনানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্যকর্তব্যতা নাই ; কাজেই এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কোন্ পক্ষটি  
যুক্তিযুক্ত ? [ উত্তর—] স্ততিপক্ষই ; কারণ ? যেহেতু উদগীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে ।  
অতিপ্রায় এই যে, যজ্ঞাঙ্গ জুহু প্রভৃতি পদার্থে পৃথিব্যাदिভাব-প্রতিপাদক ‘এই পৃথিবীই জুহু,  
স্বর্গলোক আহবনীয় (হোমধার)’, ইত্যাদি বচন যেমন জুহুপ্রভৃতির বোধক, তেমন  
এখানেও যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বন করিয়া সেই উদগীথাদিসম্বন্ধেই আবার রসতমাদিভাব  
প্রতিপাদিত হইতেছে । সূত্রের “স্ততিমাত্রম্, উপাদানাদিত্যে চেৎ,” এই অংশে উক্ত আশঙ্কাই  
প্রকটিত করা হইয়াছে (+) ।

“শাবজ্জীবমগ্নিহোত্র জুহোতি” অর্থাৎ জীবনকাল পর্যন্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে ইত্যাদি । অপবাদ শ্রুতি  
যথা—“বীরহা বা এষ দেবানাং, যোহগ্নিমুদাসয়তে,” যিনি অগ্নি বিসর্জন করেন, তিনি দেবগণের বীৰ্যহানি করেন  
ইত্যাদি ।

(\*) পরার্থোহি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘স্ততিমাত্রাধিকরণ,’ ইহা ১১শ ও ২২শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার  
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উদগীথাদি সম্বন্ধে রসতমাদি প্রতিপাদক শ্রুতি । (২) সংশয়—ঐসমস্ত  
বাক্য কি উদগীথাদির প্রশংসাবোধক কেবল স্ততি মাত্র ? অথবা, উদগীথপ্রভৃতিতে রসতমাদি দৃষ্টির বিধায়ক ?  
(৩) পূর্বপক্ষ—রসতমাদি-বোধক বাক্যেও যখন ক্রিয়াঙ্গ উদগীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে; তখন উদগীথাদির

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

নাপূর্ব্বত্বাৎ—ইতি । ন স্তুতিমাত্রত্বমুপপত্ততে ; কুতঃ ? অপূর্ব্বত্বাৎ—  
অপ্রাপ্তত্বাৎ । ন হি উদ্গীথাদয়ো রসতমাদিতয়া প্রমাণান্তরেণ প্রতিপন্নঃ ;  
যেন তৎ-প্রাশস্ত্যবুদ্ধ্যুৎপত্ত্যর্থং রসতমাদিত্বেনানৃণ্ডেরন । ন চ উদ্গীথা-  
বিধিরত্র সন্নিহিতঃ ; যেন “ইয়মেব জুহুঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ”  
ইত্যাদিবৎ তদেকবাক্যত্বেন যয়া কয়াচন বিধয়া তৎস্তুতিপরত্বমাত্রীয়েত ।  
অতঃ ক্রতুবীৰ্য্যবন্তরত্বাদিফলসিদ্ধ্যর্থমুদ্গীথা-  
দিসু রসতমাদিদৃষ্টিবিধানমেব  
শ্রায্যম্ ॥৩৪॥২১॥

### ভাবশব্দাচ্চ ॥৩৪॥২২॥

[ পদচ্ছেদঃ—ভাবশব্দাৎ ( উপাসনাদি ক্রিয়ানোধক শব্দ হইতে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—ভাব-শব্দাৎ “উপাসীত” ইত্যাদিক্রিয়াপরশব্দাদপি উপাসনা-বিধিপরত্বমা-  
শ্রুতীনাং শ্রাব্যম্, নতু স্তুতিপরত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ ‘উপাসীত’ ( উপাসনা করিবে ) ইত্যাদি ক্রিয়াবিধায়ক শব্দ থাকাতো উক্ত  
শ্রুতিসমূহের উপাসনাবিধিপরত্ব হওয়া উচিত, কখনও স্তুতিপরত্ব উচিত হয় না ॥৩৪॥২২॥ ]

উদ্গীথা-  
দির উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যগুলিকে যদি তাহারই স্তুতিনোধক বলিতে ইচ্ছা  
কর, তবে তাহার উত্তরে বলিব যে, ‘ন, অপূর্ব্বত্বাৎ, না—ঐ বাক্যের স্তুতিপরত্ব উপপন্ন হয় না ;  
কারণ ? অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্তিই ইহার কারণ ; কেন না, অপর কোন প্রমাণ  
দ্বারাই উদ্গীথা-  
দি কৰ্ম্মগুলি রসতমরূপে প্রমাণিত হয় নাই, যাহার দরুণ, কেবল প্রশস্ততা-বুদ্ধি  
সমুৎপাদনার্থই উদ্গীথা-  
দিকে রসতমাদিরূপে অনুদিত করা যাইতে পারে । আর উদ্গীথা-  
দি-  
বিষয়ক বিধিও ইহার সন্নিহিত নহে যে, “ইয়মেব জুহুঃ, স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ” ইত্যাদির  
শ্রায্য ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধির সমানার্থক করিয়া যে কোন রকমে  
সেই বিধির স্তুতিপর করা যাইতে পারে । অতএব ক্রতুর বীৰ্য্যবন্তরত্বাদি ফলসাধনের জগ্ন  
উদ্গীথা-  
দিবিষয়ে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানই শ্রায্যসঙ্গত ; স্তুতিমাত্রপরত্ব নহে ॥৩৪॥২১॥

স্তুতিপরত্বই শ্রায্য । (৪) উত্তর—না,—অন্তত্র কোথাও যখন রসতমত্বাদির বিশদ দেখা যায় না ; অথচ  
বিধি না থাকিলেও যখন স্তুতিকর্য্য সম্ভবপর হয় না, তখন এ সমস্ত বাক্য বিধিপরই বটে, স্তুতিপর নহে ।  
(৫) নির্ণয়—অতএব উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমত্বাদি, জানে উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত ।

“উপাসীত” [ ছান্দো ০ ১।১।১ ] ইত্যাদি-ভাবশব্দাচ্চ বিধিপরত্বমেব  
 ন্যায়াম্ । বিধি-প্রত্যয়যুক্তো হি ক্রিয়াশব্দো বিধেয়মেব স্বার্থমবগময়তি ।  
 তস্মাদুপাসনবিধানার্থা এতা শ্রুতয়ঃ ॥৩৥৪॥২২॥

[ ইতি দ্বিতীয়ং স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥২॥ ]

পারিপ্লব্যাধিকরণম্ । ] **পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন,  
 বিশেষিতত্বাৎ ॥৩৥৪॥২৩॥**

[ পদচ্ছেদঃ—পারিপ্লবার্থা ( পারিপ্লব প্রয়োগের জন্ত ) ইতি ( ইহা ) চেৎ ( যদি ), ন  
 ( না ). বিশেষিতত্বাৎ ( যেহেতু বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্ত প্রিয়ং ধামোপজগাম”, “স্বৈতকেতুর্হাকর্ণেয়  
 আস” ইত্যাদিকা আখ্যায়িকাঃ কিং পারিপ্লবার্থা? উত বিজ্ঞাপকশার্থা? ইতি বিশয়ে  
 আহ—‘পারিপ্লবার্থা’ ইত্যাদি ॥

“আখ্যানানি সংশস্তি” ইত্যাত্মায়িকানাং ভূতার্থমাত্রকথনে বিনিয়োগাৎ উদাহৃত্য আখ্যা-  
 য়িকা অপি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থা এব, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ—“আখ্যানানি  
 শংসন্তি” ইত্যন্তানন্তরং “মনুর্বে বৈবস্বতো রাজা” ইত্যাদিনা হি মনুপ্রভৃতীনাং আখ্যানানাং তত্র  
 বিশেষিতানি, অতন্তেষামেব তত্র বিনিয়োগঃ; তস্মাৎ বিজ্ঞাপ্য এব অত্র আখ্যায়িকা  
 ইতি সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

‘দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন,’ ‘স্বৈতকেতু নামে আক-  
 ণেয়—অকর্ণের পুত্র ছিল’ ইত্যাদি বহু আখ্যায়িকা উপনিষদের মধ্যে দৃষ্ট হয়; এখন প্রশ্ন  
 হইতেছে যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা কি কেবল পারিপ্লবার্থক—আখ্যায়িকা পাঠরূপে প্রযোজ্য?  
 অথবা বিজ্ঞাপকশার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—‘আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিয়া  
 থাকে’ এইরূপ শ্রুতি দৃষ্টে যদি মনে কর যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থ ই বটে, তদ্বত্তরে  
 বলা হইতেছে যে, না—পারিপ্লবার্থ হইতে পারে না; কারণ, সেখানেই তাহা বিশেষ করিয়া  
 বলা ‘আছে; অর্থাৎ ‘মনু নামে একজন সৃগ্যবংশীয় রাজা ছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতি  
 আখ্যায়িকাগুলিকেই বিশেষ করিয়া পারিপ্লব-প্রয়োগে প্রযোজ্য বলিয়াছেন; সুতরাং অত্রাগ  
 আখ্যায়িকাগুলি বিজ্ঞাপকশার্থ ই বটে ॥৩৥৪॥২৩॥ ]

বিশেষতঃ ‘উপাসীত’ ( উপাসনা করিবে ) ইত্যাদি শব্দ থাকাতোও [ ঐ সমস্ত শ্রুতিব ]  
 বিধিপরত্ব হওয়া উচিত; কারণ, ( ‘লিঙ’ প্রভৃতি ) বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবোধক শব্দে বিধেয় বা  
 অমুদ্যেয় বিষয়টিকেই স্বার্থ ( শব্দার্থ ) বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে । অতএব উপাসনার  
 বিধান করাই পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহের অর্থ; ( কিন্তু স্তুতিপ্রকাশন অর্থ নহে ) ॥৩৥৪॥২২॥

[ ইতি দ্বিতীয় স্তুতিমাত্রাধিকরণ ॥২॥ ]

“প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিস্ক্রান্ত প্রিয়ং ধামোপজগাম” [ কোষী০ ৩।১ ] “শ্বেতকেতুর্হীরাণ্যেয় আস” [ ছান্দো০ ৬।১।১ ] ইত্যেবমাদীনি বেদান্তেযাখ্যানানি কিং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, উত বিদ্যাবিশেষ-প্রতি-পাদনার্থানীতি চিন্তায়াম্—“আখ্যানানি শংসন্তি” [—০ ১] ইত্যখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগাৎ ন বিদ্যাপ্রধানত্বং নায্যমিতি চেৎ—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

ন সর্ব্যাখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগে বিনিয়োগমর্হন্তি ; কুতঃ ? বিশেষিতত্বাধিনিয়োগশ্চ । “আখ্যানানি শংসন্তি” ইত্যুক্ত্য। “তত্রৈব মনু-

প্রতর্দন নামক দৈবোদাসি ( দিবোদাসের পুত্র ) ইন্দ্রের প্রিয়ভবনে গমন করিয়াছিলেন, ‘শ্বেতকেতু নামক আরুণেয় ( আরুণের পুত্র ) ছিলেন,’ ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকা-গুলি কি পারিপ্লব-প্রয়োগের (\*) জন্ত পঠিত হইয়াছে ? অথবা বিশেষ বিশেষ বিদ্যা রহস্ত প্রকাশনের জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে ? এইরূপ চিন্তাবসরে বলা হইতেছে (+)—

‘আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিবে’ এই শ্রুতিতে আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্লবে বিনিয়োগ দেখিয়া যদি মনে কর যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার বিদ্যাপ্রকাশনে তাৎপর্য্য কল্পনা ছায় সঙ্গত হয় না ; তদন্তরে বলা হইতেছে যে, না—সমস্ত আখ্যায়িকাই যে, পারিপ্লবে বিনিয়োগার্থ, তাহা নহে ; কারণ ? যেহেতু বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা রহিয়াছে ;—‘আখ্যায়িকা সমূহ পাঠ করিবে’ এই কথা বলিয়া সেই প্রকরণেই আবার ‘সূর্য্যবংশে মনু নামে রাজা’

(\*) তাৎপর্য্য—‘পারিপ্লবপ্রয়োগ’ কথাটি কর্মকাণ্ডোক্ত পারিভাষিক । ইহার অর্থ গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন—“পারিপ্লব-প্রয়োগো নাম অশ্বমেধে পুত্রান্নাত্যাদি-পরিবৃত্তায় রাজ্ঞে ‘পারিপ্লবমাচকৌত’ ইত্যাদি নানাবিধাখ্যান-কথনম্ ।” অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্র ও মন্ত্রি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজাকে যে, বিদ্যাসম্পর্কিত বিবিধ আখ্যায়িকা ( গল্প ভাগ ) শ্রবণ করণ, তাহার নাম পারিপ্লব প্রয়োগ’ । সেই পারিপ্লব-প্রয়োগের জন্য তত্তৎপ্রকরণে বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা নির্দিষ্ট আছে ; হুতরাং ভিন্নপ্রকরণস্থ উপনিষদ আখ্যায়িকাগুলি পারিপ্লব-প্রয়োগে বিনিয়ুক্ত হইতে পারে না ; কাজেই উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলিকে স্বপ্রকরণস্থ বিদ্যার মহিমাপ্রকাশকই বলিতে হয় ।

(+) তাৎপর্য্য—এই ‘পারিপ্লবপ্রকরণ’টি ২০শ ও ২৪শ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এই—(১) বিষয়—উপনিষৎ-প্রকরণীয় আখ্যায়িকা সমূহ । (২) সংশয়—এই সমস্ত আখ্যায়িকা কি কর্মকাণ্ডোক্ত পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ ? অথবা ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা-প্রকাশকমাত্র ? (৩) পূর্বপক্ষ—“আখ্যানানি শংসন্তি” এই বাঁকাহুসারে আখ্যায়িকাগুলির যখন পারিপ্লবে বিনিয়োগ জানা বাইতেছে, তখন পারিপ্লব-প্রয়োগার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার সৃষ্টি । (৪) উত্তর—পারিপ্লব-প্রয়োগে যে সমস্ত আখ্যায়িকা পাঠকরিতে হয়, সে সমস্ত আখ্যায়িকা সেই সেই প্রকরণেই পঠিত আছে ; হুতরাং ভিন্ন প্রকরণস্থ আখ্যায়িকাগুলির আর পারিপ্লবে বিনিয়োগ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্যার মহিমাপ্রকাশার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা, পারিপ্লবের অঙ্গ নহে ।



কৈবল্যতো রাজা” [ — ? ] ইত্যাদিনা মন্বাদীনা মাখ্যানানি বিশেষ্যন্তে ;  
অতন্তেষামেব তত্র বিনিয়োগ ইতি গম্যতে । তস্মান্ন সৰ্বা বেদান্তেষাখ্যান-  
শ্রুতয়ঃ পারিপ্লব-প্রয়োগার্থাঃ ; অপি তু বিদ্যা-বিদ্যার্থাঃ ॥৩৪॥২৩॥

## তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥৩৪॥২৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—তথা (সেইরূপ) চ (ও) একবাক্যোপবন্ধাৎ (যেহেতু একার্থে শব্দ  
হইয়াছে) । ]

[ সৰলার্থঃ—তথা একবাক্যোপবন্ধাৎ—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিবিধিবাক্যেন  
একবাক্যতয়া নিবন্ধত্বাচ্চ সৰ্বাসাং বেদান্তাখ্যায়িকানাং বিদ্যা-বিদ্যার্থত্বৈব, নতু পারিপ্লবার্থতা,  
ইতি গম্যতে ইত্যর্থঃ ।

সেইরূপ আত্মজ্ঞান-বিধায়ক “আত্মাকে দর্শন করিবে” ইত্যাদি বাক্যের সহিত একবাক্যতা  
সহকারে নির্দিষ্ট হওয়াতেও বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যাবিধির  
জগুই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পারিপ্লবপ্রয়োগার্থ নহে ॥৩৪॥২৪॥ ]

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” [ বৃহদা০ ৬।৫।৬ ] ইত্যাদি-বিধিনৈকবাক্য-  
তয়োপবন্ধাচ্চ আখ্যানানাং বিদ্যাবিদ্যার্থত্বৈব তান্নীতি গম্যতে ; যথা  
“সোহরোদীৎ” [ যজুঃ ১।৫।১ ] ইত্যেবমাদেঃ কৰ্ম্মবিদ্যার্থত্বম্, ন  
পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥৩৪॥২৪॥ [ ইতি তৃতীয়ং পারিপ্লবার্থাধিকরণম্ ॥৩৪॥ ]

অগ্নীক্ষনাত্ত্বাদিকরণম্ । ] অত এব চাগ্নীক্ষনাত্ত্বনপেক্ষা ॥৩৪॥২৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই কারণে) এব (নিশ্চয়) চ (ও) অগ্নীক্ষনাত্ত্বনপেক্ষা  
(অগ্ন্যাধানপূর্বক অগ্নুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই) । ]

ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতির আখ্যায়িকাকেই বিশেষিত করা হইয়াছে ; অতএব বুঝা যাইতেছে  
যে, সেখানে ঐসমস্ত আখ্যায়িকারই বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, অস্ত্রের প্রয়োগ নহে । অতএব  
সমস্ত বেদান্তান্তর্গত আখ্যানশ্রুতিসমূহ পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ নহে, পরন্তু বিদ্যারই  
রহস্ত প্রকাশক ॥৩৪॥২৩॥

বিশেষতঃ ‘আত্মাকে দর্শন করিবে’ ইত্যাদি বিধির সহিত একবাক্যতা সহকারে বিহিত  
হওয়াতেও বুঝাযাইতেছে যে, “সোহরোদীৎ” (‘সেই অগ্নি বোদন করিয়াছিলেন’) ইত্যাদি  
আখ্যায়িকাগুলির যেরূপ কৰ্ম্ম-বিধির প্রশংসা করাই মুখ্য অর্থ, কিন্তু পারিপ্লবে বিনিয়োগ অর্থ  
নহে, সেইরূপ বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলিও বিদ্যাবিধির প্রশংসার জগুই বিহিত, কিন্তু  
পারিপ্লবার্থ নহে ॥৩৪॥২৪॥ [ তৃতীয় পারিপ্লবধিকরণ ॥৩৪॥ ]

[ সরলার্থঃ—উর্দ্ধরেতসাং যজ্ঞাভাবাং যজ্ঞান্নবিভাস্তু অধিকারোহস্তি নবেতি চিন্ত্যতে—

যত উর্দ্ধরেতসামপি বিভাসম্বন্ধি আশ্রমাস্তরং ( সন্ন্যাসাশ্রমঃ ) সম্ভবতি, অতঃ সম্মাং হেতোরপি তেষাং বিভা অগ্নীকন্যাগনপেক্ষা,—অগ্নীকনং—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্বকান্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্মনিরপেক্ষা, কেবলং স্বাশ্রমবিহিত-কর্মমাত্রসাপেক্ষেবেত্যর্থঃ ।

যে হেতু উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগেরও বিভাসাধন আশ্রম রহিয়াছে ; সেই হেতুই তাহাদেরও বিভাস অধিকার আছে, কিন্তু তজ্জন্ত অগ্নিস্থাপনপূর্বক ‘অগ্নিহোত্র ও দর্শ-পূর্ণমাস’ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠানের মাত্র অপেক্ষা করে ॥৩৪॥২৬॥ ]

স্ত্রুতপ্রসঙ্গাদ্ অবাস্তরসঙ্গতি-বিশেষণার্থদ্বয়ং চিন্তিতম্ । বিভাবস্ত উর্দ্ধরেতস আশ্রমিণঃ সম্ভীতু্যক্তম্—“উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি” [ ব্রহ্মসূ० ৩।৪।১৭ ] ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ । ইদানীমূর্দ্ধরেতসো যজ্ঞাভাবাং তদঙ্গিকা বিভা ন সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—অত এব চাগ্নীকন্যাগনপেক্ষা—ইতি ।

যত উর্দ্ধরেতস আশ্রমিণো বিভাসম্বন্ধিত্বেন শ্রুত্যা পরিগৃহ্যন্তে—“ব্রহ্মসংস্থেহিমৃতত্বমেতি” [ ছান্দো० ২।২৩।১ ] “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতুপাসতে” [ ছান্দো० ৫।১০।১ ] “এতমেব প্রব্রাজিনো লোক-

স্বতি বা অর্পবাদ বিচারেব প্রসঙ্গে আবশ্যকবোধে দুইটি বিষয় বিচারিত হইয়াছে, আর “উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি” ইত্যাদি সূত্রে জানী সন্ন্যাসীদিগেরও আশ্রমসম্বাব সমর্থিত হইয়াছে ; এখন পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে যে, উর্দ্ধরেতাদিগের যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তখন যজ্ঞান্ন বিভাতেও তাহাদের অধিকার সম্ভব হইতে পারে না ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বাণতেছেন—‘অতএব চাগ্নীকন্যাগনপেক্ষা’ ইতি (\*) ।

যে হেতু ‘ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন’ ; ‘এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোজ্ঞানে উপাসনা করেন’ ‘সন্ন্যাসিগণ এই আশ্রম-লোক লাভের আশায় সন্ন্যাসগ্রহণ করেন,

(\*) ত্র্যংপর্য—এই অগ্নীকন্যাধিকরণটির পাঁচটি অবয়ব এইরূপ,—(১) বিষয়—উর্দ্ধরেতার সম্বন্ধীয় যজ্ঞাদিরূপ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মবিভা । (২) সংশয়—উর্দ্ধরেতার যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার নাই, তখন যজ্ঞাদি-অঙ্গবিশিষ্ট বিভাতেও তাহার অধিকার থাকিতে পারে না । (৩) উত্তর—যেহেতু উর্দ্ধরেতাও আশ্রমী এবং তাহার সম্বন্ধেও বিভাশুশ্রূষা বিহিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, কেবল সেই আশ্রমাত্মযায়ী বিভাস্ত্ব ধর্মের অনুষ্ঠানে তাহারও অধিকার আছে, তদতিরিক্ত অগ্ন্যধানপূর্বক যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, কেবল তাহাতেই তাহার অধিকার নাই ; সুতরাং বিভাতে তাহার অধিকার আছে । (৪) নির্ণয়—অতএব উর্দ্ধরেতা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী না হইলেও সীমিত আশ্রমাত্মযায়ী কর্মে নিশ্চয়ই অধিকারী ; কাজেই তাদৃশ কর্মরূপ অঙ্গবিশিষ্ট বিভাতেও তাহার অধিকার আছে ।

মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [ বৃহদা০ ৬।৪।২২ ] “যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি”  
[ কঠা০ ১।২।১৫ ] ইত্যাদিকয়া ; অত এবোক্তরেতঃস্থ বিদ্যা অগ্নীক্ষনাত্মন-  
পেক্ষা—অগ্নীক্ষনম্—অগ্ন্যাধানম্ ; ‘আধানপূর্ব্বকামিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-  
কর্মানপেক্ষা তেষু বিদ্যা ; কেবলস্বাত্মবিহিত-কর্মাপেক্ষেত্যর্থঃ ॥৩৪২৫॥

[ ইতি চতুর্থম্ অগ্নীক্ষনাগ্ন্যধিকরণম্ ॥৪॥ ]

সর্বাপেক্ষাধিকরণম্ ।] সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে-  
রশ্ববৎ ॥৩৪॥২৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—সর্বাপেক্ষা ( যজ্ঞাদিকর্ম্মের আবশ্যক ) চ ( ও ) যজ্ঞাদিশ্রুতে : ( যেহেতু  
শ্রুতিতে যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে ) । ]

সরলার্থঃ—ইদানীম্ উর্দ্ধরেতসামিব গৃহস্থানাংমপি বিদ্যায়াং যজ্ঞাদিকর্ম্মণামপেক্ষা অস্তি  
নাস্তি বেতি বিচারয়িতুমাহ—সর্কেতি ।

কর্ম্মবতাং গৃহস্থানাং বিদ্যা চ সর্বাপেক্ষা—অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মাপেক্ষিতৈব ; কুতঃ ? যজ্ঞাদি-  
শ্রুতেঃ,—“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদৌ যজ্ঞাদীনাম্ বিদ্যাস্বত্ব-  
শ্রুতেরিত্যর্থঃ । অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতোহশ্বঃ বনাস্তরগাদিসহকৃত এব গৃহতে, তথা গৃহিণাঃ  
বিদ্যাপি সপরিব্রাজ্যে গৃহতে ইত্যর্থঃ ।

উর্দ্ধরেতাদিগের আয় গৃহস্থগণেরও বিদ্যামুশীলনে যজ্ঞাদি কর্ম্মের আবশ্যক আছে কি না,  
তাহা নিরূপণের জন্য বর্ণিতছেন—“সর্বাপেক্ষা”ইত্যাদি ।

কর্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যাতে আশ্রমোক্ত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে ;  
কারণ, শ্রুতিতে যজ্ঞাদিও বিদ্যার অন্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; অতএব অশ্ব গমন করিতে  
হইলে যেমন অশ্বের উপযোগী বলগা পদীপ্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি গৃহস্থের পক্ষেও  
মুক্তিসাধন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলেই, তদঙ্গভূত যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক  
হয় ॥৩৪॥২৬ ]

যাহার অত্র ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উর্দ্ধরেতা আশ্রমিগণও  
( সন্ন্যাসিগণও ) বিদ্যাধিকারীরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই হেতুই উর্দ্ধরেতাদিগের  
বিদ্যামুশীলনে আর অগ্নীক্ষনাদির অপেক্ষা করে না ; অগ্নীক্ষন অর্থ—অগ্নীর আধান—গ্রহণ ;  
[ গৃহস্থের যেরূপ অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়, ] তাহাদের বিদ্যামুশীলনে সেরূপ আধানপূর্ব্বক  
অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল স্বীয় আশ্রমোক্ত  
কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় মাত্র ॥৩৪॥২৫॥

[ চতুর্থ অগ্নীক্ষনাগ্ন্যধিকরণ ॥৪॥ ]

যদি বিজ্ঞা যজ্ঞাভ্যনপেক্ষৈবামৃতত্বং সাধয়তি ; তর্হি গৃহস্থেষুপি তদনপেক্ষৈব সাধয়িতুমর্হতি, যজ্ঞাদিশ্রুতিরপি “বিবিদিষন্তি” [ বৃহদা০ ৬।৪।২২ ] ইতি শব্দাৎ কৰ্ম্মণো বেদনাস্ততাং ন প্রতিপাদয়তীতি ; অত আহ— [ সিদ্ধান্তঃ— ]

সৰ্বাপেক্ষা ইতি । অগ্নিহোত্ৰাদি-সৰ্বকৰ্ম্মাপেক্ষৈব বিজ্ঞা কৰ্ম্মবৎসু গৃহস্থেষু ; কুতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ । “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন” [ বৃহদা০ ৬।৪।২২ ] ইত্যাদিনা যজ্ঞাদয়ো হি বিজ্ঞাস্থেন শ্রয়ন্তে । যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি, যজ্ঞাদিভির্বেদনং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ । যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান-সাধনত্বে সত্যেব যজ্ঞাদিভিজ্ঞানং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ব্যপদেশ উপপদ্যতে ; যথা অসেইনন-সাধনত্বে সতি অসিনা জিহ্বাসতীতি ব্যপদেশঃ । অতো যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান সাধনত্বমবগম্যতে ।

ভাল, বিজ্ঞা যদি যজ্ঞাদিক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তিসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে ত গৃহস্থের সম্বন্ধেও কৰ্ম্মনিরপেক্ষভাবেই মুক্তি সাধন করিতে পারে ? এবং যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিও যে, “বিবিদিষন্তি” শব্দানুরোধে কৰ্ম্মের বেদনাস্ত ( বিজ্ঞাস্ত ) প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পারিবে না । এই আশঙ্কার বলিতেছেন—“সৰ্বাপেক্ষা” ইত্যাদি (\*) ।

কৰ্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের পক্ষে বিজ্ঞা নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম্মসাপেক্ষ ; কারণ ? যজ্ঞাদিবিষয়ক শ্রুতিই কারণ । ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্যক্তির যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বিজ্ঞারই অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, যজ্ঞপ্রভৃতি উপায়ে জানিতে ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির সাহায্যে বেদন ( উপাসনাত্মক জ্ঞান ) লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন । যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি সত্যসত্যই জ্ঞানসাধন হয়, তাহা হইলেই ‘যজ্ঞাদি দ্বারা বেদন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন’ এইরূপ উপদেশ করা উপপন্ন হইতে পারে ; যেমন খড়্গা যদি হত্যাকার্য্যের সাধন হয়, তাহা হইলেই ‘খড়্গা দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে’ বলা সঙ্গত হয়, ইহাও তদ্রূপ । অতএব ঐরূপ উপদেশ হইতেই যজ্ঞাদির জ্ঞানসাধনতা প্রমাণিত হইতেছে ।

(\*) তাৎপর্য্য—এই সৰ্বাপেক্ষাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের কৰ্ম্মানুষ্ঠান । (২) সংশয়—বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তিলাভের জন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না ? (৩, পূর্ব-পক্ষ—উর্দ্ধরেষ্ঠার বিদ্যানুশীলনে যখন ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, তখন গৃহস্থেরও বিদ্যানুশীলনে কৰ্ম্মাপেক্ষা না থাকাই উচিত । (৪) উত্তর—না, একথা সত্য নহে ; অর্থে আরোহণ করিতে হইলে অথারোহীর বৈরূপ বস্তু প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহস্থের পক্ষেও স্বীয় আত্মমোক্ত কৰ্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে । (৫) নির্ণয়—অতএব গৃহস্থের পক্ষে বিদ্যানুশীলনকালেও কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক ।

জ্ঞানং চ বাক্যার্থজ্ঞানাদর্থাস্তরভূতং ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং বিশদ-  
তম-প্রত্যক্ষতাপন্ন-স্মৃতিরূপং নিরতিশয়প্রিয়ম্ অহরহরভ্যাসাধেয়াতিশয়ম্  
আ প্রয়াণাদনুবর্তমানং মোক্ষসাধনমিত্যুক্তমস্মাভিঃ পূর্বমেব ; বক্ষ্যতি চ  
“আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ” [ ব্রহ্মসূ० ৪।১।১ ] ইত্যাদিনা । এবংরূপং চ  
ধ্যানমহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্নিত্য-নৈমিত্তিককৰ্ম্মভিঃ পরমপুরুষাধারানুপৈঃ  
পরমপুরুষপ্রসাদদ্বারেণ জায়তে, ইতি যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তীতি শাস্ত্রেণ  
প্রতিপাদ্যতে ।

অতঃ কৰ্ম্মবৎস্ব গৃহস্থেষু যজ্ঞাদিনিত্য-নৈমিত্তিক-সৰ্বকৰ্ম্মাপেক্ষা বিদ্যা ।  
অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতাহস্বঃ স্বপরিকর-বন্ধপরিকৰ্ম্মাপেক্ষঃ ; এবং  
মোক্ষসাধনভূতাহপি বিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক-কৰ্ম্মপারিকর্যাপেক্ষা । তদিদ-  
মাহ স্বয়মেব ভগবান্—

“যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥” [ গীতা० ১৮।৫ ]

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” [ গীতা० ১৮।৪৬ ]

ইতি ॥৩॥৪॥২৬॥ [ ইতি পঞ্চমং সৰ্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ॥৫॥ ]

আর জ্ঞান যে, বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পৃথগ্পদার্থ, এবং ধ্যান-উপাসনাদিশব্দবাচ্য, সর্বাধিক  
প্রিয় ও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষতাপন্ন স্মৃতিরূপ, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিরন্তরভাবে প্রাণাত্মিক  
অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াই মোক্ষসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, এ কথা প্রথম সূত্রেই উক্ত  
হইয়াছে, এবং পরেও “আবৃত্তিঃ অসকৃদুপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইবে । পরম-পুরুষাধার  
মোক্ষসিদ্ধির উপায়ভূত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান দ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের  
অনুগ্রহেই বে, তাদৃশ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই “বিবিদিষন্তি” শ্রুতিতে প্রতিপাদিত  
হইয়াছে । অতএব কৰ্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যা নিশ্চয়ই যজ্ঞাদি সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সাপেক্ষ ; অশ্ব ইহার দৃষ্টান্ত  
স্থল—অশ্ব যেমন লোকের গমনসাধন হইয়াও নিজে গমনোপযোগী অত্যাধ কৰ্ম্মের অপেক্ষা করে,  
তদ্রূপ মোক্ষসাধনভূত বিদ্যাও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বসহায় কৰ্ম্মসমূহের অপেক্ষা করে । স্বয়ং  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এ কথা বলিয়াছেন—“যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কৰ্ম্ম কখনও পরিত্যাগ্য নহে ;  
পরন্তু অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ; যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কার্য্য মনীষিগণের পবিত্রতার সাধন ।” ‘সমস্ত  
ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়. এবং যাহা এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন, মানব পাশ্চ  
আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে’ ইতি ॥৩॥৪॥ ৬।

[ পঞ্চম সৰ্ব্বাপেক্ষাধিকরণ ॥৫॥ ]

শমাত্ত্বিকরণম্ । ] শমদমাত্ত্ব্যপেতঃ স্মাৎ, তথাপি তু  
তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩৭॥৪॥২৭ ॥

[ পদচ্ছেদঃ—শমদমাত্ত্ব্যপেতঃ ( শমদমাদি সাধন সম্পন্ন ) স্মাৎ ( হইবে ), তথাপি ( তাহা হইলেও ) তু ( কিন্তু ) তদ্বিধেঃ ( বেহেতু বিভাবিধির ) তদঙ্গতয়া ( তাহার অঙ্গ বলিয়া ) তেষাং ( সে সমুদয়ের ) অপি ( ও ) অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ( যেহেতু অবশ্য অনুষ্ঠেয়ত্ব ) । ]

[ সরলার্থঃ—গৃহস্থশ্চ শম-দমাদীনাং সাধনানুষ্ঠেয়ানি নবেতি সংশয়ে আহ—গৃহস্থো যত্নপি করণব্যাপারাত্মকেষু কর্মসু প্রবৃত্তঃ, তথাপি তু শমদমাত্ত্ব্যপেতঃ শমদমাদিসাধননিষ্ঠঃ স্মাৎ ; কুতঃ ? তদ্বিধেঃ শমদমাদিবিধানশ্চ তদঙ্গতয়া বিভাগত্বেন হেতুনা তেষাং শমদমাদীনামপি অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ অবশ্য প্রতিপাল্যত্বাৎ ; অতো গৃহস্থানাংপি শমদমাত্ত্ব্যনুষ্ঠানমবশ্যং কর্তব্যমিতি ভাবঃ । ‘শমদমাদি’ ইত্যাদি-পদেন উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধানাং সংগ্রহঃ ॥

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—গৃহস্থ যদিও প্রধানতঃ বহিরিঞ্জিরের ব্যাপারেই নিরত থাকুক, তথাপি শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইবে ; কেননা, শমদমাদির যে, বিধি, তাহাও বিভাগরূপেই বিহিত ; সুতরাং গৃহস্থের পক্ষেও সেগুলি অবশ্যই অনুসরণীয় ॥৩৭॥৪॥২৭॥ ]

গৃহস্থশ্চ শমদমাদীনাংপি অনুষ্ঠেয়ানি, উত ন, ইতি চিন্তায়াম্—  
আন্তর-বাহ্যকরণ-ব্যাপাররূপত্বাৎ কর্মানুষ্ঠানশ্চ, শমদমাদীনাং তদ্বিপরীত-  
রূপত্বাচ্চানুষ্ঠেয়ানি ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

যদ্যপি গৃহস্থঃ করণব্যাপাররূপ-কর্মসু প্রবৃত্তঃ ; তথাপি স বিদ্বান্

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না ? এইরূপ সংশয় স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্মানুষ্ঠান যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর করণব্যাপারাত্মক, আর শমদমাদিসাধন-গুলি যখন ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ অব্যাপারাত্মক, তখন গৃহস্থের পক্ষে শমাদি সাধনের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে না ; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা যাইতেছে (\*)—

গৃহস্থ যদিও সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারাত্মক কর্মেই নিযুক্ত থাকুক, তথাপি জ্ঞানানুরাগী

(\*) তাৎপর্য—এই ‘শম-দমাত্ত্ব্যিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় বিভাগ শম-দমাদি নিয়মের প্রতিপালন। (২) সংশয়—গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনের আবশ্যক আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—শম-দমাদি নিয়মগুলি যখন কিয়ৎপরিমাণে কর্মানুষ্ঠানের বিরোধী, তখন শমদমাদি প্রতিপালন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না, গৃহস্থেরও শমাদি সাধন করিতে হইবে ; শমদমাদিও গৃহস্থাত্মক ক্রিয়াবিধির অঙ্গ। (৫) নির্ণয়—অতএব কর্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থও শমদমাদি সাধনে বিভূষিত হইবে।

শমদমাদ্যাপেতঃ স্মৃৎ ; কুতঃ ? তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ—বিদ্যাস্ততয়া তেষাং বিধেঃ “তস্মাদেবংবিৎ শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্তেবাত্মানং পশ্যেৎ” [ বৃহদা০ ৬।৪।২৩ ] ইতি । বিদ্যোৎপত্তেচ্চিত্ত-সমাধানরূপত্বেন দৃষ্টপরিবর্তনশ্চ শমাদীনাম্, বিদ্যানিবৃত্তয়ে তেষাং শমাদীনামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ-তানুপ্যনুষ্ঠেয়ানি । ন চ করণব্যাপার-তদ্বি-পর্যায়রূপত্বেন কৰ্ম্মণাং শমদমাদীনাম্ চ পরস্পরবিরোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ—বিহিতেষু করণব্যাপারঃ, অবিহিতেষু প্রয়োজনশূন্যেষু চ তদুপশম ইতি । ন চ করণব্যাপাররূপ-কৰ্ম্মষু বর্তমানস্য বাসনাবশাৎ শমাদীনামুপাদেয়ত্বা-সম্ভবঃ, বিহিতানাং কৰ্ম্মণাং পরমপুরুষাধীনতয়া তৎপ্রসাদদ্বারেন নিখিলবিপরীতবাসনোচ্ছেদহেতুত্বাৎ । অতো গৃহস্থস্য শমদমাদয়ো-হপ্যানুষ্ঠেয়াঃ ॥৩৭॥২৭॥ [ ষষ্ঠং শমদমাগ্ধিকরণম্ ॥৬॥ ]

গৃহস্থ অবশ্যই শম দমাদিসম্পন্ন হইবেন ; কারণ ? যেহেতু বিদ্যার অনঙ্গরূপে অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়-রূপেই শমদমাদির বিধান হইয়াছে । যথা,—‘অতএব এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষ শাস্ত (শমগুণাঘ্রিত) দাস্ত (দমগুণাঘ্রিত), উপরত (বিষয় হইতে প্রত্যাহতচিত্ত) তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া আপনাতে আপনাকে (আত্মস্বরূপ) দর্শন করিবে’ (\*) । জ্ঞানোৎপত্তি যেহেতু চিত্ত-সমাধানাত্মক, এবং জ্ঞানসাধনে প্রত্যক্ষতঃও শমাদির উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু, এবং বিদ্যাসমুৎপাদনার্থ শমাদি-অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকাতেও শমাদির অনুষ্ঠানকরা একান্ত আবশ্যক । কৰ্ম্ম ও শম-দমাদি সাধন, উভয়ের বিষয় যখন এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তখন শুধু করণব্যাপাররূপত্ব ও তদ্বিপরীতানিবন্ধনই কৰ্ম্ম ও শমাদি সাধনের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ বিরোধ নাই । বৃত্তিতে হইবে যে, বিহিত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার—কৰ্ম্মানুষ্ঠান, আর নিষিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের নিবৃত্তি—উপশম । আর ইন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মক কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিরত ব্যক্তির (গৃহস্থের) যে, জন্মান্তরীণ শুভসংস্কার বশতঃ শমাদিসাধন গ্রহণ করা অসম্ভব, তাহাও নহে ; কেননা, শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মমাত্রই যখন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক, তখন ভগবৎপ্রসাদের ফলে যাবতীয় বিপর্যয়-বুদ্ধিই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; এইজন্তই গৃহস্থের শমদমাদি সাধন গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ॥৩৭॥২৭॥

[ ষষ্ঠ শম-দমাগ্ধিকরণ ॥৬॥ ]

(\*) তাৎপর্য—শম-অর্থ—অন্তরীক্ষিয়—মনের নিগ্রহ, দম-অর্থ—বহিরীক্ষিয় চক্ৰপ্রভৃতিকে সংযত রাখা । শীত-উষ্ণ, সুখ-দুখ, জয়-পরাজয়, ইত্যাদি বিরুদ্ধতাব দুই-দুইটিকে ‘দ্বন্দ্ব’ বলে, সেই দ্বন্দ্ব ব্যাকুল না হওয়া তিতিক্ষুর ধর্ম । সমাহিত অর্থ—সমাধিযুক্ত ; সমাধি অর্থ—বহুবিষয়গামী চিত্তবৃত্তিকে একটিমাত্র বিষয়ে স্থাপিত করা ।

সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্ । ] সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে

## তদর্শনাং ॥৩॥৪॥২৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—সর্বান্নানুমতিঃ ( সর্বান্নভক্ষণের অনুমতি ) চ (৩) প্রাণাত্যয়ে ( প্রাণ বাইবার উপক্রম হইলে ) তদর্শনাং ( যেহেতু সেইরকম দেখা যায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—“ন বা অস্থানন্নং জঙ্ঘং ভবতি ; নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি, ন বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” ইতি প্রাণবিদঃ সর্বান্নানুমতিরূপলভ্যাতে, সা চানুমতিঃ কিং সর্বদা সর্বাবস্থায় ? উত প্রাণাত্যয়মাপন্নম্ ? ইতি সংশয় আহ—প্রাণাত্যয়ে জীবিতাপগমদশায়ামেব সর্বান্নানুমতিঃ, ন পুনঃ সর্বদা । কূতঃ ? তদর্শনাং—উষন্তস্ত তথৈব ব্যবহারদর্শনাং ; উষন্তঃ কিল জীবিতাত্যয়দশামাপনো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুণ্ডাযান্ ভক্ষিতবান্, হস্তিপক-প্রদত্তজলপানে তু বিমুখো বভূব । অতঃ প্রাণাত্যয়কালে এব সর্বান্নানুমতিরিত্যানুমীয়তে ॥

‘ইহার ( প্রাণবিদের ) কিছুই অনন্ন ( যাহা ভক্ষণীয় নয়, এরূপ কিছুই ) ভক্ষিত হয় না, অনন্ন গৃহীত হয় না, এবং প্রাণবিদের নিকট কিছুই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না’ এইরূপে প্রাণতত্ত্ব-বিদ ব্যক্তির সর্বান্নভক্ষণের কথা উক্ত আছে । এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই সর্বান্নভক্ষণ কি প্রাণবিদের সার্বকালিক ? অথবা কেবল প্রাণাত্যয় কাল উপস্থিত হইলে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—না—সকল সময়ে নহে, পরন্তু যখন অনশনে প্রাণ বাইবার উপক্রম হয়, তখনই ঐরূপ সর্বান্ন-ভক্ষণের অনুমতি বৃষ্টিতে হইবে ; কারণ, ঐরূপই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । চাক্রায়ণ নামে একজন ঋষি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া—মরণাপন্নদশায় একজন হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট কুংসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই হস্তিপকের প্রদত্ত জলপান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণাত্যয় কালেই সর্বান্নভক্ষণের অনুমতি, অন্ততঃ নহে ॥৩॥৫॥২৮॥ ]

বাজিনাং ছন্দোগানাম্ চ প্রাণবিদ্যায়াং “ন হ বা অস্থানন্নং জঙ্ঘং ভবতি, নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি” [বৃহদা০ ৮।১।১৪] “ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” [বৃহদা০ ৫।২।১] ইতি প্রাণবিদঃ সর্বান্নানুমতিঃ সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে ।

বাজসেনয়ী ও ছন্দোগদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা-প্রকরণে প্রাণোপাসকের সর্বান্ন-ভক্ষণাদির অনুমতি আছে । যথা—‘এই প্রাণোপাসক অনন্ন ( অভক্ষ্য ) কিছু ভক্ষণ করেন না, প্রাণোপাসকের নিকট কোন বস্তুই অনন্ন ( অভক্ষণীয় ) হয় না’ ইতি । প্রাণোপাসকের যে, এই সর্বান্ন ভক্ষণে অনুমোদন, ইহা কি সার্বকালিক ? অথবা যে সময় প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের অন্ত ? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, এ বিষয়ে যখন বোঝা



কিমিয়ং প্রাণবিদ্যানিষ্ঠস্ত সৰ্ব্বান্নানুমতিঃ সৰ্ব্বদা ? উত প্রাণাত্যয়াপত্তৌ ? ইতি বিশয়ে, বিশেষানুপাদানাং সৰ্ব্বদা,—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

“প্রাণাত্যয়ে” ইতি । চ-শব্দোহবধারণে ; প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেত্যর্থঃ । কুতঃ ? তদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি অন্যত্র ব্রহ্মবিদ্যামপি প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব সৰ্ব্বান্নানুমত্তা, কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ । উষন্তঃ কিল চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদগ্রেগরো মটচীহতেষু কুরুষু দুর্ভিক্ষদূষিতেষু ইভ্যগ্রামে বসন্ অনশনেন প্রাণসংশয়মাপনো ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠন্তয়ে প্রাণানামনবসাদমাকাঙ্ক্ষ-মাণ ইভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তঃ ভিক্ষমাণস্তেন চ ‘উচ্ছিষ্টেভ্যোহন্যে ন বিদুস্তে’ ইতি প্রত্যুক্তঃ পুনরপি “এতেষাং মে দেহি” [ ছান্দো০ ১।১০।৩ ] ইত্যুক্তা তেন চ ইভ্যেন উচ্ছিষ্টেভ্য আদায় দত্তান্ কুল্মাষান্ প্রতিগৃহ্যানু-পান-প্রতিগ্রহমিভ্যেনার্থিতঃ “উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং শ্রাৎ” [ ছান্দো০

বিশেষ কথা কোথাও নাই, তখন সৰ্বদার জন্তই অনুমতি বুঝা যাইতেছে । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার বলা হইতেছে—“প্রাণাত্যয়ে” ইত্যাদি (\*) ।

মূত্রস্ত চ-শব্দটি অবধারণার্থক ; উহার অর্থ-‘প্রাণাত্যয় কালেই’ ; কারণ ? যেহেতু সেই-রূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্যত্র ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষেও যখন কেবল প্রাণবিরোগের সম্ভাবনা কালেই সর্কারভক্ষণের অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদপেক্ষা হীনশক্তি প্রাণোপাসকের আর কথা কি ? দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মবিদশ্রেষ্ঠ উষন্ত নামক চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রদণ্ড কুরুদেশ দুর্ভিক্ষপ্রাপীড়িত হইলে পর, কোন এক ইভ্যগ্রামে ( ধনীর গ্রামে, অথবা হস্তিপকবহল গ্রামে ) যাইয়া বাস করিতেছিলেন ; অনশনে যখন জীবন সংশয় দশায় উপস্থিত হইল তখন ব্রহ্মবিদ্যা-পরিসমাপ্তির জন্ত প্রাণগত অবসাদ নিবৃত্তির ইচ্ছায়, কুল্মাষভক্ষক ( কুৎসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিতেছে, এমন কোনও ) হস্তিপকের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন ; হস্তিপক বলিল, ‘যাহা আমি খাইতেছি, এতদতিরিক্ত আমার আর নাই’ ; তখন তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কুল্মাষই প্রার্থনা করিলেন, এবং হস্তিপকও আপনার উচ্ছিষ্ট সেই কুল্মাষ

(\*) তাৎপর্য—এই ‘সৰ্ব্বান্নানুমতি’ অধিকরণটি ২৮শ—৩১শ পর্যন্ত চারিটি মূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—“ন হ বা” ইত্যাদি সৰ্ব্বান্নানুমতিবিবরণক শ্রুতি । (২) সংশয়—এই সর্কারভক্ষণের অনুমতি কি সর্বসময়ের জন্ত ? অথবা আপৎসময়ের জন্ত—যে সময় প্রাণবিরোগের উপক্রম হয়, কেবল সেই সময়ের জন্ত ? (৩) পূর্বপক্ষ—এখানে যখন সময়বিশেষের বিশেষ উল্লেখ নাই, তখন ইহা সর্ব সময়ের জন্তই বটে । (৪) উত্তর—না,—সর্বসময়ের জন্ত নহে, পরন্তু যখন প্রাণবিরোগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্তই । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণোপাসকের পক্ষেও যথেষ্ট অন্ততক্ষণ করিতে নাই ।

১।১০।৪ ] ইতি বদন্ চাক্রায়ণঃ ‘কিমেতে কুন্ধ্যাষা অনুচ্ছিষ্টাঃ ?’ ইতি ইভ্যেন পর্য্যনুযুক্তঃ “ন বা অজীবীষ্মমিমানখাদন্...কামো ম উদপানম্” ইতি কুন্ধ্যাষাখাদনে স্বস্ত্র প্রাণসংশয়াপত্তেস্তাবস্মাত্ৰখাদনেন ধৃতপ্রাণস্ত্র স্বস্ত্রোচ্ছিষ্টৌদকপানং কামকারিতং নিষিদ্ধং স্মাৎ, ইত্যুক্ত্বা স্বখাদিতশেষং জায়ায়ৈ দত্ত্বা তয়া চ রক্ষিতান্ অপরেভ্যঃ যাজনেনার্জিজীষয়া জিগমিষুঃ পুনরপি প্রাণসংশয়মাপন্নস্তানেব ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ স্বোচ্ছিষ্টভূতান্ পৰ্য্যুষিতাং-  
শচখাদ । অতো ব্রহ্মবিদামপি প্রাণসংশয় এব সর্বান্নানুমতিদর্শনাদত্রো-  
বিশেষেণ কীর্তিতমপি প্রাণবিদঃ সর্বান্নীনস্বং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেতি  
নিশ্চরীয়তে ॥৩৪॥২৮॥

## অবাধাচ্চ ॥৩৪॥২৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—অবাধাৎ ( প্রতিবন্ধক না থাকায় ) চ (ও) । ]

তাহাকে দান করিল ; চাক্রায়ণ সেই কুন্ধ্যাষ গ্রহণ করিলে পর, হস্তিপক্ৰযখন আপনার উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলেন, তখন চাক্রায়ণ বলিলেন, না—তাহা হইলে আমাকে উচ্ছিষ্টপায়ী হইতে হইবে। তাহার পর হস্তিপক্ৰ জিজ্ঞাসা করিল, মৎপ্রদত্ত এই কুন্ধ্যাষগুলি কি উচ্ছিষ্ট নয় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে চাক্রায়ণ বলিলেন, ‘আমি যদি এই কুন্ধ্যাষ ভক্ষণ না করিতাম, তাহা হইলে জীবনধারণে সমর্থ হইতাম না ; সেই জন্তই ইহা ভক্ষণ করিয়াছি ; কিন্তু জলপান ত আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বিলম্বে জলপান করিলেও আমার মৃত্যুভয় নাই ; [ কাজেই তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করা আমার কর্তব্য নহে । ’ ]

এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ কুন্ধ্যাষ-ভক্ষণাভাবে নিজের প্রাণ-বিস্রোগ সম্ভাবিত হইয়াছিল ; তাই কেবল জীবনধারণের উপযোগী ঐ কুন্ধ্যাষমাত্র ভক্ষণ করিলেন ; কিন্তু প্রাণধারণে সমর্থ হইয়াও যদি হস্তিপক্ৰও উচ্ছিষ্ট জল পান করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ‘স্বৈচ্ছাপূর্বক নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা হইবে’ এই রূপ মনে করিয়াই তিনি জলপানে বিরত হইলেন, এবং নিজের ভুক্তাবশিষ্ট কুন্ধ্যাষগুলি পত্নীর জন্ত বাসভবনে লইয়া গেলেন ; পত্নী সেই সমস্ত কুন্ধ্যাষ পর দিবসের জন্ত রক্ষা করিয়া দিলেন ; চাক্রায়ণ পর দিবস যখন যাজন ক্রিয়া দ্বারা অর্থোপার্জনের অভিলাষে গমন করিবেন, সে সময়ও আবার প্রাণসংশয়াপন্ন হইয়া—হস্তিপকের ও নিজের উচ্ছিষ্ট এবং পর্যুষিত সেই কুন্ধ্যাষই ভক্ষণ করিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদগণের পক্ষেও প্রাণবিস্রোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই সর্বান্ন-ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সকল সময়ের জন্ত নহে ; অতএব উল্লিখিত শ্রুতিতে সামান্যাকারে উল্লেখ থাকিলেও প্রাণবিদের যে, সর্বান্নভক্ষণে অধিকার, তাহা কেবল জীবনাত্যয় সময়ের জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে, সকল সময়ের জন্ত নহে ॥৩৪॥২৮॥

[ সরলার্থঃ—“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” ইত্যাহারশুদ্ধেঃ ব্রহ্মবিজ্ঞোৎপত্তাবপি অবধাৎ বিদ্বাং সর্বান্নভক্ষণান্নমতিরাপদ্বিষয়েবেতি নিশ্চীয়তে ॥

বিশেষতঃ ‘বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধচিত্তে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, আহারশুদ্ধির বিধান আছে, ব্রহ্মবিজ্ঞা-সমুৎপাদনের পক্ষেও তাহার তুল্য প্রয়োজন ; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সৰ্ব্বদে যে, সর্বান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও কেবল আপদ্বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩৥৪২৯॥ ]

“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” [ছান্দো ০ ৭।২৬।২]  
ইতি ব্রহ্মবিজ্ঞোৎপত্তৌ আহারশুদ্ধি-বিধানাবাদাদপি ব্রহ্মবিদাং সর্বান্নীনত্ব-  
মাপদ্বিষয়মবগম্যতে । এবং ব্রহ্মবিদামতিশয়িতশক্তিীনামপি সর্বান্নীনত্বস্য  
আপদ্বিষয়ত্বাৎ প্রাণবিদোহ্নশক্তেঃ সর্বান্নান্নুমতিরাপদ্বিষয়েব ॥৩৥৪২৯॥

অপি (চ ?) স্মর্য্যতে ॥৩৥৪৩০॥

[ পদচ্ছেদঃ—অপি ( আরও ), স্মর্য্যতে ( স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—অপিচ, আপদ্বিষয়মেব সর্বান্নভক্ষণং স্মর্য্যতে চ—“জীবিতাত্যয়মাপনো  
যোহ্নমন্তি যতন্ততঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥” ইত্যাদৌ ॥

বিশেষতঃ সর্বান্নভক্ষণের ব্যবস্থা যে, কেবলই আপদ্বিষয়ক, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত  
আছে । যথা—‘যে ব্যক্তি জীবনসংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেখানে সেখানে অন্ন ভক্ষণ করে,  
পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও তাদৃশ অন্নভক্ষণ-জনিত পাপে লিপ্ত  
হয় না’ ইত্যাদি ॥৩৥৪৩০॥ ]

অপি চ, আপদ্বিষয়মেব সর্বান্নীনত্বং ব্রহ্মবিদামন্তেষাং চ স্মর্য্যতে—

“প্রাণসংশয়মাপনো যোহ্নমন্তি যতন্ততঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥” [—?] ইতি ॥৩৥৪৩০॥

‘আহারের বিশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাত্মক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে,’  
এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞা-সমুৎপত্তির জন্ম যে, আহার-শুদ্ধির বিধান রহিয়াছে ; তাহার সার্থকতা  
রক্ষার জন্মও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আপৎকালেই ব্রহ্মবিদগণের সর্বান্নভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত  
হইয়াছে, সর্বসময়ের জন্ম নহে ; অতএব ব্রহ্মবিদ অপেক্ষাও অন্নশক্তিসম্পন্ন প্রাণোপাসকের  
যে, সর্বান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও আপদ্বিষয়েই বুঝা যাইতেছে ॥৩৥৪২৯॥

অপিচ, স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ এবং অজ্ঞাতের সৰ্বদে কেবল আপৎসময়ের জন্মই সর্বান্ন-  
ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে । যথা ‘যে ব্যক্তি প্রাণসংশয় দশায় উপস্থিত হইয়া যে কোনও  
স্থান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত (আর্জীকৃত) হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও  
পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না’ ইত্যাদি ॥৩৥৪৩০॥

## শব্দশচাতোহকামকারে ॥৩৭৪॥৩১॥

[ পদচ্ছেদঃ—শব্দশচ (প্রতিবাক্য) চ (ও) অতঃ (এই হেতু অকামকারে । স্বেচ্ছাচারিতার অভাব বিষয়ে ) । ]

[ সরলার্থঃ—যতঃ সর্বান্নানুমতিঃ সর্বেষামাপদ্বিষয়ৈব, অতঃ হেতোঃ অকামকারে স্বেচ্ছা-চারিত্র প্রতিষেধে শব্দশচ—“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি, পাপুনা নোৎসৃজা ইতি” ইত্যাদি প্রতিবাক্যঞ্চ বর্ততে ।

যেহেতু সর্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কেবল আপদ সময়েই বটে, সেই হেতুই এ বিষয়ে স্বেচ্ছা-চারিতার নিষেধক প্রতিবাক্যও রহিয়াছে । যথা—‘সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাপস্পৃষ্ট হইবার ভয়ে সুরা পান করিবে না’ ইত্যাদি ॥৩৭৪॥৩১॥ ]

যতো ব্রহ্মবিদ্যামন্ত্রেষাং চ সর্বান্নানুমতাপদ্বিষয়ম্বেব ; অতএব সর্বেষামকামকারে শব্দঃ—কামকারস্ত প্রতিষেধকঃ শব্দো বর্ততে । অস্তি হি কঠানাং সংহিতায়াং কামকারস্ত প্রতিষেধকঃ শব্দঃ “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপুনা নোৎসৃজা ইতি” [ — ? ] ইতি । পাপুনা সংসৃজাঃ (\*) ন ভবানীতি যত্র ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতীত্যর্থঃ ॥৩৭৪॥৩১॥

[ ইতি সপ্তমং সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ॥৭৭॥ ]

## বিহিতত্বাধিকরণম্ । বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩৭৪॥৩২॥

[ পদচ্ছেদঃ—বিহিতত্বাৎ ( শাস্ত্রে বিহিত থাকায় ) চ ( ও ) আশ্রমকর্ম্ম ( আশ্রমোচিত কর্ম্ম ) অপি ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যাসমিত্যুক্তম্ ; অতঃ সংশযাতে—মুমুক্ষুরহিতেন কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়ং নবা ? ইতি । তত্রাহ—

বিহিতত্বাৎ “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইতি জীবনমাত্রনিমিত্ততয়া বিধানাৎ কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্রমমুষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ ; সেই জন্ত এখানে সংশয় হইতেছে যে, মুক্তিলাভে যাহার ইচ্ছা নাই, শুধু আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেও যজ্ঞাদি-কর্ম্ম অবশ্রমমুষ্ঠেয় কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—“যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি প্রতিতে যখন শুধু আশ্রমমাত্রের জন্তই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তখন আশ্রমমাত্রেরই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩৭৪॥৩২॥ ]

(\*) পাপুনা সৃষ্টাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

যজ্ঞাদিকৰ্ম্মাঙ্গিকা ব্রহ্মবিদ্যেতুক্তম্ ; তানি চ যজ্ঞাদানি কৰ্ম্মাণ্য-  
মুমুক্ষুণা কেবলাশ্রমিণাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ? উত ন ? ইতি চিন্তায়াম্, বিদ্বাঙ্গানাং  
সতাং কেবলাশ্রমশেষত্বে (\*) নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি  
যজ্ঞাদানি কেবলাশ্রমধৰ্ম্মত্বং (+) ন সম্ভবতি ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেহেতু ব্রহ্মবিদ ও অজ্ঞাতের সম্বন্ধে সৰ্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি কেবল আপৎসময়ের জন্তই  
বিহিত, সেই হেতু সকলের সম্বন্ধেই অকামকার অর্থাৎ যথেষ্ট ভক্ষণের নিষেধক শব্দ  
(ঐতিবাক্য) রহিয়াছে। কঠ সংহিতায় তৎপ্রতিষেধক শব্দ আছে; যথা—‘সেই হেতু  
‘আমি পাপী হইব’ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না’ ইতি। ইহার অর্থ এই যে,  
‘আমি পাপস্পৃষ্ট না হই’ এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান হইতে বিরত হইবেন ॥৩॥৪॥৩১॥

[ সপ্তম ‘সৰ্ব্বান্নানুমতি’ অধিকরণ ৭৭ ]

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে  
যে, যে লোক মুমুক্ষু নয়, কেবল আশ্রমস্থ মাত্র, তাহাকেও ঐ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে  
হইবে কি না ? যজ্ঞাদি কৰ্ম্মগুলি যখন বিদ্বার অঙ্গস্বরূপ, তখন ঐ কৰ্ম্মগুলিকে কেবলই আশ্রম-  
ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে (‡) ; অতএব  
যজ্ঞাদি কৰ্ম্মগুলি কেবলই আশ্রম-ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার বলা  
হইতেছে—“আশ্রম-কৰ্ম্মাপি” ইতি। (§)

(\*) কেবলাশ্রমি-শেষত্বে’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

(+) কেবলাশ্রমিধৰ্ম্মত্বং’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—‘নিত্যানিত্য-সংযোগ-বিরোধ’ কথার অর্থ—একই বিষয়ে নিত্য ও অনিত্য ধর্মের  
সম্বন্ধ থাকা। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি বিদ্বার হয়, তাহা হইলে, যে লোক বিদ্বাতে অভিল্যাবী, তাহার পক্ষেই  
যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান, অপরের পক্ষে নহে; ইহা হইল অনিত্য-সংযোগ, আবার সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকেই যদি  
আশ্রম-ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহার নিত্যতা হইয়া পড়িল; ইচ্ছা থাকুক, আর না-ই থাকুক,  
আশ্রমী হইলেই তাহাকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতেই হইবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, নিত্য-কর্ম না করিলে প্রত্যাবয় হয়; হুতরাং উহা অবশ্য অনুষ্ঠান, আর অনিত্য  
কর্মের অনুষ্ঠান কর্তার ইচ্ছাবীন; করিতেও পারে, না করিতেও পারে; অতএব একই ক্রিয়াতে ঐরূপ নিত্য  
ও অনিত্যের সমাবেশ হইতে পারে না। এখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে বিদ্বাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে  
সেই নিত্যানিত্য-সংযোগরূপ দোষ অপরিহার্য হইয়াপড়ে।

(§) তাৎপৰ্য্য—এই বিহিতত্বাধিকরণটি ৩২শ—৩৫শ পর্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার  
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। (২) সংশয়—অমুমুক্ষু  
আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়া অবশ্যনুষ্ঠানের কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—যজ্ঞাদিক্রিয়া যখন বিদ্বার অঙ্গস্বরূপ, তখন  
বিদ্বাভিলাষশূন্য অমুমুক্ষুর পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, ‘যাবজীবন’ ঐতি ধারা যখন আশ্রমি-  
মাত্রের সম্বন্ধেই উহার বিধান, তখন মুমুক্ষু না হইলেও, আশ্রমীকে তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। (৫) নির্ণয়—  
অতএব আশ্রমীমাত্রকেই যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, কেবল মুমুক্ষুকেই নহে।

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

আশ্রম-কৰ্ম্মাপি ইতি । আশ্রমস্ত কৰ্ম্মাপি ভবতি । কেবলাশ্রমিণাপি  
অনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ । কৃতঃ ? “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” [ তৈত্তিঃ  
৫০ অনু০ ] ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ—জীবননিমিত্ততয়া নিত্যবদ্বিহিতত্বা-  
দিত্যর্থঃ ॥৩৮॥৩২॥

তথা বিদ্যাস্ততয়া চ “তমেতং বেদানুবচনেন” [ তৈত্তিঃ ৫০ অনু০ ]  
ইত্যাদিনা বিহিতত্বাদ্বিচ্ছাশেষতয়া প্যনুষ্ঠেয়ানীতাহ—

**সহকারিত্বেন চ ॥৩৮॥৩৩॥**

[ পদচ্ছেদঃ—সহকারিত্বেন ( বিদ্যার সহকারী কারণরূপে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—“তমেতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন” ইত্যাদি শ্রুত্যা বিদ্যাস্ততয়া বিহিতত্বাৎ  
সহকারিত্বেন চ বিদ্যোৎপত্তিবারতয়া তৎসহকারিত্বেন চ যজ্ঞাদীনি কৰ্ম্মাণি অবশ্যমনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ ॥

অপিচ, বিদ্যাপ্রকরণীয় “তন্ম এতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাপ্রকরণে  
বিহিত হওয়ায় বিদ্যার সহকারীরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩৮॥৩৩॥ ]

বিদ্যোৎপত্তিদ্বারেন বিদ্যাসহকারিতয়াহ প্যনুষ্ঠেয়ানি । অগ্নিহোত্রা-  
দীনামিব জীবনাধিকার-স্বর্গাধিকারবৎ বিনিয়োগ-পৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্বং ন  
বিরুদ্ধত ইত্যর্থঃ ॥৩৮॥৩৩॥

**তদ্বদেব কৰ্ম্মান্তরত্বমপি নাস্তীত্যাহ—**

আশ্রমোচিত কৰ্ম্মেরও সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহারা কেবলই আশ্রমাবলম্বী, কিন্তু মুমুক্শু নহে,  
তাহাদের পক্ষেও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ; কারণ ? যেহেতু ‘যাবৎজীবন  
অগ্নিহোত্র হোম করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু শাস্ত্রে পুরুষের শুদ্ধ  
প্রাণধারণরূপ জীবন-কালকেই কৰ্ম্মাধিকারের নিমিত্তরূপে নির্দেশ করিয়া কৰ্ম্মের বিধান করা  
হইয়াছে, সেই হেতু আশ্রমোন্মাত্রেরই কৰ্ম্মাধিকার আছে ॥৩৮॥৩২॥

সেইরূপ বিদ্যাপ্রকরণীয় “তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হওয়ায় বিদ্যাপ্র-  
করণেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

বিদ্যা-সমুৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়া বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মগুলি  
অনুষ্ঠানযোগ্য । একই অগ্নিহোত্র যাগ বৈকল্পিক যাবৎজীবন-নিমিত্তকও হয়, আবার স্বর্গাদি  
কামনায়ও সম্পাদিত হয়, তেমনি এখানে একই যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের সম্বন্ধেও প্রয়োগগত  
পার্থক্যানুসারে উভয়ার্থতা—বিদ্যা-সাধনতা ও আশ্রম-সাধনতা, এই উভয় প্রকার প্রয়োজন  
সাধন করাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥৩৮॥৩৩॥

এইরূপ কৰ্ম্মান্তরত্বও নাই, অর্থাৎ বিদ্যার্থক কৰ্ম্ম আর আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম যে, স্বরূপতঃ  
পৃথক্ পৃথক্, এরূপও হইতে পারে না ; এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

## সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩৥৪॥৩৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—সর্বথা ( সর্বপ্রকারে—বিদ্যা ও কৰ্ম্মার্থত্বে ) অপি ( ও ) তে ( সেই সমস্ত ) এব ( নিশ্চয় ) উভয়লিঙ্গাৎ ( যেহেতু উভয়স্থলেই সমান প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—সর্বথাপি—যজ্ঞাদীনাং বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বে চ তে এব যজ্ঞাদয়ঃ, নতু স্বরূপতো ভিন্না ইত্যর্থঃ ; কূতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ উভয়ত্রৈব শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ ঐকরূপ্য-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; যজ্ঞাদীনাং স্বরূপভেদে নাস্তি প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥

যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচার উপকারকই হউক, আর আশ্রমাদিই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম একই প্রকার বুঝিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু উভয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দ দ্বারা উহাদের একরূপতাই পরিজ্ঞাত হইতেছে ; অবিকল্প ঐ উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদি যে, বিভিন্নস্বরূপ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই ॥৩৥৪॥৩৪॥ ]

সর্বথা—বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বেহপি, ত এব যজ্ঞাদয় ইতি প্রতি-  
পত্তব্যম্ ; ন কৰ্ম্মস্বরূপভেদে ইত্যর্থঃ । কূতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ—উভয়ত্র  
শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্য বিনিয়োগাৎ, কৰ্ম্মস্বরূপভেদে  
প্রমাণাভাবাচ্চ ॥৩৥৪॥৩৪॥

## অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩৥৪॥৩৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনভিভবং ( বিদ্যোৎপত্তিতে বাধা না হওয়া ) চ ( ও ) দর্শয়তি ( প্রদর্শন করিতেছেন ) । ]

[ সরলার্থঃ—“ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” ইত্যাদিভিঃ তানেন যজ্ঞাদীন পরামৃশ্য তৈশ্চ বিচার্য  
অনভিভবং—পাপকৰ্ম্মভিঃ বিদ্যোৎপত্তৌ বাধাভাবং চ দর্শয়তি ; অতঃ যজ্ঞাদয়ঃ স্বরূপতো ন  
ভিচ্ছন্তে ইত্যর্থঃ ॥

‘ধৰ্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় করে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, সেই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা বিচার অনভিভব অর্থাৎ পাপকৰ্ম্ম দ্বারা বিচার সমুৎপত্তিতে কোন বাধা হয় না ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, উভয়স্থানে (বিদ্যাতে ও আশ্রমে) সেই একই যজ্ঞের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥৩৥৪॥৩৫॥ ]

সর্বথা—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচারই হউক, আর আশ্রমাদিই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সেই একই বুঝিতে হইবে ; যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের স্বরূপগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । কারণ ? যেহেতু উভয়প্রকারই ‘লিঙ্গ’ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয়স্থানীয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দে ঐকরূপ্য প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদির একরূপতা জ্ঞাপন করিয়া কেবল প্রয়োগাংশে মাত্র পার্থক্য করা হইয়াছে । বিশেষতঃ উভয়স্থানীয় কৰ্ম্মই যে, স্বরূপত ও ভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না ॥৩৥৪॥৩৫॥

“ধর্মেণ পাপমপনুদতি” [ তৈত্তিঃ নাং ৫ অনুঃ ] ইত্যাদিভিঃ  
তানৈব যজ্ঞাদিধর্ম্যান্ নির্দিষ্ট্য তৈর্বিহিত্য অনভিভবং—পাপকর্ম্মভিরুৎপত্তি-  
প্রতিবন্ধাভাবং দর্শয়তি । অহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্হি যজ্ঞাদিভির্বিশুদ্ধে-  
হস্তঃকরণে প্রত্যহং প্রকৃষ্যমাণা বিদ্যোৎপত্ততে । অতস্ত এবোভয়ত্র  
যজ্ঞাদয়ঃ ॥৩॥৪॥৩৫॥ [ ইতি অষ্টমং বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥ ]

বিধুরাধিকরণম্ । ] অন্তরা চাপি তু তদৃক্ষেঃ ॥৩॥৪॥৩৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—অন্তরা ( আশ্রম চতুর্গয়ের বহির্ভূতদিগের ) চ ( নিশ্চয়ে ) অপি ( ও ) তু  
( আশঙ্কানিবারক ), তদৃক্ষেঃ ( যেহেতু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—চতুর্গমাশ্রমিণাং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তি, আশ্রমধর্ম্মাশ্চ বিদ্যায়াঃ সহকারিণঃ—  
ইতি চোক্তম্ ; অতঃ শঙ্ক্যতে—যে পুনরাশ্রমবহির্ভূতা বিধুরাদয়ঃ, তেবাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো-  
হস্তি নাস্তি বেতি । তত্রাহ—‘অন্তরা’ ইত্যাদি ।

তু-শব্দঃ শঙ্কানিবারার্থঃ ; চ-শব্দোহবধারণে ; অন্তরা বর্তমানানাম্ অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়া-  
মধিকারোহস্ত্যেব ; কূতঃ ? তদৃক্ষেঃ—অনাশ্রমিণামপি রৈক-ভীষ-ধর্ম্মব্যাদীনাম্ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্ব-  
দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, চতুর্বিধ আশ্রমাস্তর্গত ব্যক্তিবর্গেরই বিদ্যায় অধিকার  
আছে, এবং আশ্রমবিহিত ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী কারণ ; এখন শঙ্কা হইতেছে যে,  
যাহারা আশ্রমবহির্ভূত—অনাশ্রমী, তাহাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? তদ্বত্তরে  
বলিতেছেন—‘অন্তরা’ ইত্যাদি ।

যাহারা কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহে—অনাশ্রমী, তাহাদেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার  
আছে ; কেন না, ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥৪॥৩৬॥ ]

চতুর্গমাশ্রমিণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোহস্তি ; বিদ্যাসহকারিণ আশ্রম-  
ধর্ম্মা ইতি চোক্তম্ । যে পুনরাশ্রমানন্তরা বর্ত্তন্তে বিধুরাদয়ঃ, তেবাং

বিশেষতঃ ‘ধর্ম্ম দ্বারা পাপ নষ্ট হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া  
প্রদর্শন করিতেছেন যে, পাপকর্ম্ম দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তিতেও কোন বাধা ঘটাইতে পারে না ।  
নিরন্তর যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অগুষ্ঠানে চিত্ত বিগুহ্ব হয়, বিগুহ্ব চিত্তে প্রত্যহ বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া  
থাকে, এবং তাহা উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা ও আশ্রম, উভয়  
স্থানেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম এক অভিন্নরূপ ॥৩॥৪॥৩৫॥ [ ইতি অষ্টমং বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥ ]

পূর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চারি আশ্রমের অন্তর্গত সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার,  
এবং আশ্রমবিহিত ধর্ম্মসমূহও সেই বিদ্যারই সহকারী কারণ ; কিন্তু বিধুর প্রভৃতি যাহারা



ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোহস্তি, ন বা ? ইতি বিষয়ে—আশ্রম-ধর্মৈতিকর্তব্য-  
তাকত্বাৎ বিদ্যায়াঃ, অনাশ্রমিণাং চাশ্রমধর্ম্মাভাবাৎ নাস্ত্যধিকারঃ,—ইতি  
প্রাপ্ত উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

“অন্তরা চাপি তু” ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; চ-শব্দোহবধারণে ।  
অন্তরা বর্তমানানাম্—অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়ামধিকারোহস্ত্যেব । কৃতঃ ?  
তদৃক্ষেঃ—দৃশ্যতে হি রৈক-ভীষ্ম-সম্বর্তাদীনামনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যা-  
নিষ্ঠত্বম্ । ন চাশ্রমধর্ম্মেরেব বিদ্যানুগ্রহ ইতি শক্যং বক্তুম্, “যজ্ঞেন  
দানেন তপসানাশকেন” [ বৃহদা০ ৬৪।২২ ] ইতি দানাদীনামাশ্রমেণ  
অনৈকান্তিকানামপ্যনুগ্রাহকত্বদর্শনাৎ । যথা উর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যানিষ্ঠত্ব-  
দর্শনাদগ্নিহোত্রাদিব্যতিরিক্তেরেব বিদ্যানুগ্রহঃ ক্রিয়তে ; তথাহনাশ্রমিষপি  
বিদ্যাদর্শনাদ্ আশ্রমানিয়তৈর্জজ্ঞপোপবাস-দান-দেবতারাধনাদিভির্বিদ্যানুগ্রহঃ  
শক্যতে কর্তুম্ ॥৩৭॥৩৬॥

কোন আশ্রমে বর্তমান নহে, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ সন্দেহে  
পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা যখন আশ্রমধর্ম্মেরই অধীন, অথচ অনাশ্রমীদিগের সহিত যখন কোন  
রূপ আশ্রমধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, তখন বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার নাই । এই শঙ্কানিরাসার্থ  
বলা হইতেছে—“অন্তরা” ইত্যাদি (\*) ।

পূর্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্ত ‘তু’ শব্দ, আর অবধারণার্থ ‘চ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।  
অন্তরা অর্থাৎ চতুরাশ্রমের বাহিরে বর্তমান—অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয়ই অধিকার  
আছে ; কারণ ? যেহেতু সেই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়—রৈক, ভীষ্ম ও সংবর্ত প্রভৃতি  
আশ্রমরহিত ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় । আর কেবল যে, আশ্রম-  
বিহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারাই বিদ্যার উপকার হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ‘যজ্ঞ, দান,  
তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার দ্বারা [ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ]’ ইত্যাদি স্থলে আশ্রম-  
বিশেষে অনিয়ত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারাও বিদ্যার উপকারবোধক শ্রুতি রহিয়াছে । উর্দ্ধরেতাদিগের  
বিদ্যা-নিষ্ঠাদর্শনে যেরূপ আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদিভিন্ন উপায়েই বিদ্যার উপকার সাধন করা  
হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষেও বিদ্যা-নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া,  
যে সমস্ত কর্ম্ম আশ্রমের একান্ত অন্তর্গত নহে, যেমন দান, জপ, উপবাস ও দেবতার আরাধনা  
প্রভৃতি সে সমস্ত দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধন করা যাইতে পারে ॥৩৭॥৩৬॥

(\*) তাৎপর্য—এই বিধুয়াধিকরণটি ৩৬শ—৩৯শ পর্য্যন্ত চারিটি হুত্র লইয়া রচিত । ইহার পাঁচটি অবয়ব  
এইরূপ—(১) বিষয়—চতুরাশ্রমের বিহিত লোকদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যাধিকার চিন্তা । (২) সংশয়—

## অপি স্মর্যতে ॥৩॥৪॥৩৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—অপি ( ও ) স্মর্যতে ( স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—“জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যোদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ । কুর্যাদনন্ত বা কুর্যাদ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে” ইত্যাদৌ অনাপ্রামিণামপি কেবলৈর্জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্ফুটতে ; অতো-হনাপ্রামিণামপি অস্তি বিদ্যায়ামধিকার ইতি ভাবঃ ॥

‘ব্রাহ্মণ একমাত্র জপকর্ম দ্বারাও সম্যক্‌সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ; অতএব আর কিছু করুক বা না করুক, মৈত্র—সর্বত্র মিত্রভাবাপন্নই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হন’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও অনাপ্রমীদিগের সম্বন্ধে কেবল জপাদি কার্য দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার উপকার প্রদর্শিত হইয়াছে ; অতএব অনাপ্রমীদিগেরও নিশ্চয়ই বিদ্যার অধিকার আছে ॥৩॥৪॥৩৭॥

অপি চ, অনাপ্রামিণামপি জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্যতে—

“জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যোদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদনন্ত বা কুর্যাদমৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥” [ মনু০ ২।৮৭ ] ইতি সংসিধ্যোৎ—জপাদ্যানুগ্রহীতয়া বিদ্যয়া সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩৭॥

## বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩॥৪॥৩৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—বিশেষানুগ্রহঃ ( অনাপ্রমি ধর্মবিশেষ দ্বারা উপকার ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—“তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াশ্রানমঘিষ্ঠোৎ” ইত্যাদৌ অনাপ্রম-ধর্মৈঃ ধর্ম-বিশেষৈরপি বিদ্যানুগ্রহঃ শ্রীযতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ ‘তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আশ্রমধর্ম্মাতিরিক্ত তপস্তা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যাসম্বন্ধে উপকারের কথা শ্রুত হইতেছে ॥৩॥৪॥৩৮॥ ]

আরও, আশ্রমবিহীন লোকদিগেরও যে, কেবল জপাদি দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধিত হয়, এ কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—‘ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সংসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ; লোক আর কিছু করুক বা নাই করুক, মৈত্র অর্থাৎ সর্বত্র মিত্রভাবাপন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন’ ইতি । ‘সংসিধ্যোৎ’ অর্থ—জপ প্রভৃতি দ্বারা অনুগ্রহীত ( পরিপোষিত ) বিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৩॥৪॥৩৭॥

অনাপ্রমীদিগের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন আশ্রম-ধর্ম্মেরই বিশেষাংশ-মাত্র এবং আশ্রমগুলিই যখন তাহার সহকারী কারণ ; তখন অনাপ্রমীদিগের তাহাতে অধিকার থাকিতে পারে না ; (৪) উত্তর—না, অনাপ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে ; কারণ, ব্রহ্মণ অধিকার দেহিতেও পাওয়া যায় । (৫) নির্ণয়—অতএব আশ্রম-বহির্ভূত ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যালোভে যত্নপর হইবে ।

ন কেবলং আশ্র-স্মৃতিভ্যাময়মর্থঃ সাধনীয়ঃ ; অস্ম্যতে চ অনাশ্রমনিয়-  
তৈর্ধর্মবিশেষৈর্বিদ্যানুগ্রহঃ—“তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়াত্মান-  
মবিশেষেৎ” [ প্রশ্নোঃ ১।১০ ] ইতি ॥৩।৪।৩৮॥

### অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ে লিঙ্গাচ্চ ॥৩।৪।৩৯॥

[ পদচ্ছেদঃ - অতঃ ( ইহা অপেক্ষা—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা ) ইতরং ( অপরটি—আশ্রমিত্ব )  
জ্যায়ঃ ( শ্রেষ্ঠ ), লিঙ্গাৎ ( তদ্গ্রাহক প্রমাণ হইতে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—লিঙ্গাৎ—“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ” ইত্যাদিস্মৃতিপ্রমাণা-  
দপি, অতঃ অস্ম্যৎ—অনাশ্রমিত্বাৎ তু পুনঃ ইতরং আশ্রমিত্বং জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্ বেদিতব্যম্ ;  
অতন্তদেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ ‘ব্রাহ্মণ একদিনও আশ্রমরহিত থাকিবে না’ ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ হইতেও জানা  
যাইতেছে যে, অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমী থাকাই উত্তম ; অতএব কোন একটি  
আশ্রমধর্ম গ্রহণ করাই উচিত ॥৩।৪।৩৯॥ ]

তু-শব্দোহবধারণে ; অতঃ—অনাশ্রমিত্বাৎ, ইতরং—আশ্রমিত্বমেব  
জ্যায়ঃ ; অনাশ্রমিত্বমাপদ্বিষয়ম্ ; শক্তস্য ব্রাহ্মণিত্বমেবোপাদেয়মিত্যর্থঃ ;  
ভূয়োধর্মকাল্লধর্মকয়োরতুল্যকার্য্যত্বাৎ ; লিঙ্গাচ্চ - স্মৃতেরিত্যর্থঃ । স্মর্য্যতে  
চ শক্তং প্রতি আশ্রমশ্রোপাদেয়ত্বম্—“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি  
দ্বিজঃ” ইত্যাদিনা । নিবৃত্তব্রহ্মচর্য্যস্য মৃতভার্য্যস্য চ অবৈরাগ্যে সতি  
দারালভ আপৎ ॥৩।৪।৩৯॥ [ ইতি নবমম্ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥ ]

কেবল যে, যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যেই এই বিষয়টি সমর্থন করিতে হইবে, তাহা নহে ;  
পরন্তু যে সমস্ত ধর্ম আশ্রমানুগত নয়, তাদৃশ ধর্মবিশেষ দ্বারাও বিচার উপকার সাধিত  
হয় ; তদ্বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে । যথা,—‘তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান  
করিবে’ ইত্যাদি ॥৩।৪।৩৮॥

‘তু-শব্দটি অবধারণার্থক । ইহা হইতে—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা, ইতরং—অন্য অর্থাৎ আশ্রমিত্বই  
শ্রেষ্ঠ । অভিপ্রায় এই যে, অনাশ্রমী থাকাটা হইল আপৎ-ধর্ম ; স্মৃত্যং সমর্থের পক্ষে আশ্রম-  
ধর্ম গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, অধিকগুণসম্পন্ন আর অল্পগুণসম্পন্ন, এতদুভয় কখনই  
সমানভাবে কার্য্যসাধন করিতে পারে না । [ আশ্রমীর পক্ষে গুণাধিক্য স্বাভাবিক, আর  
অনাশ্রমীর পক্ষেও গুণহীনতা স্বাভাবিক ] ; বিশেষতঃ সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম-গ্রহণের  
আবশ্যকতা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—‘দ্বিজ একদিনও আশ্রম-রহিত হইয়া থাকিবে না’,  
ইত্যাদি । যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, অথবা বাহ্যর ভাৰ্য্যা মরিয়া গিয়াছে,  
তাহাদের যে, বৈরাগ্যাত্মবসেও ভাৰ্য্যালাভ না হওয়া, তাহাই তাহাদের আপৎ ; [ স্মৃত্যং  
তাহাদের পক্ষেই অনাশ্রমিত্ব দোষাবহ হয় না ] ॥৩।৪।৩৯॥ [ নবম বিধুরাধিকরণ ॥ ৯ ॥ ]

তত্ত্বতাধিকরণম্ । ] তদ্বৃত্তস্ত তু নাতদভাবো জৈমিনেরপি  
নিয়মাৎ তদ্রূপাভাবেভ্যঃ । ৩।৪।৪০।

[ পদচ্ছেদঃ—তদ্বৃত্তস্ত ( নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমনিষ্ঠ্য ) তু ( কিন্তু ) ন ( না ) অতদ্বাবঃ ( আশ্রম-  
ত্যাগ ), জৈমিনেঃ ( জৈমিনি মূনির [ মত ] ), অপি ( ও ) নিয়মাৎ ( নিয়মিত হওয়ায় ) তদ্রূপা-  
ভাবেভ্যঃ ( আশ্রম ধর্মাদি ত্যাগের নিষেধ হইতে ) । ]

[ সরলার্থঃ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-বৈখানস-পারিব্রাজ্যশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধি-  
কারোহস্তি নবা, ইতি সংশয়ে আহ—“তদ্বৃত্তস্ত” ইত্যাদি ।

তদ্বৃত্তস্ত নৈষ্ঠিকাত্মতমশ্রমনিষ্ঠ্য অতদ্বাবঃ—তত্তদাশ্রমচ্যুতিঃ ন সম্ভবতি ; কুতঃ ?  
তদ্রূপাভাবেভ্যঃ নিয়মাৎ—তত্তদাশ্রমনিষ্ঠানাং যানি রূপাণি বেশাচারাদীনি, তেষাম্ অভাবানাম্  
নিয়মবিধানাৎ । যথা—“ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন”  
ইতি, “অরণ্যমিয়াৎ, ততো ন পুনরেষাৎ” ইতি, “সন্ন্যস্তাশ্রমং ন পুনরাবর্তয়েৎ” ইতি চ । অতো  
নৈষ্ঠিকাদীনামাশ্রমপ্রচ্যুতো নাস্তি বিদ্যাধিকার ইতি ভাবঃ । ন কেবলমেতদস্বল্পতম্, অপিতু  
জৈমিনেরপি মতমেতদিতী শাস্ত্রার্থং দৃঢ়য়তি ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস ( বাণপ্রস্থশ্রমী ) ও সন্ন্যাসী, ইহারা নিজ নিজ আশ্রম হইতে  
চ্যুত হইলে বিদ্যায় অধিকারী থাকে কি না, এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—“তদ্বৃত্তস্ত” ইত্যাদি ।

তদ্বৃত্ত অর্থাৎ নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির অতদ্বাব নাই, অর্থাৎ নিজ নিজ আশ্রম  
ত্যাগের নিয়ম নাই ; কারণ ? যেহেতু ‘আচার্য্যকুলবাসী ( নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ) আচার্য্যকুলেই জীবন  
ক্ষয় করিবেন’, ‘অরণ্যে যাইবে, কিন্তু সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না’, ‘একবার অগ্নি  
ত্যাগ করিয়া—সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্বার অগ্নি গ্রহণ করিবে না’, ইত্যাদি ঋতিবাক্যে নৈষ্ঠিকাদি  
আশ্রমীর পরিচ্ছদ ও আচারাди ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ইহা কেবল আমাদেরই সিদ্ধান্ত নহে,  
পরন্তু আচার্য্য জৈমিনিরও ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩।৪।৪০। ]

নৈষ্ঠিক-বৈখানস-পারিব্রাজ্যশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধি-  
কারোহস্তি, নেতি চিন্তায়াম্—বিধুরাদিবদ্ অনাশ্রমৈকাঐন্দ্রদানাদিভি-  
বিদ্যানুগ্রহসম্ভবাৎ অস্ত্যাধিকারঃ—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায়  
অধিকার আছে কি না, এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বোক্ত বিধুরাদির স্থায় তাহাদেরও  
আশ্রমবিশেষে অনিয়মিত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারা বিদ্যালাভে যখন সাহায্য হইতে পারে, তখন  
তাহাদেরও অবশ্যই অধিকার আছে ; তদন্তরে বলা হইতেছে—“তদ্বৃত্তস্ত” ইত্যাদি (\*) ।

(\*) এই তত্ত্বতাধিকরণটি ৪০শ হইতে ৪৩ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবসর  
এইরূপ—(১) বিব্র-নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমচ্যুত ব্যক্তিদিগের বিদ্যাধিকার চিন্তা । (২) সংশয়—স্ব-থ আশ্রমচ্যুত

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ—ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমনিষ্ঠস্য—নাতদ্ভাবঃ অতথাভাবঃ—অনাশ্রমিত্বেনাবস্থানং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? তদ্রূপাভাবেভ্যো নিয়মাং ; তদ্রূপাণি—তেষাং নৈষ্ঠিকাদীনাং রূপাণি বেদ্যাঃ ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ, তেষামভাবাঃ তদ্রূপাভাবাঃ ; তেভ্যঃ শাস্ত্রেন্নিয়মাং । নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমপ্রবিষ্টান্ স্বাশ্রমধর্ম্মনিবৃত্তিভ্যো নিষচ্ছন্তি হি শাস্ত্রাণি—“ব্রহ্মচার্য্যাকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মান-মাচার্য্যকূলেহবসাদয়ন্” [ ছান্দোগ্যো ২।২।১ ] ইতি, “অরণ্যমিয়াং ততো ন পুনরেয়াং” “সন্ন্যস্তাশ্রমং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ” ইতি চ । অতো বিধুরাদিবৎ নৈষ্ঠিকাদীনামনাশ্রমিত্বেনাবস্থানাসম্ভবাৎ ন তানধিকরোতি ব্রহ্মবিদ্যা । ‘জৈমিনেরপি’ ইত্যবিগানং দর্শয়ন্ উক্তং স্বাভিমতং দ্রুতয়তি ॥৩॥৪॥৪০॥

ত্রয়োহু তু-শব্দটি পূর্বপক্ষ-প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । তদ্ভূতের অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচার্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এতদন্ততম আশ্রমনিষ্ঠ ব্যক্তির অতদ্ভাব—অতথাভাব অর্থাৎ সেই সেই আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক অবস্থান কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ ? য়েহেতু তদ্রূপাভাবের নিয়ম রহিয়াছে,—তদ্রূপ অর্থ—সেই নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির বেশভূষাদি ধর্ম্ম ; সে সমুদয়ের যে অভাব, তাহা—তদ্রূপাভাব ; যেহেতু শাস্ত্র ঐ তদ্রূপাভাবের জ্ঞাত নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সমুদয়ের ত্যাগ নিষেধ করিয়াছেন । বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রবাক্যগুলিও নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমপ্রবিষ্ট লোকদিগের সেই সেই আশ্রম হইতে নিবৃত্তির নিষেধ করিতেছেন—

‘আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী ( নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ) আচার্য্যকূলেই আপনাকে অবসর করিবেন অর্থাৎ গুরুগৃহেই চিরজীবন বাস করিবেন,’ ‘অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না,’ ‘অগ্নিত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর তাহা গ্রহণ করিবে না’ ইত্যাদি । অতএব বিধুরাদির জ্ঞাত নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও আশ্রম বিরহিতভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না ; কাজেই তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হইতে পারে না । ‘জৈমিনেরপি’ ( জৈমিনিরও অভিমত, ) এ কথায় বুঝিতে হইবে যে, জৈমিনির সন্মতি প্রদর্শন দ্বারা পূর্বোক্ত স্বমতের সমর্থন করিতেছেন ॥৩॥৪॥৪০॥

নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও বিদ্যার অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—বিধুরাদির জ্ঞাত আশ্রম-ভ্রষ্টদিগেরও যখন ব্রহ্মদিগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তখন তাহাদেরও অধিকার আছে । (৪) উত্তর—না, তাহাদের অধিকার থাকিতে পারে না ; কারণ, প্রাথমিক দ্বারাও তাহাদের শুদ্ধি হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব নৈষ্ঠিকাদি আশ্রম-ভ্রষ্টদিগের কখনই বিদ্যার অধিকার হইতে পারে না ।

অথ শ্রাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্যাৎ প্রচ্যুতানাং প্রায়শ্চিত্তাদধিকারঃ সম্ভবতি ; অস্তি চ প্রায়শ্চিত্তমধিকারলক্ষণে নিরূপিতম্—“অবকীর্ণ-পশুশ্চ তদ্বৎ” [ —০ ] ইতি । অতঃ প্রচ্যুতব্রহ্মচর্যাস্থ প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তো ব্রহ্ম-বিছায়ামধিকরিশ্চ্যতীতি । তত্রাহ—

## ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ

### তদযোগাৎ ॥৩॥৪॥৪১॥

[ পদচ্ছেদঃ—ন ( না ) চ ( ও ) আধিকারিকম্ ( অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত ) অপি ( ও ) পতনানুমানাৎ ( পাতিত্য বোধক স্মৃতি অনুসারে ), তদযোগাৎ ( তাহার প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব হেতু ) । ]

[ সরলার্থঃ—আধিকারিকং জৈমিনীয়াধিকারলক্ষণে প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তমপি ব্রতচ্যুতানাং নৈষ্ঠিকানাং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ, “আক্লটো নৈষ্ঠিকং ধর্মম্” ইত্যাদিস্মৃত্যে তেবাং পাতিত্যন্তোক্তত্বাৎ, প্রায়শ্চিত্তস্তাপি অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

জৈমিনীয় অধিকার লক্ষণে যে, ব্রতভ্রষ্টদিগের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিকদিগের সম্বন্ধে তাহাও সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের পাতিত্য এবং প্রায়শ্চিত্তাভাব উভয়ই উক্ত হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪১॥ ]

অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকাদীনাং তদভ্রষ্টানাং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং প্রচ্যুতানাং পতনস্মৃতেস্তস্মৈ প্রায়শ্চিত্তস্তাসম্ভবাৎ—

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতিও ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে, তাহাদেরও ত অধিকার সম্ভব হইতে পারে । কারণ, অধিকারীর লক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে ; যথা, ‘অবকীর্ণীর ( ব্রত-ভ্রষ্টের ) পশুও তদ্রূপ’ (\*) ইতি । অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিরও যখন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর, তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহারও ব্রহ্মবিষায় অবশ্যই অধিকার হইতে পারে । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“নচাধিকারিকম্” ইত্যাদি ।

ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তও সম্ভবপর হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব,—অর্থাৎ ‘যে দ্বিজ নৈষ্ঠিক

(\*) তাৎপৰ্য্য—‘অবকীর্ণ’ অর্থ—ক্ষতব্রত, ‘অবকীর্ণ ক্ষতব্রতঃ’ ইত্যমরঃ । যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকব্রত অর্থাৎ যে ব্রত অবলম্বন করিলে আজীবন তাহা পালন করিতে হয়, সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি বুদ্ধিবোধে তাহা ত্যাগ করে ; যেমন—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দার-পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহাকে ‘অবকীর্ণ’ বলে । অবকীর্ণ চরেৎ গম্য ব্রহ্মচারী তু মৈথুনম্ । নৈষ্টিং পশুমাশ্রয় গর্দভং স বিপুধ্যতি, ” অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইলে অবকীর্ণ হয় ; তিনি নিষ্কৃতি-দেবতক গর্দভ পশু আশ্রয় করিয়া—গর্দভ পশু-সাধ্য যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিপুল হইবেন, এই স্মৃতি শাস্ত্রে অবকীর্ণের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে ।

“আরুড়ো নৈষ্ঠিকং ধর্মং যন্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি, যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা ॥”

[ আয়েয়ঃ ১৬।৫।২৩ ] ইতি ।

অতোহধিকারলক্ষণোক্তং প্রায়শ্চিত্তম্ ইতরব্রহ্মচারিবিষয়ম্ ॥৩৮৮৪১॥

উপপূর্বমপীত্যেকে ভাবমশনবৎ,

তদ্রূপম্ ॥৩৮৮৪২॥

[ পদচ্ছেদঃ—উপপূর্বং ( উপপাতক ) অপি ( ও ) ইতি ( ইহা ) একে ( কেহ কেহ ) ভাবং ( প্রায়শ্চিত্তের সদ্ভাব ) অশনবৎ ( মধুপ্রভৃতি সেবনের স্থায় ), তৎ ( তাহা ) উক্তং ( কথিত আছে ) । ]

[ সরলার্থঃ—একে আচার্য্যাঃ নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্যাণি-প্রচ্যবনম্ উপপূর্বং—উপপাতকম্, ইতি হেতোঃ তত্র ভাবং—প্রায়শ্চিত্ত-সদ্ভাবমপি মন্তুঃ; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদি-নিষেধঃ, তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ নৈষ্ঠিকোপকুর্কাণয়োঃ সমানম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ । তদ্রূপং স্মৃতিকারৈঃ—“উত্তরেষাং চৈতদবিরোধি” ইতি । অস্তায়মর্থঃ—উপকুর্কাণশ্চ যদ্রূপং, তচ্চেৎ নৈষ্ঠিকাদীনামপি অবিরোধি, তদা উত্তরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপি সম্ভবতীতি ।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতির যে, ব্রতভঙ্গ, তাহা উপপাতক ( মহাপাতক নহে ); অতএব তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত আছে । উদাহরণ—যেমন মধু-সেবনাদির নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্কাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—উভয়ের পক্ষেই তুল্য, এই ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তও ঠিক তদ্রূপ । স্মৃতিশাস্ত্রেও একথা আছে; যথা, ‘যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে উপকুর্কাণের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সে সমুদয় প্রযোজ্য হইতে পারে’ ॥৩৮৮৪২॥ ]

ব্রহ্মচর্যাণি ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া ( গ্রহণ করিয়া ) তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী (\*) যাহা দ্বারা বিগুদ্ধ হইতে পারে, ‘এরূপ কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না’; ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রতভঙ্গ নৈষ্ঠিকাদির গুরুতর পাতিত্য এবং তল্লিখনন প্রায়শ্চিত্তাসম্ভব জ্ঞাপন করিতেছে; কাজেই অধিকার-লক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা অপর ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নৈষ্ঠিকের সম্বন্ধে নহে ॥৩৮৮৪১ ॥

(\*) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্কাণ । যাহারা যথারীতি গুরুগৃহে বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে সমাবর্জন করে, অর্থাৎ দারপরিগ্রহপূর্বক গৃহহ্যগ্রমে প্রবেশ করে, তাহারা উপকুর্কাণ; আর যাহারা আজীবন গুরুগৃহে বাস ও তদনুযায়ী নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন, তাহারা ‘নৈষ্ঠিক’ নামে অভিহিত । নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কখনও গৃহীত ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলে পাতকী হন । সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থও নৈষ্ঠিকধর্ম্মেরই অন্তর্গত; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও অপূরূপ নিয়ম । এখানে ‘আত্মঘাতী’ শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, ব্রতভঙ্গ নৈষ্ঠিকদিগের পাপ আত্মহত্যারই অনুরূপ; সুতরাং অত্যন্ত গুরুতর । পক্ষান্তরে, তাহাদের পাপ আজীবন সহচর, দেহপাতে বিশ্রান্ত হয় ।

নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনমূপপূর্ব্বম্—উপপাতকম্, মহাপাতকেষ-  
পরিগণিতহাং, ইতি তত্র প্রায়শ্চিত্তস্ত ভাবঃ বিদ্যমানতামপ্যেকৈ আচার্য্যা  
মন্যন্তে ; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকূর্ব্বাণস্ত  
নৈষ্ঠিকাদীনাং চ সমানম্ ; তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ “উত্তরেষাং চৈতদ-  
বিরোধি” [গৌত০ ১।৩।৪] ইতি। গুরুকুলবাসিনো যদুক্তম্, তৎ স্বাশ্রমা-  
বিরোধ্যন্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং ভবতীত্যর্থঃ । তদ্বদিহাপি ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনে  
প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাপ্যস্তু ॥২॥৪॥৪২॥

## বহিস্তু ভয়ধাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[ পদচ্ছেদঃ—বহিঃ ( বহিভূত ) তু ( কিস্ত ) উভয়ধাপি ( উভয় প্রকারেই ), স্মৃতে:  
( স্মৃতিশাস্ত্র হইতে ) আচারাৎ ( সদাচার হইতে ) চ ( ও ) । ]

[ সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ প্রায়শ্চিত্ত-সম্ভাবনিষেধার্থঃ ; উভয়ধাপি—উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বে চ  
ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতা বহিঃ ব্রহ্মবিদ্যাতঃ বহিভূতা অনধিকারিণ এব ; কুতঃ ? স্মৃতে: আচারাচ্চ ;  
স্মৃতিস্তবৎ—“প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি” ইত্যাত্মা ; আচারস্ত শিষ্টজনসম্মতস্তথাবিধ এবত্যর্থঃ ॥

তু-শব্দ দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাব পক্ষ প্রতিষিদ্ধ করা হইল। উভয়প্রকারেই অর্থাৎ নৈষ্ঠিক  
প্রভৃতির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক, উভয় প্রকারেই ব্রহ্মবিদ্যা  
হইতে তাহারা বহিভূতই বটে ; কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং সাধুব্যবহারও ঐ প্রকারই দেখা  
যায় ॥৩॥৪॥৪৩॥ ]

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির যে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্থলন, তাহা  
মহাপাতকের মধ্যে পণ্ডিত না হওয়ায় উপপাতক ; কাজেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্তও নিশ্চয়ই  
আছে। ‘অশন’ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; যেমন, মধুপানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা  
উপকূর্ব্বাণ ( যে সমস্ত ব্রহ্মচারী সমাবর্তনের পর দারপরিগ্রহ করে, তাহারা ) ও নৈষ্ঠিক  
ব্রহ্মচারী ( যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে, তাহারা, ) উভয়ের পক্ষেই তুল্য ;  
এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও সে কথা বলিয়াছেন—‘যদি বিরোধী  
না হয়, তবে পরবর্ত্তী আশ্রমোদেব সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য’ ইতি। [ ইহার অর্থ এই যে, ]  
গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা যদি নিজ নিজ আশ্রমের বিরুদ্ধ না হয়,  
তাহা হইলে পরবর্ত্তী নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সম্ভবপর হয় ; অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুতি  
ঘটিলেও যখন প্রায়শ্চিত্তের সম্ভব আছে, তখন তাহাদেরও নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যালাভে যোগ্যতা  
আছে ॥৩॥৪॥৪২॥



তু শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্তার্থঃ ; উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বেহপ্যোতে  
বহির্ভূতা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভ্যঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ । কূতঃ ?  
স্মৃতেঃ—পূর্বোক্তাং পতনস্মরণাং । যদ্যপি কল্মষনির্হরণায় কৈশ্চিদ্ধচনৈঃ  
প্রায়শ্চিত্তাদিকারো বিদ্যতে, তথাপি কল্মষাদিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতুপ্রায়শ্চিত্তং  
ন সম্ভবতি, “প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা” [ আয়েয়ঃ  
১৬।৫।২৩ ] ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ । আচারাচ্চ—শিষ্টা হি নৈষ্ঠিকাদীন্  
ভ্রষ্টান্ কৃতপ্রায়শ্চিত্তানপি বর্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাডিকং নোপদি-  
শন্তি ; অতন্তেষাং নাস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥ ৩৮॥৪৩॥

[ ইতি দশমমু তদ্বৃত্তাধিকরণমু ॥ ১০ ]

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮॥৪৪॥

[ পদচ্ছেদঃ—স্বামিনঃ ( স্বামী—যজমানের ) ফলশ্রুতেঃ ( যেহেতু ফলপ্রাপ্তির কথা  
শোনা যায় ) ইতি ( ইগ ) আশ্রয়ঃ ( আশ্রয় আচার্য্য ) [ বলেন ] । ]

[ সরলার্থঃ—কর্মাঙ্গাশ্রয়াণি উপাধিখ্যাপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি ? অথবা ঋত্বিক-  
কর্তৃকাণি ? ইতি চিন্তায়াং আশ্রয়-মতমাহ—“স্বামিনঃ” ইত্যাদি ।

তানি উপাসনানি যজমানকর্তৃকাণি, ইতি আশ্রয়ো নাম আচার্য্যো মত্ততে ; কূতঃ ?  
স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ—উপাসনাফলস্ত বীৰ্য্যবশস্ত যজমাননিষ্ঠত্ব-শ্রবণাদিত্যর্থঃ ।

কর্মাঙ্গ উপাধিখ্যাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত আছে, সে সমুদয়ের কর্ত্তা কে ?—  
ঋত্বিক ? না যজমান ? তদন্তবে বলিতেছেন—“স্বামিনঃ” ইত্যাদি ।

যজমানই কর্মাঙ্গ উপাসনার অধিকারী ; কারণ ? যেহেতু, উপাসনার ফল যে, বীৰ্য্য-  
লাভ, তাহা যজমানের সম্বন্ধেই অভিহিত আছে ; যজমান কর্ত্তা হইলেই সে কথা সম্ভব  
হইতে পারে, নচেৎ হয় না ॥ ৩৮॥৪৪॥ ]

দ্বিতীয় মতটির নিবেদ্যর্থ যত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । নৈষ্ঠিকাদির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই  
হউক, আর মহাপাতকই হউক,—উভয়প্রকারেই ইহার ( নৈষ্ঠিকধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লোক সকল ) ব্রহ্ম-  
বিদ্যাধিকারিগণের বহির্ভূত, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী ; কারণ ? যেহেতু  
তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যদিও কোন কোন বচনানুসারে  
পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য, তথাপি তাহাদেরও যাহাতে কর্মাধিকার  
জন্মিতে পারে, তাদৃশ শুদ্ধি-জনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ‘সেই  
আত্মঘাতী ব্যক্তি যাহা হারা শুদ্ধ হইতে পার, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না’,  
এইরূপ স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে । সদাচারও এ পক্ষে অপর হেতু—ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকগণ প্রায়শ্চিত্ত  
করিলেও, সজ্জনগণ তাহাদিগকে বর্জন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ  
দেন না । এই সমস্ত কারণে ব্রহ্মা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ॥ ৩৮॥৪৩॥

[ দশম তদ্বৃত্তাধিকরণমু ১০ । ]

কৰ্ম্মাস্ত্রাশ্রয়াণ্যুদগীথাহু্যপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি, উত ঋত্বিককর্তৃ-  
কাণীতি চিন্তায়াং—যজমানকর্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে; কূতঃ? ফলশ্রুতেঃ  
—বেদান্তবিহিতেষু দহরাহু্যপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ, ইহ  
চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপশ্রোদগীথোপাসনফলশ্রু যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ।  
ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়ত্বেন যজমানকর্তৃকত্বাসম্ভবঃ; গোদোহনাদিষু  
হি অধ্বযুকর্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্ত্যেনাশক্যম্; ইহ তু  
উদগাতৃকর্তৃকেহপ্যুদগীথে তশ্রোদগীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং (\*)  
যজমানেনৈব কর্ত্বুং শক্যতে ॥৩৥৪৥৪৪॥

ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

আত্বিজ্যমিত্যোড়ুলোমিস্তম্বে হি  
পরিক্রীয়তে ॥৩৥৪৥৪৫॥

[ পদচ্ছেদঃ—আত্বিজ্যং ( ঋত্বিকের কৰ্ম্ম ) ইতি ( ইহা ) ওড়ুলোমিঃ ( ওড়ুলোমিনামক  
আচার্য্য ), তম্বে ( তাহার জন্ত ) হি ( নিশ্চয় ) পরিক্রীয়তে ( ক্রয় করা হইয়া থাকে ) । ]

[ সরলার্থঃ—উদগীথাহু্যপাসনম্ আত্বিজ্যং—ঋত্বিক-কৰ্ম্ম, ইতি ওড়ুলোমিঃ আচার্য্যো  
মন্যতে; কূতঃ? হি যস্মাৎ তম্বে উপাসনারূপ-প্রয়োজনায় পরিক্রীয়তে—দক্ষিণাদিভিঃ ঋত্বিক  
পরিক্রীয়তে যজমানেনৈত্যর্থঃ ।

ওড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, যজমান যখন কৰ্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্তই  
ঋত্বিকে ক্রয় করিয়া থাকেন; তখন উদগীথোপাসনাদি কৰ্ম্মগুলিও সেই ঋত্বিকেরই সম্পাদনীয়,  
যজমানের নহে ॥৩৥৪৥৪৫॥ ]

কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদগীথাদি উপাসনাগুলির কর্তা কে?—যজমান?  
অথবা ঋত্বিক? এইরূপ বিচারক্ষেত্রে আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সমুদয় উপাসনার  
কর্তা, ( ঋত্বিক নহে ); কারণ? ঐরূপই ফলশ্রুতি আছে;—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনা  
স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি উপাসনার কর্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি  
উপাসনার আশ্রয়, ফলের আশ্রয়ও তিনিই হন; এখানেও ক্রতুফলপ্রাপ্তিতে অপ্রতিবন্ধ বা  
বাধাতাবরূপ যে ফল, সে ফল ত যজমানের সম্বন্ধেই বিহিত দেখা যায়, অতএব যজমানের পক্ষেই  
উপাসনা কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে (†) ।

(\*) 'রসতমাদিত্বানুসং' ইতি কচিংপাঠঃ ।

(†) ভাৎপর্থা—এই স্বাম্যধিকরণটি ৪৪শ—৪৫শ পর্য্যন্ত দুই পৃষ্ঠে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব  
এইরূপ—(১) বিষয়—কৰ্ম্মাঙ্গাজিত উপাসনার কর্তা নিরূপণ । (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনার কর্তা হবে কে?—  
যজমান? অথবা ঋত্বিক? (৩) পূর্বপক্ষ—যজমানই যখন ফল-ভোক্তা, তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা

আত্মিজ্যম্—ঋত্বিজঃ কৰ্ম্মোদগীথাভ্যুপাসনম্, ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো  
মন্ততে ; কৃতঃ ? তস্মৈ হি—প্রয়োজনায় ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে ; ফলসাধন-  
ভূতস্য সাক্ষ্যস্ত্র ক্রতোরূপাদানায়ৈতৰ্থঃ । কৰ্ম্মবিধিষু “ঋত্বিজো বণীতে”  
[ যজুঃ ০ ৬।৩।৭ ] “ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি” ইতি ঋত্বিক্ত্বকত্বশাস্ত্রেন  
ফলসাধনভূতং সাক্ষ্যং কৰ্ম্ম ঋত্বিগ্ভিরনুষ্ঠেয়মিত্যবগম্যতে ; তদন্তর্গতানি  
কায়িকানি মানসানি চ কৰ্ম্মাণি ঋত্বিক্ত্বকাণ্যেব ; ন চ শক্ত্যশক্তিী  
ন

যদুপ্যুদগীথাভ্যুপাসনং পুরুষার্থঃ, তথাপি ক্রত্বধিকৃতাধিকারত্বাৎ  
ক্রতোশ্চ সাক্ষ্যস্ত্র ঋত্বিক্ত্বকত্বাৎ, “যদেব বিদ্যা করোতি...তদেব  
বীৰ্য্যবন্তরম্” [ ছান্দো ০ ১।১।১০ ] ইতি ঋত্বিক্ত্বকক্রিয়োপযোগিত্বেন

আর এ কথাও বলিতে পার না, যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদি কৰ্ম্মগুলি অঙ্গাশ্রিত বলিয়া যেমন যজ্ঞমান  
তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তেমনি এখানেও কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যজ্ঞমানের অধিকার  
সম্ভব হয় না ; [ ইহার কারণ এই যে, ] কৰ্ম্মাঙ্গ গোদোহনাদি স্থলে, অধ্বৰ্য্যুকর্তৃক যে, চরু-  
সম্পাদনের জন্ত গোদোহন, অধ্বৰ্য্যুর ( ঋত্বিক্ বিশেষের ) কর্তব্য সেই গোদোহন কার্য্যটী  
অত্রের সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ এখানে উদগীথা উদগীথাদি  
ক্রিয়াসম্পাদনের কর্তা হইলেও, সেই উদগীথ প্রভৃতিকে যে, রসতমাদি ভাবে চিন্তা করা,  
তাহা ত যজ্ঞমান দ্বারা অনাস্রাসেই সম্পাদিত হইতে পারে ॥৩৮॥৪৪॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে,—“আত্মিজ্যম্” ইত্যাদি ।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উদগীথাদি উপাসনা আত্মিজ্য—ঋত্বিকেরই  
কৰ্ম্ম, ( যজ্ঞমানের নহে ) ; কারণ ? সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তই অর্থাৎ ফলাসিদ্ধির উপায়-  
ভূত কৰ্ম্মের সাক্ষ্য সম্পাদনের জন্তই যজ্ঞমান ঋত্বিকে ক্রয় করিয়া থাকেন । কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত  
‘ঋত্বিক্গণকে বরণ করে’ ‘ঋত্বিক্গণকে দক্ষিণা প্রদান করে’ ইত্যাদি বাক্য হইতেও  
জানা যাইতেছে যে, ফলসাধক কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মাঙ্গসমুদয় ঋত্বিক্গণেরই অন্তর্গত ; সুতরাং  
তদন্তঃপাতী কায়িক ও মানসিক যে সমস্ত কৰ্ম্ম আছে, ঋত্বিক্ই সে সমুদয়ের কর্তা, ( যজ্ঞমান  
নহে ) । শক্তির সম্ভাব ও অসম্ভাব যে, ঐরূপ কর্তৃত্বের প্রয়োজক, তাহা হইতে পারে না ।

যদিও উদগীথাদির উপাসনা পুরুষার্থসাধক হউক, তথাপি উহা যখন ক্রত্বধিকৃতাধিকৃত,  
অর্থাৎ ক্রতুতে যা হাদের অধিকার, উদগীথোপাসনাতেও তাহাদেরই অধিকার, অথচ প্রধানভূত  
ক্রতু যখন ঋত্বিকের অন্তর্গত, বিশেষতঃ ‘বিদ্যা সহকারে বাহাই করে, তাহাই বীৰ্য্যবন্তর হয়,’  
এই প্রতিবাক্যে যখন ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুরই উপযোগী বা উপকারসাধক বলিয়া, ক্রতুর

করিতে হইবে, ঋত্বিকে করিতে হইবে না । (৪) উত্তর—না—ঋত্বিক্ই ঐ সমস্ত উপাসনা করিতে  
হইবে ; যেমন কৰ্ম্মাঙ্গ গোদোহনাদির সংক্ষেপে হইয়া থাকে । (৫) নির্ণয়—অতএব ঋত্বিক্ই যজ্ঞমানের হইয়া ঐ  
... \* রিবেন ।

বিদ্যাস্তদেককর্তৃকত্বশ্রবণাৎ ঋত্বিক্ত্বকাত্যোতানি ; দহরাদিষুপাসনেষু ঋত্বিক্ত্বকত্বশ্রবণাৎ, “শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি” [ পূর্ব-মীমাং ৩৭।১৮ ] ইতি শ্রীয়াচ্চ ফলিকর্তৃকত্বমেব ॥৩৪॥৪৫॥

[ একাদশং স্বাম্যাধিকরণম্ ॥১১॥ ]

সহকার্যন্তরবিধাধিকরণম্ । ]

সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং

তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৩৪॥৪৬॥

[ পদচ্ছেদঃ—সহকার্যন্তরবিধিঃ ( অপর সহকারী উপায়ের বিধান ), পক্ষেণ ( সাময়িক প্রয়োগ হেতু ), তৃতীয়ং ( বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা—তৃতীয়—মৌন ) : তদ্বতঃ ( বিদ্যাসম্পন্ন গৃহস্থের ) বিধ্যাদিবৎ ( যজ্ঞাদি বিধির শ্রায় ) । ]

[ সরলার্থঃ—তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিঘ্নাথ মুনিঃ” ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ মৌনমপি বিধীয়তে নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—“সহকার্যন্তর-বিধিঃ” ইত্যাদি ।

উক্তপ্রত্যয়ৈঃ সহকার্যন্তরায় মৌনস্ত বিধিরেব, নতু অনুবাদঃ ; কৃতঃ ? তদ্বতঃ বিদ্যাবিশিষ্টস্ত বিধ্যাদিবৎ যজ্ঞাদিবিধিবৎ ; পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলো ব্যাসাদৌ অপি মুনিশব্দস্ত প্রয়োগাৎ এতৎ মৌনমপি বাল্য-পাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনম্, তচ্ছান্ত্রাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়মেব ইত্যর্থঃ ।

‘অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া মুনি হইবেন’, এই স্থলে মৌনের বিধি কিংবা অনুবাদমাত্র ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যার সম্বন্ধে যজ্ঞাদিবিধানের শ্রায় মৌনাথ্য অপর একটি সহকারী সাধনেরও বিধি বুঝিতে হইবে, উহা অনুবাদ নহে ; ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানীতেও মুনি শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ইহা বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষায় তৃতীয় একটি সাধন জ্ঞানানুশীলন স্বরূপ ; কিন্তু তুষ্ণীভাবমাত্র নহে ॥৩৪॥৪৬॥ ]

“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিঘ্নাথ মুনিঃ” [ বৃহদাঃ ৫।৫।১ ] ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ

কর্ত্তাকেই উহার কর্ত্তারূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ‘দহরাদি’ উপাসনায়ও যখন ঋত্বিকেরই কর্ত্ত্ব নির্দেশ রহিয়াছে, তখন ক্রতুর কর্ত্তা—ঋত্বিক্ই উহার কর্ত্তা, (যজ্ঞমান নহে) । বিশেষতঃ ‘শাস্ত্রোক্ত ফল প্রয়োগ কর্ত্তারই ( কর্ম্মানুষ্ঠাতারই, হয়, এই নিয়ম হইতেও জানা যায় যে, ফলভাগী ঋত্বিকেরই উপাসনা-কর্ত্ত্ব, যজ্ঞমানের নহে ॥৩৪॥৪৫॥

[ একাদশং স্বাম্যাধিকরণম্ ॥১১॥ ]

‘অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে বুৎপন্ন হইয়া ( অথবা বীতম্পৃহ হইয়া ) বাল্যে অবস্থান করিবেন, তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই অধিগত হইয়া মুনি ( মননশীল ) হইবেন’,

মৌনমপি বিধীয়তে ? উতানুত্ততে ? ইতি বিশয়ে—মৌন-পাণ্ডিত্যশব্দয়োঃ জ্ঞানার্থত্বাৎ, “পাণ্ডিত্যং নির্বিক্ত” [ বৃহদা০ ৫।৫।১ ] ইতি বিহিতমেব জ্ঞানম্ “অথ মুনিঃ” ইত্যনুত্ততে ; বিধিশব্দো নহত্ৰ শ্রীযত ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

সহকার্যন্তরবিধিঃ—ইতি । তদ্বতঃ বিদ্যাবতঃ ; বিধ্যাদিবৎ—বিধীয়তে ইতি যজ্ঞাদিঃ সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মঃ শমদমাদিশ্চ বিধিশব্দেনোচ্যতে ; আদিশব্দেন শ্রবণ-মননে গৃহ্যেতে । সহকার্যন্তরবিধিরিত্যত্রোপি বিধীয়ত ইতি বিধিঃ, সহকার্যন্তরং বিধিষেচতি সহকার্যন্তরবিধিঃ ; এতদুক্তং ভবতি—যথা “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন” [ বৃহদা০ ৬।৪।২২ ] ইত্যাদিনা “শান্তো দান্তঃ” [ বৃহদা০ ৬।৪।২৩ ] ইত্যাদিনা চ সহকারী যজ্ঞাদিঃ শমদমাদিশ্চ বিধীয়তে ; যথা চ “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ”

এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ধেরূপ বিধান, তদ্রূপ মৌনেরও বিধান কি না ? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, মৌন ও পাণ্ডিত্য উভয় শব্দেরই অর্থ যখন জ্ঞান, তখন ‘পাণ্ডিত্যং নির্বিক্ত’ কথায়, যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে, ‘অথ মুনিঃ’ কথায় সেই জ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ করা হইতেছেমাত্র ; বিশেষতঃ এখানে বিধিবোধক কোন শব্দও নাই, ( আছে কেবল ‘অথ মুনিঃ’ শব্দমাত্র ) । এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“সহকার্যন্তরবিধিঃ” ইতি (\*) ।

তদ্বানের—বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞাদিবিধির দ্বায় এখানে মৌনও নিশ্চয়ই বিহিত হইয়াছে । ‘বিধ্যাদিবৎ’—এই ‘বিধি’ শব্দের অর্থ—যাহা বিহিত হয় ; সুতরাং ‘বিধি’ শব্দে সমস্ত আশ্রমধৰ্ম্ম এবং শম-দমাদি সাধন সমুদয়ও বুঝাইতেছে । ‘আদি’ শব্দে, শ্রবণ ও মনন গৃহীত হইতেছে । ‘সহকার্যন্তরবিধিঃ’ এই স্থলেও ‘বিধি’ অর্থ—বিহিত—বিধির বিষয় ; সহকার্যন্তর-বিধি অর্থ—যাহা বিধিবিহিত, অথচ স্বতন্ত্র একটি সাধন । এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেও এই আত্মাকে জানিবে’ ইত্যাদি বাক্যে এবং ‘শান্ত ও দান্ত হইয়া’ ইত্যাদি বাক্যে যেমন সহকারী রূপে যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং শমদমাদিও বিহিত

(\*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘সহকার্যন্তরবিধি’ অধিকরণ । ইহা ৪৬—৪৮ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্রে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অংক এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে কথিত মৌন—“অথ মুনিঃ” এই শ্রুতি কথিত মৌন । (২) সংশয়—বিদ্যার্থীর সম্বন্ধে কি ইহা বিধি ? অথবা অনুবাদ মাত্র । (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে । (৪) উত্তর—না,—ইহা বিধিই বটে, অনুবাদ নহে ; কারণ, অন্তত ইহার বিধান দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং অন্ততঃ অশ্রুতি বিবয়ের অনুবাদ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব বাল্য ও পাণ্ডিত্যের দ্বায় মৌনানুশীলন করাও যুক্তরূপে একান্ত আবশ্যক ।

[ বৃহদা০ ৪।৪।৫ ] ইতি শ্রবণ-মননে চার্খপ্রাপ্তে বিদ্যাসহকারিত্বেন গৃহ্যেতে ; তথা “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্ন” [ বৃহদা০ ৫।৫।১ ] ইত্যাদিনা পাণ্ডিত্যম্, বাল্যম্, মৌনমিতি ত্রিতয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্যসুত্রং বিধীয়তে ইতি ।

মৌনং চ পাণ্ডিত্যাদর্শাসুত্রমিত্যাহ—পক্ষেণেতি । মুনি-শব্দস্য পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ প্রয়োগদর্শনাৎ মৌনং পাণ্ডিত্য-বাল্যয়োর্দ্বয়ো-স্তৃতীয়ম্ । যদপি “অথ মুনিঃ” [ বৃহদা০ ৫।৫।১ ] ইত্যত্র বিধিপ্রত্যয়ো ন শ্রয়তে ; তথাপি মৌনস্তাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়ভ্রমঙ্গীকরণীয়ম্—অথ মুনিঃ স্মৃতাং—ইতি । ইদং চ মৌনং শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থাৎ মননাদর্শাসুত্রভূতম্ উপাসনালক্ষনম্ পুনঃ পুনঃ সংশ্লিষ্টনং তদ্ভাবনারূপম্ ।

হইয়াছে ; এবং “শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ শ্রবণ ও মনন বিহিত আ'ছে, তেমনি “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্ন” ইত্যাদি বাক্যেও পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন, এই তিনটি সাধনই পৃথগ্ভাবে বিদ্যার সহকারীরূপে বিহিত হইতেছে ।

উক্ত শ্রুতির মৌন ও পাণ্ডিত্য যে, একই পদার্থ নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তৎ-প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—“পক্ষেণ” ইতি । উক্তমরূপে মননশীল ( ধ্যাননিষ্ঠ ) ব্যাস প্রভৃতি ঋষিতেও মুনি-শব্দের পার্থক্য প্রয়োগ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এই ‘মৌন’ তুচ্ছোক্ত্য নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে—বাল্য ও পাণ্ডিত্য—এই দুইটির তুলনার তৃতীয় স্বতন্ত্র একটি সাধন ।

যদিও “অথ মুনিঃ” বাক্যে বিধিপ্রত্যয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না বটে, তথাপি অন্তর্ভুক্ত কোথাও মৌনের বিধি না থাকায় এই বাক্যেই ‘মুনিঃ স্মৃতাং’ ( মুনি হইবে ) এইরূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে । শ্রুতার্থ ধারণকরার জন্ত যে, মননের বিধান আছে, এই মৌন তাহা হইতে স্বতন্ত্র—উপাসনার আলম্বন বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তাপ্রবাহাত্মক এবং সেই উপাস্ত পদার্থেরই ভাবনাস্বরূপ (\*) ।

(\*) তাৎপর্য—মৌন অর্থ—মুনির ধর্ম ; মুনির ধর্ম -মনন ; কিন্তু “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নির্দিধ্যাসিতব্যঃ” এই শ্রুতিবাক্যে যে মননের কথা আছে, আর এই বাল্যাদি, শ্রুতিতে, যে মননের উল্লেখ আছে, এই উভয় মনন এক নহে ; “শ্রোতব্যঃ” শ্রুতির ‘মনন’ অর্থ—শ্রুতার্থে যে সমস্ত বিবৃদ্ধ তর্ক উপস্থিত হয়, অনুকূল তর্কের সাহায্যে সমুদয় তর্ক নিরস্ত করিয়া শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা । আর এখানে, যে মননের কথা আছে, ইহার অর্থ—উপাসনাত্মক জ্ঞান—নির্দিধ্যাসনের নিকটবর্তী ; কাজেই উভয়ের স্বরূপগত অভেদ থাকায় এবং “শ্রোতব্যঃ” বাক্যে মননের বিধি থাকায়, এখানকার মৌনকে অনুবাদরূপে পরিকল্পিত করা যায় না । অতএব এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের স্মার মৌনকেও বিদ্যার সহকারী তৃতীয় সাধন রূপে বিহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ।

তদেবং বাক্যার্থঃ—ব্রাহ্মণঃ—বিদ্যাবান্ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্ন, উপাস্তং  
 ব্রহ্মতত্ত্বং পরিশুদ্ধং পরিপূর্ণং চ বিদিত্বা, শ্রবণ-মননাভ্যামপ্রাপ্তং বেদনং  
 প্রতিলভ্যেত্যর্থঃ; তচ্চ ভগবদ্ভক্তিকৃত-সত্ত্ব-বিরুদ্ধিকৃতম্; যথোক্তম্—“নাহং  
 বেদৈঃ” ইত্যারভ্য—“ভক্ত্যা হনন্তয়া শক্যঃ...জ্ঞাতুম্” [গীতা০ ১১।৫৩,৫৪]  
 ইতি। ঋতিং চ—“যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ” [শ্বেতাশ্ব০ ৬। ২৩]  
 “নায়মাত্মা প্রবচনেন” [কঠ০ ২।২৩] ইত্যাদিকা। “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”;  
 বাল্যস্যরূপং চানন্তরমেব বক্ষ্যতে; “বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিঘ্নাথ  
 মুনিঃ স্যাৎ”—বাল্য-পাণ্ডিত্যে যথাবদুপাদায় পরিশুদ্ধে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি  
 মননশীলো ভবেৎ—নিদিধ্যাসন-রূপবিদ্যাবাপ্তয়ে। এবমেব ত্রিতয়ো-  
 পাদানেন লব্ধবিদ্যো ভবতীত্যাহ—“অমোনং চ মোনং চ নির্বিঘ্নাথ  
 ব্রাহ্মণঃ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। অমোনং মোনেতর-সহকারিকলাপঃ;  
 তং চ মোনং চ যথাবদুপাদাদানো বিদ্যাকাষ্ঠাং তদেকনিষ্পাত্যাং লভেতে-  
 ত্যর্থঃ। “স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি উক্তাদুপায়াৎ

অতএব এই বাক্যের এইরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হইতেছে যে,—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য  
 অর্থাৎ বিদ্যা লাভ করিয়া উপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া—শ্রবণ ও মননের  
 বারংবার অনুশীলনজাত ‘বেদন’ ( উপাসনাস্বক জ্ঞান ) প্রাপ্ত হইবেন। সেই বেদনও আবার  
 ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিপ্রসূত সত্ত্বগুণের সমুৎকর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ও এ কথা  
 বলিয়াছেন—‘আমি বেদ ও তপস্যা দ্বারা [ লভা হই না ]’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন  
 যে, ‘কিন্তু আমি একমাত্র অনন্তবিষয়ক ভক্তি দ্বারা লভা হইয়া থাকি’ ইতি। এতদনুরূপ  
 শ্রুতিও আছে—‘দেবতার প্রতি যাহার পরা ভক্তি থাকে’, ‘গুধু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা এই  
 আত্মাকে লাভ করা যায় না’ ইত্যাদি। ‘বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ’ এই বাল্য শব্দের অর্থ অব্যবহিত  
 পরেই বলা হইবে। ‘বাল্য ও পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া অনন্তর মুনি হইবেন’  
 ইহার অর্থ এইরূপ—যথাযথরূপে বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া নিদিধ্যাসনরূপ বিদ্যালাভের  
 জন্য বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মবিষয়ে মননশীল ( চিন্তাপরায়ণ ) হইবে। এই প্রকারে যথোক্ত  
 বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মোন, এই তিনটির অনুশীলন করিলেই প্রকৃতপক্ষে আত্মবিদ্যা অধিগত  
 হয়; এই কথাই ‘অতঃপর অমোন ও মোন, উভয়ই অধিগত হইয়া, তাহার পর ব্রাহ্মণ  
 ( ব্রহ্মনিষ্ঠ ) হইবেন.’ এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। ‘অমোন’ অর্থ—মোনাতিরিক্ত  
 আর যে কিছু সহকারী সাধন আছে, তৎসমস্ত বৃত্তিতে হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত মোন ও  
 অমোন যথাযথরূপে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ভগবদ্বিষ্ঠাস্বক বিদ্যার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া  
 থাকেন। অতঃপর, ‘সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আর কিরূপে থাকিবেন’? অর্থাৎ যে তিনটি  
 উপায় কথিত হইল, তদতিরিক্ত আরও কোন উপায় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? এই কথা

কিমন্তোহপ্যুপায়োহস্তীতি পৃষ্ঠে “যেন শ্রাৎ, তেনেদৃশ এব” ইতি—যেন মৌনপর্যাস্তেন ব্রাহ্মণঃ শ্রাদ্ধিত্যুক্তম্, তেনৈবেদৃশঃ শ্রাৎ, ন কেনাপ্যন্তো-নোপায়েনেতি পরিহৃতম্ । অতঃ সর্বেষাশ্রমেষু স্থিতস্ত বিদুষো যজ্ঞাদি-স্বাশ্রমধর্ম্যবৎ পাণ্ডিত্যাদিকং মৌন-তৃতীয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্যাস্তরং বিধীয়তে ॥৬॥৪॥৪৬॥

অথ শ্রাৎ—যদি সর্বেষাশ্রমেষু স্থিতানাং বিদুষাং তত্তদাশ্রমধর্ম্যসহ-কারিণী মৌনতৃতীয়সচিবা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনমুচ্যতে ; কথং তর্হি ছান্দোগ্যে “অভিসমারত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে” [ ছান্দো০ ৮।১৫।১ ] ইত্যারভ্য “স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ততে” ইতি যাবদায়ুষং গার্হস্থ্য-ধর্মেণ স্থিতিদর্শনমুপপদ্যতে ? অত আহ—

### কৃত্বন্নভাবাতু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩॥৪॥৪৭॥

[ পদচ্ছেদঃ—কৃত্বন্নভাবাৎ ( সর্বাশ্রমে সম্ভাব হেতু ) ছু ( কিস্ত ) গৃহিণা ( গৃহস্থ দ্বারা ) উপসংহারঃ ( পূরণ করা হইয়াছে মাত্র ) । ]

[ সরলার্থঃ—কৃত্বন্নভাবাৎ—কৃত্বন্নেষু আশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সম্ভাবাৎ, গৃহিণোহপি তত্রাধি-কারোহস্ত্যেব ; তত এব “স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে” ইত্যত্র গৃহিণা উপসংহারঃ বাক্যসমাপ্তিঃ কৃতঃ । উদাহরণার্থমাত্রং তু গৃহিণঃ প্রদর্শনমিতি ভাবঃ ॥

সমস্ত আশ্রমেই বিদ্যার সম্ভাব আছে ; এইজন্তই ছান্দোগ্যোপনিষদে যাবজ্জীবন কর্মাঘুষ্ঠানে কেবল গৃহীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহা হইতেই অপরাপর আশ্রমীর কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে ॥৩॥৪॥৪৭॥ ]

জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদন্তরে বলিলেন,—“যেন শ্রাৎ, তেনেদৃশ এব” অর্থাৎ মৌন পর্যাস্ত যে সমস্ত সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত সাধনের সাহায্যেই ঐদৃশ ( ব্রহ্মনিষ্ঠ ) হইবেন, অপর কোনও উপায়ে নহে ; এইরূপে সাধনান্তরসম্ভাব-বিষয়ক আশঙ্কাও নিবারিত হইয়াছে । অতএব বিদ্বান্ পুরুষ যে কোনও আশ্রমে অবস্থিত থাকুন না কেন, তাহাদের সম্বন্ধে আশ্রমোচিত যজ্ঞাদির জ্ঞান বালা ও পাণ্ডিত্য এবং তদপেক্ষা তৃতীয় মৌন, এই সাধনগুলিরও অমুষ্ঠান বিহিত হইতেছে ॥৩॥৪॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, যদি সর্বাশ্রমস্থিত বিদ্বানের সম্বন্ধেই সেই সেই আশ্রমধর্ম্যসংকৃত বালা, পাণ্ডিত্য ও মৌনসম্বিত বিদ্যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘সমাবর্তনের পর পবিত্র গৃহস্থপ্রাশ্রমে প্রবেশপূর্বক পবিত্র স্থানে’, এই হইতে ‘গৃহপ্রবর্তি সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন,



তু-শব্দশ্চাচ্চৎ ব্যাবৰ্ত্তয়তি ; কুংস্নভাবাৎ—কুংস্নেষু ভাবাৎ,  
কুংস্নেষাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সন্ভাবাৎ গৃহিণোহপ্যন্তীতি তেনোপসংহারঃ ;  
তস্মাৎ সৰ্ব্বাশ্রম-ধৰ্ম্ম প্রদৰ্শনার্থো গৃহিণোপসংহার ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৮॥৪৭॥

তথৈতন্মিহপি বাক্যে “ব্রাহ্মণঃ পুত্রেষণায়াস্চ বিত্তেষণায়াস্চ  
লোকেষণায়াস্চ ব্যুৎথায়াথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরতি” [বৃহদা. ১৫।৫।১]  
ইতি পারিত্রাজ্যেকান্তধৰ্ম্ম্যং প্রতিপাদ্য “তস্মাদ্ভ্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং  
নিৰ্ব্বিদ্ধ” ইত্যাদিনা পারিত্রাজ্যধৰ্ম্মস্থিতিহেতুক-মৌনতৃতীয়-সহকারিবিধানং  
প্রদৰ্শনার্থমিত্যাহ—

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩৮॥৪৮॥

[ পদচ্ছেদঃ—মৌনবৎ ( মৌনের ছায় ) ইতরেষাম্ ( অপরাপর আশ্রমীদিগের ) অপি ( ও )  
উপদেশাৎ ( শাস্ত্রোপদেশ হইতে ) । ]

[ সৰলার্থঃ—“অথ মুনিঃ” ইত্যশ্বিন্ বাক্যে “অথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরতি” ইতি পারিত্রাজ্যধৰ্ম্ম-  
ভিক্ষার্চর্য্যোপসংহারোহপি সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্ম্যাণাম্ উদাহরণার্থ এব ; কুতঃ ? মৌনবৎ ইতরেষামপি  
যজ্ঞাদীনাং কৰ্ত্তব্যাত্মোপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

‘অতঃপর মুনি হইবে’ এই বাক্যেই যে, সন্ন্যাসিধৰ্ম্ম ভিক্ষার্চর্য্যের দ্বারা উপসংহার করা  
হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে, উহা কেবল উদাহরণমাত্র ; কারণ, মৌনের ছায় যজ্ঞাদি অপর সমস্ত  
ধৰ্ম্মেরও কৰ্ত্তব্যতার উপদেশ রহিয়াছে ॥৩৮॥৪৮॥

সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসেন না’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে যে, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের কথা  
বলা আছে, তাহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন - “কুংস্নভাবাত্তু” ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি উক্ত পূৰ্ব্বপক্ষখণ্ডনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । সমস্ত আশ্রমীরই বিদ্যামূলীলনে  
অধিকার আছে ; সুতরাং গৃহস্থেরও আছে ; এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল  
গৃহস্থ দ্বারা প্রকরণের উপসংহার বা পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক  
আশ্রমীর উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপে কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, উহা  
হইতেই অপরাপর আশ্রমীদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে ॥৩৮॥৪৭॥

উল্লিখিত বাক্যের ছায় এখানেও বুঝিতে হইবে যে, ‘ব্রাহ্মণ পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ এবং  
স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির অভিলাষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া  
ভিক্ষার্চর্য্য করিবেন’ । এখানে সন্ন্যাসাশ্রমের অব্যভিচারী ধৰ্ম্ম ভিক্ষার্চর্য্যার উপদেশ করিয়া,  
তাহার পর যে, “তস্মাদ্ভ্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্” ইত্যাদি বাক্যে পারিত্রাজ্য-ধৰ্ম্মরক্ষার মূলীভূত বালা,  
পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই ত্রিবিধ বিদ্যাসহকারী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কেবল  
উদাহরণমাত্র ; ইহা হইতেই অপরাপর সাধনেরও উপদেশতা বুঝিয়া লইতে হইবে ; এই  
অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“মৌনবৎ” ইত্যাদি ॥

সর্বেষণাবিনিম্মুক্তস্তা ভিক্ষাচরণপূর্বক-মৌনোপদেশঃ সর্বেষামাশ্রম-  
ধৰ্ম্মাণাং প্রদর্শনার্থঃ । কূতঃ ? এবংবিধমৌনোপদেশবদিতরেষামাশ্রমিণা-  
মপি “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধাঃ” [ ছান্দো ০ ২।২৩।১ ] ইত্যরভ্য “ব্রহ্মসংস্থোহমৃত-  
ত্বমেতি” ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপদেশাৎ । উপপাদিতশ্চ পূর্বমেব ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ  
সৰ্ব্বাশ্রমসাধারণ ইতি । অতঃ স্তূৰ্ণ-কৃতং যজ্ঞাদি-সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মবৎ মৌন-  
তৃতীয়ঃ পাণ্ডিত্যাদিবিদ্যাসহকারিত্বেন বিধীয়ত ইতি ॥৩॥৪॥৪৮॥

[ ইতি দ্বাদশং সহকার্যন্তরবিধাধিকরণম্ ॥১২॥ ]

অনাবিকারাদিকরণম্ ।] অনাবিকূৰ্ণনয়্যাৎ ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ পদচ্ছেদঃ—অনাবিকূৰ্ণন ( নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া ) অবয়্যাৎ ( যেহেতু উহার  
সহিতই বিজ্ঞার নিয়ত সম্বন্ধ ) । ]

[ সরলার্থঃ—“পাণ্ডিত্যং নির্বিজ্ঞ বালোন তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যত্র বাল্যাৎ—বালভাবঃ ; তৎ কিং  
কামচারিভ্বম্ ? উত স্বমাহাশ্রয়ানাবিকরণম্ ? ইত্যাহ—“অনাবিকূৰ্ণন” ইত্যাদি ।

বিদ্বান্ স্বমাহাশ্রয়ান্ অনাবিকূৰ্ণন প্রকাশয়ন্ দম্ভাদিরাহিত্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যর্থঃ ; কূতঃ ?  
অবয়্যাৎ, দম্ভাদিরাহিত্যরূপস্ত স্বমহিমানাবিকরণশ্চৈব বিজ্ঞা অবয়্যাৎ—নিয়তসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ ॥

“বালোন তিষ্ঠাসেৎ” ( বালভাবে অবস্থান করিবে ), এখানে বাল্য অর্থ কি বালকের জ্ঞায়  
যথেষ্টাচারিতা ? অথবা দম্ভাদিরাহিত্য ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অনাবিকূৰ্ণন” ইত্যাদি ।

এখানে বাল্য—বালভাব অর্থ—নিজের জ্ঞানগৌরবাদি অভিমান প্রকাশ না করা ; কেন  
না, দম্ভাদিশূণ্যতার সহিতই বিজ্ঞার নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে ; অতএব ‘বাল্য’ শব্দের ঐরূপ  
অর্থই সঙ্গত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥ ]

সর্ববিধ বাসনাবিহীন একমাত্র সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই যে, ভিক্ষাচরণ ও মৌনব্রতাচরণের উপ-  
দেশ ; বুঝিতে হইবে যে, তাহা অপরাপর সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের কর্তব্যতা প্রদর্শনের নিদর্শন মাত্র ;  
কারণ, “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধাঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি” পর্য্যন্ত বাক্যে ঈদৃশ  
মৌনবিধির জ্ঞায় অপরাপর যে সমস্ত আশ্রম-ধর্ম্ম আছে, সে সমুদয়কেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে  
উপদেশ করা হইয়াছে ; আর ‘ব্রহ্মসংস্থ’ শব্দটি যে, সৰ্ব্বাশ্রম-সাধারণ অর্থাৎ সাধারণতঃ  
সৰ্ব্বাশ্রমীরই বোধক, ইহা আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি । অতএব আশ্রমানুযায়ী যজ্ঞাদি  
সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞায় বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনকেও যে, বিজ্ঞার সহকারী কারণরূপে বিহিত বলা  
হইয়াছে, সে কথা সঙ্গতই হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪৮॥

[ দ্বাদশ সহকার্যন্তরবিধি অধিকরণ ॥১২॥ ]

“তস্মাদ ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যত্র বিদুষা বাল্যমুপাদেয়তয়া শ্রুতম্ । বালস্য ভাবঃ কৰ্ম বা বাল্যম্ ; বালভাবস্য বয়োহবস্থা বিশেষস্তানুপাদেয়ত্বাৎ কশ্মৈবেহ গৃহ্যতে । তত্র কিং বালস্য কৰ্ম—কামচারাदিকং সৰ্ব্বং বিদুষোপাদেয়ম্ ? উত দম্ভাদিরহিতত্বমেব ? ইতি বিশয়ে, বিশেষাভাবাৎ সৰ্ব্বমুপাদেয়ম্ ; নিয়মশাস্ত্রাণি চ বিশেষ-বিধিনানেন বাধ্যস্ত ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

অনাবিক্ষুৰ্ব্বস্মিত । বালস্য যৎ স্বভাবানাবিক্কাররূপং কৰ্ম, তৎ উপাদ-  
দানো বর্ত্তেত বিদ্বান্ । কুতঃ ? অন্বয়াৎ—তশ্চৈবান্বয়াৎ । “বাল্যেন  
তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যস্মিন্ বিধৌ তশ্চৈব হি অন্বয়সম্ভবঃ ; ইতরেযাং বিদ্যা-  
বিরোধিত্বশ্রবণাৎ—

‘সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য শেষ করিয়া বাল্যে—বালভাবে অবস্থান করিবেন’, এই  
শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানের বালভাব ( বাল্য ) গ্রহণীয় বলিয়া শ্রুত আছে । বাল্য অর্থ—বালকের  
স্বভাব, অথবা কৰ্ম, দুইই ধরা যাইতে পারে ; তন্মধ্যে বয়সের অবস্থা বিশেষরূপ যে, বালভাব,  
তাহা ত আর ইচ্ছামাত্রে সম্পাদন করা যাইতে পারে না ; সূতরাং এখানে বালকের কৰ্মই ‘বাল্য’  
শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বালকের কৰ্ম যে, যথেষ্টাচারাদি,  
তৎসমস্তই কি বিদ্বানের গ্রহণীয় ? অথবা কেবল দম্ভাদিরাহিত্য মাত্র গ্রহণীয় ? এইরূপ সংশয়  
স্থলে, যখন কোনপ্রকার বিশেষাবধারণের কারণ দেখা যাইতেছে না, তখন সমস্ত কৰ্মই গ্রহণ  
করা উচিত ; আর যে চারিতার নিবারণ যে সমস্ত নিয়মশাস্ত্র আছে, সেগুলিও এই বিশেষ-  
বিধি দ্বারাই বাধিত হইয়া যাইবে । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“অনাবিক্ষুৰ্ব্বস্মি-  
ন” ইত্যাদি (\*) ।

বালকের যে, স্বভাব বা স্ব-মাহাত্ম্য প্রকাশ না করা রূপ কৰ্ম, বিদ্বান্ কেবল সেই কৰ্মটিই  
গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবেন । কারণ ? যেহেতু অন্বয়—তাহার সহিতই সম্বন্ধ রহিয়াছে ;

(\*) তাৎপর্য—এই অনাবিক্কারাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” শ্রুতির  
‘বাল্য’ পদের অর্থ । (২) সংশয়—বাল্য অর্থ কি বালকের স্তায় যথেষ্টাচারিতা ? অথবা বালকের স্তায় দম্ভাদি-  
রাহিত্য ? (৩) পূর্বপক্ষ—এখানে যখন বিশেষ ভাবে কোন নির্দেশ নাই, তখন বালকের সমস্ত কৰ্মই  
গ্রহণ করিতে হইবে ; (৪) উত্তর—না, যথেষ্টাচারিতার গ্রহণ করিতে হইবে না, পরন্তু দম্ভাহ্কারাদি-রাহিত্যের  
গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ, বিদ্বানের পক্ষে যথেষ্টাচারিতা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নির্দিষ্ট আছে । (৫) নির্ণয়-  
অন্তএব এখানে বালকের স্তায় দম্ভাহ্কারাদি রহিত হইবে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে ।

“নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্যাপ্নুয়াৎ ॥”

[ কঠো ২।২৪ ]

“আহারশুদ্ধৌ সম্বশুদ্ধিঃ” [ ছান্দোগ্যো ৭।২৬২ ] ইত্যাদিষু ॥৩৪॥৪৯॥

[ ইতি ত্রয়োদশম্ অনাবিকারাদিকরণম্ ॥১৩॥ ]

ঐহিকাধিকরণম্ ।]

ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে,

তদর্শনাৎ ॥৩৪॥৫০॥

[ পদচ্ছেদঃ—ঐহিকং ( ইহকালেই হয় ) অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে ( অশুদ্ধিত কৰ্ম্মের অপর কোন-প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে । ]

[ সরলার্থঃ—দ্বিবিধা বিত্তা—অভ্যাদয়ফলা, নিঃশ্রেয়সফলা চ । তত্র অভ্যাদয়ফলা বিত্তা কিং উৎপত্ত্যানন্তরমেব—ঐহিকমেব ফলং বিধন্তে ? উত কালান্তরে ? এবং সন্দিহাহ—“ঐহিকম্” ইত্যাদি ।

অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে প্রবলপ্রতিবন্ধকে অবিত্তমানে সতি ঐহিকং ইহলোকে এব ফলপ্রদং ভবতি, প্রতিবন্ধকসম্ভাবে তু কালান্তরেহপি ইতি নিয়মাত্তাব ইত্যর্থঃ ।

বিত্তা দুইপ্রকার—অভ্যাদয়ফলজনক, আর মুক্তিফলজনক, তন্মধ্যে সন্দেহ এই যে, অভ্যাদয়ফলক বিত্তার ফল কি বিত্তালাভের পরক্ষণে ইহলোকেই হয় ? অথবা কালান্তরে হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন “ঐহিকং” ইত্যাদি ।

অপর কোনও প্রবল কৰ্ম্ম প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহকালেই—বিত্তার পরক্ষণেই ফল হয়, আর প্রবল প্রতিবন্ধক থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক কৰ্ম্মের ফলপ্রদান শেষ হইলে পর ইহার ফল হয় ; সুতরাং এ বিষয়ে কোনপ্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ॥৩৪॥৫০॥ ]

কেন না, ‘যে লোক দুশ্চরিত হইতে অবিরত নয় অর্থাৎ (বিরত), অশান্ত নয়, অসমাহিত নয়, এবং অশান্তচিত্তও নয়, সেই লোকই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ইহাঁকে ( পরমপুরুষকে ) লাভ করে,’ এবং ‘আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হয়’ ইত্যাদি শাস্ত্রেও বাণকোচিত অশ্রুত কৰ্ম্মগুলি বিত্তাবিরোধী বলিয়া কথিত হওয়ায় “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” বাক্যেও কেবল সেই স্ব-মহিমার অপ্রকাশনরূপ কৰ্ম্মেরই অবয়ব লাভ সম্ভাবিত হয় ॥৩৪॥৪৯॥

[ ত্রয়োদশ অনাবিকারাদিকরণ ॥১৩॥ ]

দ্বিবিধা বিদ্যা—অভ্যুদয়ফলা, মুক্তিফলা চ । তত্রাভ্যুদয়ফলা স্বসাধন-  
ভূতৈঃ পুণ্যকৰ্ম্মভিঃ পুণ্যকৰ্ম্মানন্তরমেব উৎপদ্যতে ? উতানন্তরম্, কালান্তরে  
বা ? ইত্যনিয়ম ইতি সংশয়ঃ । পূর্বকৃতৈঃ পুণ্যকৰ্ম্মভির্হি বিদ্বান্ জায়তে ;  
যথোক্তং ভগবতা—“চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহর্জুন” [ গীতা০  
৭।১৬ ] ইতি । সাধনে নিবর্ত্তে বিলম্বহেতুভাবানন্তরমেব—ইতি  
প্রাপ্তে উচ্যতে—

[ সিদ্ধান্তঃ— ]

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—ইতি । ঐহিকম্—অভ্যুদয়ফলমুপাসনম্,  
অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অপ্রস্তুতে—প্রবলকৰ্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধেইত্যনন্তরং, প্রতি-  
বন্ধে সতি তদন্তরকালম্—ইত্যনিয়মঃ । কৃতঃ ? তদর্শনাৎ—দৃশ্যতে ‘হি  
প্রবলকৰ্ম্মান্তরেণ কৰ্ম্মফল-প্রতিবন্ধাভ্যুপগমঃ শ্রুতৌ—“যদেব বিদুষ্মা  
করোতি শ্রদ্ধায়োপনিষদা, দব বীৰ্য্যবত্তরম্” ইত্যুদগীথবিদ্যায়ুক্তস্য কৰ্ম্মণঃ  
ফলাপ্রতিবন্ধশ্রবণাৎ ॥৩৪।৫০॥ [ ইতি চতুর্দশমৈহিকাধিকরণম্ ॥১৪॥ ]

বিদ্যা ( উপাসনা ) সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—একের ফল অভ্যুদয় স্বর্গাদি লাভ, আর  
অপরের ফল মুক্তিলাভ । এখানে সংশয় এই যে, উভয়প্রকার উপাসনার মধ্যে অভ্যুদয়ফলক  
বিদ্যা কি নিজের সাধনভূত পুণ্যকৰ্ম্মসমূহ দ্বারা ঠিক পুণ্যকৰ্ম্মোদয়ের পরক্ষণেই উৎপন্ন হয় ?  
অথবা পরক্ষণেও হয়, কালান্তরেও হয়, এবিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নাই ? প্রাক্তন পুণ্যকৰ্ম্মের  
ফলেই যখন লোক বিদ্বান্ হয়, এবং ভগবান্ও যখন বলিয়াছেন যে, ‘হে অর্জুন, স্মৃতিসম্পন্ন  
চতুর্বিধ লোক আমার ভজনা করে’ ; বিশেষতঃ কারণ বিদ্যমান সত্ত্বে যখন কার্যোৎপত্তির  
বিলম্বেও কোন যুক্তি দেখা যায় না, তখন অব্যবহিত পরেই বিদ্যা-ফল উৎপন্ন হয়, এইরূপ  
সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“ঐহিকম্ অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে” ইতি (\*) ।

প্রবল কৰ্ম্মান্তররূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকিলেই অভ্যুদয়জনক বিদ্যার ফল ইহলোকে  
হইয়া থাকে, আর প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়ের পর ফল হইয়া থাকে ;  
সুতরাং এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই । অনিয়মের কারণ কি ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে  
পাওয়া যায় ; প্রবল কৰ্ম্ম দ্বারা যে, তদপেক্ষা হ্রস্বল কৰ্ম্মফল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, তাহা  
শ্রুতিরও অনুমোদিত ; কেন না, ‘বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ সহকারে যে কৰ্ম্মই করা হয়, তাহাই  
অধিক বীৰ্য্যবান্ হইয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে উদগীথবিদ্যায়ুক্ত কৰ্ম্মের ফল অপর কোনও কৰ্ম্ম  
দ্বারা প্রতিবন্ধক হয় না, কথিত হইয়াছে । [ সুতরাং তাদৃশ বিদ্যাকালের কোনরূপ নিয়ম  
থাকিতে পারে না ] ॥৩৪।৫০॥ [ ইতি চতুর্দশমৈহিকাধিকরণম্ ॥১৪॥ ]

(\*) তাৎপর্য্য—এই ‘ঐহিকাধিকরণে’র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অভ্যুদয়-ফলসাধক বিদ্যার ফলোৎ-  
পত্তি কাল । (২) সংশয়—ঐ বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনভূত কৰ্ম্ম-নিষ্পত্তির পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়, অথবা কালান্তরে

মুক্তিফলাধিকরণম্ । ] এবং মুক্তিফলানিয়মগম্যদবস্থা-

বন্ধতেষুদবস্থাবন্ধতেঃ ॥৩৪॥৫১॥

[ পদচ্ছেদঃ—এবং ( এই প্রকার—অভ্যাসফলের ভাষ্য ) মুক্তিফলানিয়মঃ ( মুক্তিকলের সম্বন্ধেও নিয়ম নাই ), তদবস্থাবন্ধতেঃ ( যেহেতু ঐরূপ ব্যবস্থাই অবধারিত আছে । ]

[ সরলার্থঃ—এবম্—অভ্যাসফলক-বিভাগ ইব মুক্তিফলায়া অপি বিভাগ্যঃ ফলকালানিয়মঃ । কৃতঃ ? তদবস্থাবন্ধতেঃ—প্রতিবন্ধভাবে সত্যেব হি তদবস্থায়াঃ মোক্ষদশায়া অবধারণাদিত্যর্থঃ ॥ অভ্যাস-ফলজনক বিভাগ যেমন ফলকালের নিয়ম নাই, তেমনি মুক্তিজনক বিভাগ ফলাভিব্যক্তি কালের সম্বন্ধেও কোনরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, প্রতিবন্ধকের অভাবদশাতেই মুক্তিরূপ ফল অবধারিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রতিবন্ধক থাকিলে মুক্তিফল কখনই অভিব্যক্ত হইতে পারে না ॥৩৪॥৫১॥ ] ইতি পঞ্চদশঃ মুক্তিফলানিয়মাদিকরণম্ ॥১৫॥ ]

ইতি শ্রীজগদগুরুসংখ্যাবেদান্ততীর্থকৃতায়াম্ ব্রহ্মসূত্রব্যাক্যায়াম্ সরলখ্যায়াম্  
তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩৪॥

মুক্তিফলশ্রুত্যা প্যুপাসনশ্চ স্বসাধনভূতৈরতিশয়িতকল্পভিরুৎপত্তৌ এবমেব  
কালানিয়মঃ, তত্ৰাপি পূর্ববৎ প্রতিবন্ধক-প্রতিবন্ধ-সমাপ্তিরূপাবস্থাব-  
গতেঃ—অত্রাপি তস্মৈ হেতোঃ সমানত্বাদিত্যর্থঃ ।

বিভাগ সাধনরূপী সর্বাতিশয়ী বা সর্কোৎকৃষ্ট কৰ্মসমূহ দ্বারা মুক্তিসাধক বিভাগ উপস্থিত হইলে পর, তাহার ফলসম্বন্ধেও পূর্বোক্ত অভ্যাসফলক বিভাগেরই মত ফলগত কোনও নিয়ম নাই ; কারণ, পূর্বের ভাষ্য তৎসম্বন্ধেও প্রতিবন্ধকভাব ও প্রতিবন্ধকসমাপ্তিরূপ দুইটি অবস্থা অবধারিত আছে ; কেননা, পূর্বোক্ত হেতুটি ইহার পক্ষেও তুল্য (\*) ।

হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—কারণ উপস্থিত থাকিলে যখন কার্যোৎপত্তির বিলম্ব হওয়া উচিত হয় না ; তখন বিভাগ-সাধন কল্পনিপত্তির পরক্ষণেই ফলনিপত্তি হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, যদি প্রতিবন্ধক কোন প্রলম্ব কর্তৃক না থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ফল নিপত্তি হয়, আর প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্ব হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই ।

(\*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘মুক্তিফলাধিকরণ’টির পাঁচটি অংগের এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তিফলক বিভাগ ও তৎকলের কাল । (২) সংশয়—সেই বিভাগ ও তৎকল কি সাধনসমূহ নিম্পন্ন হইবার পরক্ষণেই হয় ? অথবা কালান্তরে হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাধন উপস্থিত থাকিলে কার্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক ; সুতরাং সাধননিপত্তির পরক্ষণেই মুক্তি লাভ হয়, বলিতে হইবে । (৪) উত্তর—না, অভ্যাসফলক বিভাগের ভাষ্য এ সম্বন্ধেও কোন ফলের নিয়ম নাই,—প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্ব হয়, আর প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবিলম্বে হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তিসাধন প্রব হইলেও তাহার কালসম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই বুঝিতে হইবে ।

সর্বৈভ্যঃ কৰ্মভ্যো মুক্তিকল-বিদ্যাসাধনশ্চ কৰ্মণঃ প্রবলত্বাৎ প্রতিবন্ধা-  
সম্ভব ইত্যধিকাশঙ্কা । তত্রাপি ব্রহ্মবিদপচাৰাণাং পূৰ্ব্বকৃতানাং প্রবলানাং  
সম্ভবাৎ প্রতিবন্ধসম্ভব ইতি পরিহারঃ । দ্বিরুক্তিরধ্যায়-পরিসমাপ্তিং  
দ্রোতয়তি ॥৩৪॥৫১॥ [ ইতি পঞ্চদশং মুক্তিকলাধিকরণম্ ॥১৫॥ ]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিতৈ শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

তৃতীয়াধ্যায়শ্চ চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩৪॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩॥

এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মুক্তিকলের সাধক বিদ্যা, যে কৰ্ম হইতে উৎপন্ন  
হয়, সেই কৰ্ম যখন অপরাপর সমস্ত কৰ্ম অপেক্ষা প্রবল, তখন কোন কৰ্মই তাহার প্রতিবন্ধক  
হইতে পারে না; তাহারও পরিহার বা মীমাংসা এই যে, সে সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদের অপকারী  
পূৰ্ব্বানুষ্ঠিত প্রবল কৰ্ম দ্বারা বাধা হওয়া অসম্ভব হয় না; [ স্ততরাং তাহার জ্ঞান এই স্বত্রে  
অভিদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে ] । অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জ্ঞান স্বত্রে ‘তদবহাবধূতেঃ’  
কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৪॥৫১॥ [ ইতি পঞ্চদশ মুক্তিকলাধিকরণ ॥১৫॥ ]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ে

চতুর্থপাদের অমুবাদ সমাপ্ত ॥৩৪॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥







